সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৮২

# সংবাদপত্রে সেকালের কথা

# সমাচার দর্পণ

২৭ সংখ্যা। শনিবার। ২১ নবেম্বর সন ১৮১৮। ৭ আগ্রহায়ণ সন ১২২৫।

দর্পণে মুখ সৌন্দর্য্যমিব কার্য্যবিচক্ষণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্তু সমাচারস্য দর্পণে॥

## সমাচার দর্পণ।

কোম্পানির কাগজ।—

১৮ নবেম্বর বুধবার সন ১৮১৮ সালে। কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা ছয় টাকা আট আনা ডিসকৌণ্ট। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা সাত টাকা ডিসকৌণ্ট।

সপ্তাহের পঞ্জিকা।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২১ নবেম্বর | শনিবার | | ৭ | অগ্রহায়ণ |
| ২২ | ঐ | রবিবার | ৮ | ঐ |
| ২৩ | ঐ | সোমবার | ৯ | ঐ |
| ২৪ | ঐ | মঙ্গলবার | ১০ | ঐ |
| ২৫ | ঐ | বুধবার | ১১ | ঐ |
| ২৬ | ঐ | বৃহস্পতিবার | ১২ | ঐ |
| ২৭ | ঐ | শুক্রবার | ১৩ | ঐ |

পশ্চিম দেশের সমাচার।

পশ্চিম দেশহইতে এই২ সমাচার আসিয়াছে যে মহারাষ্ট্রেরা পুনর্ব্বার পরাক্রমী যে হইবে এমত বুঝা যায় না এবং তাহারদের মধ্যে প্রধান শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া মহারাজ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নিতান্ত বশীভূত হইয়া মহারাষ্ট্র দেশ দিয়া মথুরা গিয়াছেন ইহা দেখিয়া মহারাষ্ট্রেরা নিতান্ত হতাশ হইয়াছে।

শ্রীযুত দৌলৎরাও সিন্ধিয়া এখন মহারাষ্ট্রেরদের মধ্যে প্রধান এবং শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সম্প্রীতিপূর্ব্বক চলিতেছেন। এবং মালোয়া দেশের পশ্চিমে তাঁহার যে২ অধিকার আছে তাহার অধ্যক্ষেরদের নিকটে সিন্ধিয়া আজ্ঞা করিয়াছেন যে সে অধ্যক্ষেরা শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেবের কাছে আপন২ তরফ এক২ জন উকীল রাখে। এবং তাঁহার দেশের মধ্যে যখন যেখানে বিবাদাদি উপস্থিত হয় তখন তাহা নিবারণ করিতে সিন্ধিয়া ইংগ্লণ্ডীয় অধ্যক্ষেরদের নিকটে জানাইয়া সে কর্ম্ম সিদ্ধ করিতেছেন।

যদবধি মল্হার রাও হোলকারের সহিত আমারদের সন্ধিপত্র হইয়াছে তদবধি তাঁহার রাজ্য নিরুপদ্রবে আছে।

শ্রীযুত আপা সাহেব মহাদেব পর্ব্বতে আছেন এবং এমত বুঝা যায় যে আপা সাহেব আপনি ইংগ্লণ্ডীয়ের আশ্রয়ে থাকিবেন। শ্রীশ্রীযুত তাঁহাকে কহিয়াছেন যে যদি তুমি আমারদের কথানুসারে চল তবে তোমাকে হিন্দুস্থানের মধ্যে পরম সুখে রাখিব। যদি আপা সাহেব শ্রীযুতের কথানুসারে না চলেন তবে কতক দিন বন পর্ব্বতাদি আশ্রয় করিয়া থাকিবেন কিন্তু শেষে অনেক দুর্গতি পাইবেন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধে কদাচ জয়ী হইবেন না।

মালোয়া দেশের মধ্যে যে২ দেশ রজপুতেরদের ছিল সে দেশে আমারদের অধিকার হওয়া অবধি এমত সুস্থির হইয়াছে যে কেহ কহিতে পারে না যে পূর্ব্বে অস্থির ছিল। মালোয়া দেশের পশ্চিমে চারি মাস হইল একটা বন্দুকের শব্দও হয় নাই এবং পূর্ব্বে যাহারা পিণ্ডারিরদের মত লুট ব্যবসায় করিত তাহারা এখন কৃষি ব্যবসায় করিতেছে। এবং নর্ম্মদা নদীর উত্তর পার্শ্বে যাহারা লুট কর্ম্মে কাল ক্ষেপণ করিত তাহারা এখন সৎকর্ম্মে কালক্ষেপণ করিতেছে।

পুত্রাপ গড়ের নিকটে এক ব্যক্তি আপনাকে মল্হাররাও হোলকার নাম করিয়া কতক সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল পরে শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেব সে বিষয় অনুসন্ধান পাইয়া তাহাকে ধরিতে সৈন্য পাঠাইয়াছেন এত দিন ধরিয়া থাকিবেন।

পিণ্ডারিরা সমূল উচ্ছিন্ন হইয়াছে কিন্তু তাহারদের মধ্যে চিতু নামে এক ব্যক্তি ধরা পড়ে নাই সে ষাটি জন ঘোড়সোয়ার সঙ্গে করিয়া সাতপুরা পর্ব্বতহইতে মহাদেব পর্ব্বতে শ্রীযুত আপা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে।

শ্রীযুত সর জন মালকম সাহেবের ছাউনিতে অনেক২ রাজারা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। নাদরভীল নামে এক জন পূর্ব্বে লুটব্যবসায়ী ছিল সে এক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল দৈবাৎ সেই দিন ছাউনিহইতে কতক গরু ও ঘোড়া চুরি গেল। তাহাতে ঐ মালকম সাহেব নাদরভীলকে কহিলেন যে তুমি তদারক করিয়া এ গরু ও ঘোড়া আনাইয়া দেহ। তাহাতে নাদরভীল তদ্দণ্ডে তদারক করিয়া সেই চোরের মস্তক সমেত সমুদয় গরু ও ঘোড়া আনাইয়া দিল।

শ্রীযুত জেনেরাল আরনল্ড সাহেব করনালের উত্তর পশ্চিমে চিকরৌলী নামে এক

[ 'সমাচার দর্পণ' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ]

সাহিত্য-পরিষদ্‌-গ্রন্থাবলী—৮২

# সংবাদপত্রে সেকালের কথা

## প্রথম খণ্ড

১৮১৮-১৮৩০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌-মন্দির, কলিকাতা
১৩৩৯

# নির্ঘণ্ট

**চিত্র** ( ত্রিবর্ণ )



*Wanderings of a Pilgrim in Search of the Picturesque,* by Fanny Parkes (1850) নামক পুস্তক হইতে এই চিত্র দুইখানি গৃহীত।
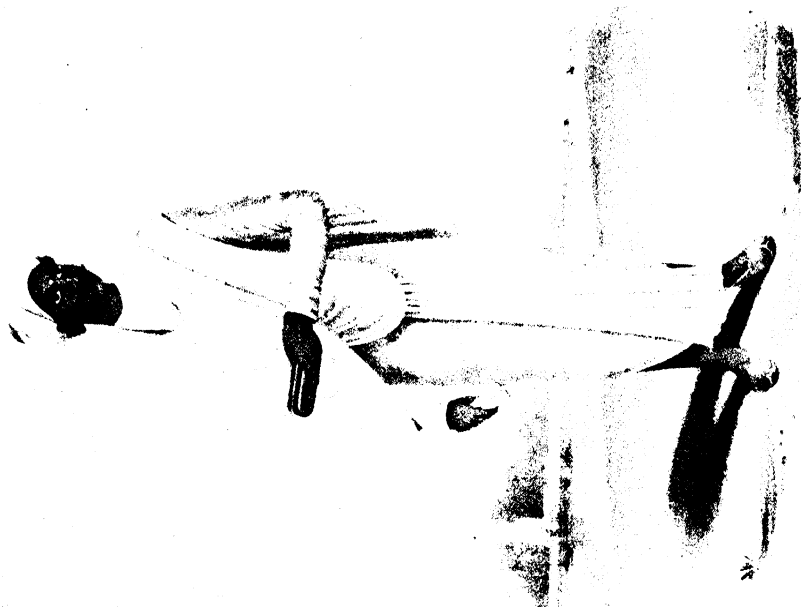
# ভূমিকা

## পুরাতন বাংলা সংবাদপত্র

সেকালের একখানি বিখ্যাত বাংলা সংবাদপত্রে বাঙালী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, এই পুস্তকখানি তাহারই সঙ্কলন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা,—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের এমন অল্প দিকই আছে যাহার সম্বন্ধে সে-যুগের সংবাদপত্র হইতে বহু অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করা না যায়। আবার যাঁহাদের আবির্ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে তাঁহাদের জীবনচরিত সঙ্কলন করিতে গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্র অপরিহার্য্য।

বাংলা দেশের ইতিহাস-রচনার এই উপাদানটিতে বিশেষ মন দিবার সময় আসিয়াছে। বহু পুরাতন সংবাদপত্র ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও অনেক সময়েই সম্পূর্ণ নহে। এই অবস্থায় অবিলম্বে অবহিত না হইলে, যে-উপাদানগুলি এখনও আছে সেগুলিও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জীবন কিরূপ ছিল তাহা আর তেমন করিয়া জানা যাইবে না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত খাঁটি বাঙালী-জীবনের চিত্র যেমন অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসও তেমনই হইয়া দাঁড়াইবে। একে জলবায়ুর দোষে ও কীটাদির উৎপাতে এদেশে পুরাতন কাগজপত্র বেশীদিন টিকে না, তাহার উপর পূর্ব্বপুরুষের কার্য্যকলাপের নিদর্শনগুলি সযত্নে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই; এই দুই কারণে এমন কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা সম্বন্ধে কোন দলিলপত্র বা পুস্তক প্রভৃতি অনেক বড় বড় বাঙালীর বাড়িতেও দেখা যায় না।

এক আমাদের নিজেদের অবহেলা ছাড়া এদেশে ঐতিহাসিক উপাদান সযত্নে রক্ষিত না হইবার আরও একটি কারণ আছে। সকল দেশেই ব্যক্তি-বিশেষ ভিন্ন গবর্ন্মেণ্টও ঐতিহাসিক উপাদান রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এদেশের ইংরেজ গবর্ন্মেণ্টও যে সে-চেষ্টা না-করিয়াছেন তাহা নয়। তবে তাঁহারা প্রধানতঃ চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের কার্য্যকলাপের নিদর্শন রাখিবার; তাঁহাদের শাসনাধীনে বাঙালী কি করিল না-করিল, গৌণভাবে ভিন্ন মুখ্যভাবে সে ইতিহাস

লিখিবার কোন উপাদান সংরক্ষণের চেষ্টা ইংরেজদের দ্বারা হয় নাই। সেজন্য সরকারী দলিলপত্রে ও সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে বাংলা দেশে ইংরেজের কার্য্যকলাপের যথেষ্ট বিবরণ আছে, কিন্তু ইংরেজ-শাসিত বাংলা দেশে বাঙালী কি-ভাবে জীবন কাটাইতে-ছিল, কি চিন্তা করিতেছিল, তাহার বড়-একটা প্রমাণ নাই। সরকারী দপ্তরে এদেশের প্রবহমান জীবনধারার চিহ্ন নাই দেখিয়া ডিরোজিওর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস্ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

> "There are, we are persuaded, cartloads of minutes and trashy reports lumbering the record rooms of Indian Departments, which might very well disappear and make room for that record of public intelligence and stream of criticism, suggestion and discussion, on all the multifarious topics which concern the press, and the men of the then existing generation, from which the social, political and constitutional history of a country can most truthfully, and with the greatest minuteness, be gathered."

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকের ধারণা আছে যে, সংবাদপত্রের বিবরণমাত্রই অকাট্য সত্য। আবার অনেকে বর্ত্তমান কালের সংবাদপত্রের অসত্য প্রচারের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া একেবারে বিপরীত সীমায় পৌছিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে সংবাদপত্রের বিবরণ মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই ধারণার কোনটাই যে ঠিক নয় তাহা বলাই বাহুল্য। ইতিহাস লিখিবার অন্য উপাদানের মত সংবাদপত্রের মধ্যেও সত্য মিথ্যা দুই-ই আছে। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সত্য মিথ্যা যাচাই করিয়া লইবার দায়িত্ব ইতিহাস-লেখকের। ঐতিহাসিক প্রমাণে মিথ্যা বা ভুলভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা খুবই বেশী। কিন্তু সে মিথ্যা বা ভুলভ্রান্তি নিপুণ ঐতিহাসিকের হাতে অতি সহজেই ধরা পড়ে। ইতিহাসের দলিলপত্র যাচাই করিয়া লইবার একটা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি যে কত সূক্ষ্ম তাহা যিনি জানেন না, তিনিই সাধারণতঃ ইতিহাসের অপ্রকৃতত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সংশয়বাদী হইয়া পড়েন।

সংবাদপত্রে সত্য অসত্য দুই-ই আছে। সে-সত্য পরীক্ষা করিয়া লইবার ভার ঐতিহাসিকের উপর। তবে এদিক হইতে অতীত ও বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, এ-যুগের সংবাদপত্র বিগত শতাব্দীর সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মিথ্যাচারী। ইহার কারণ—বর্ত্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র। এ-যুগে জন-সমষ্টিকে স্বপক্ষে টানিতে না পারিলে শাসনক্ষমতা লাভ করা চলে না। সেজন্য সত্য হউক মিথ্যা হউক যা-কিছু একটা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া লোককে নিজের দলে টানা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটা জীবন-মরণের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এই কাজের ভার পড়িয়াছে, প্রত্যেক দলের সংবাদপত্রের উপর। এই কারণে বর্ত্তমান যুগের সংবাদপত্রের শুধু মতামতই নয়, সংবাদ-পর্য্যন্ত অনেক সময়ে

অতিশয় বিকৃত। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডে লর্ড রদারমিয়ারের, ও আমেরিকায় মিঃ হার্ষ্ট-এর পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। এইরূপ দলীয় কাগজ উনবিংশ শতাব্দীতে খুব কম ছিল, জনমত-গঠনও সংবাদপত্রের প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত না। সেজন্য বিশুদ্ধ সংবাদপত্র হিসাবে সেই পূর্ব্বতন যুগের কাগজগুলি অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্য তাহাতেও যে সত্যের বিকৃতি ও ভুলভ্রান্তি না থাকিত তাহা নয়, তবে এক পক্ষের কথা ভিন্ন অন্য পক্ষের কথা না-বলা এ-যুগের সংবাদপত্রের যেমন একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে-যুগে সাধারণতঃ তেমন ছিল না। এই কারণে ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তখনকার সংবাদপত্রগুলি এ যুগের সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান্। একথাটা বলিলে বোধ করি মোটেই অন্যায্য হইবে না যে ঘটনার তারিখ ও ব্যক্তির নাম সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র অকাট্য প্রমাণ।

ইংরেজ-যুগের প্রারম্ভ হইতেই বাংলা দেশে অনেকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে। ১৮১৬ সনে প্রকাশিত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। কাগজখানি বেশী দিন টিকে নাই, এবং ইহার কোন সংখ্যাও এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেখিবার সুবিধা হয় নাই; সুতরাং প্রকাশকের নাম ও প্রকাশের তারিখ ভিন্ন এই পত্রিকাটির সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জানা নাই। কিন্তু উহার পরই বাংলা ভাষায় যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তাহার সম্বন্ধে সকল সংবাদই জানা আছে। এই পত্রিকাটি শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত 'সমাচার দর্পণ'। এতদিন পর্য্যন্ত উহাকে আমাদের দেশের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া ধরা হইত; এই দাবি এখন আর না টিকিলেও 'সমাচার দর্পণ' যে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশী ও বিলাতি সংবাদ, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রের সারসঙ্কলন, সামাজিক আচার-ব্যবহারের বর্ণনা, প্রভৃতি জ্ঞাতব্য তথ্যে উহা পূর্ণ থাকিত এবং মিশনরী-চালিত হইলেও উহাতে পরধর্ম্মের কুৎসা অথবা খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে আলোচনা স্থান পাইতই না বলিলে অন্যায় হয় না।

'সমাচার দর্পণ' প্রথম প্রকাশের তারিখ—২৩এ মে ১৮১৮, 'বাঙ্গাল গেজেট'-এর দুই বৎসর পরে। এই সংবাদপত্রের ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত—এই বাইশ বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত সংখ্যা সৌভাগ্যক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া দুই খণ্ডে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প আছে। বর্ত্তমান খণ্ডটি ১৮৩০ সনের এপ্রিল পর্য্যন্ত যতগুলি 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে সঙ্কলিত।

'সমাচার দর্পণ' ছাড়া আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র ১৮৪০ সনের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে এই কয়খানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| সম্বাদ কৌমুদী | ... | ৪ ডিসেম্বর, | ১৮২১ |
| সমাচার চন্দ্রিকা | ... | ৫ মার্চ্চ, | ১৮২২ |
| বঙ্গদূত | ... | ১০ মে, | ১৮২৯ |
| সংবাদ প্রভাকর | ... | ২৮ জানুয়ারি, | ১৮৩১ |
| জ্ঞানান্বেষণ | ... | ১৮ জুন, | ১৮৩১ |
| সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় | ... | ১০ জুন, | ১৮৩৫ |
| সম্বাদ ভাস্কর | ... | মার্চ্চ, | ১৮৩৯ |

এই কাগজগুলির সব কয়খানিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্র আজকাল এমনই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও একমাত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'বঙ্গদূত' পত্রের কতকগুলি খুচরা সংখ্যা ছাড়া ১৮৪০ সনের পূর্ব্বেকার আর কিছুই আমার দেখিবার সুবিধা হয় নাই। এই কালের যে সংখ্যাগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জ্ঞাতব্য কথা পরিশিষ্টে মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যাহা কিছু দেওয়া হইল, সমস্তই 'সমাচার দর্পণ' হইতে। তবে 'সমাচার দর্পণে' সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা হইতে বহু জ্ঞাতব্য সংবাদ ও তথ্য সঙ্কলিত এবং উদ্ধৃত হইত; এই সকল উদ্ধৃত অংশও কিছু কিছু এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মাঝে মাঝে ছোট অক্ষরে আমার নিজের মন্তব্য দিয়াছি। উদ্ধৃত অংশে বানান ও ছেদের অনেক বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। বলা বাহুল্য এই সকল বিষয়ে সর্ব্বত্র মূলকে অনুসরণ করা হইয়াছে। আমাদের ভাষার রীতি যে কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতেছে, ঐ সকল বিশেষত্ব দেখিলে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে।

## 'সমাচার দর্পণ' পত্রের ইতিহাস

### প্রথম পর্য্যায়, ১৮১৮—৪১

১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনরীরা 'দিগ্‌দর্শন। অর্থাৎ যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহাই প্রথম বাংলা মাসিক পত্র। ইহার মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম 'সমাচার দর্পণ'। এটি বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র। জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ সনের ২৩এ মে (১০ই জ্যৈষ্ঠ ১২২৫, শনিবার) ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ও প্রকাশের কারণ সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয়:—

"সমাচার দর্পণ।—কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক* প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে [সকলের] সম্মতি হইল না এই [কারণ] যদি সে পুস্তক মাস২ ছাপা [ হইত ] তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপা আরম্ভ করা গিয়াছে। [ ইহার ] নাম সমাচার দর্পণ।—[ এই ] সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপা যাইবে…।"

মার্শম্যান সম্পাদক হইলেও পত্রিকা-সম্পাদনের ভার প্রধানতঃ এদেশীয় পণ্ডিতদের উপরই ছিল। এমন কি পণ্ডিতরা অনুপস্থিত থাকিলে 'সমাচার দর্পণে' নূতন সংবাদ প্রকাশও বন্ধ থাকিত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি। ১৮৩৩ সনের ২৬এ অক্টোবর তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক জানান যে "আমারদের পণ্ডিতগণ আগামি সোমবারপর্য্যন্ত স্ব২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।" 'সমাচার দর্পণে'র প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয়-বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। এই কাজ ত্যাগ করিয়া তিনি ১৮২৪ সনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে কাব্য পড়াইবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৩৬, ২রা জুলাই তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন:—

"…ঐ কবিবর [ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ] পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশবৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।"

ইহার পর পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি চার বৎসর 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ সনের জুন মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে পরবর্ত্তী ৫ই জুলাই তারিখের কাগজে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—

"…পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি…ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন।…গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।"

* এই মাসিক পুস্তক কি 'দিগ্দর্শন'? কিন্তু লেখার ভঙ্গী হইতে তাহা মনে হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের মাত্র এক মাস পূর্ব্বে ইহার জন্ম, এবং 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের অনেক দিন পর পর্য্যন্ত ইহা জীবিত ছিল।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য 'সমাচার দর্পণে'র সৃষ্টি, কিন্তু যাহারা বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহাদের সুবিধার জন্য শ্রীরামপুর মিশন "পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে" সঙ্কল্প করিলেন। এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম হইল—'আখবারে শ্রীরামপুর'; ১৮২৬ সনের ৬ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কাগজখানি কয়েক মাস চলিয়াছিল।

১৮১৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী শিখিবার প্রবল সাড়া পড়িয়া যায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন হইতে 'সমাচার দর্পণ'কে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮২৯ সনের ১১ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় দেখিতেছি,—

"পাঠকবর্গেরদের প্রতি বিজ্ঞাপন।—সমাচারদর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিক কালাবধি কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণানন্তর বর্ত্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।...বাঙ্গলা তর্জমায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত ঐক্য থাকিবে। প্রকাশক এই ভরসা করেন যে যাঁহারা সম্বাদপ্রাপণেচ্ছুক আছেন কেবল যে তাঁহারদের উপকারক এমত নহে কিন্তু যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণবিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাঁহারদেরও উপকার দর্শিবে। কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাহা বাচনী করিয়া লওয়া যাইবে তাহাকেও ইঙ্গরেজী পরিচ্ছদ দেওয়া যাইবে।"

এ-পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণ' কেবল প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ সন হইতে সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইল। অতিরিক্ত 'দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল—১৮৩২, ১১ই জানুয়ারি, বুধবার। কিন্তু এই অতিরিক্ত সংস্করণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। সংবাদপত্রের ডাকমাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায়, ১৮৩৪ সনের ৮ই নভেম্বর হইতে 'সমাচার দর্পণ' পুনরায় সাপ্তাহিক আকারে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হইতে লাগিল।

১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ও 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক মার্শম্যান সাহেবের উপর অন্য একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র—'গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট্'-এর সম্পাদন-ভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্ম্মবাহুল্যের ফলে শীঘ্রই 'সমাচার দর্পণে'র প্রচার রহিত করিতে হইল। ১৮৪১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

## দ্বিতীয় পর্য্যায়, ১৮৪২

শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' শীঘ্রই পুনর্জ্জীবিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তে প্রকাশ, 'সমাচার দর্পণ' প্রচার রহিত হইলে বাবু দীননাথ দত্তের আনুকূল্যে উহা কিছুদিনের জন্য পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজী ও

বাংলা—উভয় ভাষায় ১৮৪২ সনের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে, কারণ ১৮৪২, ২৪এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রে দেখিতেছি :—

"NATIVE NEWSPAPERS.—We are happy to perceive that the *Sumachar Durpun*, which the Editor was constrained to discontinue at the close of last year for want of sufficient leisure to do it justice, has been taken up and continued in Calcutta. Two numbers have already appeared. The first efforts of the Editors necessarily demand indulgence; and they will, we hope, receive it. They exhibit a strong desire to satisfy public expectations, but leave much room for improvement. We trust the spirited proprietors will not be discouraged by the disappointments inseparable from a novel undertaking,...Theirs is the only journal which now appears in both English and Bengalee ;..."

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন—কলিকাতার অপর একজন বাঙালী সম্পাদক। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় আছে,—

"THE SUMACHAR DURPUN.—...It was discontinued in 1841, or rather transferred to a native editor in Calcutta, in whose hands it soon drooped or died." (May 15, 1851, p. 309).

কলিকাতার এই দেশীয় সম্পাদকটি কে? কেহ কেহ বলেন, 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' বাহির করিয়াছিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ইনি ১২৪৭ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞানদীপিকা' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮) কিছুদিন পরে এই ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র "হেড" ক্রয় করিলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন :—

"বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মার্সম্যান সাহেব হইয়াছিলেন, তিনিই আরবার চকোর হইয়া চন্দ্রিকায় চঞ্চুপ্রহার পূর্ব্বক সুধাপান করিবেন।" ('সংবাদ প্রভাকর'—১৭ এপ্রিল ১৮৫২)

দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমাচার দর্পণ অল্পদিনই চলিয়াছিল।

## তৃতীয় পর্য্যায়, ১৮৫১—৫২

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫১ সনের ৩রা মে শনিবার (২১ বৈশাখ ১২৫৮), নবপর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' "১ বালম, ১ সংখ্যা" প্রকাশিত হইল। ইহার মুখপত্র হইতে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল :—

"সমাচার দর্পণের নমস্কার।—পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও আকারপ্রকারে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগের

বহুকালীন বৃদ্ধবন্ধুস্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮৲১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরোদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না পরন্তু দেখুন পুনরুত্থিত হইলাম। এই দর্পণের নাম ও বেশ বৃদ্ধ প্রবীণের, সাহস ও শক্তি নবীনের। পূর্ব্বকার দর্পণে সাধারণ লোকের অনেক হিত বিষয় প্রতিবিম্বিত হইত। বর্ত্তমান দর্পণেও তদনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছা।...

দর্পণের দ্বিভাষিতা গুণের বিষয়ে এই বক্তব্য। দুই ভাষার বিশেষ বিধ্যনুসারে আমারদের মত প্রকাশ করিতে মনস্থ করিতেছি এই হেতুক কখন২ পদের অবিকল অনুবাদ করা হইবেক না সামান্যতঃ উভয় ভাষার রস যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া ভাষান্তরী কৃত হইবেক।...দর্পণ, ২১ বৈশাখ।" ('সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'—৫ই মে ১৮৫১)

নবপর্য্যায়ের 'সমাচার দর্পণ' দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়। ১ বৈশাখ ১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত "১২৫৯ সালের সাম্বৎসরিক ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ" মধ্যে পাইতেছি:—

"অগ্রহায়ণ (১২৫৯)।...সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে।"

'সমাচার দর্পণ' পত্রের ফাইল।—

(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার:—২৩ মে ১৮১৮ (১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫) হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ (৩২ আষাঢ় ১২২৮)। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে এই সংখ্যাগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য তাঁহার 'সমাচার দর্পণ' শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৪) উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু 'সমাচার দর্পণে'র ইতিহাস সম্পর্কে অনেক খবর ঠিক-মত দিতে পারেন নাই।

(২) বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি:—১৮২৪ সন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে তৃতীয় পর্য্যায়ের—১৮৫১-৫২ সনের 'সমাচার দর্পণে'র ফাইল ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার সন্ধান মিলিতেছে না!

(৩) কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি:—১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ সন (অসম্পূর্ণ)।

(৪) রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরি:—১৪ এপ্রিল ১৮২১ (৩ বৈশাখ ১২২৮) হইতে ১১ এপ্রিল ১৮৪০ (৩০ চৈত্র ১২৪৬)। এই সকল ফাইল হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া আমি 'ভারতবর্ষ' (চৈত্র ১৩৩৭ – আশ্বিন ১৩৩৮) ও 'পঞ্চপুষ্পে' (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) প্রকাশ করিয়াছি

## প্রথম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস

এই পুস্তকে উদ্ধৃত সংবাদপত্রের বিবরণগুলিতে যে-যুগের পরিচয় পাওয়া যাইবে সেটি বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজের পক্ষে একটি স্মরণীয় যুগ। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক-কালব্যাপী ইংরেজ-শাসনের ফলে তখন বাঙালীর জীবনে ও চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যশাসনে বাঙালী ইহার বহু পূর্ব্বেই ইংরেজের সহায়ক হইয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব্বে আমাদের সমাজ বা চিন্তাধারায় ইউরোপের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার পরেই বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরিই নয়, চিন্তাধারা এবং শিক্ষাও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন হইতে বাঙালী-জীবনে যে-পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে তাহার শেষ আজিও হয় নাই। 'সমাচার দর্পণে' এই যুগ-পরিবর্ত্তনের প্রথম পর্ব্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

বাঙালীর সমাজে এবং চিন্তাধারায় এই নূতন প্রভাবের সূচনা কবে হইল, তাহার কোন একটি বিশেষ তারিখ নির্দ্দেশ করা উচিত নয়, কারণ সে-সূচনা কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত্তে হঠাৎ দেখা দেয় নাই, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তবু দুই-তিনটি ঘটনাকে উহার নির্দ্দেশক বলিয়া গণ্য করিলে বোধ করি অন্যায় হইবে না। উহার একটি রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আগমন ও ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্ত্তন ( ১৮১৫ ), দ্বিতীয়টি বাঙালী কর্ত্তৃক প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ ( ১৮১৬ ), এবং তৃতীয়টি হিন্দু-কলেজ স্থাপন ( ১৮১৭ )। এই তিনটি ঘটনার দুই-এক বৎসরের মধ্যে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশ এবং উহার সমাদরও এই নূতন ভাবধারা প্রবর্ত্তনেরই একটি লক্ষণ। 'সমাচার দর্পণ' ইংরেজ মিশনরী পরিচালিত কাগজ, সেজন্য উহাতে নব্যপন্থীদের কথা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'সমাচার দর্পণ' একান্তই একদেশদর্শী ছিল না, ইহাতে পুরাতন-পন্থীদের পত্র, আপত্তি, পুরাতন-পন্থীদের সংবাদপত্রাদি হইতে বিবিধ সংবাদের সঙ্কলন প্রভৃতিও প্রকাশিত হইত। সেজন্য সে যুগের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে যে-সকল আন্দোলন চলিতেছিল, 'সমাচার দর্পণ' হইতে তাহার ইতিহাস সঙ্কলন অতি সহজ। বর্ত্তমান পুস্তকে সেই কাহিনী লিখিবার চেষ্টা করা হয় নাই,—মালমশলা সংগ্রহ করা হইয়াছে মাত্র; এমন কি এই মালমশলাকেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় নাই, মোটামুটি-ভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম – এই চারিটি ভাগে বিন্যস্ত করা হইয়াছে; যে-কথা এই সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহা 'বিবিধ' নাম দিয়া শেষে দেওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই কয়েকটি ভাগ হইতেই সেকালের বাঙালী-জীবনের প্রায় সকল দিক সম্বন্ধেই এবং সেকালের বাঙালীর প্রায় সকল কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এখানে এই সঙ্কলনে কি পাওয়া যাইবে শুধু তাহার একটু আভাস দিয়া আমার ভূমিকা শেষ করিব।

এই পুস্তকের প্রথম অংশ শিক্ষা-বিষয়ক। পাশ্চাত্য ধরণে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ প্রভৃতি দ্বারা লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একটা বড় কাজ। এই শিক্ষার ভিতর দিয়াই এ-দেশের প্রথাগত জীবনে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার হয় এবং তাহার ফলে ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সংস্কার করিবার ইচ্ছা দেখা দেয়, নূতন বাংলা সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয়। যে-সকল প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ও প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত বাঙালীর পরিচয় হয়, হিন্দু-কলেজ, কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি ও স্কুল-বুক-সোসাইটি উহাদের মধ্যে প্রধান। এই সঙ্কলনে এই তিনটির সম্বন্ধেই অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাইবে। এই যুগেই আবার স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলনও আরম্ভ হয়। তখন স্ত্রীশিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা ছিল, ৭-১২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সংবাদগুলিতে তাহার বিবরণ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস শুধু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই। প্রাপ্তবয়স্কেরা এবং যাঁহারা স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন,

তাঁহারা যাহাতে পরজীবনেও জ্ঞানচর্চ্চা করিতে পারেন তাহার জন্য একটি ক্লাব বা সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। উহার নাম 'গৌড়ীয় সমাজ'। এই সমাজের কার্য্যকলাপের সংবাদ ১২-১৬ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার যেমন উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাপ্রচার চেষ্টার একটি দিক, তেমনই হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ও মুসলমানদের জন্য আরবী-ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা উহার আর একটি দিক। এই দুইটি দিকেই সরকারের স্বার্থ সমান ছিল। একদিকে তাঁহাদের ইংরেজী-শিক্ষিত কর্ম্মচারীর ও কেরানীর আবশ্যক ছিল, আর একদিকে হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকার ও অন্যান্য আইন ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহাদের পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রয়োজন ছিল। সেজন্য সরকার হইতে যেমন ইংরেজী শিক্ষার আনুকূল্য করা হইত, তেমনই আবার সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই বিবরণ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইয়াছিল ও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ ছাড়া প্রাচীন ধরণের বহু চতুষ্পাঠীও এদেশে ছিল। এই সকল চতুষ্পাঠীর বিবরণও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই বিবরণগুলির ও সেকালের পণ্ডিতদের কথা (৩২-৪০ পৃ.) একসঙ্গে পড়িলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে সংস্কৃত চর্চ্চা কিরূপ হইত তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

শিক্ষাবিষয়ক যে-সকল সংবাদ এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে আর একটি বিষয়ও পরিষ্কার বোঝা যায়। তাহা এই,—এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য গোড়ার দিকে ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী বা সরকার বিশেষ চেষ্টা বা অর্থব্যয় করেন নাই। জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রধানতঃ এদেশীয় কয়েকজন গণ্যমান্য লোক, বে-সরকারী সাহেব ও বিদেশী মিশনরী। হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা প্রথমতঃ এদেশের লোকদের দ্বারাই হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার জন্যও এই দেশের একজন ভূস্বামীই—রাজা বৈদ্যনাথ রায়—বিশ হাজার টাকা দান করেন (পৃ. ৯)। সরকার এই সকল ব্যাপারে উৎসাহদান ভিন্ন বিশেষ সাহায্য করেন নাই।

১৮৩০, এপ্রিল, পর্য্যন্ত 'সমাচার দর্পণে' সাহিত্য, ভাষা ও নূতন পুস্তক সম্বন্ধে যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এ-সকল তথ্য অতি প্রয়োজনীয়। বাংলা ভাষার রীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাতে বিদেশী শব্দ থাকা উচিত কি না, সংস্কৃত শব্দই বা কতদূর চালান যাইতে পারে, সে-সম্বন্ধে সে-যুগেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ৪৩, ৪৪, ৪৭, ৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশগুলিতে বাংলা গদ্যের ধারা, বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা আছে। এই ত গেল ভাষার কথা। ইহা ছাড়া বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও বহু সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' পাওয়া যায়। ৪৪-৪৭ পৃষ্ঠায়

মুদ্রিত বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ও ৫১-৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নূতন পুস্তকের বিবরণ, এই দুইটি মিলাইয়া পড়িলে সে-যুগের বাংলা সাহিত্য ও পুস্তক সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। প্রথম যুগের মুদ্রিত বাংলা পুস্তক সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত পাদরি লঙের তালিকাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। 'সমাচার দর্পণে' এমন অনেক পুস্তকের উল্লেখ আছে যাহার নাম লঙের তালিকায় পাওয়া যাইবে না। 'সমাচার দর্পণে' মাঝে মাঝে পূর্ব্ব বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত হইত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের নিকট এ-সকল তালিকার মূল্য খুব বেশী। ১৮২৫, ১৮২৬ ও ১৮৩০ সনে যে-তিনটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ৬০-৬১, ৬৩-৬৫ ও ৭৩-৭৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল তালিকায় এবং সংবাদে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, নীলরত্ন হালদার প্রভৃতি লিখিত অনেকগুলি বইয়ের নাম পাওয়া যায়।

৪৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত অংশে বাঙালী কর্ত্তৃক লিখিত প্রথম ইংরেজী কাব্যের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং সম্পাদক এই প্রসঙ্গে এদেশে ইংরেজী ভাষার প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে পূর্ব্ব যুগের তুলনায় ১৮২০ হইতে ১৮৩০ সনে এদেশে ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অনেক বেশী বিস্তার হইয়াছিল।

সাহিত্য-বিভাগের শেষে সে-যুগের সাময়িক পত্র সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণে' যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে বাংলা, উর্দ্দু, ফারসী, হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অনেকগুলি সংবাদপত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী,' 'সমাচার চন্দ্রিকা,' 'সম্বাদ তিমিরনাশক' প্রভৃতি বিখ্যাত বাংলা পত্রিকার, প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'উদন্ত মার্ত্তণ্ডে'র, এবং কয়েক জন হিন্দুযুবক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ডিরোজিও কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী কাগজ 'পার্থিননে'র নাম আছে। এই সমাচারপত্রগুলির সঠিক প্রকাশকাল পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল না।

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে 'সমাজ'। কিন্তু উহাতে কেবল সামাজিক আচার-ব্যবহার ভিন্ন অন্যান্য বহু বিষয়েরও সংবাদ পাওয়া যাইবে। আমি এ-সব তথ্যকে মোটামুটি এই ছয়টি ভাগে বিন্যস্ত করিয়াছি—নৈতিক অবস্থা, আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক অবস্থা, আইন-কানুন, এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইহার প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই কিছু বলা প্রয়োজন। 'নৈতিক অবস্থা' এই শিরোনামা দিয়া আমি যে-সংবাদগুলি একত্র করিয়াছি উহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী-জীবনের ধারা কি ভাবে চলিতেছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। যেমন শিক্ষায় তেমনই সমাজেও সেই যুগ নূতনত্বের যুগ। ইংরেজী শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারের প্রভাবে তখন বাঙালীর আচার-ব্যবহারেরও একটু পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কাহারও এই পরিবর্ত্তন ভাল লাগিত, কাহারও আবার তাহা ভাল লাগিত না।

যাঁহাদের ভাল লাগিত না তাঁহারা নববাবুদের চলাফেরা লইয়া পরিহাস করিতেন, আবার নব্যপন্থীরাও পুরাতন-পন্থীদের উপর ঝাল ঝাড়িতে ছাড়িতেন না। এইরূপ কয়েকটি সামাজিক ব্যঙ্গ বা রঙ্গ চিত্র এই খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নূতন বাবুদের কথা-বলার ভঙ্গী, বাঙালী ছেলেদের ইংরেজী পোষাক পরা, ইংরেজী প্রথায় নাম লেখা, এরূপ কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে ব্যঙ্গরচনা কয়েকটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ইহা ছাড়া অন্যান্য আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক সংবাদ এই অংশে পাওয়া যাইবে।

ইহার পরে সে-যুগের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে বহু সংবাদ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তখনও বাঙালীর আমোদ-প্রমোদ সেকালের ধরণেরই ছিল,—যেমন নাচ, সং, যাত্রা, কবির লড়াই, কুস্তী ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি বিষয়েই কিছু-না-কিছু তথ্য এই খণ্ডে পাওয়া যাইবে। ৯২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে আমাদের দেশে দুর্গাপূজায় যে সমারোহ হয়, উহা খুব বেশীদিনের ব্যাপার নয়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথমে এইরূপ সমারোহ করেন। কাহাকেও খুব ধনী বলিয়া জানিলে নবাবেরা টাকা লইয়া যাইবেন এই ভয়ে মুসলমান আমলে এদেশের জমিদারেরা ধুমধাম করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে সাহস পাইতেন না। পরে ব্রিটিশ-আমলে লোকে আশ্বস্ত হইয়া ধনসম্পত্তি দেখাইতে আর ভীত হইল না। এই অংশ হইতে আর একটি খুব নূতন ধরণের সংবাদও আমরা জানিতে পারি। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে বালিকাদের মধ্যেও শরীর-চর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। ইহা নূতন জিনিষ নয়। এক শত বৎসর আগেও এদেশে বালিকাদের ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ১০২ পৃষ্ঠায় বালিকাদের কুস্তী সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

'সমাচার দর্পণে' যে-কয়েকটি দান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তখনই যে আমাদের দেশে বন্যা বা অন্যান্য দুর্দ্দৈবগ্রস্ত লোকদের সাহায্যের জন্য চাঁদা করিয়া টাকা তোলা আরম্ভ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ১০৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

'অর্থনৈতিক অবস্থা,' এই শিরোনামা দিয়া যে-সকল সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এদেশে ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা, কোম্পানীর কাগজ, এদেশের বাণিজ্য, বাজার-দর, বীমা কোম্পানী স্থাপন, ইংরেজের অধীনে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, এরূপ বহু বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এই অংশের ১১০ ও ১১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দুইটি বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের প্রথমটি একজন চরকা-কাটনির দরখাস্ত। বিলাতি সূতার আমদানি হওয়ায় এদেশের সাধারণ লোকের অবস্থার শোচনীয় অধোগতি হইয়াছিল, তাহা এই দরখাস্তে শান্তিপুরের 'কোন দুঃখিনী সূতা কাটনি' অতি করুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় বিবরণটি এদেশে ইংরেজদের বসবাস (colonization)

ও কৃষিকার্য্য করার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা। উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর টাউন-হলের এক সভায় প্রস্তাব করেন যে ইংরেজদের এদেশে বসতি করিবার বিরুদ্ধে যে আইন আছে তাহা এদেশের কৃষিকর্ম্ম, শিল্প ইত্যাদির উন্নতির পক্ষে মহাবাধা, এই বাধা দূর করিয়া দেওয়া হউক। পত্রলেখক এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। তিনি লিখিলেন যে, যন্ত্রনির্ম্মিত সূতার আমদানি হওয়াতে এদেশের বহু দীনদরিদ্র স্ত্রীলোকের অন্নাভাব হইয়াছে, বিলাতী শিল্পকর্ম্মকারীরা বিলাতে থাকিয়াই এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে, 'তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।'

ইহার পর সে-যুগের নূতন আইন-কানুনের সংবাদ দিয়া, এদেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের সম্বন্ধে যে-সকল সংবাদ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয় তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অংশ হইতে সে-যুগের প্রায় সকল বিখ্যাত বাঙালী সম্বন্ধেই কোন-না-কোন সংবাদ পাওয়া যাইবে। যে-সকল লোকের উল্লেখ এই অংশে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, লালাবাবু, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষ, রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রামদুলাল দেব, দুর্গাচরণ পিতুড়ি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ধর্ম্ম' বিষয়ক বিভাগে যে-সকল সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয়; যেমন, পূজাপার্ব্বণ, বিবাহ, সহমরণ, শ্রাদ্ধ, তীর্থস্থান, ইত্যাদি। প্রথমেই মাহেশের রথের বিবরণ দ্বারা এই বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। মাহেশে রথযাত্রার সময়ে এখনও ধুমধাম হয়, কিন্তু সে ধুমধাম সেকালের তুলনায় কিছুই নয়। ধুমধামের সঙ্গে সঙ্গে মাহেশের স্নানযাত্রায় অনেক গ্লানিকর ঘটনাও ঘটিত। মাহেশে স্নানযাত্রাতে জুয়াখেলায় হারিয়া একজন লোকের স্ত্রী-বিক্রয়ের একটি সংবাদ ১৩৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের এই অংশে আমাদের পূজাপার্ব্বণ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। এ-সকল সংবাদের মধ্যে ১৩৯ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মাণীর পূজা এবং ১৪০ পৃষ্ঠায় গুপ্তপূজা ও নরবলির বিবরণ উল্লেখযোগ্য। ৪০ পৃষ্ঠায় মহারাজা গোপীমোহন কর্ত্তৃক কালীঘাটে পূজাদান ও কালীঠাকুরাণীকে চারিটি সোনার হাত ও স্বর্ণমুণ্ড দানের সংবাদ আছে।

এই বিভাগে এদেশের কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের বিবাহ ও শ্রাদ্ধের বিবরণ আছে। বিবাহের মধ্যে কাসিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ এবং শ্রাদ্ধের মধ্যে দেওয়ান রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিনাথ রায় কাসিমবাজারের জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পৌত্র এবং রামদুলাল সরকার বিখ্যাত ছাতুবাবুর পিতা। যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন সহমরণ প্রথা রহিত করার জন্য আন্দোলনের পর সবেমাত্র সেই প্রথা বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু এই আন্দোলনের জের মেটে নাই। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক সভা

করিয়া আপত্তি করেন ও উহা রহিত করার জন্য বিলাতে আপীল করা স্থির করেন। এই সভার উদ্যোক্তাগণের নাম ও কার্য্যকলাপের বিবরণ ১৪৯ ও পরবর্ত্তী কয়েক পৃষ্ঠায় আছে। এই অংশেই সহমরণ-সংক্রান্ত অনেক সংবাদের মধ্যে একটি সংবাদ বিন্যস্ত করা হইয়াছে ( ১৪৬ পৃঃ ) যাহা হইতে বোঝা যায় যে এদেশের অনেক স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন।

১৫৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৬৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশের অনেক তীর্থ, ধর্ম্মস্থান এবং মন্দির প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে ১৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত জগন্নাথ দেবের পরিচারকদের বর্ণনায় অনেক নূতন তথ্য আছে।

ইহার পর যে-সকল সংবাদ দেওয়া হইয়াছে সেগুলি ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলার বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান-বিষয়ক। এই সকল সংবাদে ব্রাহ্মসমাজ, মুসলমান সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, কিছুই বাদ পড়ে নাই। এই বিভাগের শেষে মুদ্রিত বেরা-ভাসানোর সংবাদটি বিশেষ কৌতূহলপ্রদ।

এই কয় বিভাগের শেষে 'বিবিধ' শিরোনামা দিয়া নানা বিষয়ের সঙ্কলন করা হইয়াছে। এ-সকল সংবাদের অনেকগুলিই কলিকাতা ও মফস্বলের রাস্তাঘাট, সেতু, বাড়িঘর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে। কলিকাতার সংবাদের মধ্যে অক্টারলোনী মনুমেণ্ট, নিমতলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান, প্রভৃতি নির্ম্মাণের সংবাদ এবং কলিকাতায় প্রথম গ্যাসের বাতি ও প্রথম বাষ্পীয়-পোত আসার সংবাদ ( ১৭৯, ১৯৩ পৃ ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অংশে যে-সকল সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা হইতে বাংলা দেশের বহু ভৌগোলিক তথ্য জানা যাইবে।

'সমাচার দর্পণে' যে-সকল সংবাদ পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে সকলের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে সে-যুগের আর একখানি সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কাগজটির নাম 'বঙ্গদূত'। পরিশিষ্টে যে-সকল সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে উহা প্রথম বৎসরের 'বঙ্গদূত' হইতে।

পরিশেষে এই পুস্তক সঙ্কলন-ব্যাপারে আমি যে-সকল বন্ধুর নিকট বিশেষভাবে ঋণী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উপদেশ দান করিয়াছেন। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল পুস্তকের সূচি, এবং শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'পরিশিষ্ট' সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি 'ভারতবর্ষ' পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধে 'সমাচার দর্পণ' হইতে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করি; সেই সময় শ্রীযুত গিরীন্দ্রশেখর বসু রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সাহায্যে শোভাবাজার রাজবাড়িতে রক্ষিত 'সমাচার দর্পণ'গুলি আমার কাজের জন্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত অংশগুলি ছাড়া, আরও অন্ততঃ চতুর্গুণ নূতন অংশ বর্ত্তমান

পুস্তকে সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন হইয়াছে ; এই কারণে শোভাবাজার রাজবাড়ি হইতে ‘সমাচার দর্পণ’গুলি পুনরায় আনাইতে হইয়াছে। এবার শোভাবাজার রাজপরিবারের শ্রীযুত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়ের নিকট হইতে অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন আমার জন্য ‘সমাচার দর্পণ’গুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদের সকলের নিকটই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত রামকমল সিংহ উদ্যোগী না হইলে পুস্তকখানি এত সত্বর প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। ‘প্রবাসী’ পত্রের কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে এই পুস্তকে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হইয়াছে।

# শিক্ষা

## কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি

( ১১ জুলাই ১৮১৮ । ২৮ আষাঢ় ১২২৫ )

পাঠশালার পুস্তকাদি প্রস্তুত কারণ সম্প্রদায়।—গত শনিবারে এই সম্প্রদায়েরা এক স্থানে সকলে একত্র হইলেন ও অনেক ভাগ্যবন্ত ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমান আসিয়া গত বৎসরে এই সম্প্রদায়েরা কি২ কার্য্য করিলেন···

( ২১ অক্টোবর ১৮২০ । ৬ কার্ত্তিক ১২২৭ )

স্কুলবুক সোসয়িটী।—১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতিসুন্দররূপ চলিতেছে। ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতি লোকেরা নূতন২ প্রকার পুস্তক প্রস্তুত করেন ও বাঙ্গালা পাঠশালাতে বিতরণ করেন। তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক সোসয়িটীর ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাকা কলিকাতা পাঠাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুত মন্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ঐ সোসয়িটীর কোমিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম হোসেন শ্রীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাজী আবদুল হমীদের কথা ক্রমে পুনর্ব্বার ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন।

১৮১৭ সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য,—ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ, ও সুলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ। ধর্ম্মপুস্তক ছাপানো ইহার বিধি-বহির্ভূত ছিল। এই সোসাইটির পরিচালন-ভার স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডবলিউ. বি. বেলী, ডাঃ কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতির উপর ছিল। সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন—তারিণীচরণ মিত্র।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রথম কয়েক বৎসরের কার্য্যবিবরণী কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

## কলিকাতা স্কুল সোসাইটি

( ১৩ মার্চ ১৮১৯। ১ চৈত্র ১২২৫ )

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি।—আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল বাঙ্গলা পাঠাশালার উপকারার্থে চেষ্টা করিতেছেন এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যেখানে যত২ পাঠাশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রীযুত গৌরমোহন পণ্ডিত করিবেন ও গুরু মহাশয়েরা আপনারদিগের নাম ও জাতি ও শিষ্যসংখ্যা ও শিষ্যেরদিগের পাঠ ঐ পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে। বোধ হয় যাদৃশ তাহারদের সাধ্য তদনুরূপ অভিধান ও গণিত এবং আর২ প্রকার পুস্তক সকল দ্বারা ঐ পণ্ডিত গুরু মহাশয়েরদিগের সাহায্য করিবেন।

( ২৯ মে ১৮১৯। ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

স্কুল সোসৈয়িটী।—আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার স্কুল সোসৈয়িটীর শেষ সভাতে নিশ্চয় করা গেল যে এই সোসৈয়িটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ষ্টআর্ট সাহেব-হইতে পাঠশালার বিবরণ শিক্ষা করিবার জন্যে বৰ্দ্ধমান পাঠাইয়া দিবেন কেননা ষ্টআর্ট সাহেবের পাঠাশালার যশ সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলার্ড সাহেব বৰ্দ্ধমানে গিয়াছেন আর ঐ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্যে মাস২ ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি যে বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা সময়ে তাঁহারা ছয় টাকা মাস২ পাইবেন তাহার পরে সকল পণ্ডিত লোকেরদের মধ্যে যে বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই সকল লোক পাঠশালাতে উইলার্ড সাহেবের উপকার করিবেন ও তাহারদের যোগ্য বেতন পাইবেন।

( ৫ জুন, ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

স্কুল সোসৈয়েটী।—কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর বাজে পাঠশালার গুরু ও বালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক২ ভাগ্যবন্ত ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন পরে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত ঐ সকল গুরু ও বালককে তাঁহারদিগের সম্মুখে আনাইয়া পরীক্ষা লইলেন পরে তাহা দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্গালি লোক সন্তুষ্ট হইয়া সেই২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোষার্থে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞা করিলেন ঐ পণ্ডিত সাহেব লোকের আজ্ঞানুসারে গুরুরদিগকে যথোপযুক্ত টাকা ও বালকেরদিগকে বহি দিলেন সোসৈয়েটীর এই রূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালি সকল সোসৈয়েটীর সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আর গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়েটীর ৬ পাঠশালার কর্তৃত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং উইলাড সাহেবকে বর্দ্ধমান পাঠান গিয়াছে তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ষ্টআর্ট সাহেবের পত্র দ্বারা জানা গেল যে ঐ সাহেব বড় জ্ঞানী ও তৎকর্ম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় যে ঐ সাহেব যে পাঠশালার উপর কর্তৃত্ব করিবেন তাহার সুধারা অবশ্য হইতে পারে।

( ৯ জুন ১৮২১। ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮ )

স্কুল শোসইটী।—গত ২ জুন শনিবারে স্কুল শোসইটীর বৎসরীয় বিবেচনা কারণ টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সংপ্রদায়েরা দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান জজ শ্রীযুত ইষ্ট্ সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল যে কলিকাতার মধ্যে বাজে স্কুল ২১১ দুই শত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি হাজার নয় শত বালক। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ দত্ত এহারা আপন২ নিকটস্থ স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহা জানিয়া সাহেব লোকেরা তাহারদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।

এবং স্কুল শোসইটীর বাঙ্গালি কোমেটীর মধ্যে শ্রীযুত মিরজা মহম্মদ অস্করি নিযুক্ত হইয়াছেন।

( ৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯ )

বিদ্যার পরীক্ষা।—১৭ ফালগুণ বৃহস্পতিবার মোং কলিকাতায় শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতা স্কুলসোসৈয়িটির বালকেরদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ছয় ক্লাস অর্থাৎ শ্রেণী বদ্ধ করিয়া অতিসুধারানুসারে বালকেরদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন প্রথম শ্রেণীতে ৭৬ জন দ্বিতীয় পংক্তিতে ৬৫ জন তৃতীয় পংক্তিতে ৪৬ জন চতুর্থ পংক্তিতে ৩৫ জন বালক ইহারা ক্রমে বর্ণবিন্যাসের ও অঙ্কবিদ্যার ও শব্দার্থের ও ভূগোলবিদ্যার পরীক্ষা তাবৎ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতিসুন্দররূপে দিয়াছে এবং যে ৩০ জন বালক স্কুলসোসৈয়িটির বেতনদ্বারা বিদ্যালয়ে অর্থাৎ হিন্দু কালেজে ইংরেজী বিদ্যাধ্যয়ন করে তাহারা অতিউত্তমরূপে পরীক্ষা দিল তাহার মধ্যে শ্রীহরমোহন বসু ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরূপনারায়ণ দে প্রভৃতি ইংরেজী গ্লোবের অর্থাৎ ভূগোলের ও দেশ বিভাগের এবং নানাপ্রকার ইংরেজী কবিতাদ্বারা পরীক্ষা দিলেন এই সকল পরীক্ষা শ্রীযুক্ত লার্কিন সাহেব স্বয়ং লইলেন এবং শ্রীযুক্ত হের সাহেবের নিজ পাঠশালার বালক ২০ জন ইংরেজী ও বাঙ্গালী বিদ্যার পরীক্ষা সুন্দররূপে দিল। পরে স্ত্রী-পাঠশালার কন্যারা ১৫ জন ভাল মত পরীক্ষা দিল সর্ব্বসুদ্ধা ২৮৭ জন বালকের পরীক্ষা হইল ইহাতে সভাস্থ সকল ভাগ্যবন্ত বিবি ও সাহেব ও বাঙ্গালী যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা

অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ঐ সোসৈয়িটির ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া সকল মর্য্যাদাবন্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালিকে উপযুক্ত সম্ভাষা ও সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত হের সাহেব ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার বালকেরদিগকে যথোপযুক্ত পুস্তক ও শিক্ষকেরদিগকে পারিতোষিক টাকার টিকিট দিয়া বিদায় করিলেন এ সকল কৰ্ম্ম আঢ়াই প্রহর বেলার সময় আরম্ভ হইয়া ছয় দণ্ড রাত্রিকালে সমাপ্ত হইল।

এই স্কুলসোসৈয়িটি স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্ব্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতো হিন্দুকালেজের ছাত্রেরদের যেপর্য্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক ঐ ছাত্রেরদের মধ্যে গত বৎসর কেহ২ সংভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদের মধ্যে এক জন এক প্রধান দপ্তরে তজমাকারক আর এক জন মোং নাটোরের কালেক্তরি কাছারির প্রধান কেরাণী হইয়াছে এবং যাহারা এখন কালেজে আছে তাহারদের মধ্যে কতক বালক এই প্রকার কর্ম্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। ঐ কালেজের বালকেরা অন্য লোকেরদের শিক্ষা দিবার নিমিত্তে আপনারদের মধ্যে এক পাঠশালা করিয়াছে। বৈকালে সেখানে তাহারা একত্র হইয়া অন্য২ বালকেরদিগকে বিনা মূল্যে বিদ্যা দান করে। অতএব বিদ্যা একের দ্বারা অন্যকে আশ্রয় করে ইত্যাদি ক্রমে বিদ্যার বৃদ্ধি ব্যতিরেকে হ্রাস কখনও হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাবিতরণের নিমিত্তে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহারদের এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়াতে অধিক আনন্দ হইবেক অতএব প্রকাশ করা গেল।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হইবার অল্প দিন পরেই কমিটির সভ্যগণের অনেকেই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারা যে আন্দোলন সুরু করেন তাহার ফলে ১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার টাউন হলে হ্যারিংটন্ সাহেবের নেতৃত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নামে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য—দেশবাসীর জ্ঞানবিস্তারে সহায়তা করিবার জন্য কলিকাতায় যে-সব বিদ্যালয় আছে তাহাদের সাহায্য ও উন্নতিবিধান, এবং প্রয়োজন-মত নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন। ইহা ছাড়া, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি-পরিচালিত বিদ্যালয়-সমূহের কৃতী ছাত্রদের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়, কারণ এই শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে একদল যোগ্য শিক্ষক ও অনুবাদক গড়িয়া তুলিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সম্ভব হইবে। (*David Hare* by Peary Chand Mitra, 1877, p. 47.)

রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আমি কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্ট (১৮২৬-২৮ সনের কার্য্যবিবরণী) দেখিয়াছি। তাহাতে প্রকাশ, রাধাকান্ত দেব ইহার দেশীয় সেক্রেটারি, এবং ডেবিড হেয়ার সদস্য ও ইউরোপীয়ান্ সেক্রেটারি ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে যাঁহারা চাঁদা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য:—দ্বারকানাথ ঠাকুর ৬০০৲, ডেবিড হেয়ার ৫০০৲, হরিমোহন ঠাকুর ১০০৲, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০৲ টাকা।

কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কর্ত্তৃত্বাধীনে যে-সকল বিদ্যালয় ছিল তন্মধ্যে আরপুলি পাঠশালা একটি। এই পাঠশালার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানভার সোসাইটি ডেবিড হেয়ারের হস্তে দিয়াছিলেন। এই আরপুলি পাঠশালাতেই পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোর হাতে খড়ি হয়। কিছুদিন পরে এই পাঠশালার সঙ্গে একটি ইংরেজী-বিভাগও খোলা হয়।

## স্ত্রীশিক্ষা

( ৬ এপ্রিল ১৮২২ । ২৫ চৈত্র ১২২৮ )

স্ত্রীশিক্ষা ॥—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিষয়ক এক গ্রন্থ পূর্ব্ব২ প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ দেওয়া যাইতেছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা ইদানী বিদ্যাভাস করেন না কিন্তু বিদ্যাভ্যাস করণে দোস লেশও নাই। যদ্যপি শাস্ত্রীয় ও ব্যাবহারিক দোষ থাকিত তবে পূর্ব্বতন সাধ্বী স্ত্রীগণেরা বিদ্যাশিক্ষাতে অবশ্য পরাঙ্মুখ হইতেন। তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ী অনুসূয়া দ্রৌপদী রুক্মিণী চিত্রলেখা লীলাবতী কর্ণাটরাজপত্নী লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি পূর্ব্বতন স্ত্রী সকল অশেষ শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তত্তৎ শাস্ত্রের পারদর্শিরূপে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণী ভবানী হটী বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী এহারা লেখাপড়া ও নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপরা হইয়া অতিসুখ্যাতি প্রাপ্তা হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাহারদিগের কোন অংশে মানরুটি কিম্বা অপযশ হয় নাই বরং যশোবৃদ্ধি হইয়াছে।

এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন অনেকের বোধের অগম্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী চরিতার্থা হইয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি অদ্যাপি আছে এবং ব্রহ্মার পুত্র অত্রি তাঁহার স্ত্রী অনুসূয়া অশেষ শাস্ত্র পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইয়া অন্যকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়াছেন এবং দ্রুপদরাজকন্যা পাণ্ডব পত্নীর পাণ্ডিত্য লিপিবাহুল্য। এবং রুক্মিণী পত্র লিখিয়া সুদাম ব্রাহ্মণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাবগত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং চিত্রলেখার শাস্ত্রদৃষ্টি ও শিল্পবিদ্যা ঐ শ্রীমদ্ভাগবতে উষাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। এবং উদয়নাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে তাঁহার স্বামির সহিত শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন ঐ লীলাবতী উভয়ের মধ্যস্থা ছিলেন এবং তাঁহার রচিত অনেক২ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থকর্ত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার তুল্য ছিল না। এবং কর্ণাট দেশের রাজরাণী এমত পণ্ডিতা ছিলেন যে কালিদাস প্রভৃতির কবিতা তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী যে২ কবিতা করিয়াছেন পণ্ডিতেরা সে সকল প্রসঙ্গ করিয়া জ্ঞানীর নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে লিখিত আছে যে

আনন্দজপুরীতে বিক্রম নামক রাজার পুত্র মাধব যখন সুলোচনাকে বিবাহ করিতে দীব্যন্তী নগরে গিয়া সুলোচনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন তখন ঐ সুলোচনা পত্র পাঠ করিয়া সদুত্তর লিখিয়াছিলেন। এবং বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা ব্যাকরণাদি নানাশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ও রাজসাহীর রাজা মহারাজ রামকান্ত রায়ের স্ত্রী মহারাণী ভবানী বিদ্যাভ্যাস দ্বারা চিরকাল রাজশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাঁহার অন্নপূর্ণা খ্যাতি আছে অদ্যাপি প্রাতঃকালে উঠিয়া লোকেরা তাঁহার নামস্মরণ করে। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কন্যা হটী বিদ্যালঙ্কার নামে খ্যাতা হইয়া বৃদ্ধাবস্থাতে কাশীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন এবং সেখানে তাঁহার সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ হইত। এবং কোটালী পাড়াগ্রামে শ্যামাসুন্দরী নামে এক ব্রাহ্মণী ব্যাকরণাদি ন্যায়পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন।

( ১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯ )

স্ত্রীশিক্ষার শেষ।—স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক বিষয়ের অবশিষ্ট যে ছিল তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইদানীন্তন বিদ্যাবতী অনেক স্থানে অনেক স্ত্রী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের মধ্যে ভাগ্যবান লোকেরদিগের অনেক স্ত্রী প্রায় লেখাপড়া জানেন। এবং বীরনগরের শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্যের দুই কন্যা বার্ত্তা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করিয়া ব্যুৎপন্না হইয়াছিলেন ইহা অনেকে জ্ঞাত আছেন। এবং মালতী মাধব নাটক গ্রন্থে অতিসুস্পষ্ট লিখিত আছে যে মালতী চতুষ্পাটীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাবতী হইয়াছিলেন। এবং কর্ণাট দ্রবিড় মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ ইত্যাদি দেশে অনেক বিদ্যাবতী অদ্যাপি আছেন কেহবা স্বয়ং রাজকার্য্য করিতেছেন এবং সংস্কৃত বাক্য অনেকে কহেন এমত অনেক স্ত্রী কাশীতে আছেন। এবং অহল্যা বাই নামে এক জন পুণ্যবতী ছিলেন তাঁহার কীর্ত্তি কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপ্তিমতী আছে তিনি তাবৎ রাজকার্য্য স্বয়ং করিতেন ও সংস্কৃত বাক্য অনর্গল কহিতেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংগ্লণ্ডীয় স্ত্রীগণের আনুকূল্যে কন্যারদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রী লোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতিশীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহ কর্ম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। যেহেতুক স্ত্রী লোকেরা অবীরা হইলেও বার্ত্তাবিদ্যাদ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কালযাপন করিতে পারে অন্যের অধীন হইতে হয় না এবং অন্যে প্রতারণা করিতে পারে না। আরও আপন মনোভিলষিত স্বামির নিকটে লিখিতে পারে। স্ত্রীলোকের পূর্ব্বাপর সিদ্ধ ব্যবহার কর্ম্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। সে এই যে বাল্য

কালে পিতা মাতার বশীভূতা হইয়া আজ্ঞানুসারে চলিবে। যৌবনাবস্থাতে স্বামির বশীভূতা থাকিয়া তাহার সেবা ও শ্বশুরাদির সেবা ও গৃহের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবে। বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রের বশীভূতা থাকিয়া ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিবেক। অতএব স্ত্রীলোক কখন স্বতন্ত্র থাকিতে যোগ্য নহে। পিতা রক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি।

অনেক শাস্ত্রে লিখিত আছে। স্ত্রীলোকের অকর্ত্তব্য এই২ দুষ্ট বুদ্ধিতে অন্যপুরুষাবলোকন ও সহবাস ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণীর সংসর্গ। এ সকল কর্ম্ম স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নাশের কারণ হয়। যে স্ত্রী গৃহকর্ম্মে নিপুণা ও পতিপ্রিয়া ও প্রিয়ভাষিণী ও অপ্রগল্‌ভা ও লজ্জিতা ও পতিপরায়ণা ও ধর্ম্মশীলা সে স্ত্রী ইহকালে ও পরকালে অপার সুখভাগিনী হয়।

বইখানির নাম স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক; লেখক কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৪ সনে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণের একখণ্ড পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে। আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন; দ্বিতীয় ভাগ স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাসের প্রমাণ।

( ৮ মার্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯ )

বালিকাপাঠশালা॥—কলিকাতা জরনেলে ২৮ ফেব্রুআরি তারিখে পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আছে যে মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমতঃ কতক দিন পর্য্যন্ত বালিকারা ক খ লিখে তাহাতে প্রস্তুতা হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করে এই কর্ম্মে যত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোষিকের মত দেওয়া যায় সেই লাভ দেখিয়া শিল্প কর্ম্ম করিতে অনেকের লোভ জন্মিয়াছে তাহাতে ছয় পাঠশালাতে প্রায় এক হাজারখান গামছা কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন২ পাঠশালাতে মোজা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। পাদরি শ্রীযুত করি সাহেব এখন বাসনা করেন যে অন্য২ লোকহইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া শহরের মধ্যে এমত এক বিদ্যালয় প্রস্তুত করেন যে তাহাতে অন্য২ পাঠশালাতে শিক্ষিত বালিকারা ঐ পাঠশালাতে আসিয়া মিস কুকহইতে আর২ শিল্প বিদ্যা শিক্ষা পায় অতএব সকল পাঠশালা গিয়া শিক্ষা করাণেতে মিস কুকের অধিক পরিশ্রম ও কর্ম্মের অল্পতা যে হইত তাহা ইহাতে হইবে না।

( ৭ জানুয়ারি ১৮২৬। ২৫ পৌষ ১২৩২ )

শ্রীযুত বৈদ্যনাথ রায়॥—গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি যে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর বালিকারদের বিদ্যাভ্যাসার্থে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন

এতদ্বিষয়ে তাবৎ ইংরাজী সমাচার পত্রে তাঁহার যেরূপ মহিমাপ্রকাশ হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কাহার আহ্লাদ না জন্মে। ইণ্ডিয়া গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রেতে লিখিয়াছেন যে বাইর নাচ কিম্বা রোশনাই করিয়া অনেক টাকা ব্যয় করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্র লোপ হয় এবং তাহাতে লোকোপকারও নাই কিন্তু এইরূপ দানেতে প্রকৃত ফল দেখা যায় যেহেতুক যাহারা এতদ্রূপে আপনারদের অর্থ ব্যয় করেন তাহারদের নাম ও প্রশংসা কালেতে লুপ্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি হয়। ঐ গেজেটে আরও লিখিয়াছেন যে রাজা বৈদ্যনাথের এই দান আদর্শস্বরূপ হইবেক যেহেতুক এই দৃষ্টান্তে কলিকাতাস্থ অন্যং ভাগ্যবান মহাশয়েরা ঐরূপ কর্ম্মের কারণ অবশ্য অর্থদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় উলুবেড়িয়া হইতে পুরীর সিং দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত কটক রোডের নির্ম্মাতা, ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর, কলিকাতা পোস্তা-নিবাসী ধনকুবের মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র। সুখময় রায়ের পাঁচ পুত্র—রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র ও নৃসিংহচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের বংশে দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্ম—তাঁহারই নামে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। চিৎপুর রোডে তাঁহার বাটী জোড়াসাঁকো রাজবাটী বলিয়া পরিচিত। সুখময়ের পাঁচ পুত্রই নানা সদনুষ্ঠান ও দানশীলতার জন্য কীর্ত্তিমান ও 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইলেও রাজা বৈদ্যনাথই সমধিক জনপ্রিয় ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। লোকে বলিত তাঁহার সময়ে কলিকাতায় দাতাদের মধ্যে তিনিই অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে কাশীপুর গান্ ফাউণ্ড্রি ঘাট এবং তথা হইতে দমদমা পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাহা তাঁহার পিতামহীর প্রদত্ত ৪০,০০০৲ টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দুকলেজ ফণ্ডে ৫০,০০০ টাকা এবং মিস উইলসন্ প্রতিষ্ঠিত বাঙালী স্ত্রীশিক্ষা ফণ্ডে ২০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁহাকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি, একটি স্বর্ণপদক ও একখানি তরবারি প্রদান করেন। তিনি বিলাতের লণ্ডন জুলজিক্যাল সোসাইটিতে ৬,০০০ টাকা দান করায় উক্ত সমিতির সভাপতি লর্ড লান্সডাউন্ একখানি মানপত্র লিখিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। তিনি কলিকাতায় চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিনাব্যয়ে তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। তাঁহার কাশীপুরের বাগান সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল এবং ঘোড়দৌড়, রামলীলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত। ১৮৬০ সালে তিনি কুমার রাজকৃষ্ণ এবং কুমার কালীকৃষ্ণ নামে দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন।—*A Short Sketch of Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur and his family*, by Benimadhab Chatterji (1928).

( ২০ মে ১৮২৬। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩ )

কলিকাতার নেটিব ফিমেল স্কুলের নিমিত্ত যে অট্টালিকা নিৰ্ম্মিতা হইবেক তাহার প্রস্তর সংস্থাপনার্থ গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে সাড়ে পাচ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহর্ষ্ট স্বয়ং সেখানে গিয়া অতিসমারোহ পূৰ্ব্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

( ২৮ জুলাই ১৮২৭। ১৩ শ্রাবণ ১২৩৪ )

বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের পাঠশালা।—বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষা হেতু যে সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার তৃতীয় রিপোর্টেতে প্রকাশ পাইয়াছে যে এ সমুদয়

বিষয়ে অতি শুভ দেখা যাইতেছে কিন্তু বৰ্দ্ধমানস্থা বিবি পীরণ তাঁহার স্বামির পীড়াপ্রযুক্ত বিলাত গমন করাতে ঐ দেশস্থ ১২ টা পাঠশালার মধ্যে ৯ টা বন্ধ আছে এবং এই বিবির গমনেতে স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষারো অনেক হানি হইয়াছে এরূপ এক নূতন ইস্কুল টলিগঞ্জে ও অন্য২ স্থানেও তিনটা খোলা গিয়াছে এই কলিকাতাস্থ তাবৎ পাঠশালার পাঠিকা প্রায় ৬০০ হইবেক এবং ইহার মধ্যে ৪০০ প্রতি দিন হাজির হইয়া পাঠশালায় পাঠ করিতেছে ও শেষ পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্য্যরূপে হইতেছে পরন্তু ইহার মধ্যে এক অন্ধা বালিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছে ও শিক্ষাতে বড় নিপুণা হইয়াছে এই পাঠশালার নিমিত্ত এক্ষণে মাসিক ও বার্ষিক চান্দায় প্রায় ৫৮৭৬ টাকা শালিআনা উৎপন্ন হয়। এই নূতন পাঠশালা যাহার মূল পত্তন ১৮২৬ সালের মে মাসে হইয়াছিল সে এমারত প্রায় এক্ষণে প্রস্তুত হইল এবং সকল পাঠিকাকে একত্র করিবার আশয়ে বিবি উইল্‌সন তদবধি ঐ বালিকারদিগকে ঐ বাটীর নিকটবর্ত্তি স্থানে একত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষা করাইতে বিলক্ষণ মনস্থ আছে এমত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যেহেতুক ঐ রিপোর্টেতে প্রস্তাব করে যে বাঙ্গালিরা তাঁহারদিগের কন্যারদিগকে অধিক বয়সপর্য্যন্ত পাঠশালাতে রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনা গিয়াছে যে বৰ্দ্ধমানে ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকারা পাঠশালাতে পড়িতে আইসে। সং চং [ সমাচার চন্দ্রিকা ]

( ২৮ জুন ১৮২৮। ১৬ আষাঢ় ১২৩৫ )

বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাস।—গত মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসপের বাটীতে এতদ্দেশীয় বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাসকরণ বিষয়ের বার্ষিক সম্ভ্রান্ত বিবি সাহেবেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ইহাতে প্রায় এক শত বিবিলোকের অধিক আগমন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত লার্ড বিসপ ও শ্রীযুত চিপজুষ্টিস ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও আর২ কএক জন সংভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন পরে বিবি জেমেস সভাপতি হইয়া এই সমাচার পাঠ করিলেন যে সেনটেরেল নামে একটা পাঠশালা প্রস্তুত হইয়াছে এবং এইরূপ আর ২৯ টা পাঠশালা যে প্রধান২ স্থানে আছে ও তাহাতে যত পাঠক বিদ্যাভ্যাস করে তাহা ঐ সভাতে প্রস্তাব করিলেন বিশেষতঃ সেনটেরেল নামে পাঠশালাতে প্রতিদিন ৭০ জন বালিকা পাঠ পড়িতে আইসে শ্যাম বাজারের পাঠশালাতে ৩০ জন করিয়া পড়ে ইহাতে জুমলা ২৪০ জন হইল এবং ইহা ভিন্ন বৰ্দ্ধমান গ্রামেতে এইরূপ চারিটা পাঠশালা বিবি ডিয়রের তাবে আছে তাহাতে প্রায় ১০০ বালিকা পড়ে তদনন্তর ঐ সভ্যগণেরা এই পাঠশালার প্রধানা শ্রীমতী বিবি আমহার্ষ্টকে এবং আর২ কএক জন অধ্যক্ষ বিবিরদিগকে ধন্যবাদ দিলেন কারণ ইঁহারা সংপ্রতি এই পাঠশালাতে অনেক টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ঐ সভাতে আরও এই প্রস্তাব হইল যে চর্চ মিসনরি সোসৈটিরা

৮০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং বালিকারদিগের হস্তনির্ম্মিত কতক হুনরি দ্রব্য ইংগ্লণ্ডে বিক্রয় হইয়া কতক টাকা আসিয়াছে পরে এই সব বিষয় সকলের জ্ঞাপনার্থে ছাপাইতে সভ্যগণেরদের আজ্ঞা হইল তৎপরে ঐ স্থানে এই পাঠশালার নিমিত্তে একটা চান্দা হইল তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ৮০০ টাকা প্রদান করিলেন এবং এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরাও ২০০০ টাকা প্রদান করিলেন এবং কতকগুলিন হুনরি দ্রব্য ঐ স্থানে বিক্রয় হইয়া তাহাতে ৭০০ টাকা হইল কিন্তু ঐ কালে একত্র এত সংভ্রান্ত বিবিরদিগের এই সভাতে দেখিয়া এবং ইহারদিগের এইরূপ বিদ্যা বৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে সকলে চমৎকৃত হইয়াছেন ইহারা এরূপ পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া বহু কালের পতিত ভূমি চসিয়া বিদ্যারূপ বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন কিন্তু ইহাতে শেষ কি ফল ফলিবে তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই।

## গৌড়ীয় সমাজ

( ৮ মার্চ্চ ১৮২৩। ২৬ ফাল্গুন ১২২৯ )

সভা ॥ —৬ ফালগুণ রবিবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার হিন্দু কালেজে এক সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে এক সমাজ স্থাপন হয় এতদভিপ্রায়ে এতন্নগরস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছিল তাহার মধ্যে যাঁহারা ঐ নির্ণীত সময়ে আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম এবং সভাতে যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল তাহা লিখা যাইতেছে।

ঐ সভায় আগত ব্যক্তিরদিগের নাম। শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রামদুলাল দে ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত কালাচাঁদ বসু ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত রামকমল সেন ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত রসময় দত্ত এবং আর২ অনেক বিজ্ঞ লোক। এঁহারদিগের আগমনানন্তর প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে অদ্য এই সভার চারম্যান অর্থাৎ সভাপতি শ্রীযুত রামকমল সেন হউন। পরে শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর তাঁহার পুষ্টি করিলেন পরে শ্রীযুত রামকমল সেন চারম্যান অর্থাৎ প্রধানরূপে মনোনীত হইয়া ঐ সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অদ্য এই সভাতে মহাশয়েরদিগের যদর্থে আহ্বান করা গিয়াছে তাহার কারণ এই যে সাধারণ আমারদিগের কোন সোসৈয়িটী অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধ নাই ইহাতে কি২

ক্ষতি আর থাকিলে বা কি উপকার এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা গিয়াছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যায়। পরে সকলেই অনুমতি করিলে শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ঐ সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করিলেন তৎশ্রবণ করিয়া ক্রমে সকলেই কহিলেন যে আমারদিগের দেশে এক সভা হইলে ভাল হয় এবং এ অতি উত্তম বিষয় বটে ইহাতে আমারদিগের সম্মতি আছে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন আমারদিগের দেশে যে পূর্ব্বাপর সভা নাই ইহার মূল কি তাহার উত্তর অনেকে অনেকপ্রকার করিলেন শ্রীযুত রসময় দত্ত কহিলেন এই সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিষয়ের উপায়ান্তর চেষ্টা করা যায় তবে আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষালেরও ঐ কথা শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নিন্দা করিয়া যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্যই লিখিতে হইবেক শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব তাহার পোষকতা করিলেন শ্রীযুত রামদুলাল দে কহিলেন অনুষ্ঠান পত্র ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ কর পরে বিবেচনাপূর্ব্বক উত্তর করা যাইবেক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন এ সভা স্থাপন হইলে কি সুখ হইবেক বিবেচনা কর অদ্য সকলে একত্র হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া কি পর্য্যন্ত সুখী হইয়াছ শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার কহিলেন সে যথার্থ এই সকল ব্যক্তির সহিত পরস্পর কাহারো এক বৎসর কাহারো ছয় মাস সাক্ষাৎ নাই শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক তাহার পোষকতা করিলেন এই প্রকার নানা কথোপকথনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন প্রশ্ন করিলেন যে এই সভাস্থেরদিগের মধ্যে কোনহ ব্যক্তিকে সেক্রটারি অর্থাৎ কার্য্যসম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্যক হয় শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে শ্রীযুত রামকমল সেনকে করা যাউক শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাহার পোষকতা করিলেন পরে সেনজী কহিলেন আমার বাঞ্ছা শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইলে ভাল হয় পরে স্থির হইল উভয়ে সেক্রটারি হউন।

তৎপরে স্থির হইল যে অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করা গেল তাহা অদ্যকার বৈঠকের বিবরণ সুদ্ধ এক গ্রন্থ ছাপা করিয়া প্রকাশ করা যাউক ঐ গ্রন্থ প্রকাশ হইলে পরে ভাবি রবিবারে বৈঠক করা ও কর্ম্ম সম্পাদনার্থ নিয়মাদি স্থির করা যাইবেক।

( ২৯ মার্চ ১৮২৩। ১৭ চৈত্র ১২২৯ )

গৌড়ীয় সমাজ।—১১ চৈত্র রবিবার দিবা দুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে হিন্দুকালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল তৎ সভায় যে২ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম লিখা যাইতেছে।

শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন…ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার

ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়…ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল…ও শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত গোপীকৃষ্ণ দেব ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব…ও শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ মল্লিক ও শ্রীযুত বিশ্বম্ভর পানি…।

ইহারদিগের আগমনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কহিলেন যে সভার অনুষ্ঠানপত্র আপনি পাঠ করুন। তাহাতে তাবৎ সভ্যগণেও অনুমতি করিলেন। পরে তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করিলেন তৎপরে নানাবিধ বাদানুবাদ ও কথোপকথনানন্তর শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন যে এ সকল ব্যাপার অর্থসাধ্য অতএব এতদ্দেশের হিতার্থে এই সমাজ হইয়াছে আপনারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাজ বদ্ধকরণার্থে অর্থ দান করুন। শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ইঁহারা উৎসাহপূর্ব্বক কহিলেন যে অবশ্য কর্ত্তব্য। পরে যাহারা ধনদান করিলেন তাহারদিগের নাম প্রকাশ করা যাইতেছে।

| নাম | সকৃৎ দান | ও ত্রৈমাসিক দান |
|---|---|---|
| শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর | ২০০ | ৩০ |
| ,, উমানন্দন ঠাকুর | ২০০ | ৩০ |
| ,, চন্দ্রকুমার ঠাকুর | ৫০০ | ৬০ |
| ,, দ্বারিকানাথ ঠাকুর | ২০০ | ৩০ |
| ,, কাশীকান্ত ঘোষাল | ২০০ | ১২ |
| ,, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১০০ | ১০ |
| ,, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় | ৫০ | ১০ |
| ,, বিশ্বনাথ মতিলাল | ১০০ | ৮ |
| ,, গঙ্গাধর আচায্য | ৫০ | ২ |
| ,, রামকমল সেন | ১০০ | ২৫ |
| ,, রাধাকান্ত দেব | ২০০ | ৩০ |
| ,, চন্দ্রশেখর মিত্র | ৫০ | ১০ |
| ,, বৈদ্যনাথ দাস | ১০০ | ৩ |
| ,, বিশ্বম্ভর পানি | ৫১ | ০ |
| ,, বিশ্বনাথ দত্ত | ৫০ | ০ |
| | ২১৫১ | ২৬৪ |

ইহাভিন্ন অনেকে স্বীকার করিলেন যে আমরা পশ্চাৎ দিব। অপর সভ্যগণের অনুমত্যনুসারে ঐ সমাজের কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যে কএক জন সভ্য বিধায়ক স্থির হইলেন

তাঁহারদিগের নাম শ্রীযুত লাডলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক।

( ১৭ মে ১৮২৩। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩০ )

গৌড়ীয় সমাজ ॥—২৩ বৈশাখ রবিবার বৈকালে গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল ঐ দিবসের বৈঠকের আনুপূর্ব্বী তাবৎ বৃত্তান্ত বিশেষ২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাভাব এ প্রযুক্ত স্থূল বিবরণ লিখিতেছি। সভ্যগণের আগমনানন্তর ঐ সভার এক সভ্য শ্রীযুত বাবু কাশীকান্ত ঘোষাল আপন বুদ্ধি বিদ্যাদ্বারা নানাপ্রকার গ্রন্থহইতে সংগ্রহপূর্ব্বক গৌড়ীয় ভাষায় রচনা করিয়া ব্যবহারমুকুর নাম দিয়াছেন। ঐ পুস্তকের কএক অংশ সভ্যগণের সন্নিধানে পাঠ করিয়া কহিলেন যে এই পুস্তক আমাকর্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে যদি সমাজের গ্রহণোপযোগী হয় তবে আমি সমাজকে এই গ্রন্থ প্রদান করিলাম। সভ্যগণ মহাহর্ষযুক্ত হইয়া বাবুকে ধন্যবাদ করত ঐ গ্রন্থগ্রহণ করিলেন।

আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি উত্তর২ হইবেক যেহেতু এ সমাজে কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক তৎপ্রযুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগ্রাহক লোক অত্যন্ত আকুঞ্চন করিতেছেন সুতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবশ্যই হইবেন।

( ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ১২ আশ্বিন ১২৩০ )

গৌড়ীয় সমাজ।—শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে ৩০ ভাদ্র রবিবারে গৌড়ীয় সমাজের সভ্যগণেরা সভা করিয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে সমাজবিষয়ক বিবিধ কথোপকথন হইয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ লিখনেতে পত্র বাহুল্য হয়।

( ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌষ ১২৩০ )

গৌড়ীয় সমাজ।—গত ২৩ আগ্রহায়ণ বৈকালে মোং খিদিরপুরে শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষালের ভূকৈলাসের বাটীতে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল প্রায় তাবৎ সভ্যগণ তত্রাধিষ্ঠানপূর্ব্বক সমাজের উন্নতিজনক বিষয় পরামর্শ করিলেন তাহার বিশেষ প্রকাশের প্রয়োজনাভাব যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক তাহা লিখি শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু ঐ দিবসে সমাজের এক সভ্য অর্থাৎ অংশী হইয়াছেন।

এই সংবাদ আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিলাম যেহেতুক পূর্ব্বে সমাজ স্থাপন সময়ে অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন যে এ সমাজে কাহারো মনোযোগ

হইবেক না কিন্তু এইক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতা দশ মাসের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ভাগ্যবান লোকের মনোযোগ হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া এতদ্দেশস্থ লোকের সৎ ফলদায়ক হইবে।

( ৩ জুলাই ১৮২৪। ২১ আষাঢ় ১২৩১ )

গৌড়ীয় সমাজ।—১৪ আষাঢ় [ ২৬ জুন ] শনিবার রাত্রিকালে শহর কলিকাতায় গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে নানা বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইয়া অনেক বিষয় স্থির হইল তন্মধ্যে ইহাও স্থির হইল যে অল্প দিবসের মধ্যে বেদপাঠারম্ভ হইবেক।

## চতুষ্পাঠী

( ২০ মার্চ্চ ১৮১৯। ৮ চৈত্র ১২২৫ )

শ্রীরামপুরের টোল। শ্রীরামপুরস্থ সাহেবেরা মোং শ্রীরামপুরে এক কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে২ বিদ্যার্থিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই কালেজে নানাপ্রকার বিদ্যা ও বহু প্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও প্রতিশাস্ত্রের এক২ জন পণ্ডিত ক্রমে২ নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় এককালে প্রস্তুত হওয়া ভার তৎপ্রযুক্ত ন্যায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির পণ্ডিত ক্রমে২ নিযুক্ত হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন।

এই বাঙ্গালা দেশে অন্য২ শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ব্বত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং অনেক লোক ব্যবসায় করিয়া বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র লীলাবতী ও বীজ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও শিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাস্করাচার্য্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও ব্যবসায় এই বাঙ্গালা দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশীপ্রভৃতি দেশে আছে তন্নিমিত্ত শ্রীরামপুরের সাহেব লোকেরা প্রকৃত জ্যোতিষশাস্ত্র পারদর্শি শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি ভট্টাচার্য্যকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন।

অতএব যদি কাহার জ্যোতিষ শাস্ত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয় তবে মোং শ্রীরামপুরে আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন।

কালিদাস পণ্ডিত সে-যুগের সর্ব্বপ্রধান হিন্দু জ্যোতিষী ছিলেন। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ্যে শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্র ১৮৩৯ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন।

( ২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭ )

নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাটী।—শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে। সংপ্রতি তাঁহার চতুষ্পাটীতে শিষ্যেরা আপন২

পাঠক্ষতিপ্রযুক্ত উদ্বিগ্ন হইয়া মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র রায় বহাদুরের নিকটে নিবেদন করিলে তিনি তাঁহারদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমারদের নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র পাঠস্বীকার করা অনুপযুক্ত অতএব নবদ্বীপে যাহার নিকটে তোমারদের অধ্যয়ন করিতে বাসনা হয় তাঁহাকে ঐ চতুষ্পাটীতে বসাও কিম্বা তাহার নিজ চতুষ্পাটীতে তোমরা গিয়া নির্ভর কর অথবা অন্য দেশীয় কোন অধ্যাপককে আনিয়া ঐ চতুষ্পাটীতে বসাইয়া পাঠ স্বীকার কর তাহাতেও ক্ষতি নাই তোমারদের যেমত বাসনা আমিও সেই মত করিব। ইহাতে শিষ্যেরা ভিন্ন দেশীয় এক দণ্ডী গোস্বামিকে আনাইয়া বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাটীতে তাহাকে বসাইয়া অধ্যয়ন করিতেছেন।

ইহাতে নবদ্বীপের তাবৎ অধ্যাপকেরদের অত্যন্ত অসন্তোষ হইয়াছে এবং কোন প্রকারে তাহার বাঘাত হয় এমত চেষ্টা আছে যেহেতুক নবদ্বীপে উপযুক্ত অনেক২ অধ্যাপক আছেন তাহারা থাকিতে অন্য দেশীয় লোক সেখানে অধ্যাপনা করিলে তাঁহারদের মান হানি হয় এবং বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের পুত্রেরা অকৃতবিদ্য ও অপ্রাপ্ত ব্যবহার আছেন তাঁহারা যাবৎ পর্য্যন্ত উপযুক্ত না হন তাবৎ এই রূপ চলিবেক।

( ১৬ মার্চ্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮ )

চতুষ্পাটী ॥—মোকাম কলিকাতার হাতিবাগানে শ্রীযুত হরচন্দ্র তর্কভূষণ চতুষ্পাটী করিয়া গত ২৮ ফাল্গুন রবিবারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনারম্ভ করিয়াছেন তাহার সম্পন্নকর্ত্তা শ্রীযুত মহারাজ গোপীমোহন দেব তাবদ্বিষয়ের আনুকূল্য করিতেছেন ঐ দিবস তাবৎ স্বদলস্থ অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণ হইয়া ঐ চতুষ্পাটীতে সকলে আগমনপূর্ব্বক উত্তমরূপ আহারাদি করিলে পরে নানাশাস্ত্রের বিচার হইল তাহাতে ঐ তর্কভূষণ উপযুক্তমত সদুত্তর করিলেন ইহাতে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া সাধুবাদ করিলেন পরে অধ্যাপকেরদিগের উপযুক্তমত বিদায় দিয়া শিষ্টাচারে বিদায় করিলেন।

( ১৩ মার্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬ )

…হরিনাভিনিবাসি শ্রীযুত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য খ্যাত অধ্যাপক এই মহানগর কলিকাতার আড়পুলিতে চতুষ্পাঠী করিয়া বহু দিবসাবধি অধ্যাপনা করিতেছেন…।

১৮১৮ সনের পূর্ব্বে কলিকাতা নদীয়া ও কাশী প্রভৃতি স্থানে যে-সকল চতুষ্পাঠী ছিল, তাহাদের এবং অধ্যাপকদের নামধাম শ্রীরামপুরের পাদরি William Ward প্রণীত *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos* (2nd ed., 1818) পুস্তকের পৃ. ৫৯২-৯৩ দ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে হটী বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য বিদুষী মহিলাদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

( ৩ জানুয়ারি ১৮২৪ । ২০ পৌষ ১২৩০ )

সভা।—১৪ পৌষ রবিবার বৈকালে শ্যামবাজারে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজির বাটীতে বেদাধ্যাপনা নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় কলিকাতাস্থ অনেক পণ্ডিত ও ধনি গুণি বিশিষ্ট লোক গিয়াছিলেন এ দেশে বেদের চতুষ্পাঠী করা সকলের মত হইল এবং অনেকে তাহার ব্যয়োপযুক্ত ধন দান করিয়াছেন··· ।

## সংস্কৃত কলেজ

( ৬ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০ )

সংস্কৃত পাঠশালা।—শুনা গেল মহামহিমার্ণব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন হইবেক এমত কল্প ছিল সেই পাঠশালা মোং পটোলডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর নিকট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ হইয়াছে সে গৃহ যত দিবস প্রস্তুত না হয় তাবৎ কাল মোং বহুবাজারের চৌরাস্থার বামপার্শ্বে ৬৬ নং বাটীভাড়া হইয়াছে সেই বাটীতে পাঠ হইবেক শুনা যাইতেছে ঐ বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণবালকেরদিগকে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি পুরাণ বেদান্ত জ্যোতিষ ন্যায় সাংখ্য মীমাংসাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবেন ঐ সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেছেন।

ব্রাহ্মণ ছাত্রেরা বাসাখরচের স্বরূপ ৫ পাঁচ টাকা মাসিক পাইবেন তাঁহারা স্ব২ মনোনীত স্থানে বাস করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবেন।

ঐ পাঠশালার কর্ম্মে অর্থাৎ অধ্যয়ন করাইতে যে অধ্যাপকের আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং যাঁহারা পাঠার্থী হয়েন তাঁহারা আত্ম প্রার্থনাসূচক নিবেদন পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত লিখিয়া বিজ্ঞতম শ্রীযুত ডাং উইল্‌সন্ সাহেব ও শ্রীযুত কাং প্রাইস সাহেবের নিকট দিলে সাহেবেরা তাঁহারদিগকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন অপরঞ্চ শুনা গেল গ্রন্থ পাঠ ও পাঠের সময় এতদ্দেশের রীত্যনুসারে হইবেক ইতি।

( ১০ জানুয়ারি ১৮২৪ । ২৭ পৌষ ১২৩০ )

সংস্কৃত পাঠশালা।—১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ জানুআরি ১৮২৪ সাল মোং বহুবাজারে ৬৬ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত কালেজে পাঠারম্ভ হইয়াছে ইহার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে।

সম্প্রতি যে২ অধ্যাপক ও যে২ শাস্ত্র পাঠ হইবেক তাহা লিখা যাইতেছে।

| | |
|---|---|
| ন্যায় | শ্রীযুত নিমাইচরণ শিরোমণি। |
| স্মৃতি | শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। |
| অলঙ্কার | শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। |

কাব্য শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।
ব্যাকরণ ১শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ।
২শ্রীযুত রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন।
৩শ্রীযুত গোবিন্দরাম উপাধ্যায়।

এই কএক শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ ছাত্র পঞ্চাশ জন বেতনগ্রাহী নিযুক্ত হইয়াছেন এতদ্ভিন্ন অনেকে পাঠশালায় আসিয়া তন্নিয়মাধীন হইয়া পড়িবেন ইহারা সংপ্রতি মাসিক পাইবেন না কিন্তু নিরূপিত কালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পারিতোষিক পাইতে পারিবেন।

পাঠের নিয়মকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব সুসারানুসারে নিবদ্ধ হইবেক শুনিতে পাই যে প্রাতে চারিদণ্ড বেলা অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেহ২ দুই প্রহরে আসিয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত থাকিবেন কেহবা পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পড়াইবেন আর২ নিয়ম আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবেক।

( ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১০ ফাল্গুন ১২৩০ )

সংস্কৃতকালেজ।—এই কালেজের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে সংপ্রতি যে যে নিয়মাদি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ লিখিতেছি।

শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুত রুদ্রমণি দীক্ষিত বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

বেতনভুক ছাত্র।

| | | | |
|---|---|---|---|
| মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ছাত্র | | | ১৬ |
| কৌমুদী | ঐ | ঐ | ৬ |
| কাব্য | | ঐ | ১১ |
| অলঙ্কার | | ঐ | ৫ |
| স্মৃতি | | ঐ | ৬ |
| ন্যায় | | ঐ | ৬ |
| | | | ৫০ |

এই পঞ্চাশ ব্যক্তি বেতনভুক হইয়াছেন তদন্য ৩০ জন আসিয়া ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এঁহারা মাসিক পাইবেন না কিন্তু পাঠশালার নিয়মাধীন হইয়া বিদ্যাভ্যাস করণহেতুক নিরূপিত পরীক্ষাকালে পারগতা ও যোগ্যতা দর্শাইতে পারিলে পারিতোষিক পাইবেন আর নিরূপিত বেতনভুক ছাত্রের মধ্যে কেহ অন্যথা হইলে

তত্তৎপদপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। নানা শাস্ত্রের পুস্তক ক্রয় হইতেছে শুনিতে পাই যে এই পাঠশালার অন্তঃপাতি সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত একটা ছাপাখানা হইবেক।

পঠনের নিয়মকাল। দিবা ইংরাজী ১১ ঘণ্টা অবধি ৪ ঘণ্টাপর্য্যন্ত অষ্টমী ত্রয়োদশী প্রতিপৎ আর অমাবস্যা পূর্ণিমা এই কয়েক অস্বাধ্যায় দিনে পাঠ নাই এতদ্ভিন্ন মন্বন্তরাদি ও পর্ব্বাহেতেও পাঠবাদ হইয়া থাকে।

অধ্যাপক ও ছাত্রেরদিগের স্বেচ্ছাক্রমে প্রায় তাবৎ বন্দোবস্ত হইবেক।

( ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০ )

সংস্কৃত কালেজের প্রস্তর স্থাপন।—২৫ ফেব্রুআরি বুধবার বৈকালে সংস্কৃত কালেজ-নামক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে স্থান পটলডাঙ্গায় প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে বাস্ত প্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে। শুনিলাম যে ইহাতে ফ্রিমেসনসংজ্ঞক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মাবলম্বিরদিগের মধ্যে২ যে সংপ্রদায় আছেন তাঁহারা রীতিপূর্ব্বক স্ব২ বেশধারী হইয়া ইংরাজী বাদ্যকর সঙ্গে লইয়া পদব্রজে তৎকর্ম্ম সম্পন্নার্থে সমারোহপূর্ব্বক আসিয়াছিলেন।

( ২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১ )

সংস্কৃত কালেজ।— ... সংপ্রতি শ্রীযুত হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন মুগ্ধবোধের তৃতীয় অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন।

( ২২ অক্টোবর ১৮২৫। ৭ কার্ত্তিক ১২৩২ )

সহগমন॥—কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সংপ্রতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কালেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক ঞিহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

( ৩ ডিসেম্বর ১৮২৫। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২ )

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত॥—শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্যা-নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন যে কর্ম্ম ৺ রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ছিল।

আর কুমারহট্টনিবাসি শ্রীযুত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টচার্য্য ঐ কালেজের বৈয়াকরণ অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন ঐ কর্ম্ম ৺ কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের ছিল।

শুনা গেল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের পরলোক গমন হইলে তৎপদপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় অনেক স্মৃতিশাস্ত্রব্যবসায়ি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরা ঐ পাঠশালার কর্ম্মনির্ব্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট

কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসূচক পত্র অর্থাৎ দরখাস্ত দিয়াছিলেন তাহাতে ঐ বিজ্ঞ বিচক্ষণাপক্ষপাতি সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাঁহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষার্থে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন লিখিয়া দিয়া কহিয়াছিলেন যে এই প্রশ্নের যিনি সদুত্তর লিখিয়া প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবেক। অনন্তর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় তাবতেই লিখিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের উত্তরে সন্তোষ পাইয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন।—সং চং।

( ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২ )

সংস্কৃত কালেজ॥—১ ফেব্রুআরি বুধবার দিবা দশ দণ্ডের সময় শহর কলিকাতার বহুবাজারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে ঐ কালেজের ছাত্রেরদিগকে বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে।...শুনা যাইতেছে যে এই কালেজ বহুবাজারহইতে উঠিয়া অল্প দিবস পরে পটল ডাঙ্গার গোল পুষ্করিণীর তীরে নূতন ঘরে যাইবেন।

( ১ এপ্রিল ১৮২৬। ২০ চৈত্র ১২৩২ )

বিদ্যালয়।—শ্রীযুত কোম্পানীর পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাতার পটলডাঙ্গায় যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা প্রস্তুত হইয়াছে ঐ ঘরে আগামি বৈশাখ মাসের মধ্যে সংস্কৃত পাটশালা ও হিন্দুকালেজ উঠিয়া যাইবেক তদ্বিষয়ে কি প্রকার সামঞ্জস্যে বন্দোবস্ত হইবেক তাহা অবগত হইয়া পরে প্রকাশ করিব।—সং কৌং [ সম্বাদ কৌমুদী ]

( ১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩ )

...এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা...ঐ [পটলডাঙ্গার] বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

সংস্কৃত পাঠশালার কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়নামক বেদান্তপণ্ডিত ১৮ বৈশাখ শনিবার লোকান্তরগত হইবাতে তৎকর্ম্মে শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যুগাধ্যান মিশ্রনামক এক পণ্ডিত জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন অনুমান করি যে বৈদ্য শাস্ত্রেরও চর্চ্চা হইবেক এক্ষণে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইতেছে।... সং চং [ সমাচার চন্দ্রিকা ]

( ২৮ জুলাই ১৮২৭। ১৩ শ্রাবণ ১২৩৪ )

পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিয়োগ।—শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুরের আদালতের

পাণ্ডিত্য কৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন গত ৭ জুলাই ২৪ আষাঢ় কালেজের কৰ্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়াছেন।

গুজরাটদেশীয় শ্রীযুত নাথুরাম শাস্ত্রী সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কারাধ্যাপক অর্থাৎ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। সং চং [ সমাচার চন্দ্রিকা ]

( ২৭ মার্চ্চ ১৮৩০। ১৫ চৈত্র ১২৩৬ )

অদ্যকার চন্দ্রিকায় সংস্কৃত কালেজ বিষয়ে এক পত্র প্রকাশ হইল তদ্বিষয়ে আমারদিগের বক্তব্য যাহা তাহা লিখি।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিলে উপকার লেশও নাই যেহেতুক তাঁহারা উভয় বিদ্যায় পারগ হইলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কৰ্ম্মে তুচ্ছত্ব পরিগ্রহ করিয়া বিষয় কৰ্ম্মে রুচি করিবেন কিন্তু তাহারো অপ্রাপ্তি কেননা হিন্দু-কালেজাদি নানা পাঠশালাদ্বারা অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুত্র কেহ কেরাণির ভাই কেহ খাজাঞ্চির ভ্রাতৃষ্পুত্র কেহ গুদাম সরকারের পৌত্র কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধী-ইত্যাদি প্রায় বিষয়িলোকের আত্মীয় তাহারদিগকে কৰ্ম্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই নিযুক্ত করিয়া দিবেন এবং এই প্রথমতঃ কৰ্ম্ম হইয়া থাকে যদ্যপি কোন মুৎসদ্দির গুরু বা পুরোহিতের পুত্র গিয়া কহেন যে আমাকে এক কৰ্ম্মে নিযুক্ত করুন সেই মুৎসদ্দি তাঁহার কৰ্ম্ম করিয়া দেওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ এমত কহিবেন তুমি অশুভক্ষণে জন্মিয়াছ এমন লোকের সন্তান হইয়া চাকরী করিতে চাহ ইত্যাদি কথায় তাঁহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিবেন অতএব সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী পড়িলে উভয়ভ্রষ্ট হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক যদ্যপি সাহেবলোকের এতদ্দেশীয় লোককে উভয় ভাষায় পারগ করাইতে বাঞ্ছা হয় তবে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী এবং সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করাইবেন এবং সংস্কৃত কালেজে যে সকল বৈদ ছাত্র আছে তাহারদিগকে বিলক্ষণরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ করুন তাহাতে দেশের উপকার আছে যেহেতুক উভয় শাস্ত্র জানিয়া বিলক্ষণরূপে চিকিৎসা করিতে পারিবেক। [ সমাচার চন্দ্রিকা ]

## বিদ্যালয়

( ২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬ )

শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের পাঠশালা।—মোং কাশীতে শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের কারণ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়াছেন সেই পাঠশালাতে সংস্কৃত ও হিন্দী ও পারশী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি বিদ্যাব্যবসায় হইতেছে ইহাতে অনেক নিধর্ন বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হইতেছে।

( ১৭ জুলাই ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ ১২২৬ )

বিদ্যাদান।—বৰ্দ্ধমান মোকামে এবং তাহার চতুর্দিকস্থ কোন২ গ্রামে শ্রীযুত কাপ্তান ষ্টুয়ার্ত সাহেবের জিম্বায় যে কএক স্কুল আছে ঐ স্কুলেতে সুশিক্ষিত ও গুণবান হইয়াছে যে দশ২ জন বালক তাহারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার কারণ ঐ সাহেব সাধনপূর মোকামে ইংরাজী স্কুল প্রস্তুত করিয়া তাহারদিগকে ৭ই জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুলমেষ্টর হইয়াছেন।

( ২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬ )

বৰ্দ্ধমানের কালেজ।—১৪ জুলাই শ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্দ্র রায় বাহাদূর আপন কালেজের দারোগা শ্রীযুত হিরু বাবুকে কহিলেন যে ইস্তক লাগাইদ কতগুলি বালক আমার কালেজে লিখিয়া গুণবান হইয়াছে। দারোগা কহিলেন যে মহারাজ সুন্দররূপে কেহই হইতে পারে নাই। মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া শ্রীযুত বসন্ত বাবুকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্যাবধি এই কালেজ তোমার জিম্বা হইল তুমি ইহা তদারক করিবা এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমার সরকারে এক শত টাকা দরমাহা পাইতেছ অদ্যাবধি আর অধিক পঞ্চাশ টাকা পাইবা কিন্তু প্রতিমাস বালকেরদের ইস্তাহাম তোমার লইতে হইবেক। মহারাজ এইরূপ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়াও আপন কালেজের অধিক তদারক করিতেছেন।

( ১১ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬ )

নূতন কালেজ।—কলিকাতার পশ্চিম গঙ্গাপার কোম্পানির বাগানের উত্তরে ইংগ্রণ্ডীয়েরদের প্রধান ধৰ্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যা শিক্ষার কারণ এক মহাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার টাকা ও সামগ্রী সমবধান হইতেছে। কোম্পানির বাগানের উত্তরে অনুমান পঞ্চাশ যাটি বিঘা ভূমি শ্রীশ্রীযুত তাহার নিমিত্ত দিয়াছেন সেখানে সংপ্রতি বড় এক ঘর প্রস্তুত হইবেক।

( ২৩ ডিসেম্বর ১৮২০। ১০ পৌষ ১২২৭ )

নূতন কালেজ।—শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব মোং কলিকাতার পশ্চিম পারে কোম্পানির বাগানের নিকটে এক কালেজ বসাইবেন তাহার কারণ ১৫ দিসেম্বর শুক্রবারে সেখানে অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত জে ষ্টুয়াট সাহেব ও শ্রীযুত জে আদম্‌স সাহেব ও শ্রীযুত মেজর জেনেরাল হার্দবিক সাহেব ও শ্রীযুত অডনী সাহেব ও তাহার পত্নী ও আর২ ভাগ্যবান সাহেবেরদের বিবি লোক ও কলিকাতার অনেক উপদেশক সাহেব এই সকল লোক একত্র হইয়াছিলেন তৎকালে শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব যে২ লোক এই কালেজের

অন্তঃপাতী হইবেন তাহারদের কারণ শ্রীশ্রী ৺ স্থানে প্রার্থনা করিলেন। পরে এক পিত্তলের পত্রে সন ও তারিখ ও রাজ্যের নাম ও আর২ বিষয় সকল খুদিয়া এক প্রস্তরের নীচে প্রথম ইষ্টক পুঁতিলেন।

( ১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২ )

বিসোপ সাহেবের কালেজ॥—শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেবের কালেজের কতক ইমারত বাকী আছে তাহাতে গত রবিবারে শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব কলিকাতার প্রধান গির্জাঘরে গির্জা করিয়া শ্রোতারদের সাক্ষাৎ ঐ কালেজের অপ্রতুল প্রকাশ করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চারি সহস্র মুদ্রা সহি হইল।

( ২৯ ডিসেম্বর ১৮২১। ১৬ পৌষ ১২২৮ )

ইস্তেহাম অর্থাৎ পরীক্ষা।—মোকাম কলিকাতাতে যেখানে২ ইঙ্গরেজী পাঠশালা আছে তাহার পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে বড় দিনের সময়ে সেখানকার তাবৎবালকের পরীক্ষা হয় তাহাতে যে২ বালকেরা পূর্ব্ব বৎসরহইতে পর বৎসরে অধিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে তাহারা স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি পারিতোষিক পায়। তাহাতে ২১ দিসেম্বর শুক্রবার ধর্ম্মতলার শ্রীযুত ড্রমন্দ সাহেবের স্কুলে পরীক্ষা সময়ে কলিকাতার শ্রীযুত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বসু উঠিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে কহিলেন যে আমি এই স্কুলে পাচ বৎসর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরদের আমার প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়া কি জানাইব এবং এই সংসারে যত দান আছে বিদ্যাদানের তুল্য কোন দান নহে এই বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছেন অতএব আপনারদের অনুগ্রহেতে আমি কৃতবিদ্য হইয়া কর্ম্মান্তরে প্রস্থান করি ইহা কহিয়া অতি মনোদুঃখে বিদায় হইলেন। পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার বাক্যেতে তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক এক কেতাব দিলেন ও তাহার উপায়ের সৎপরামর্শ তাহারা দিলেন।

( ১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯ )

শ্রীরামপুরের কালেজ অর্থাৎ বিদ্যালয়।—এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরা বাসনা করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু কিম্বা মুসলমানের সন্তানেরদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করান। যে সকল ভাগ্যবান লোকের সন্তানেরা ইংরাজী শিক্ষার্থে আসিবেন তাঁহারা অত্যল্প ব্যয়েতে বিদ্যা পাইবেন। ঐ বিদ্যার্থিরা অন্যত্র বাসা করিয়া থাকিবেন কিন্তু কালেজের রীত্যনুসারে তাহারদিগকে চলিতে হইবে অর্থাৎ সময়ানুসারে গমনাগমন ইত্যাদি করিতে হইবে। এই বিদ্যালয়ে যে২ ইউরোপীয় বিদ্যা প্রচার আছে তাহার মধ্যে যিনি যাহা শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তিনি এই কালেজের

শিক্ষাদাতা শ্রীযুত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বারা শিক্ষা পাইবেন। এই কালেজে ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিলে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে হয় না যেহেতুক এই কালেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা যে পাইবেন এমত নয় কিন্তু বৃহৎ২ যন্ত্র দর্শনে ভূগোলবিদ্যা ও খগোল বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পুর্ব্ববৃত্তান্ত বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন। অতএব এই বিদ্যালয়ে যে কেহ আপন সন্তানকে পাঠাইতে বাসনা করেন তিনি শ্রীরামপুরস্থ কালেজে শ্রীযুত রিবরেণ্ড ডাক্তার কেরী সাহেবের নামে পত্র পাঠাইলে বিশেষ জানিতে পাইবেন।

( ১৬ নভেম্বর ১৮২২। ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯ )

মরণ॥—মোকাম শ্রীরামপুরে ফিলিক্স কেরি সাহেব ১০ নভেম্বর রবিবার বেলা তিন প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি নানা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহু দেশ ব্যাপিনী ছিল। এবং ইনি স্বপিতৃ শ্রীযুত উল্যম কেরি সাহেবের কর্ম্মের অনেক সাহায্য করিতেন ও নানা প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিতেন সংপ্রতি তাঁহার অবর্ত্তমানেতে এই২ সকল কর্ম্মের ক্ষতি হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ডেকসিয়ানরি যাহা শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও ফিলিক্স কেরি সাহেব উভয়ে করিতেছিলেন। বর্ম্মা অক্ষরে পালি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তাহার বাঙ্গালা। কলিকাতার স্কুলবুক সোসয়িটীর কারণ দিগ্দর্শন। শ্রীরামপুরের কালেজের কারণ রসায়ন বিদ্যা। আপনি করিতেছিলেন বিদ্যাহারাবলি অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। স্মৃতি নামে এক পুস্তক ইংরাজীহইতে বাঙ্গালা করিতেছিলেন। যাত্র্যগ্রসরণ নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। ব্রিটীন নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। আর কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পড়িতেন ইহার পরলোক হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে ইনি অতিশয় বিদ্বান ও পরোপকারী ও পরদুঃখে কাতর ও শরণাগত প্রতিপালক ও অতি বড় আলাপী ছিলেন।

( ৭ মার্চ ১৮২৯। ২৫ ফাল্গুন ১২৩৫ )

ভবানীপুরের স্কুল।—গত সপ্তাহে ভবানীপুরের স্কুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল সেই ভবানীপুরের স্কুল প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল শ্রীজগমোহন বসুকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বালকেরা প্রাচীন ইতিহাস ও ব্যাকরণ ও ভূগোল ও খগোল বিদ্যাতে উত্তম পরীক্ষা দিল তাহার পর তাহারা নানা গ্রন্থের আবৃত্তি করিল এবং সে২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা হইল সেই২ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা উত্তমরূপে হইল।

আমরা শুনিতেছি যে এই পাঠশালার তাবৎ খরচপত্র ঐ জগমোহন বসু ধর্ম্মার্থে দান করিতেছেন ইহাতে তাহার উপযুক্ত প্রশংসা গত সপ্তাহের ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রে প্রকাশ

পাইয়াছে তাহার অনুগামী হইয়া আমরা এক্ষণে যে অল্প প্রশংসা করি তাহাতে ঐ জগমোহন বসু বিরক্ত হইবেন না ইতর লোকেরদের নিকটে গান ও বাদ্য প্রদানের যে মূল্য থাকে তদ্বিষয়ে আমরা স্তুতি কি অবজ্ঞা করিব না কিন্তু আমরা এই জানি যে এই পৃথিবীর মধ্যে যেখানে যত শাস্ত্র ও কাব্যাদি আছে তাহাতে বিদ্যাদানের গুণ লিখিত আছে এবং সকল জাতির মধ্যে ইহার অতিসুখ্যাতি আছে বিশেষতঃ এ দেশে বিদ্যা প্রদানের বিষয়ে অল্প লোকের মন ছিল সমারোহপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া কি শ্রাদ্ধকরণেতে যেরূপ সুখ্যাতি পাওয়া যায় তাদৃশ সুখ্যাতি অদ্যপর্য্যন্ত এ দেশের মধ্যে অন্য কোন বিষয়ে পাওয়া যায় না এতন্নিমিত্তে যাঁহারা সুখ্যাতির সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাদানের অপ্রকাশিত পথে গমন করেন তাঁহারদিগের স্তব জ্ঞাপন করা সম্বাদপত্রের দ্বারা অত্যুচিত।

গত পাচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষাকরণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিরদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংগ্লণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিরা ও শ্রীযুত রামমোহন রায় ও শ্রীযুত জগমোহন বসুর পাঠশালার ছাত্রেরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের নিকটে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। এতদ্বিষয়ে যে প্রশংসা আমরা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেব লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি তাহা যদি লিখি তবে তাহা খোসামোদের ন্যায় জ্ঞান হইবে কিন্তু আমরা ইহা কহিতে পারি যে এই সকল পরীক্ষাতে এতদ্দেশীয় কর্ত্তা সাহেব লোকেরদের যথেষ্ট সন্তুষ্টি হইয়াছে এবং তাঁহারদের ইচ্ছা আছে যে ইংগ্লণ্ডীয় বিদ্যা দিন২ এদেশে অধিকরূপে প্রচার হয়।

## কলিকাতা মাদ্রাসা

( ২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ শ্রাবণ ১২৩১ )

বিদ্যাবৃদ্ধি।—ভারতবর্ষের মধ্যে কাশী ও কান্যকুব্জপ্রভৃতি প্রধান২ নগরেতে সাধারণ লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রায় পাঠশালা স্থাপিতা ছিল না এবং পূর্ব্বকালীন ভাগ্যবান্ লোকেরাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উৎসুক ছিলেন না ইহাতে অধিক লোক জ্ঞানবান্ হইত না এবং অন্য২ দেশের বিবরণও জানিতে পারিত না সুতরাং অসভ্যের ন্যায় থাকিত। কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয় কোম্পানি বহাদরের রাজ্য হওয়াতে দিনে২ লোকেরদের জ্ঞান ও অর্থ ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক সাধারণ লোকেরদিগকে বিনামূল্যে বিদ্যাদানার্থে নানা-স্থানে পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে ও হইতেছে এবং নানাপ্রকার জ্ঞানজনক পুস্তকও ছাপা

হইয়া সর্ব্বত্র যাইতেছে ইহাতেও লোকেরদের দিনেং জ্ঞানোদয় হইতেছে ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে পরমকারুণিক কোম্পানি বহাদর অনেক অর্থ ব্যয়পূর্ব্বক কএক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও নানা দিগ্দেশ হইতে নানাপ্রকার পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সংপ্রতি শুনা গেল ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতাতে এক মহম্মদী মদরসা অর্থাৎ পাঠশালার মূলপ্রস্তর সংস্থাপন হইয়াছে এবং মেসনরি সংপ্রদায়ের সাহেবেরা পার্কস্ট্রিটে ৩৮ নম্বরের গ্রাণ্ডলার্ড নামে গৃহে একত্র হইয়া বাদ্যোদ্যম করত ধারানুসারে সেখান হইতে গমন করিয়া ঐ পাঠশালার মূল প্রস্তর সংস্থাপন করিলেন পরে ঐ সংপ্রদায়ের ধর্ম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব করিলেন। পরে রূপ্যময় কৌটাতে করিয়া যব ও দ্রাক্ষারস ও তৈল লইয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তদুপরি অর্পণ করিলেন। ঐ সময় নগরস্থ অনেক লোক তদ্দর্শনার্থ সেস্থানে একত্র হইয়াছিল।

কলিকাতা মাদ্রাসার উৎপত্তির কথা:—১৭৮০, সেপ্টেম্বর মাসে কতকগুলি শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে তাঁহারা মজিদ-উদ্দীন নামে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিতের সন্ধান পাইয়াছেন, এবং এই সুযোগে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে মুসলমান-ছাত্রেরা মজিদ-উদ্দীনের অধীনে প্রধানতঃ মুসলমান আইন শিখিয়া সরকারী কার্য্যের উপযুক্ত হইতে পারিবে। হেষ্টিংস সম্মত হইলেন, এবং পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে মজিদ-উদ্দীনকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর একটি স্কুল চালাইবার ভার দিলেন। ইহার জন্য মাসে মাসে ৬২৫৲ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। স্কুল-গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অল্পদিন পরেই হেষ্টিংস ৫৬৪১৲ টাকা দিয়া, 'বৈঠকখানার নিকট, পদ্মপুকুরে' একখণ্ড জমি কিনিলেন। ১৭৮০ অক্টোবর হইতে পর বৎসরের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত স্কুলটি হেষ্টিংসের নিজব্যয়ে চলিয়াছিল। এই এপ্রিল মাসেই তিনি বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করিলেন, অতঃপর সরকারের উচিত মাদ্রাসা-পরিচালনের সমস্ত খরচ-খরচা বহন করা, এবং পদ্মপুকুরে কেনা জমির উপর একটি উপযুক্ত কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণ করা। হেষ্টিংসের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বোর্ড বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন। কিন্তু ১৭৮২, এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে সরকারী অর্থে মাদ্রাসা-পরিচালনের কোনো ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৭৮২, ৩রা জুনের একখানি সরকারী কাগজে প্রকাশ, ১৭৮১ সনের ৩০এ এপ্রিল হইতে পর বৎসরের মে মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাসার হিসাব-নিকাশ বোর্ডের নিকট পেশ করিয়া, হেষ্টিংস তাঁহার খরচ-খরচা বাবদ ১৫২৮১৲ টাকা, ও বৈঠকখানার নিকট পদ্মপুকুরে যে-জমির উপর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার দাম ৫৬৪১৲ টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করেন। বোর্ড ইহাতে সম্মতও হইয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, ১৭৮২ সালের জুন মাসের পূর্ব্বেই মাদ্রাসা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুবাজারের দক্ষিণে, পূর্ব্বে যে-বাড়িতে চার্চ অফ স্কটলাণ্ডের জেনানা মিশন স্থাপিত ছিল, সেই জমির উপর মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। কিন্তু স্থানটি অস্বাস্থ্যকর, এবং ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় সরকার ১৮২৩ সনের জুন মাসে অপেক্ষাকৃত উপযোগী স্থানে—মুসলমান-বহুল কলিঙ্গাতে (বর্ত্তমান ওয়েলেসলি স্কোয়ার) এক নূতন মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। জমি-ক্রয় ও কলেজ-গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১,৪০,৫৩৭৲ টাকা ব্যয় হইল। 'সমাচার দর্পণ' হইতে যে-অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ১৮২৪ সনের ১৫ই জুলাই তারিখে বর্ত্তমান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮২৭, আগষ্ট মাস হইতে এখানে নিয়মিতরূপে কলেজ বসিতে থাকে।

১৮৩০, ২২এ মে তারিখের 'সমাচার দর্পণে' একটি "ইশতেহার" বাহির হইয়াছিল ; তাহা পাঠে জানা যায় সর্ব্বপ্রথম কোন্‌খানে মাদ্রাসা নির্ম্মিত হয়। ইশতেহারটি এইরূপ :—

"ভাড়া দেওয়া যাইবেক কিম্বা বিক্রয় হইবেক।

বহুবাজারে ১১১ নম্বরের জমি ও বাটী যে স্থানে পূর্ব্বে মহম্মদন মদরসা ছিল তাহা বাজারের উপযুক্ত উত্তম স্থান কিম্বা নানাকর্ম্মের নিমিত্তে অনায়াসে রূপান্তর করা যাইতে পারে তাহা আগামি ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার মে: টালা কোম্পানির নীলামে বিক্রয় হইবেক যদি ইহার পূর্ব্বে ভাড়া কিম্বা খোসসওদাদ্বারা বিলি না লাগে।"

কলিকাতা মাদ্রাসার বিস্তৃত ইতিহাস :—*Bengal : Past & Present*, Jany.—June 1911 (সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে লিখিত এস. সি. সান্যালের প্রবন্ধ)। Chas. Lushington : *The History, Design & Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions founded by the British in Calcutta and its vicinity.*

## হিন্দু কলেজ

( ১৩ মে ১৮২৬। ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩ )

হিন্দুকালেজ।—আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গার পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে হিন্দুকালেজ ঐ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দুকালেজ বিদ্যালয় ঐ বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।...

ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক এক জন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় ২৫ জন ছাত্র আছে শুনিতে পাই যে আরো এক শত ছাত্র হইবেক আর তদনুসারে ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হইতে পারিবেক। এক্ষণে ৮ আট জন ইস্কুল মাস্তর আছে ইহারা সকলেই পড়ায় পূর্ব্বে যে পড়ুয়াদ্বারা পড়ান ছিল তাহা উঠিয়া গিয়াছে একালেজ ঘর সকল যে প্রকার সুখদ হইয়াছে আর বালকেরদিগের জলপানের জন্য বসিবার স্থানে ও প্রত্যেক স্থানে তাহারদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্তে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কে না ইচ্ছা করিবেন অর্থাৎ প্রায় সকলের ইচ্ছা হইবেক যে ঐ পাঠশালায় আপন২ বালক পাঠাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করান আর যেপ্রকার পাঠ হইতেছে ইহাতে অনুভব হইতেছে যে অল্পকালের মধ্যে অনেকেই কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক। সং চং।

টমাস এডওয়ার্ডস তাঁহার *Henry Derozio* (1884) পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায়, এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র হিন্দু কলেজ-সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় ( *A Biographical Sketch of David Hare* by Peary Chand Mitra, Appendix B, p. xxvii ) ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে নিয়োগের তারিখ যথাক্রমে মার্চ্চ ১৮২৮ এবং ১৮২৭ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি তারিখের কোনটিই যে ঠিক নহে তাহা উপরিউদ্ধৃত অংশপাঠে জানা যাইতেছে।

( ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ । ২২ মাঘ ১২৩৩ )

হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদিগের পরীক্ষা।—২৭ জানুআরি শনিবার পটলডাঙ্গার হিন্দু কালেজে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল এবং যাহাকে২ পারিতোষিক দেওয়া গিয়াছে তাহার স্থূল বিবরণ।

পাঠশালায় তাবৎ ছাত্র প্রায় ৩৭০ জন ও তাহারদিগের ইংরাজী শিক্ষক সাহেবেরা ও পণ্ডিত মৌলবী ইত্যাদি সকলে আপন২ মহলহইতে শারিবন্দি হইয়া শ্রেণীক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার উত্তম পরীক্ষার নিরূপিত ঘরে আসিয়া শ্রেণীক্রমে দশ ঘণ্টার পরে স্বস্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন পরে কালেজের অধ্যক্ষ বাবুরা ও সাহেবেরা উপনীত হইলেন। সাড়ে দশ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যাবিষয়ক কমিটীর অধিষ্ঠাতৃ শ্রীযুত হেরিণ্টন সাহেব আইলে রীতিক্রমে২ সকলে বসিলেন ইহাতে শ্রীযুত বেলী সাহেব ও লসিংটন সাহেব ও শ্রীশ্রীযুত মাকনাটিন সাহেব ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত কেরি সাহেব প্রভৃতি এবং শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর-প্রভৃতি অনেক প্রধান লোক ছিলেন পরে ১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পংক্তিপর্য্যন্ত ছাত্রেরা যাহারা অন্য২ অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়াছিল ও উত্তম পরীক্ষা দিয়াছিল তাহারা খাতা২ আসিয়া শব্দশাস্ত্র অঙ্কশস্ত্র খগোল ভূগোল ও অন্য২ দর্শন শাস্ত্রের পরীক্ষা দিয়াছিল পরে তাহারদিগকে কালেজের মোহর অঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রের নানাবিধ পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া গেল ইহার শেষ বৃত্তান্ত আগামি সপ্তাহে প্রকাশ করা যাইবে।—সং চং।

( ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯ । ১১ ফাল্গুন ১২৩৫ )

কলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজ।—গত বুধবারে কলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের গৃহে পারিতোষিক পাইবার নিমিত্তে একত্র হইয়াছিল। ঐ দিবস ছাত্রেরা প্রাতঃকালে একত্র হইতে আরম্ভ করিল দশ ঘণ্টার সময়ে উপরিস্থ বড় দালানে সকলেই একত্রিত হইল সেই সময়ে সেই স্থানে এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীযুত বেলি সাহেব ও অন্য২ ভাগ্যবান সাহেবেরাও আসিয়াছিলেন বেলা ১১ ঘণ্টার সময় শ্রীশ্রীযুত ও শ্রীশ্রীমতী ও তাঁহার মুসাহেবেরা ঐ দালানে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং সেই সময়ে পারিতোষিক দিতে আরম্ভ করা গেল প্রথম ক্লাশের ছাত্রেরদের পারিতোষিক শ্রীশ্রীযুত স্বহস্তে প্রদান করিলেন শ্রীশ্রীযুতের সম্মুখে নীচের লিখিত ছাত্রেরা ইঙ্গরেজী কাব্য পুস্তকের চুম্বক উত্তমরূপে আবৃত্তি করিল।

শ্রীবিনায়ক ঠাকুর। শ্রীতারিণীচরণ মুখুয্যা। শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীগৌরচাঁদ দে। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বসু। শ্রীরামতনু লাহড়ি। শ্রীদিগম্বর মিত্র। শ্রীদেবানন্দ মুখোপাধ্যায়। শ্রীরামগোপাল ঘোষ। শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ। শ্রীশিবচন্দ্র দে। শ্রীরাধানাথ শিকদার। শ্রীরসিকচন্দ্র মুখুয্যা। শ্রীহরিহর মুখুয্যা। শ্রীতারকনাথ ঘোষ। শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযাদবচন্দ্র সেন। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ। শ্রীপ্যারিমোহন সেন। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র।

শ্রীহরচরণ ঘোষ। শ্রীরসিককৃষ্ণ মল্লিক। শ্রীগোপাল মুখুয্যা। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ। শ্রীঅমৃতলাল মিত্র। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র। শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামচন্দ্র মিত্র।

সেই পরীক্ষার নির্ব্বাহ উত্তমরূপে হইল তাহাতে শ্রীশ্রীযুত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহার সন্তোষ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদিগকে অবগত করাইয়াছেন।

( ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬ )

হিন্দু কালেজ।—গত বুধবার বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে শ্রীশ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও শ্রীমতী আনরবল লেডি গ্রে ও শ্রীমতী আনরবল বিবি বেলি ও শ্রীযুত সর এড্বার্ড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীযুত হোল্ট মেকেঞ্জি সাহেব ও শ্রীযুত হেনরি সেক্সপিয়র সাহেব ও অন্য২ বিবিসাহেব ও সাহেবলোকেরদের সমক্ষে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের বার্ষিক পারিতোষিক দেওয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেব-কর্তৃক ছাত্রেরদের ইমতিহান সম্পন্ন হইয়াছিল। অপর শ্রীযুত অনরবল বেলি সাহেব পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সমক্ষে মেজের উপরে ছাত্রেরদেরকর্তৃক লিখিত ছবি ও লিখিতাক্ষরের আদর্শ রাখা গেল তদ্দৃষ্টে কালেজের ঐ যুবাচ্ছাত্রেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হইল।

অপর সিক্সপিয়রনামক ইংগ্লণ্ডীয় এক জন কবিকৃত কাব্যের কএক প্রকরণ কতিপয় যুবাচ্ছাত্রেরা উৎকৃষ্টোচ্চারণ পূর্ব্বক মুখস্থ আবৃত্তি করিল। কিন্তু বোধ হইল যে হরিহর মুখোপাধ্যায়নামক এক বালকের আবৃত্তিতে সকলে বিশেষরূপে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সকলি সানন্দচিত্ত হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

*Journal of the Bihar & Orissa Research Socy.* ( vol. xvi pt. II. ) পত্রে প্রকাশিত "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" প্রবন্ধে আমি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রামাণ্য ইতিহাস দিয়াছি।

## লা মার্ভিনিয়ের কলেজ

( ৪ এপ্রিল ১৮২৯। ২৩ চৈত্র ১২৩৫ )

জেনরল মার্টিন।—৬০।৭০ বৎসর হইল জেনরল মার্টিননামক এক ব্যক্তি আট টাকা করিয়া বেতন পাইয়া সিপাহীর বেশে এ দেশে আইল তাহার কিছু ধন কিম্বা কৌলীন্য ছিল না কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ছিল কোন যোগে তিনি নীচের সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে লাগিলেন কিছু কালের পর তিনি ক্রমে২ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার টাকার রাশির বৃদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে ৪০ বৎসরপর্য্যন্ত উদ্যোগ করত তিনি ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন। অপর লক্ষ্ণৌর নিকটস্থ আপন উদ্যানে রাজবাটীর

স্থায় বড় এক কবর গ্রন্থন করাইলেন এবং তিনি এখন সেখানে শায়িত আছেন মরণের পূর্ব্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান তাহাতে তিনি নানা ধর্ম্মার্থে কতক ধন ফ্রান্সদেশে আপন জন্মস্থানের দরিদ্র লোককে দিয়াছেন এবং তিনি আরো এই হুকুম করেন যে কলিকাতার মধ্যে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিনামূল্যে বিদ্যার্থিরদের পাঠার্থে এক পাঠশালা স্থাপিত হয় অপর সেই দানপত্র ও সেই টাকা কলিকাতাস্থ সুপ্রিমকোর্টের মধ্যে আসিয়া মগ্ন হইল এবং তদ্বিষয়ে সুতরাং নানা প্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হইল অদ্যাবধি সেই বাদানুবাদ মিটে নাই এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে কোন২ উকীল কহেন যে তাঁহার দানপত্র করণের শক্তি ছিল না যেহেতুক তাঁহারা কহেন যে তিনি মুসলমানের রাজ্যের মধ্যে মরেন অতএব যে স্থানে তিনি মরিলেন সেই স্থানের রীত্যনুসারে তাঁহার মরণের পর সেই টাকা বিতরণ করা যাইবে। আমরা ইহার পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে ঐর্লণ্ডদেশস্থ এক ব্যক্তি কহিয়াছে যে যত লোক আস্তবলে জন্মে তাহারা ঘোড়া কিন্তু আমরা ইহার পূর্ব্বে কখন শুনি নাই যে মুসলমানের রাজ্যে যত লোক মরে তাহারা তন্নিমিত্তে মুসলমান জেনরল মার্টিন সাহেব ফ্রান্সদেশে জন্মেন ইংগ্লণ্ডের অধিকারে টাকা সঞ্চয় করেন এবং মুসলমানের অধিকারে মরেন অতএব ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে তিন জাতির মধ্যে কোন জাতির ব্যবস্থানুসারে তাঁহার দানপত্র করিলে সিদ্ধ হয়।

( ১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫ )

চতুষ্পাঠীস্থাপন নিমিত্তে ধন দান।—প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল জেনরল মার্টিন-নামক ধনবান অথচ দয়াশীল এক ব্যক্তি খ্রীষ্টীয়ানেরদিগের বালকের বিদ্যাশিক্ষার্থে কতক ধন দান করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্ম এপর্য্যন্ত সংপূর্ণ হয় নাই তদনন্তর শুনা গেল যে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এক জন আপিসর কোন ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে এক সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন জন্যে অনেক ধন প্রদান করিয়াছেন। বিলাতে এইরূপে ৯৭২৩৯০ পণ অর্থাৎ ৭৭৭৯১২০ টাকা খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ানা জমা হয়। আরো শুনা গিয়াছে যে সংপ্রতি এতদ্দেশীয় ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যার্থে অনেক টাকা দান করিয়াছেন। অতএব অন্য২ বিষয়াপেক্ষা এমত সব বিষয়ে অর্থ ব্যয় করাতে এ কীর্ত্তি চিরস্মরণে থাকে।

( ১১ এপ্রিল ১৮২৯। ৩০ চৈত্র ১২৩৫ )

কলিকাতায় নূতন পাঠশালাস্থাপন।…এই সপ্তাহে আমরা শুনিতেছি যে তাহার [ জেনারেল মার্টিনের দানপত্রের ] নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তিনি যে পাঠশালার কারণ টাকা দান করিয়া মরেন সেই পাঠশালা সংপ্রতি স্থাপিত হইবে।

গত ১২ মার্চ তারিখে সুপ্রিমকোর্টের জজসাহেবেরা তাহা আপনারদের ডিক্রীক্রমে স্থাপন করিতে হুকুম করিলেন অতএব গত ৪ এপ্রিল তারিখে সুপ্রিমকোর্টের মাষ্টর শ্রীযুত জর্জ মণি সাহেব এই ইশতেহার দিয়াছেন যে চৌরঙ্গীর সাইট বাজারের যে ভূমি ক্রীত হইয়াছে তাহাতে ত্রিশ জন বালক ও ত্রিশ জন বালিকা ও এক জন শিক্ষক ও এক জন শিক্ষাকারিণী ও চাকরপ্রভৃতির বাসের নিমিত্তে এক গৃহগ্রস্থনের বরাওর্দ্দ করিবেন সেই গৃহপ্রভৃতি ১৮৩০ সালের দিসেম্বর মাসের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহাতে এক লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। অতএব এত কালের পর জেনরল মার্টিনসাহেবের ইষ্টসিদ্ধি হইবে।

ক্লড মার্টিনের নাম অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তাঁহারই দানে কলিকাতা ও লক্ষ্ণৌয়ের লা মার্টিনিয়ের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে তাঁহার জন্ম। স্বদেশের জন্যও তিনি বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি কোম্পানীর একজন নামজাদা ফরাসী কর্ম্মচারী ছিলেন।

## পণ্ডিতদের কথা

( ২৯ আগষ্ট ১৮১৮। ১৪ ভাদ্র ১২২৫ )

মরণ।—নবদ্বীপের রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রেতে অতি খ্যাত অনেক কালপর্য্যন্ত অধ্যাপক·········সংপ্রতি কালপ্রাপ্ত হইয়া·········হইয়াছেন।

( ২১ নবেম্বর ১৮১৮। ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫ )

শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।—অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যাশ্রয় মহামহোপাধ্যায় মহারাজ গুরু শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য এতাবৎ কাল বিষয়সুখানুভব করিয়া সম্প্রতি স্বানুরূপ পুত্রে স্বকীয় ধন সম্পত্তি শিষ্যাদি সমর্পণ করিয়া কাশী বাসাভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

( ৯ জানুয়ারি ১৮১৯। ২৭ পৌষ ১২২৫ )

রঘুমণি বিদ্যাভূষণ।—রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য কাশী প্রস্থান করিয়া পথে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে সকলের মনে অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক তাদৃশ পাণ্ডিত্যশালী মনুষ্য এতদ্দেশে দুর্লভ। তিনি পূর্ব্বে যখন কাশী গিয়াছিলেন তখন কাশীবাসি সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতেরা তাহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাক্ষাৎ করিতে আইলেন তাহাতে যিনি যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তাঁহার নিকটে করিলেন তিনি তাহারি সদুত্তর করিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া আপ্যায়িত করিলেন ইত্যাদি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক কথা আছে।

### তাঁহার বিষয়ে খেদোক্তি

কোন পণ্ডিত তাঁহার মরণের সমাচারে অতিশয় খেদান্বিত হইয়া এই শ্লোক লিখিয়া এই দর্পণের নিমিত্তে পাঠাইলেন;

বিদ্যা কল্প বৃক্ষ ছিল মন্দাকিনীতীরে।
কূলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে॥
ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘোর।
রঘুমণি হরণ করিল কাল চোর॥
অলঙ্কার নিরাধার করে হাহাকার।
হইল বেদান্ত অন্ত নিতান্ত এ বার॥
স্তব্ধ অতি শব্দশাস্ত্র আশ্রয়রহিত।
মন্ত্রণা করেন তন্ত্র যন্ত্রণাযন্ত্রিত॥
ধর্ম্মশাস্ত্র মর্ম্ম পীড়া প্রাপ্ত এত দিনে।
অগণিত স্থিতি চিন্তা গণিতের মনে॥
মীমাংসা করিতে নারে মীমাংসা ভাবিয়া
অসংখ্য সাংখ্যের দুঃখ স্থান না পাইয়া
কর্কশ স্বভাব তর্ক তর্কিয়াছে ভাল।
অন্যের আশ্রয়ে বরং কাটাইব কাল।
মনে খেদ করে বেদ হইল হতাশ।
গৌড়ভূমি পরিহরি করে কাশী বাস॥

( ১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫ )

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।---গুপ্তপাড়ানিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মোং কৃষ্ণনগরে রাজবাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমন্ত্রণে আসিতেন তাহারা গমনকালে নিমন্ত্রণের বিদায়ি টাকা ও গাড়ু ও শালপ্রভৃতি ও যাইবার কারণ নৌকাও পাইতেন তাহাতে এক সময় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিদায়ি পাইতে বিলম্ব হইলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকটে সঙ্কেতদ্বারা এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহারাজ আমি বিদায়ি পাইলেও যাই না পাইলেও যাই। মহারাজও তাহার সদুত্তর করিলেন যে ভট্টাচার্য্যকে কহ যে বিদায়ি না দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে ঐ বিদ্যালঙ্কার রাজার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া ও আপনার ইষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায়ি টাকা ও ঘড়া ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণার্থ নৌকা পাইয়া আপন বাটীতে আইলেন।

বাণেশ্বর মহারাজা নবকৃষ্ণের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ সনের ২৩এ মে তারিখে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তৎসম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে লিখিয়াছিলেন,-

"শোভাবাজারীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহার সভায় বিচার করিয়া পারিতোষিক পাইতেন আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খাতা দেখিয়াছি তাহাতে লিখিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি মহামহিম অধ্যাপকদিগের এক সপ্তাহ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এক দিনেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন,... ।"

১৩৩৮ সালের ৩য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার সম্বন্ধে পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

( ১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আষাঢ় ১২২৬ )

মরণ।—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য নানা শাস্ত্রীয় বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন ও উপার্জনানুসারে বিদ্যা বিতরণ করিয়াছেন এবং মোং কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের আরম্ভাবধি তাহার প্রধান পাণ্ডিত্য কর্ম্ম পাইয়া অনেক২ বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক উপকার করত বহুকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং দুই তিন বৎসর হইল কালেজের পাণ্ডিত্য কর্ম্মেতে স্বসদৃশ পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া আপনি সুপ্রীমকোর্টের পাণ্ডিত্য কর্ম্ম করিতেছিলেন পরে আট মাস হইল সুপ্রীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্থদর্শনার্থ গিয়া কাশী প্রয়াগ গয়া প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন পথে মোং মুরশেদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

এখানে 'কোম্পানির কালেজ' অর্থে 'কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়াম' বুঝিতে হইবে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রচনাবলীর নমুনা ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে'র *Hist. of Bengali Literature in the 19th Century, 1800-1825* গ্রন্থের ২০০-২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

( ২৭ মে ১৮২০ । ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭ )

মরণ।—নবদ্বীপের শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য কতক দিন হইল পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি বাল্যাবধি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া অনেক শাস্ত্রে বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন পরন্তু তাঁহার তর্কশাস্ত্রীয় বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণস্বরূপে বহুদেশব্যাপিনী ছিল। এবং তিনি স্বপিতৃ শঙ্করতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য সমকালে পৃথক্ চতুষ্পাটীতে নিকট দূরদেশাগত শিষ্যেরদিগকে তর্ক শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়া এতাবৎ কালক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাহারদের পিতাপুত্রের তুল্য বিদ্যানুভব করিয়া বিজ্ঞ লোকেরা উভয়ের দৃষ্টান্তস্থলস্বরূপে উভয়কে বর্ণনা করিতেন এবং কতক বৎসর হইল তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য পরলোকগমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরদের পাঠক্ষতি ও খেদ ছিল না যেহেতুক তাহারা ইঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিয়া তুল্য সন্তোষপ্রাপ্ত হইতেন এবং উদাসীন লোকেরদেরও কিছু খেদ জন্মিয়াছিল না ইঁহার বিদ্যাবাহুল্য দেখিয়া তাঁহারা তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের স্মরণমাত্র করিতেন।

সম্প্রতি ইঁহার পরলোকপ্রাপ্ত হওয়া * * * * * এবং উদাসীন লোকেরদের মনে সে উভয়ের কারণ খেদ এক কালে প্রবিষ্ট হইয়াছে এই খেদাপনয়ন অন্যদ্বারা হয় এমত প্রত্যাশাও নাই।

( ২৬ মে ১৮২১। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮ )

সহমরণ।—মোং বাঁশাইনপাড়া গ্রামের রাধাকৃষ্ণ ন্যায় বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিদ্যাবান ও কবি ও সভ্য ছিলেন সম্প্রতি ২৪ মে ১২ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি বার মোকাম কোননগরের ঘাটে গঙ্গাতীরে পরলোকগত হইয়াছেন। এবং তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছেন।

( ১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯ )

সহগমন॥—বঙ্গ দেশীয় অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য প্রথমতো নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পাঠ সময়ে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন পরে ঐ নবদ্বীপে চতুষ্পাটী করিয়া অধ্যাপনারম্ভ করিলে প্রধান২ অধ্যাপকেরদিগের ক্রমে লোকান্তর হওয়াতে তর্কালঙ্কারের নিকট অনেক২ ছাত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল এবং দেশ বিদেশে অবাধিত নিমন্ত্রণ প্রচরদ্রূপে চলিল পরে স্বদেশত্যাগ করিয়া ভাটপাড়া গ্রামে সর্ব্বারম্ভে বসতি করিলেন। সংপ্রতি পূর্ব্ব দেশে এক নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন সেখানহইতে নবদ্বীপ মোকামে যে দিবস পঁহুছিলেন সেই দিবস জ্বর বোধ হইলে চিকিৎসকেরা কহিল যে জ্বর হইয়াছে সে ভাল নহে সাবধান থাকিবেন ইহাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া নৌকারোহণে বাটী গমনে উদ্যত হইয়া নওয়াসরাই-পর্য্যন্ত আসিয়া ১১ বৈশাখ সোমবারে ঐ মোকামে গঙ্গা তীরে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পরে তাঁহার স্ত্রী ঐ সমাচার শুনিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সহগমন করিয়াছেন।

( ২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯ )

মৃত্যু॥—সম্প্রতি পূর্ব্বস্থলীনিবাসী কালীকুমার রায় বৈদিক শ্রেণীতে উত্তমাভিজ্ঞাত্যাপন্ন ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি কালেজ কৌঁসিলের বাঙ্গলাখোসনবীসী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে সুখ্যাতিমান্ ও সুলেখক ও স্বীয় সদ্বক্তৃতাহেতুক বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন সম্প্রতি অষ্টাহের জ্বরে ৩২ শ্রাবণ বৃহস্পতি বারে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিহার হইয়াছে। তাঁহার কারণ অনেকের খেদোদয় হইয়াছে।

( ১৪ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯ )

সহমরণ ॥—জিলা যশোহরের অন্তঃপাতী শাঁতৈর পরগণার উজীরপুরের পরমানন্দ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য পৌরাণিকস্বরূপে মহাখ্যাত ছিলেন গত ভাদ্র মাসে অনুমান চত্বারিংশদ্বর্ষ বয়ঃসময়ে তাঁহার পরলোক গমন হইল তাহাতে তাঁহার জায়া সহগামিনী হইয়াছেন।

এবং কতক দিবস হইল ঐ জিলার মধ্যবর্ত্তি শক্রজিৎপুর গ্রামে অনেক শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ রামদুলাল ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের অনুমান পঞ্চসপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমে লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে তৎপত্নী তৎসহমৃতা হইয়াছেন।

( ১৪ জুন ১৮২৩ । ১ আষাঢ় ১২৩০ )

মৃত্যু ॥—২৬ জ্যৈষ্ঠ শনিবার কোম্পানির কালেজের প্রধান পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা রোগ হওয়াতে তৎপরদিন দিবা দশ দণ্ডের সময়ে পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে অনেকে খিদ্যমান হইয়াছেন যেহেতুক তিনি নানা শাস্ত্রে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং সর্ব্বদা শ্লেষোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ও সালঙ্কার বাক্য ব্যতিরেকে প্রায় বাক্‌প্রয়োগ করিতেন না।

( ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩ । ২৯ ভাদ্র ১২৩০ )

পদপ্রাপ্তি ॥—১৮ ভাদ্র ২ সেপ্তম্বর মঙ্গলবার সুপ্রীমকোর্ট অদালতের দ্বিতীয় পণ্ডিত তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে মোং কাঁচকুলির শ্রীযুত রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য তৎপদাভিষিক্ত হইয়াছেন।

( ১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০ )

মরণ ॥—শুনা গেল যে কথক কৃষ্ণহরি শিরোমণি ভট্টাচার্য্য ১৪ আগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর শুক্রবার প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়ঃকালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। তাঁহার নিবাস স্থান মোং বেড়ালা বইচি ছিল তিনি কথকতা ব্যবসায়দ্বারা সর্ব্বত্র এমন বিখ্যাত ছিলেন যে অন্য২ কথক কথকতাতে কথক লোকের মনোরঞ্জক কিন্তু এঁহার কথকতা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ব সাধারণ মনোহরণশীলা ছিল। ইনি সদ্বক্তৃতাতে নবরস বশতাপন্ন করিয়াছিলেন বিশেষতো হাস্য রস নিরালস্যরূপে তাঁহার দাস্য কর্ম্ম সদা করিত। তাঁহার মরণে সকলেরি আন্তরিক বেদনা জন্মিয়াছে বিশেষ যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার কথা না শুনিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার এ কথা শুনিয়া অধিক খেদান্বিত হইবেন।

( ২০ আগষ্ট ১৮২৫ । ৬ ভাদ্র ১২৩২ )

সহমরণ ॥—পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল ৯ আগস্ট মঙ্গলবার অনুমান রাত্রি ছয় দণ্ডের সময় জিলা নবদ্বীপের ধর্ম্মদহ গ্রামনিবাসি রামকুমার তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য পঞ্চাশ-বৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন এবং তৎপর দিবস তাহার অনুমান চল্লিশ বৎসরবয়স্কা স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন। তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শহর কলিকাতার হাতিবাগানে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইতেন এবং অনেক ভাগ্যবান লোককর্তৃক মান্য ছিলেন। শুনা যাইতেছে যে তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের উনিশ বৎসরবয়স্ক এক পুত্র আছেন কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অদ্যাপি তর্কালঙ্কারের পিতামাতা বর্ত্তমান আছেন।

( ১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ । ২৭ ভাদ্র ১২৩২ )

পণ্ডিতের মৃত্যু ॥—গুপ্তপাড়ানিবাসি রামজয় তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য বহুকাল ন্যায় শাস্ত্রাধ্যাপনা করিয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কলিকাতায় আসিয়া ওলাউঠা রোগে পরলোকগত হইয়াছেন।

( ২০ মে ১৮২৬ । ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩ )

গৃহদাহ ॥—…সমাচার পাওয়া গেল যে ৩১ বৈশাখ শুক্রবার নবদ্বীপের কাশীনাথ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্যের টোলে অগ্নি লাগিয়া ভট্টাচার্য্যের বাটী ও চতুষ্পাটী এবং অন্য২ লোকেরদের বাটীও ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।…

( ১২ মে ১৮২৭ । ৩০ বৈশাখ ১২৩৪ )

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—সিমুল্যা নিবাসি শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য যিনি সংস্কৃত কালেজের স্মার্ত্তাধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহস্পতি বারে জেলা চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। সং চং

( ৯ জুন ১৮২৭ । ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪ )

পাণ্ডিত্য কর্ম্মে নিয়োগ।—কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়স্থ ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য চতুর্বিংশতি পরগণাধিপতি বিচার গৃহে পাণ্ডিত্য কর্ম্মাভিষিক্ত হওনজন্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের প্রতিদিন উপনীত বার্ত্তা পুস্তকে অঙ্কিত-করণকালীন কতক দিন ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকের স্থান শূন্য রাখিবার ঘটনা হইয়াছিল সংপ্রতি কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবেরা তৎপদে কোনো পণ্ডিতকে নিয়োগজন্য চেষ্টা করাতে স্বদেশীয় বিদেশীয়

কএক জন পণ্ডিত তৎপ্রাপণেচ্ছায় পত্র প্রদান করাতে ২১ বৈশাখে বিদ্যামন্দিরে নিয়মমতে পরীক্ষা হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ ব্যক্তির পরীক্ষা হয় তন্মধ্যে এতন্নগরের এক জন অধ্যাপক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যুত্তম পরীক্ষা হওনজন্য তাঁহাকেই ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। এতদ্বিষয়ে কর্ম্মাধ্যক্ষ সাহেবদিগের বিবেচনামতে এবং তাঁহারদের পক্ষপাত ত্যাগ গুণে আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক পরামাহ্লাদের বিষয় যে কেবল গুণের বিবেচনা হইল এবং তদ্দৃষ্টে অন্য২ গুণিগণের আশাবৃদ্ধি হইল।— সং চং।

( ১৪ জুলাই ১৮২৭। ৩১ আষাঢ় ১২৩৪ )

পরীক্ষক ও পরীক্ষার প্রশংসা।—জেলা মেদিনীপুরের আদালতের পণ্ডিত রাধাচরণ বিদ্যাবাচস্পতির মৃত্যু হইলে সে কর্ম্ম প্রার্থক অনেক পণ্ডিত প্রার্থনাপত্র দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঐ জেলার জজ সাহেব শ্রীযুত এফ ডিক সাহেব শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত রামমোহন ভট্টাচার্য্য এই পাঁচ জনের নামে শ্রীযুত গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছিলেন গবর্ণর কৌন্সলের সাহেবেরা ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতের পরীক্ষা করিতে কলেজ কমিটিতে শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব শ্রীযুত উইল্‌সন সাহেব শ্রীযুত প্রাইস সাহেব শ্রীযুত উইসলী সাহেব শ্রীযুত কেরী সাহেব শ্রীযুত টাট সাহেব এই ছয় সাহেবের নিকট ঐ জজ সাহেবের রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। ৯ জুন ২৮ জ্যৈষ্ঠ শনিবার টাট সাহেব ঐ মেকনাটনপ্রভৃতি পাঁচ সাহেবের সম্মতি ক্রমে শ্রীযুত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালায় দশ ঘণ্টার সময় ঐ পাঁচ জন পণ্ডিতকে আনাইয়া দায়ের দুই উপনিধির দুই সীমাবিবাদের এক ঋণাদানের এক অশৌচের এক নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারির লক্ষণ এবং এই আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিতে আদেশ করিলেন ঐ পাঁচ পণ্ডিত টাট সাহেবের সাক্ষাৎ পুস্তকাবলোকন ব্যতিরেকে যথাজ্ঞান ঐ আট প্রশ্নের সপ্রমাণ উত্তর লিখিয়া দিয়াছিলেন মেকনাটন উইলসনপ্রভৃতি কমিটি সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিয়া ঐ পাঁচ পণ্ডিতের মধ্যে শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকে প্রশংসাপত্র দিয়া জিলা মেদিনীপুরের আদালতের পাণ্ডিত্য কর্ম্মে তাঁহাকে স্থাপিত করিতে গবর্ণর কৌন্সলে রিপোর্ট করিয়াছেন ইহাতে যাবদ্বিশিষ্ট লোকেরা কালেজ কমিটি সাহেবেরদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন যে এ সাহেবেরা সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং সদসদ্বিবেচনাসাগরপারগামীতি।

( ১৫ নবেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫ )

পণ্ডিতের পঞ্চত্ব।—নবদ্বীপনিবাসি মিষ্টভাষি সদাশাস্ত্রান্দোলনাভিলাষি কুলীনাচার্য্য রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য শরীরে সবল বিকার সহ জরাগমন করাতে বিবেচনা

করিলেন যে বিকার শান্তারদিগের হইতে বুঝি এ বিকারের তিরস্কার হইবেক না কেননা যখন এ বিকার বিজ্ঞ বৈদ্যেরদিগের তদ্বারক ঔষধ আহার করিয়া দিনদিন প্রবল হইয়া আকারের বলাকর্ষণপূর্ব্বক বলহরণ করিতে লাগিল তখন ইহার শক্ত্যাধিক্যপ্রযুক্ত প্রয়োজিত ঔষধ পরাজিত হইবে অতএব সুরধনী তীরে ত্বরায় গমন করিলেন পরে গত ৬ কার্ত্তিকে পরলোকে গমন করিয়াছেন ইহার বিদ্যাব্রাহ্মণ্যসৌজন্য শাস্ত্র নৈপুণ্য শাস্ত্রজ্ঞের নিকটে প্রকট আছে নবীন ও প্রাচীন স্মৃতি সকল স্মরণেই ছিল এক্ষণে ইনি নবদ্বীপ সমাজে প্রধানস্বরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এ মহাশয় শাস্ত্রাশয় ব্যাখ্যায় প্রাচীন ছিলেন কিন্তু বয়ঃক্রমে নহেন বয়ঃক্রম অনুমান বনপ্রস্থানের পূর্ব্বেই ছিল পরলোক যাওনে জ্ঞানত ব্যক্তিরা খেদিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন যে এ ব্যক্তির নিমিত্ত বিধাতা যদি আমারদিগের পঞ্চত্ব প্রার্থিত হইতেন তদ্দানে আমরা স্বীকৃত ছিলাম অস্মদাদিরও অতিশয় খেদ হইয়াছে যেহেতুক ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশকের অত্যন্ত অল্পতা দৃষ্টা হইতেছে ইনি সামান্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মোপদেশক অধ্যাপক ছিলেন না এক্ষণে ইহার ব্যবস্থায় সন্দেহ ভঞ্জন হইত।

( ১০ জানুয়ারি ১৮২৯। ২৮ পৌষ ১২৩৫ )

পণ্ডিতের মৃত্যু।—রামতনু বিদ্যাবাগীশনামক সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত গত ২১ পৌষ শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপলক্ষে সুরধনী তীর-নীরে তনুত্যাগ করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম ৭৫ পচাত্তর বৎসরের ন্যূন নহে বরং অধিক হইবেক এ মহাশয়ের সৌজন্য সুবিদ্যা ব্রাহ্মণ্য পাণ্ডিত্য কর্ম্ম নৈপুণ্যে বাধিত হইয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি মনে করি যে আরো অনেকে দুঃখিত হইবেন যেহেতুক ইহার পরোপকারিতা শক্তি ও দয়ার্দ্রচিত্ততা ছিল।

( ১৭ জানুয়ারি ১৮২৯। ৬ মাঘ ১২৩৫ )

পণ্ডিতের মৃত্যু।—আমরা অতিশয় খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বস্থলীনিবাসি সদর দেওয়ানী আদালতের বাঙ্গলা আইন তর্জমাকারক পণ্ডিত রামকুমার রায় বিকার রোগোপলক্ষে গত ১৩ জানুআরি মঙ্গলবার দিবা চারি ঘণ্টার সময় লোকান্তরগত হইয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম অনুমান ৫০ বৎসর হইয়াছিল ইনি পারসী ও সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষায় অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার বক্তৃতা ও পরোপকারিতা ও দয়ালুতা ও দাতৃত্ব শক্তি ছিল এবং তাঁহার শিষ্টতাতে প্রায় শ্রীরামপুরস্থ তাবৎ লোক তাঁহার বশতাপন্ন হইয়াছিল বিশেষতঃ সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াবধি এমন উত্তমরূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন যে তাহাতে সেখানে অতিশয় প্রতিপন্ন এবং বহুকালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে এমত একর্ম্মের পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তত্তুল্য অন্য লোক পাওয়া দুর্লভ।

( ৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬ )

পণ্ডিত।—সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত রামতনু বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হইলে তৎপদাভিষিক্ত হইবার প্রার্থনায় অনেক বুধগণ মহাশয়েরা আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন তাহা বিফল হইল কারণ এই যে শ্রীলশ্রীযুত নবাব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সভায় বিচারপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান পণ্ডিত শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মৈত্র মহাশয় অতিবিদ্বান বিচক্ষণ সদ্বিবেচক সুপণ্ডিত নাগর দ্রাবিড় উড়িয় বঙ্গদেশীয়ইত্যাদি তাবৎ অক্ষর পাঠকরণের ক্ষমতা রাখেন এবং হিন্দুস্থান ও বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থার ঐ পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক।

# সাহিত্য

# সাহিত্য ও ভাষার সংস্কার

( ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩ । ১২ ফাল্গুন ১২২৯ )

সমাচারদর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু ।—আমার এই পত্রখানি কৃপাবলোকনে নিজ দর্পণে অর্পণ করিয়া প্রার্থনা সিদ্ধি করিবেন।

৫১ সংখ্যক সমাচারচন্দ্রিকা পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম তাহাতে এক প্রেরিত পত্র ছাপাইয়াছেন যে পূর্ব্বে মুসলমানেরদের অধিকার কালে ও বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের অধিকার কালে তত্তদ্ভাষা ও তত্তদ্ব্যবহার ক্রমে২ হিন্দুস্থানীয় ভাষা ও ব্যবহারমধ্যে মিশ্রিত হইয়াছে এ যথার্থ বটে। কিন্তু সকলে সর্ব্বদা সেরূপ ব্যবহার করেন না যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বিষয়কর্ম্মে নানাজাতীয় ও নানাদেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিতে হইলে সুতরাং তাহারদিগের বোধজনক ভাষা কহিতেই হয় কিন্তু স্নানাদি সময়ে ও স্বদেশীয় লোকের সহিত আলাপে সংস্কৃত কিম্বা তদনুযায়ী ভাষা কহেন এবং পূর্ব্ব পুরুষ রীত্যনুসারে ব্যবহার করেন। যাহারা অজ্ঞানী তাঁহারা স্বদেশীয় ও পরদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারের ভেদ জ্ঞাত নহেন সুতরাং অভীষ্টমত ব্যবহার করেন। তদ্বিষয়ক এক গ্রন্থ করণের কারণ যে প্রার্থনা করিয়াছেন সে অনর্থক। যেহেতুক জ্ঞানের মূল বুদ্ধি ও তৎসহকারিণী চেষ্টা এই দৃষ্ট কারণদ্বয় ইহা ভিন্ন অদৃষ্ট কারণও অপেক্ষা করে যে হউক সে দূরে থাকুক দৃষ্ট কারণদ্বয় একত্র নহিলে ফলসিদ্ধি কদাচ হয় না অতএব নূতন গ্রন্থের কিছু প্রয়োজন নাই মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহাপুরুষ প্রণীত নানাগ্রন্থ আছে এবং তদনুযায়ী মহাপণ্ডিতকৃত নানা সংগ্রহ আছে এবং অজ্ঞানের বোধার্থ এই সকল গ্রন্থের যথার্থ ভাষাতে ও সংস্কৃতে সংক্ষেপে ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াছে যাহারদিগের বুদ্ধি ও চেষ্টা আছে তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন যাহারা তদভাববিশিষ্ট তাহারা তাহাতে দৃষ্টিপাতও করেন না। যথা লোচনেন বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতীত্যাদি। সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যাসুন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরসঘটিত যে২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা বাবুরদিগের নিকটে আগতমাত্র সমাদর পুরঃসরে মূল্য প্রদানপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দিবা রাত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন কিন্তু এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তিথিতত্ত্বের অন্তর্ভূত কর্ম্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতিযত্নে ভাষাতে পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত ৫০০ শত গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঋণ শোধমাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূল্য ॥০ আধ টাকার ঊর্দ্ধ নহে। এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া গেলে প্রথমত আদিরস জ্ঞানে হস্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্জুজ্ঞানে সর্পধারণ জ্ঞান করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে কহেন

যে বাহাত্তুরে বেটারদিগের অন্য কোন কর্ম্ম নাই যে গ্রন্থ করিয়াছে ইহা পড়া ভাল নহে যেহেতুক না জানিয়া কর্ম্ম করা ভাল জানিয়া করিলে দোষ হয় অতএব এ গ্রন্থ ভাল মানুষে পড়ে না। অতএব অন্য গ্রন্থ করণের কি আবশ্যক যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ আছে সে সকলেরি এইরূপ দুর্দ্দশা হইতেছে।—শ্রীযথার্থবাদিনঃ সাং নিশ্চিন্তপুর।

( ১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬ )

চিহ্নবিষয়ক পত্রের উত্তর।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু। গত ১৭ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকায় কস্যচিৎ বিদেশি পাঠকের লিখিত এক পত্র পাঠে তুষ্ট হইলাম যেহেতুক তিনি লেখেন যে বাঙ্গালা লেখার শেষাদি নির্ণায়ক চিহ্নাভাবে অনেক ব্যাঘাত হয়। এ কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু চিহ্নভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত এতদ্দেশীয়দিগের তাদৃশ নহে যেহেতুক বালককালে অর্থাৎ পাঠদশায় যে সংস্কার জন্মে তাহার অন্যথা হয় না। ঐ ভিন্নদেশীয় মহাশয়ই তাহার প্রমাণ কেননা তাঁহার বালককালে ইংগ্লণ্ডাদি দেশের ভাষা অভ্যাস হইয়া থাকিবে তত্তৎ পুস্তকাদিতে যে সকল ছেদ ভেদ চিহ্ন আছে তাহাতেই সংস্কার হইয়াছে অন্য ভাষায় তাদৃশ চিহ্ন না থাকিলে ক্লেশকর হয় যাহা হউক তিনি যেপ্রকার চিহ্ন দিতে পরামর্শ দেন তাহা চলিত হইলে ভাল হয় কিন্তু ব্যবহার হওয়া সুকঠিন যেহেতুক অস্মদ্দেশীয় ভাষা ও অক্ষর আধুনিক নহে ইহার মূল সংস্কৃত তাহার লিখন পঠনের যে ধারা ও ছেদ ও ভেদের যে চিহ্ন এক দাড়ি আছে তাহাই তাবদ্দেশ অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্র ও তন্মূলক ভাষা ব্যবসায়িদিগের চলিত আছে এক্ষণে নূতন কোন বিষয় কি প্রকার চলিত হইতে পারে যদ্যপি ইংগ্লণ্ডীয় অক্ষরের সহিত ব্যবহৃত চিহ্ন বাঙ্গলা অক্ষরে ব্যবহার করা যায় তবে তত্তৎ চিহ্নানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ চিহ্নসকল কোন অক্ষর জ্ঞান করিয়া যথার্থে সন্দিগ্ধ হইতে পারেন যদ্যপি লেখক মহাশয় ইহার এক ব্যাকরণ সৃষ্টি করিতে পারেন ও তাহা পাঠশালায় ব্যবহার করান তবে কালে চলিত হইবেক আমার বোধ হয় পত্রলেখক বিজ্ঞ ইহাকর্তৃক চিহ্ননিমিত্তে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব নহে অলমিতিবিস্তরেণ ২৭ আষাঢ়।—কস্যচিৎ হিন্দুপাঠকস্য

( ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ২৫ মাঘ ১২৩৬ )

বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক।—লিটিরেরি গেজেটনামক সম্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত সংখ্যক পত্রে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন পাঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্থূল বিবরণ আমরা তর্জ্জমা করিয়াছি এবং শ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহা প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা দুই এক বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যরচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধ গম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলিনামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন এতএব তদ্বিষয়ক আমারদের কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে এবং গ্রন্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক অমূলক বিষয় লিখিয়াছেন কিন্তু ইহাও কহেন যে এ সকল দোষ সত্ত্বেও ঐ গ্রন্থ অতিশয় উপকারক ও আবশ্যক।

পরে পুরুষপরীক্ষানামক এক পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার অভিপ্রায় এই যে ইতিহাসের দ্বারা নীতি ও সদাচারের বিষয় বিস্তারিত হয়। ১৮১৫ সালে তন্নামে বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক হইতে তরজমা করিয়া হরপ্রসাদ রায়নামক পণ্ডিত তাহা প্রকাশ করেন। বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ পুস্তকেরও নিন্দাপূর্ব্বক কহেন যে রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।

অপর কহেন যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও হরপ্রসাদ রায়ের পুস্তক প্রকাশহওনের পর যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় নিরাবিল পুস্তক প্রকাশ হয় তাহা রামমোহন রায়কর্ত্তৃক রচিত অনেক ক্ষুদ্রগ্রন্থ দেখা যায়। অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ড দেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে উহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি। তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় নাম ও ইংগ্লণ্ডীয় উপাধির তরজমা করা এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসযুক্ত দারুণ সংস্কৃত বাক্য রচনা করাতে সেই গ্রন্থ সুতরাং অনেকের অগ্রাহ্য হইল কিন্তু ফিলিক্স কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গলা ভাষার মর্ম্ম জানিতেন এবং ব্যবহারিক বাঙ্গলা কথা ও এতদ্দেশীয় লোকেরদের আচার ব্যবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রূপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ক্ষমতাপন্ন ঐ সাহেবের তুল্য তৎকালে অন্য কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় ইংগ্লণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল। সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রকারে সকলের উপকার্য্য হইতে পারে।

অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন। ইহার যে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার

নিম্নভাগে লিখিয়াছেন যেহেতুক মিল সাহেবের ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় যে তর্জমা হইয়াছে তাহার তিনি অতিশয় প্রশংসা করিয়া কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গলা ভাষায় রীতি ও কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছে এবং বাঙ্গলা ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা অগ্রগণ্য। ঐ পুস্তক শ্রীরামপুরে তরজমা হইয়া ঐ শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপ্ত না হওয়াপ্রযুক্ত তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাব্যাতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে। অনুমান হয় যে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে।

অপর তিনি বাঙ্গলা পদ্যগ্রন্থের বিষয়ে প্রস্তাব করেন যে তিন শত বৎসর হইল কৃত্তিবাসনামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাঙ্গলা পদ্যরচনায় রামায়ণ প্রকাশ করেন ও এতদ্দেশীয় পদ্যরচকের মধ্যে প্রথম তিনিই প্রসিদ্ধ। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে তাঁহার রামায়ণ অপভাষায় পরিপূর্ণ কিন্তু ঐ রামায়ণের প্রকাশ কালে ইহা হইতে উত্তমরূপ পদ্যরচনা করিতে কেহ সমর্থ ছিলেন না। বাঙ্গলা কাব্যে পুস্তকের মধ্যে কৃত্তিবাসের ঐ গ্রন্থ সকলের গ্রাহ্য বিশেষতঃ মধ্যম লোক এবং দোকানদার লোকের মধ্যে। তাহারদের দিবসের কার্য্য সমাপ্ত হইলে তাহারা মণ্ডলাকারে বসিয়া ঐ রামায়ণের কোন এক অংশ পাঠ করে। বঙ্গদেশ মধ্যে এমত কোন দোকানদার নাই যে তাহারদের স্থানে ঐ কবিকৃত রামায়ণের কোন এক অংশ না পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে নানা অপভাষা আছে তাহার দোষ বরং লিপিকরের কিন্তু গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়। সেই গ্রন্থ গত তিন শত বৎসরের মধ্যে কোন পণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধিত না হইয়া বারম্বার নকল হইয়াছে অতএব মূর্খেরা আপন২ ইচ্ছানুসারে নানা প্রকার তাহাতে ভাষার অন্যথা করিয়াছে এমত বোধ করা অসম্ভব নহে। কিন্তু ঐ তরজমা অতিরসাল এবং তাহার যদি অপভাষা সকল বহিষ্কৃত হয় তবে ঐ পুস্তক অতি গ্রাহ্য হয়। অতিশয় খ্যাতাপন্ন এক সুপণ্ডিতকর্ত্তৃক সংশোধন পূর্ব্বক সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে তাহার প্রথম কাণ্ড দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার পর পদ্যরচকের মধ্যে কাশীদাসনামক এক শূদ্র পদ্যরচক হইল এবং তিনি মহাভারতের কএক পর্ব্ব বাঙ্গলা ভাষায় পদ্যেতে রচনা করিয়া পাণ্ডব বিজয় নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার পর কবিকঙ্কণ উপাধিতে খ্যাত গোবিন্দানন্দনামক এক ব্রাহ্মণ ঐ রূপ চণ্ডীর স্তবাদি বিস্তারকরণপূর্ব্বক চণ্ডীনামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই দুই পুস্তকও অপভাষা রহিত নহে। চণ্ডীর প্রশংসা ঘটিত অন্নদামঙ্গলনামক এক গ্রন্থ ভারতচন্দ্র নামে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপ রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তিনি ঐ কবিকঙ্কণের সমকালীন ব্যক্তি এবং উভয়ই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসাদলব্ধ ছিলেন। ঐ রাজা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য খ্যাতির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কর্ত্তৃক রচিত পূর্ব্বোক্ত রাজার চরিত্র শ্রীরামপুরে তিন বার মুদ্রিত হয় তদ্বিষয়ে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিছু কহেন নাই। পণ্ডিত লোকেরদের

সমাগমেতে তৎকালীন বঙ্গদেশের মধ্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা অদ্বিতীয়রূপে সুশোভিত ছিল ঐ পণ্ডিতেরদিগকে তিনি অনেক২ ভূমি বৃত্তিদান করিলেন এবং অদ্যপর্য্যন্ত তাঁহারদের সন্তানেরা ঐ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার বংশের রাজকীয় অধিকার দুই তিন শত ধনবান লোকের মধ্যে খণ্ড২ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সভার ভাঁড় অন্য২ ভাঁড়ের ন্যায় পাণ্ডিত্য ও রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ছিল তাহার অনেক২ রহস্য কথা অদ্যপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচররূপ চলিত আছে তাহা সকল যদি সংগ্রহ করা যায় তবে আমোদপ্রমোদের অত্যুত্তম এক পুস্তক হয়।

অপর কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাসুন্দরনামক এক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এক অংশ। তিনি যথার্থরূপে তাহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার কএক পয়ারে তিনি ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা করিয়াছেন এবং তাহাতে অনেক কাব্যরস দৃষ্ট হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট অন্য তুল্য এমত পুস্তক নাই কেবল মধ্যে২ অনেক আদিরসঘটিত কথার দ্বারা তাহাতে কলঙ্ক আছে।

অপর তিনি কহেন যে কলিকাতার যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত রাধামোহন সেন বাঙ্গলা ভাষায় কাব্যরচনার বিষয়ে স্বদেশীয় লোকের মধ্যে অতিপ্রসিদ্ধ।

শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষের এই এক উত্তম লিখিতপত্র আমরা স্থানাভাবপ্রযুক্ত প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেবল তাহার সংক্ষেপ প্রকাশ করিলাম কিন্তু আমারদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাহারা ইঙ্গরেজী বুঝেন তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তাহা পাঠ করুন ইহা আমারদের পরামর্শ।...

( ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬ )

পূর্ব্ব সপ্তাহের দর্পণে চক্ষু অর্পণ করাতে কবিকাব্য রসাস্বাদনে সরসচিত্ত শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষজকর্তৃক লিটেরেরি গেজেটে প্রকাশিত পত্রের সংক্ষেপে সংগ্রহ সংদর্শনে বঙ্গভাষায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং গদ্য পদ্যরচনায় এক প্রকার সারোদ্ধার বোধ হইল যাহা পাঠকগণের বিজ্ঞাপন ও মনোরঞ্জনার্থে এতৎপত্রে পুনরর্পিত করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত ঘোষজ মূলপত্রে লিখেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয় লোকের মনোযোগের অল্পতা ছিল ইহাতেই নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষার শোধন হয় নাই এ অনুমান অসম্ভব নহে কিন্তু ইদানী তদ্ভাষাভাষিত কোষাদি নানা গ্রন্থ প্রচলিতহওয়াতে বিশেষতঃ তদ্ভাষোক্ত সমাচারপত্র দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্তহওয়াতে যে অনুশীলন হইতেছে ইহাতে সংশোধিত হওনের আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে যেহেতুক কএক বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই বর্ণশুদ্ধিক্রমে

পত্র লিখিতে পারিতেন না এক্ষণে অনেক পত্রে সাধুভাষায় সবিন্যাস সানুপ্রাস বচম রচনা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু এখনো ব্যাকরণবোধাভাবে অনেকের বক্তব্যে বৈয়র্থ্যাহওনে ব্যাঘাত নাই সুতরাং বাক্যের শুদ্ধির নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সাহিত্য দর্শন অবশ্যই কর্ত্তব্য কেননা সংস্কৃতানুযায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কহিয়াছেন এমতে তদ্ব্যাকরণে দৃষ্টি থাকিলেই বঙ্গভাষায় পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন সাধারণের দুঃসাধ্য অথচ এ বঙ্গভাষা সাধারণে সিদ্ধ অতএব কোন সাধারণ উপায়দ্বারা সাধারণ ভাষাবগতির সঙ্গতি হইলে সুলভেই দুর্লভ লব্ধ হইতে পারে সে উপায় অস্মাদাদির বোধে এই অনুভব হয় যে যেপ্রকার সকল ভাষার ব্যাকরণ আছে সেইপ্রকার এ ভাষারো সংস্কৃত বৈয়াকরণদ্বারা সৃষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র চলিত হয় এবং এ ভাষারো অলঙ্কার শাস্ত্রবৎ নির্ম্মিত হয় যদ্যপি বিদেশজ বর্ণান্তরীয় মহাশয়েরদিগের শিক্ষোপযোগি বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ বর্ণান্তরীয় ভাষায় সঙ্কলিত আছে কিন্তু তাহা স্বদেশীয় লোক শিক্ষার্থে উপকারি নহে এতদ্দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারে এক ব্যাকরণ এবং ঐরূপে এক অলঙ্কার শাস্ত্রও সংগ্রহ করা উচিত। পূর্ব্বে পারসী ভাষায় ব্যাকরণ ছিল না কেবল আরবী ভাষার বৈয়াকরণ যাহারা তাঁহারাই শুদ্ধ কহিতেন ও লিখিতেন কিন্তু কালক্রমে পারসোতেও আরবীর রীতিক্রমে ব্যাকরণ রচিত হয় যাহা অদ্যাপি চলিত আছে এবং অল্পকাল হইল ঐপ্রকারে জবান উর্দ্দূ অর্থাৎ হিন্দীভাষার ব্যাকরণ হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডীয় ভাষারো ব্যাকরণ লাতিন ভাষোক্ত ব্যাকরণানুযায়ি দৃষ্ট হইতেছে তবে যদি কেহ সন্দেহ করেন যে বঙ্গভাষাতে পারস্য ও আরবী ও হিন্দি ও ইদানী ইঙ্গরাজীপ্রভৃতি নানাভাষা মিশ্রিত হইয়াছে এমতে এভাষার শোধন কিপ্রকারে সম্ভব এসন্দেহ অমূলক কেননা এই বঙ্গভাষা যে সংস্কৃতমূলক সে সংস্কৃতের দৈন্য নাই অথচ কোন ভাষা ভাষান্তর রহিত দেখা যায় না পারস্য ও আরবী সংযোগব্যতীত সুশ্রাব্য হয় না এবং তাহাতে অন্যান্য ভাষারো সংস্রব আছে কেবল শাহনামানামক এক গ্রন্থ শুদ্ধ পারস্য ভাষায় রচিত হইয়াছিল এবং জবান উর্দ্দূ সংস্কৃত ঢেঠ ও আরবী ও পারস্যপ্রভৃতি মিশ্রিত ও ডাক্তর জানসন ইঙ্গরেজী ভাষার অভিধান প্রথমেই কহেন যে ইঙ্গরেজী ভাষাও পূর্ব্বকালে অনিয়মরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল পরে বহুকষ্টে নিয়মিত হইল তথাপি লাতিন ও ফ্রেঞ্চ ও ডচপ্রভৃতি ভাষা মিলিত আছে সুতরাং বঙ্গভাষাও এইরূপে ভাষান্তর সংসৃষ্ট থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে না। তবে পারস্য যেমন আরবীর সংযোগে সাধুত্বপ্রাপ্ত এইরূপ বঙ্গভাষাও সংস্কৃতাধিক্যদ্বারা সাধুভাষারূপে খ্যাত হয়। কেননা ভারতবর্ষমধ্যে যে সকল ভাষা ব্যবহৃত প্রায় তাবতি সংস্কৃতমূলক।

অতএব যে সকল বিজ্ঞ পাঠক বঙ্গভাষায় সংশোধনরূপ উন্নতির বাঞ্ছা করেন তাঁহারদিগের নিকট আমারদিগের প্রার্থনা যে এই ভাষায় ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার সৃষ্টিনিমিত্তে কৃপাদৃষ্টিপূর্ব্বক কোন উপায় স্থির করেন যে তদ্দ্বারা আপামর সাধারণের উপকার দর্শে।

তাহাতে ব্যাকরণ রচনার সাহায্য নিমিত্ত শ্রীযুত হালহেড সাহেব ও শ্রীযুত কেরী সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়প্রভৃতির কৃত ব্যাকরণ সহায়ক এবং পূর্ব্ব২ কবির উক্তি কাব্যালঙ্কারের বিধায়ক হইতে পারিবেক তাহাতে কৃত্তিবাসী ও কাশীদাসী ও কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রইত্যাদির দোষগুণ বিচার করিলেই অনুপ্রাস ও যমক ও শ্লেষ ও বক্রোক্তি ও উপমা ও রূপক ও নিদর্শনপ্রভৃতি অলঙ্কারের উদ্ধার করা অসাধ্য হইবেক না এবিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের স্বাভাবিক চেষ্টার আতিশয্য প্রতীত আছে স্বজাতীয়েরদিগের স্বজাতীয় ভাষার উপকার পক্ষে চেষ্টা বিজাতীয় নহে।...বং দূং [ বঙ্গদূত ]

( ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬ )

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ।—হরকরা নামক সম্বাদপত্রদ্বারা আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংগ্লণ্ডীয় কাব্যের স্বকপোল রচিত এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ইংগ্লণ্ডীয় কাব্যক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় লোকের প্রথম অধিকার এই। তৎকাব্যান্তর্গত প্রকরণের যে কিয়ৎসংগ্রহ হরকরা কাগজে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে যদি সমুদায় কাব্যের বিবেচনা করি তবে বোধ হয় যে তাহাতে তৎকাব্য কর্ত্তার অনুপম যশোলাভ হইবেক। তৎ পুস্তকহইতে সংগৃহীত যে কিয়ৎ প্রকরণ আমারদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহাতে তৎকবির কাব্যীয় গুণ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণতমতা প্রকাশ হইতেছে। ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকারকরণ ক্ষমতাতে যদি আমারদের মনে কিছু সন্দেহ থাকিত তবে এই কাব্যের দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইত।

পূর্ব্বোক্ত কাব্যের প্রস্তাবেতে সুযোগ বুঝিয়া আমারদের এই বক্তব্য যে গত দশ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যার অনুশীলনেতে তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অতিবিস্ময়নীয়। ইহার পূর্ব্বে কএক জন মধ্যমরূপে তদ্ভাষাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারদের মধ্যে দুই এক জনও তদ্ভাষায় যশঃপ্রাপক দুই এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন এইমাত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তৎকালে যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষাভ্যাস করিতেন তাঁহারা কেবল পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে তৃপ্ত হইতেন এবং লিখন পঠনকরণে যৎকিঞ্চিৎ নৈপুণ্য-প্রাপ্তহওন এবং তদ্ভাষায় যে কোনরূপে বাকপ্রয়োগাদিকরণ হইতে অন্য কিছু মাত্র তাঁহারদের আকাংক্ষা ছিল না। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে এমত আশ্চর্য্য তদ্ভাষানুশীলন হইয়াছে যে এক্ষণে কলিকাতা নগরে স্বীয় ভাষার তুল্য ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি দুই শত যুবা মহাশয়েরদিগকে দশায়ন যায়। তাঁহারদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে প্রস্তাবিত কাব্যরচক এক ইঙ্গরেজী ভাষাধ্যয়নে এমত দৃঢ়তরাভিনিবেশ করিয়াছেন যে ইংগ্লণ্ডীয় লোকের অধিকাংশেরা যে পুস্তক রচনায় উৎসাহ রহিত সেই পুস্তক প্রস্তুতকরণে সক্ষম হইয়াছেন।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। ১৮২৭ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই বৎসরের ২৭এ জানুয়ারি হিন্দু কলেজে পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষ্যে ২৯এ জানুয়ারি 'গবর্ন্মেণ্ট গেজেট' লিখিয়াছিলেন :—

"The prize · given to the first class, as calculated to convey an idea of the studies, and acquirements of those to whom they were presented.

Casi Prasad Ghose.—Case of Mathematical Instrument, Hutton's Mathematics, Lee's Persian Grammar ..."

কাশীপ্রসাদের গদ্য ও পদ্য রচনা সে-যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১৮৪৬ সনের ১৬ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত সুবিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র—'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' তিনিই সম্পাদন করিতেন ( *Friend of India*, Nov. 19, 1846 )। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ( ১৮৫৭ সন ) লর্ড ক্যানিং মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন করিলে কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার পত্রের প্রচার রহিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ সনের নভেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১৭ই নভেম্বর তারিখে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

( ৬ মার্চ্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬ )

এ সপ্তাহে কোন বঙ্গভাষা সংশোধনেচ্ছুক দূত পাঠককর্ত্তৃক প্রেরিত এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম যদ্যপি নামধাম লিখিত না থাকায় অনুমানদ্বারা লেখকের তথ্য জানিতে অশক্ত কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন সকলি সত্য লিখিয়াছেন এমতে লেখক অপ্রকাশ থাকিলেও তাঁহার নানা বিদ্যায় বিজ্ঞতা প্রকাশহেতুক আমরা পরমোল্লাসে তৎপত্র প্রকাশ করিলাম প্রথমতঃ লিখেন যে পারস ও হিন্দুস্থান অতিব্যাপক দেশজন্য স্থানস্থানের বাক্যের এবং উচ্চারণের তারতম্যহেতুক বিজ্ঞকর্ত্তৃক পারসের মধ্যে কেবল ইরান ও তুরানের এবং হিন্দুস্থান মধ্যে কেবল দিল্লীর মোগলপুরার উর্দ্দু ভাষাই প্রশংস্য ইহা অতি সত্য এবং কেবল আরবী ও পারসীর আধিক্যে উর্দ্দর মাধুর্য্য স্বীকার করা যায় না ইহাও যথার্থ এমতে কেবল সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনায় সংশোধন সিদ্ধি হইতে পারে না এ কথাও আমারদিগের সম্মতা অতএব ভাষার মাধুর্য্য বিধায় অস্মদাদির অনুমানে ইহাই অনুমেয় যে সংস্কৃতানুযায়িকা ভাষা যাহা সাধু পরম্পরায় ব্যবহার হওয়াতে সাধুভাষারূপে খ্যাতা তাহাই শুশ্রাব্যা বিশেষতঃ এ বঙ্গদেশ যাহার প্রাচীন নাম গৌড়দেশ ইহা অতিব্যাপক এতন্মধ্যে যোজনানন্তর ভাষা প্রসিদ্ধা আছে কিন্তু ইতর বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বে বিবিধ্ ভাষানুশীলন শীলসুশীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব মহাশয় স্কুলবুক সোসৈটির উপকারার্থে বাঙ্গলা শিক্ষক নামে যে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তদুল্লেখিত ভূমিকার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ইহাতেই ব্যাপক দেশের মধ্যে কোন দেশে সদ্ভাষা তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রাকৃতা উদীচী মহারাষ্ট্রী মাগধী মিশ্রার্দ্ধ মাগধী শকা

আভীরী শ্রবন্তী দ্রাবিড়ী ঔড্রীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহ্লিক্যারন্তিকা দাক্ষিণাত্যা পৈশাচী আবন্তী শৌরসেনী এই শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষাহইতে নির্গতা হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ শব্দ লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও ম্লেচ্ছাধিকারপ্রযুক্ত তজ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে। এই বঙ্গদেশের মধ্যে স্থানে২ ভাষার প্রভেদ ও শ্রুতি কটুতা আছে কিন্তু গঙ্গার উভয়তীরস্থ লোকের বাক্য উত্তম ও সুশ্রাব্য। অপরঞ্চ ঐ পূর্ব্বোক্ত বাবুকর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে শুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাষায় চলিত আছে এবং লোকে কহে যে সাধুভাষা সে সংস্কৃতানুযায়িনী।

অতএব সুশ্রাব্য যে সাধুভাষা তাহাই প্রশংসনীয় তদিতরকে ইতর জ্ঞান করিতেই হয় কিন্তু গঙ্গার উভয় তীরেরও সর্ব্বত্র সমান ভাষা নহে সুতরাং ইহার মধ্যেও বিশেষ সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্যভব্যসকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণপূর্ব্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণ কর্ত্তব্য। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত সত্য লেখক মহাশয় সংস্কৃতাধিক্যে শ্রুতিকটুতা ও দুর্জ্ঞেয়তা শঙ্কায় যে উদাহরণ দিয়াছেন "যথা লুলাপ দধ্যগ্রভাগ কিঞ্চিজ্জলপানার্থানয়ন কর" এপ্রকার সন্ধি সঙ্কট ঘটনার বিকট রচনায় প্রকট ভাষাও অপ্রকট হয় কেননা সামান্য কথায় বলে পাঁচির প্রাকৃতে ও ভট্টাচার্য্যের সংস্কৃতে ঘর পুড়িয়া নির্ধূম। অতএব সে আশঙ্কায় আমরাও নিঃশঙ্ক নহি এজন্য সকোমলা অথচ সংস্কৃতানুযায়িকা ভাষার প্রশংসা বোধে তাহারি রচনার নিয়ম নির্বন্ধনের প্রত্যাশা করি এমতে প্রার্থনা যে বঙ্গভাষাক্রমে এরূপ সংশোধনরূপ বারিসিঞ্চন কারণ যে কোন প্রস্তাব যে কেহ লিখিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন তাহা আমরা তদ্ভাষা ভিজ্ঞ বিজ্ঞসকলের বিজ্ঞাপনার্থে পরমাহ্লাদে প্রকাশ করিব যেহেতুক অভিপ্রেত ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার সংগ্রহে অনেকের অনুগ্রহ সংগ্রহ আবশ্যক ইহা পরিগ্রহ হওয়াতেই পূর্ব্বে অনুগ্রহার্থী হইয়াছি। বং দূং [ বঙ্গদূত ]

## নূতন পুস্তক

( ২৫ জুলাই ১৮১৮। ১১ শ্রাবণ ১২২৫ )

ইস্তাহার। শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মণঃ।—এতদ্দেশীয় অনেক২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিয়া লিখিতে অশক্ত এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমর সিংহকৃত অভিধান অকারাদি ক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী ডেক্সিয়াননারীর ন্যায় ভাষায় বিবরিয়া দন্ত্য ওষ্ঠ্য বকারের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ স্বরূপ ৪৯২ পৃষ্ঠ এক গ্রন্থ কেতাব করিয়া উত্তম অক্ষরে ছাপাইয়াছে চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে

যাহার লইবার বাঞ্ছা হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অথবা মোং কলিকাতার শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটী অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্টা করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি।

১২২৪ সালে প্রকাশিত 'শব্দসিন্ধু' গ্রন্থের কথাই উপরে বলা হইয়াছে।

( ৩ অক্টোবর ১৮১৮। ১৮ আশ্বিন ১২২৫ )

নূতন কেতাব।—ইংরেজী বর্ণমালা অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বর্ণাবধি সাত বর্ণপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা হইয়া মোং কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ পাঠ ও গণিত ও নামতা ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আর্জি ও খত ও টর্ণিনামা ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে হইতে পারে এই কেতাব চামড়া বন্ধ জেল্‌দ করা ইহার মূল্য কি কেতাব ৩ টাকা। যে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের আপীসে কিম্বা মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের বাটীতে তত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

অনেকে পুস্তকখানিকে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ মনে করিয়া ভুল করেন।

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ পৌষ ১২২৫ )

সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।

( ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১০ ফাল্গুন ১২২৫ )

পুস্তক ছাপান।···যে দেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্ব্বকালে কতক২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে২ ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ত হইতেছে।

গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্তু সকল পুস্তক এক স্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে তাহার অন্য পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এই রূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিতা হইতেছে।

( ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১৭ ফাল্গুন ১২২৫ )

পঞ্জিকা।—এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকলা ও খানাকুল ও বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক

আমারদের নিকটে পৌঁছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান যাইবেক।

( ২৭ মার্চ্চ ১৮ ৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫ )

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।

( ৩ এপ্রিল ১৮১৯। ২২ চৈত্র ১২২৫ )

পুস্তক ছাপান।—এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপা হইতেছে যেহেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন স্রোতের ন্যায় যেমন ক্ষুদ্র নদী নির্গতা হইয়া ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্ব দেশে ব্যাপ্তা হইয়া সেই দেশকে উর্ব্বরা করে সেই মত ছাপার পুস্তক ক্রমে২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে তাহারদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্ব্ব কালে বর্দ্ধিষ্ণু লোকের ঘরেতেও তাল পত্রে অক্ষর মিলা ভার ছিল ছাপার আরম্ভ হওয়া অবধি ক্ষুদ্র২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার হইয়াছে।

এই ক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।

এবং কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভাষা চণ্ডী গান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুস্তক একত্র করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র সমাপ্ত হইতে পারে।

( ৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন হিন্দুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক ছাপাইয়াছেন তাহার নাম ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয় এ পুস্তক অতি উপকারক এবং ঐ পুস্তকের মধ্যে ছাপ্পান্ন প্রকার ঔষধের বিবরণ ও তাহা খাইবার ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন পীড়ায় কোন ঔষধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও লিখিত আছে। ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদি এই ভরোসা সফল হয় তবে এতদ্দেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে।

( ১২ জুন ১৮১৯ । ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলণ্ডীয় পুস্তকহইতে সংগ্রহ করিয়া বিদ্যাহারাবলী নামে এক নূতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দ্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। ঐ আটচল্লিশ কিম্বা ছাপ্পান্ন ফর্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক ঐ এক২ নম্বরের মূল্য দুই২ টাকা।

( ১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আষাঢ় ১২২৬ )

জগন্নাথ মঙ্গল।—মোং কলিকাতাতে জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালি গান সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জগন্নাথ দেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্ব্বত্র প্রকাশ হয় নাই।

( ৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ । ২০ ভাদ্র ১২২৬ )

সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে।—শ্রীভগবদ্গীতা গ্রন্থ সংস্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় এবং তাহার প্রতিশ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতিসংস্কৃত শ্লোকের নীচে অত্যুত্তম রূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন। সে পুস্তকের মূল্য ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা প্রতিপুস্তক বিক্রয় হইতেছে যে২ মহাশয়েরদিগের ঐ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাঁহারা মোং কলিকাতার জোড়াসাঁকোর পূর্ব্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতিপুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪৷৷০ সাড়ে চারি টাকা দিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন। ইতি তারিখ ২০ ভাদ্র সন ১২২৬।

( ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ । ৩ আশ্বিন ১২২৬ )

নূতন পুস্তক।—সম্প্রতি দুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্ত্রসিদ্ধ সহমরণের বিষয়ে কেহ২ প্রতিবাদী হইয়াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কালাচান্দ বসুজা এক নূতন পুস্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণনিষেধকের কথা ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণবিধায়কের বাক্য ও তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গালা ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক্ এক কেতাব অতি সুন্দররূপে তর্জমা। এই পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে।

( ৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কার্ত্তিক ১২২৬ )

নূতন গ্রন্থ সমাপ্ত।—শ্রীযুত ডক্তর উলসন সাহেব এক দিকে সংস্কৃত ও আর এক দিকে ইংরাজী এই রূপ এক অভিধান গ্রন্থ অনেক গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া বহু পরিশ্রম পূর্ব্বক বহু দিনের পর সমাপ্ত করিয়াছেন সে গ্রন্থে এগার শত ষোল পৃষ্ঠ সে অত্যুত্তম গ্রন্থ তাহাতে সংস্কৃত যাবৎ শব্দ ও তাহার ইংরাজী ভাষা ও এক২ শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ ও নানা কোষ প্রমাণ দিয়া সকল শব্দার্থ সপ্রমাণীকৃত সে গ্রন্থ লোকেরদের দৃষ্টি গোচর হইলেই তাহার গুণ প্রকাশ হইবেক লিখিয়া কত জানাইব। তাহার মূল্য ইংরাজী কাগজে এক শত টাকা ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা।

( ৪ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬ )

নূতন পুস্তক।—সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্ব্বার সহমরণবিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে সেও শীঘ্র সমাপ্ত হইবেক।

( ১১ মার্চ্চ ১৮২০। ২৯ ফাল্গুন ১২২৬ )

নূতন পুস্তক ছাপা।—শ্রীযুত গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সন ১২২৭ সালের নবদ্বীপ সম্মত পঞ্জিকা মোং সভাবাজারের শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানাতে ছাপা করিয়াছেন তাহাতে অন্য২ পঞ্জিকার মত অঙ্কদ্বারা বার তিথি প্রভৃতি জানা যায় এবং বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চাঙ্গ বিশেষরূপে অক্ষরেতে পৃথক্২ লিখিত আছে যাহার অক্ষর মাত্র পরিচয় আছে সেও ঐ পঞ্জিকাতে দিন ক্ষণ ভাল মন্দ অনায়াসে জানিতে পারে।

এবং খড়দহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পশ্চিম দেশীয় এক জন পণ্ডিতের দ্বারা নানা জ্যোতিষ গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত তাবৎ জ্যোতিষের ব্যবস্থা একত্র সংগ্রহ করিয়া নিরানব্বই পত্রে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়াছেন ও সে পুস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন সে পুস্তক অতি সপ্রয়োজনক।

( ২৫ মার্চ্চ ১৮২০। ১৪ চৈত্র ১২২৬ )

নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত কাপ্তান ফেল সাহেব মেদিনী অভিধান ইংরেজী তর্জমা করিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষাতে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিবেন। ঐ সাহেব সংস্কৃতে অতিবিদ্যাবান্ এবং যে ইংগ্লণ্ডীয় লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে বাসনা করেন তাহার ঐ পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক।

( ৩১ মার্চ্চ ১৮২১ । ১৯ চৈত্র ১২২৭ )

ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান।—শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও শ্রীযুত রামকমল সেন কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষাতে এক অভিধান তর্জ্জমা হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে দুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পঞ্চাশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন লোকেরদিগের লইতে হইলে সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে শ্রীযুত পেরেরা সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের নিকটে কিম্বা শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক।

( ২ জুন ১৮২১ । ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮ )

ইস্তাহার।—মুগ্ধবোধ কৌমুদী অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ। গৌড় দেশীয় সাধু ভাষায় অর্থ। শ্রীবোপদেব গোস্বামির কৃত এতদ্দেশে প্রচরদ্রূপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও তৎকৃত কবিকল্পদ্রুমনামক গণের পশ্চাৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় গদ্যেতে দুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ করা গিয়াছে।···

কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে···মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় সাধু ভাষায় গদ্যেতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থে এ পুস্তক ছাপা করিয়া প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থ ঐ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বহু পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রামতর্কবাগীশ প্রভৃতির টীকানুসারে মূল ও ভাষার্থ শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত পদ পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে।

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠা হইবেক···প্রতি-পুস্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ানুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাঁচ টাকা দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক টাকা সর্ব্বশুদ্ধ ৬ ছয় টাকা। ছাপার ব্যয়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যুক্ত হইতে পারি।···শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মণঃ। কলিকাতা শিমুল্যা।

( ৩০ জুন ১৮২১ । ১৮ আষাঢ় ১২২৮ )

নূতন পুস্তক।—এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন-প্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষর যুক্ত ও যথাস্থানে

বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতি ভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্র লাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ও তিথি বারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্‌ কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতুপ্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি২ সাম্রাজ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধিকারাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যিনি যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।

রাধাকান্ত দেবের এই 'বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহাস' পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে।

( ১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮ )

ইস্তাহার।—হিন্দুলোকেরদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি নিষেধসূচক ১০৮ শ্লোক কর্ম্মলোচন নামে সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল তাহা সকলের বোধগম্য নহে একারণ শ্রীযুত কালিদাস সভাপতি তাহার ভাষা পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত মোকাম শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইয়াছেন কেতাব প্রস্তুত হইয়াছে তাহার ছাপা খরচ কারণ প্রত্যেক কেতাবের মূল্য ৷৷০ আট আনা স্থির হইয়াছে যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে আইলে পাইতে পারিবেন ইতি।

( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮ )

নূতন পুস্তক॥—মহাভাগবতোক্ত শিবনারদ সম্বাদযুক্ত ভগবতীগীতা নামক গ্রন্থ ছিল সংপ্রতি শ্রীযুত রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন তাহার প্রতিশ্লোকের ভাষা পয়ার করিয়াছেন এবং তাহার সংস্কৃত সমেত ভাষা পয়ার ছাপা হইয়া জেলদ বন্দ হইয়াছে। তাহাতে বৃষযুক্ত বৃষধ্বজ নারদ গোস্বামিকে যোগ কহিতেছেন এই ছবি। এবং মেনকার ক্রোড়দেশাবস্থিতা ভগবতী রাজা হিমালয়কে যোগ কহিতেছেন এই ছবিও আছে। তাহাতে উনসত্তরি পৃষ্ঠা।

( ১৭ নভেম্বর ১৮২১। ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮ )

চিকিৎসা গ্রন্থ॥—নানা প্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গালী গ্রন্থ ছাপাইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু অনুমান করি যে ভাষাতে চিকিৎসা গ্রন্থ ছাপা হইয়া প্রায় প্রকাশ হয় নাই তাহাতে অনেক লোক অশাস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে এবং এক রোগে অন্য ঔষধি প্রয়োগ করায়

এইহেতুক সকল লোকের উপকারার্থ শ্রীযুত রাবট ডগলেস সাহেব ইংরাজী চিকিৎসা গ্রন্থহইতে ও আর২ গ্রন্থহইতে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালী ভাষায় এক চিকিৎসাগ্রন্থ তর্জমা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন কোন২ দ্রব্যেতে কোন ঔষধি প্রস্তুত হয় এবং কোন ঔষধিতে কোন ব্যাধি নাশ করে এ সকল তাহার মধ্যে থাকিবেক এ গ্রন্থে অনেক লোকের উপকার হইবেক কিছু দিনের মধ্যে গ্রন্থ ছাপা আরম্ভ হইলে ইহার বিশেষ সমাচার দর্পণে অর্পণ করা যাইবেক।

( ৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮ )

স্ত্রীশিক্ষা ॥—এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ [ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রচিত ] পূর্ব্ব২ প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে…।

( ১৮ মে ১৮২২। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯ )

নূতন পুস্তক ॥—মোকাম খড়দহের শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বহুবিধ জ্ঞানাপন্ন বহুদর্শী জনদ্বারা নানাবিধ অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রাণকৃষ্ণ শব্দাম্বুধি নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত ও ছাপা করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে এবং জ্ঞানাপন্ন ভাগ্যবানেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন ইহাতে অনেক২ অভিধানের প্রমাণ আছে তাহাতে পণ্ডিতগণের অধিক উপকার হইবেক।

( ২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯ )

ইস্তাহার।—বাঙ্গালায় ইংরেজী বিদ্যার্থি সকলের প্রয়োজনার্হ প্রসিদ্ধ জান্‌সন্স ডিক্স্যানেরি। শ্রীযুত জন মেন্দিস সাহেবকর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সংগৃহীত হইল এবং কএক দিবস ছাপা সমাপ্ত হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিক্রয় হইতেছে। মূল্য ৮ টাকা।

( ১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯ )

নূতন পুস্তক।—মহামহোপাধ্যায় তত্ত্বজ্ঞাননিধান শ্রীযুত কৃষ্ণমিশ্রপ্রণীতাধ্যাত্ম্য-বিদ্যোদ্বোধ প্রবোধচন্দ্রোদয়নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে ঐ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ন শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি বঙ্গদেশীয় সাধুভাষাতে তর্জমা করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ত্ব কৌমুদী রাখিয়াছেন ঐ গ্রন্থে ছয় অঙ্ক অর্থাৎ পরিচ্ছেদ তাহার প্রথমাঙ্কের নাম পাষণ্ডবিড়ম্বন চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যোগ পঞ্চমাঙ্কের নাম বৈরাগ্যোৎপত্তি ষষ্ঠাঙ্কের নাম প্রবোধোৎপত্তি। গ্রন্থের পরিমাণ এক শত পৃষ্ঠ।

এবং গঙ্গামাহাত্ম্যনামে এক নূতন পুস্তক হইয়াছে, তাহাতে গঙ্গার রূপ ধ্যান সহিত

বর্ণনা ও গঙ্গাস্তবের অর্থ এবং পদ্মপুরাণোক্ত ভেক সর্পের উপাখ্যান ও রাজা সত্যধরের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং রাজাসত্যধরের মোক্ষলাভ ইত্যাদি বিষয় আছে ঐ পুস্তক অতি সুকোমল গৌড়ীয় এবং সংস্কৃত ভাষায়।

( ১৪ ডিসেম্বর ১৮২২। ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯ )

ইশতেহার।—শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে তিনি শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদরের সম্মতিতে কালেজ কৌসিলের অনুমতিদ্বারা মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ সংকলন করিয়া তত্তৎ ঋষিবাক্যসম্বলিত সংস্কৃত পদ্য প্রবন্ধে এতদ্দেশীয় সমস্ত বিষয়ি লোকেরদের ব্যবস্থাজ্ঞানার্থে বাঙ্গলা ভাষায় সুললিত পয়ার বন্ধে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন সেই গ্রন্থের ফল সমস্ত দায়ভাগের ব্যবস্থা ও নানাবিধ দাস দাসী নিরূপণ এবং পোষ্য পুত্রের প্রকরণ সে পুস্তকের শ্লোকসংখ্যা ৩০০ তিন শত এবং তাহার পয়ার ৫০০ পাঁচ শত এবং উত্তম অক্ষরে পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহার মূন্য প্রতিপুস্তক ৩ তিন টাকা। অতএব যাহার লওনের ইচ্ছা হয় তিনি লালদিঘীর নিকটে কালেজের ঘরে কালেজের কেরাণি শ্রীযুত জগন্মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লোক পাঠাইলে পাইবেন।

( ১৭ জানুয়ারি ১৮২৪। ৫ মাঘ ১২৩০ )

ইশতেহার।—সকলকে জানান যাইতেছে যে বক্তিয়ার নামে ফারসীয়ান ইতিহাস পুস্তক যাহা এতদ্দেশে প্রকাশ আছে ঐ পুস্তক কোন লোককর্ত্তৃক ইংরেজী ভাষাতে তর্জমা করা গিয়াছে কিন্তু তাহার বাঙ্গালা হয় নাই এ নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ইংরেজী বিদ্যার্থীরা ঐ পুস্তক সুন্দর মত বুঝিতে পারেন না। অনুমান করি যদি ঐ পুস্তক ইংরেজী বাঙ্গালাতে ছাপা হইয়া প্রকাশ হয় তবে অনেকের উপকার হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া শহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ডি ডিক্রুশ সাহেব ঐ পুস্তক বাঙ্গালাতে তর্জমা করিয়া এক পৃষ্ঠ ইংরেজী ও এক পৃষ্ঠ বাঙ্গালা করিয়া উত্তম ইংরেজী কাগজে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপাইবেন। পুস্তকের সংখ্যা অনুমান আড়াই শত পৃষ্ঠ হইবেক। এবং ছাপার ব্যয়ের কারণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য চারি টাকা নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু ছাপার ব্যয়োপযুক্ত অর্থ সংস্থান না হইলে ছাপা আরম্ভ করিতে পারেন না। এ কারণ সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যাহার ঐ পুস্তক লইবার বাসনা হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কিম্বা শ্রীরামপুরে ঐ সাহেবের নিকটে আপন নাম ও নিবাস সম্বলিত পত্র লিখিবেন। পুস্তক প্রস্তুত হইলে তাঁহারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়া টাকা লওয়া যাইবেক।

( ১৩ নভেম্বর ১৮২৪ । ২৯ কার্ত্তিক ১২৩১ )

প্রাণতোষণী নামধেয় লতা।—খড়দহ নিবাসি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস রাম তোষণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুণ্ডমালা মৎস্যসূক্ত মহিষমর্দ্দিনী মায়াতন্ত্র ও মাতৃকাভেদ মাতৃকোদয় ও মহানির্ব্বাণ মালিনীবিজয় মহানীলতন্ত্র ও মহাকাল সংহিতা ও মেরুতন্ত্র ও ভৈরবী ভূতডামর বীরভদ্র বীজচিন্তামণি একজটা নির্ব্বাণতন্ত্র ও তারারহস্য শ্যামারহস্য-ইত্যাদি তন্ত্র ও নারদপঞ্চরাত্র ও শ্রুতিস্মৃতি সংগ্রহাদি সংগ্রহ করিয়া প্রাণতোষণী নামধেয় লতা নামে এক গ্রন্থ বহুকালে বহু পরিশ্রমে বহু ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র তদভিজ্ঞ জনকে প্রদানপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছেন যেহেতুক এক গ্রন্থে বহু কার্য্য সাধন হয় না এই গ্রন্থে প্রায় কোন কার্য্য সাধনাবশিষ্ট থাকে না।

( ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১১ মাঘ ১২৩১ )

শন ১৮২৪ শালে যে২ কেতাব শহর কলিকাতার নানা ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে তাহার বিবরণ।

মোং কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়কর্তৃক কৃত পদ্ম পুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার।

এবং ঐ ছাপাখানাতে শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারকর্তৃক কৃত আনন্দ লহরীর সংস্কৃত সমেত ভাষা।

এবং মোং বহুবাজারে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কৃত মিতাক্ষরাদর্পণ নামক মিতাক্ষরা গ্রন্থের তর্জমা সংস্কৃত সমেত ভাষা।

এবং ঐ ছাপাখানাতে শ্রীলেবেণ্ডর সাহেবকর্তৃক সংগ্রহীত জানসেন ডিকস্যানরীর ইংরাজী সমেত বাঙ্গালা।

মোং মীরজাপুরে সম্বাদতিমিরনাশক ছাপাখানায় শ্রীকৃষ্ণমোহন দাস কৃত জ্যোতিষ দিন কৌমুদী।

| | |
|---|---|
| রতিমঞ্জরী | ১ |
| তর্পণ এবং শূদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম শিক্ষা বিবরণ। | ১ |
| পদাঙ্ক দূত। | ১ |
| পঞ্চাঙ্গ সুন্দরী | ১ |
| আনন্দলহরীর পয়ার | ১ |
| রাধিকা মঙ্গল | ১ |

মোং শাঁখারি টোলার মহেন্দ্রলাল ছাপাখানাতে

| | |
|---|---|
| শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষকৃত বত্রিশ সিংহাসন | ১ |
| শ্রীবদনচন্দ্র পালিতকৃত নারদসম্বাদ | ১ |

মোং মীরজাপুরে মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানায়
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়কৃত লে ডিক্সল নামে পারসী
ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে এক কেতাব হয়। ১
মোং আড়পুলির ছাপাখানায় শ্রীবারাণসী আচার্য্য কর্তৃক ছাপাকৃত
কালীর সহস্র নাম ১
বিষ্ণুর সহস্র নাম ১
রাধিকার সহস্র নাম ১
হনুমচ্চরিত্র ও কাকচরিত্র ও চক্ষুরাদি
স্পন্দনের ফলাফলসূচক এক গ্রন্থ ১
এবং ঐ ব্যক্তিকৃত ভাষাতে জ্যোতিষের তর্জমা এক গ্রন্থ ১
এবং শ্রীমন্ত রায়কর্তৃক ছাপাকৃত
ভগবতীগীতা এবং তাহার ভাষা ১
এবং কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে
শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকৃত দ্রব্য গুণ ভাষা ১

শ্রীযুত লক্ষ্মিনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক মিতাক্ষরা গ্রন্থের ব্যবহারকাণ্ড সংস্কৃত সমেত ভাষাতে উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। তাহার পত্র সংখ্যা পাচ শত পাঁচ পৃষ্ঠ। এই গ্রন্থ বড় উপকারী তাহার মূল্য ষোল টাকা যাহার গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি কলুটোলায় চন্দ্রিকা-যন্ত্রালয়ে গেলে পাইতে পারিবেন।

অন্য পণ্ডিতকর্তৃক মনু গ্রন্থেরও ভাষা হইয়াছে কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্ত্তা ছাপাইতে পারেন নাই। মনু গ্রন্থ ব্রাহ্মণের অবশ্যই গ্রাহ্য ইহাতে যে এদেশে গ্রাহকের অভাবে মনু ছাপা না হয় এ বড় খেদের বিষয়। যদি মনু জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি ইহা শুনিলে কি বলিতেন।

গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্ব্বত্র লোকেরদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে লোকেরদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক। যে লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাস্বাদন করিবেন তাহারা বুঝি বিস্মরণ হইতে পারিবেন না ইহাতে ক্রমে২ ছাপাকর্ম্মের বাহুল্য ও লোকেরদের জ্ঞানোদয় হইবেক।

( ১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২ )

জন্সনস ডিকসিয়ানারি।—শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তর জানসন সাহেবকৃত ইংরাজী ডেকসিয়ানরির তাবৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া

শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতেছেন। ঐ পুস্তকের দুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক এক নম্বর যেমন ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। ঐ পুস্তকের প্রত্যেক নম্বরের মূল্য ছয় টাকা নিরূপিত হইয়াছে…।

আমরা এতদ্বিষয়ে অবগত হইয়া লিখিতেছি যে ঐ গ্রন্থ উত্তম হইয়াছে যেহেতুক প্রত্যেক শব্দের বাহুল্যরূপে যথার্থ অর্থ হইয়াছে।

ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করা অপেক্ষায় সহিষ্ণুতার কর্ম্ম আর নাই পৃথিবীর মধ্যে নানা লোকেরা নানাবিষয়ে পরম সুখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেহ২ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা রাখিয়া রাশী করণে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা বৃক্ষ মূলে বসিয়া নূতন২ কাব্য পাঠ করিতে পরমসুখ জ্ঞান করেন কেহবা আপন জ্যেষ্ঠ সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরম সুখ জ্ঞান করেন কেহবা সমুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমাপ্যায়িত হন আরো কেহ বালক্রীড়ার স্থান পুনর্দর্শনে পরমতুষ্ট হন কিন্তু ইহার কোন সুখ ডেকসিয়ানরি করার তুল্য সুখ নয়।

কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করার তুল্য পরিশ্রম পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্ম্মে নাই। ডেকসিয়ানরিকর্ত্তারা বিদ্যার মজুর তাঁহারা মাল মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাঁথে। যদি আমারদের কোন শত্রু থাকিত এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসরপর্য্যন্ত কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষে দৃষ্টি করিলে এইরূপ ডেকসিয়ানরি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সংভ্রম। উত্তম কোষকর্ত্তারা সত্য অমর হন যত কালপর্য্যন্ত ভাষা থাকে তৎকালপর্য্যন্ত তাঁহারা স্মরণীয় থাকেন।

( ১৮ জুন ১৮২৫। ৬ আষাঢ় ১২৩২ )

বাঙ্গালা ডেকসিয়ানরি।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে শহর শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ডাক্তর কেরি সাহেব পোনর বৎসরপর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ডেকসিয়ানরি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিতও হইতেছে। এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হইয়াছে ইহার পত্রসংখ্যা কাটো পেজের অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহস্র ষষ্টি পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতিক্ষুদ্র অক্ষরে ও উত্তম কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাইণ্ড সমেত ১১০ একশত দশ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব্দ প্রায় ঐ অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেবকৃত গণ আছে তৎপরে অকারাদিক্রমে তাবৎ শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে।

( ২৩ জুলাই ১৮২৫ । ৯ শ্রাবণ ১২৩২ )

সম্প্রতি প্রাচীন জ্যোতিষ যামল ও কেরলী ও স্বরোদয় ও সর্ব্বার্কচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থের সারোদ্ধার পূর্ব্বক জ্যোতিষের ফল ঐক্যের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন ঐ গ্রন্থ অতি আশ্চর্য্য ও অনেক লোকোপকারি হইয়াছে যেহেতুক এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ ও তাহার সন্দর্ভ এদেশে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল।

( ৬ আগষ্ট ১৮২৫ । ২৩ শ্রাবণ ১২৩২ )

শ্রীযুত ডাক্তর ব্রিটন সাহেব শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ইংরাজী ও হিন্দি ও ফারিস্ ও আরবি ও সংস্কৃত এই পাঁচ ভাষাতে শরীরের তাবৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম তর্জমা করিয়া এক পুস্তকপ্রস্তুত করিয়াছেন এবং ঐ পুস্তক এক্ষণে কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানায় ছাপা হইতেছে।

( ২০ আগষ্ট ১৮২৫ । ৬ ভাদ্র ১২৩২ )

শ্রীযুত বাবু নীলরত্ন হালদার মহাশয় বহুদর্শন নামে এক নূতন পুস্তক করিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সে পুস্তকদ্বারা মূর্খ লোকও সভাসৎ হইতে পারিবেক। যেহেতুক ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং পারসি ও লাটিনপ্রভৃতি নানা ভাষাতে নানা দৃষ্টান্ত এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন।

( ৫ নভেম্বর ১৮২৫ । ২১ কার্ত্তিক ১২৩২ )

স্মৃতিশাস্ত্রের ভাষা॥—সকলের উপকারার্থ শ্রীযুত কুমার কাশীকান্ত ঘোষাল মহাশয় আপন সভাপণ্ডিত শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ও শ্রীযুত রামমোহন বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরদিগকে লইয়া স্মৃতি শাস্ত্রের অষ্টবিংশতি তত্ত্বের পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা প্রস্তুত করিতেছেন প্রস্তুত হইলে কৌমুদী প্রকাশকেরদিগকে প্রদান করিবেন ও তাঁহারা তাহা ছাপাইয়া পৃথক২ গ্রন্থ করিয়া বিক্রয় করিবেন। এ পুস্তকে সকলেরি উপকার আছে যেহেতুক ধর্ম্মকর্ম্ম পূজা প্রায়শ্চিত্ত দায়ভাগপ্রভৃতি সকলি তদধীন হয় এবং কি কর্ম্মে নিষেধ ও কি কর্ম্মে বিধি তাহা তদ্ভিন্ন জানিবার সম্ভাবনা নাই। এ গ্রন্থ ছাপা করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য বিবেচনা পুরঃসর তাহার মূল্য এক শত টাকা স্থির করিয়াছেন।—সং চং।

( ১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ । ২ মাঘ ১২৩২ )

ইংরাজী ১৮২৫ শালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে যে২ গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিম্বা ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহার জায়।

মোং কলুটোলা চন্দ্রিকা আপীসে শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের তাৎপর্য্য সূচক পুরাণবোধদ্দীপননামক ভাষা গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রচিত নায়ক নায়িকাবিষয়ক দূতী বিলাসনামক গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং মাধবশর্ম্মকর্তৃক রচিত শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ভাষা বিবরণ ভাগবতসার নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।

এবং বেতালকর্তৃক উক্ত পঞ্চবিংশতি ইতিহাসাত্মক বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ দ্বিতীয়বার ছাপা হয়।

হরগোবিন্দ দত্তকৃত সাত্বক সভাপ্রদেশ প্রবন্ধ নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে।

মোং আড়পুলি। শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে।

বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্ম্মিত চৌরপঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ব্বভৌমকৃত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন।

এবং চাণক্যকৃত হিতোপদেশসূচক ১০৮ শ্লোক শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা ভাষা করিয়া সংস্কৃত সমেত ছাপাইয়াছেন।

এবং শৃঙ্গারতিলক নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়া ঐ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপান।

এবং মোহমুদ্গরনামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়া ঐ ব্যক্তি ছাপান।

এবং ভাষা সমেত দায়ভাগ ঐ ব্যক্তি ছাপান।

মোং বহুবাজার লেবেণ্ডর সাহেবের প্রেসে।

ব্যঙ্কটাধ্বরি নামধেয় মহাকবি প্রণীত বিশ্বরূপাদর্শনামক উত্তম গ্রন্থ তাহাতে নানা দেশের দোষ গুণবিষয়ক বিশ্বাবসু কৃশানু নামকোভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি নাগর অক্ষরে শ্রীরামস্বামী ছাপাইয়াছেন।

এবং সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত শ্রীযুত রামজয় তর্কলঙ্কার রচিত দায়ভাগ সংগ্রহ ছাপা আরম্ভ হইয়াছে।

এবং জানসেন ডিকসিয়ানারী বাঙ্গালা সমেত ছাপা হইয়াছে।

মোং মূজাপুর সম্বাদ তিমিরনাশক প্রেসে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী ভাষা করিয়া শ্রীযুত তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য ছাপা করিয়াছেন।

সাঁখারিটোলার বদন পালিতের প্রেসে।

নারদসম্বাদ ছাপা হইয়াছে।

শোভা বাজারের বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে বত্রিশসিংহাসন ছাপা হয়।

মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়র্শ সাহেবের ছাপাখানায় নীলের আইন ১ দফা।

মনোরঞ্জন ইতিহাস রিপ্রিণ্ট নাগর অক্ষর।

পাঠশালার রীতি কাশীর আদম সাহেবকৃত হিন্দীভাষা নাগর অক্ষর।

উপদেশ কথা ঐ সাহেবকৃত হিন্দী ভাষা নাগর অক্ষর।

ষ্টয়ার্ট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিণ্ট।

তারিণীচরণ মিত্রকৃত গোলাধ্যায় পঞ্চম ভাগ কাএতী নাগরী।

কিট সাহেবকৃত ব্যাকরণ।

সমশুল আখবার প্রেসে।

জহুরি অর্থাৎ দেশের বিবরণ ও বাদশাহী বিবরণ ইত্যাদি।

তৌকিয়াত কিসরা এবং মরফিয়ৎ ও জবা অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশের কথা।

দস্তরল্‌এন্‌সা অর্থাৎ পত্রাদি লিখনের ধারা।

এআর মহম্মদ অর্থাৎ শ্যাখৎ।

এই সকল কেতাব প্রাচীন কিন্তু এই বৎসর ছাপা হইয়াছে অতএব ইহাতে যে২ বিষয় তাহা লিখা গেল।

কালেজ প্রেসে।

ব্যাকরণ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের শ্রীযুত নীলমণি হালদারের ছাপাখানায়।

কবিতারত্নাকর নামে গ্রন্থ ছাপা হয়।

জ্যোতিষ হইতেছে।

শ্রীরামপুরের মিশন ছাপাখানায়।

ভাষা ব্যাকরণ হইতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস হইয়াছে।

ভাষা অভিধান হইতেছে।

পারসী ও বাঙ্গালা আইন হইতেছে।

( ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ১ ফাল্গুন ১২৩২ )

বিজ্ঞাপন।—সর্ব্ব গুণগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতি নিবেদনপূর্ব্বক জ্ঞাত করা যাইতেছে যে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী সংস্কৃত গ্রন্থ এবং তদনুযায়ি ভাষা বিরচিত পদ্য শ্রীযুত রাধামোহন সেনকৃত কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবাটীর শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত হরিহরাদ্বৈত বাদী নৈয়ায়িক মীমাংসক বৈদান্তিক পৌরাণিক আলঙ্কারিক সাংখ্য পাতঞ্জলিকপ্রভৃতির সভায় আগমন এবং ব্রহ্ম নিরূপণার্থে তাঁহারদিগের বিচার এবং তাহার মীমাংসা ইত্যাদি আছে যদ্যপি মহাশয়েরদিগের প্রয়োজন হয় তবে ঐ রাজবাটীতে কিম্বা ঐ ছাপাখানায় অথবা সমাচার চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ২ দুই টাকা নিরূপিত হইয়াছে।— সং চং [ সমাচার চন্দ্রিকা ]

এই সংস্করণের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র এক খণ্ড আমি রাজা রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি। ২২ বৎসর পরে ( ১২৫৪ সাল ১১ আশ্বিন ) ইহা পুনর্মুদ্রিত হয় ; তাহারও এক খণ্ড ঐ গ্রন্থাগারে আছে।

১৮৩২ সনের প্রারম্ভে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরেজী অনুবাদ ছাড়া ইহাতে মূল শ্লোকগুলি দেবনাগরী অক্ষরে দেওয়া আছে। ১৮৩৪ সনে এই ইংরেজী অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ( ১৩৩৭ সন, ৩য় সংখ্যা ) বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী-রচয়িতা চিরঞ্জীব শর্ম্মার জীবনী লিখিয়াছেন। পরবর্ত্তী সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় আমার লিখিত "চিরঞ্জীব শর্ম্মা" নামক আলোচনাও দ্রষ্টব্য।

( ১৭ মার্চ্চ ১৮২৭। ৫ চৈত্র ১২৩৩ )

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জ্ঞাত করাইতেছি যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতনামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছাপাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার কারণ এই যে তদ্‌গ্রন্থ পাঠে হরিভক্তি ও দেহশুদ্ধি ও বুদ্ধি নির্ম্মলা হইয়া থাকে এতৎপ্রযুক্ত অনেকে তদ্‌গ্রন্থ গ্রহণে আকাঙ্ক্ষিত আছেন কিন্তু লেখনীদ্বারা লিখিত পুস্তকের অল্পতাহেতুক তদ্‌গ্রন্থ লওনে ইচ্ছুক হইলেও অপ্রাপ্তি নিমিত্তে মানস পূর্ণ হইতে পারে না মুদ্রাঙ্কিত হইলে অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখ দূর হইতে পারিবেক অতএব তাহাতে উদ্যোগী হইয়াছি গ্রন্থের পরিমাণ ৮৬৮ পৃষ্ঠা হইবেক একারণ মুদ্রাঙ্কিত করণে ব্যয়াধিক্য ভয়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে না পারিয়া পূতচিত্ত ব্যক্তিরদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুদ্রাঙ্কিত হইতে পারে পুস্তকের মূল্য ১০ দশ টাকা স্থির করিয়াছি যাহারদিগের তৎপুস্তকে প্রয়োজন হইবেক তাহারা কৃপা পূর্ব্বক চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে কিম্বা কলুটোলায় আমার বাটীতে সংবাদ পাঠাইবেন নাম ও ধাম জ্ঞাত হইলে অনুষ্ঠানপত্র নিকটে পাঠাইব তাহাতে ধাম সম্বলিত নামাঙ্কিত করিয়া দিবেন গ্রন্থ তুলাত কাগজে উত্তমাক্ষরে ছাপাইব প্রস্তুত হইলে গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া ঐ নিরূপিত মূল্য লওয়া যাইবেক ইতি। তারিখ ৩ চৈত্র।—শ্রীবেণীমাধব দত্ত। কলিকাতা আমড়াতলার গলি।

( ৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩ )

গ্রন্থ প্রকাশ।—বাঙ্গাল হরকরানামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সমাচার পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় যিনি আপন নৈপুণ্য ও সৌজন্য-দ্বারা সর্ব্বত্র ধন্য২ রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি বাঙ্গলা ভাষা সুন্দররূপ শিক্ষার কারণ বিস্তর তর্কানুতর্কদ্বারা নির্য্যাস করিয়া ভাষাতে এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—সং কৌং [ সম্বাদ কৌমুদী ]

রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ—"রামমোহন রায় ইউরোপীয়দিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার সাহায্যার্থ ইংরেজী ভাষায় বাঙ্গলার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে তাহা মুদ্রিত

হয়। পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ [ গৌড়ীয় ব্যাকরণ ] রচনা করেন। তাহা এক প্রকার উপরোক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও চলে।" ( পৃ. ৮১১ )

( ১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩ )

প্রাচীন পদ্যাবলি ॥—চাতকাষ্টক ও ভ্রমরাষ্টক পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন ও বানরাষ্টক ও বানর্য্যষ্টক এই ছয় প্রকার প্রাচীন সংগ্রহ অর্থাৎ প্রথমে অশেষ শ্লেষঘটিত চাতকের উক্তি মেঘের প্রতি এবং দ্বিতীয়ে ভ্রমর ও পদ্মিনী ও কেতুকীপ্রভৃতির উক্তি প্রত্যুক্তি এবং তৃতীয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিশারদ পঞ্চরত্নের সারোদ্ধার নীতি শিক্ষা ও চতুর্থে ঐ মহাতেজা রাজার হিতোপদেশ এবং পঞ্চমে ও ষষ্ঠে ঐ রাজসমীপস্থিত দেবরাজ প্রেরিত বানরী ও বানরাকৃত দেবতা বিশেষের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ও বিবিধ কৌশলে রাজনীতি-ইত্যাদির মূল শ্লোক ও তদীয়ার্থ পয়ার ছন্দে সাধু ভাষায় প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীরামপুরে রত্নাকর যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত শ্রীরামতর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে।

( ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ৭ ফাল্গুন ১২৩৩ )

শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত নিকটে রাখিয়া প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি ও শব্দাম্বুধি ও প্রাণতোষণী ও ভস্মকৌমুদীনামক গ্রন্থচতুষ্টয় ক্রমে স্বব্যয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন সংপ্রতি বাবুজী মহাশয় যে এক প্রাণকৃষ্ণৌ-ষধাবলীনামক বৈদ্যক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় রচিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কিপর্য্যন্ত লোকোপকার হইয়াছে ও হইবেক তাহা সকলেই অনুভূত হইতেছেন ঐ গ্রন্থের পরিমাণ প্রায় ১৫০ এক শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ঐ গ্রন্থে নানাবিধ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কাপ্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে আর ঐ গ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন……।—সং চং

( ১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬ )

সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস।—গত ১ আগস্ত তারিখে সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাসের প্রথম ভাগ শ্রীরামপুরে প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকের এক পৃষ্ঠে আসল ইঙ্গরেজী এবং তাহার সম্মুখ পৃষ্ঠে বাঙ্গলা তর্জমা আছে। তাহা চারি ভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১ টাকা।

( ১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬ )

বিজ্ঞাপন।—চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্রকে প্রকাশ পত্রের দ্বারা আমরা সম্বাদ দিতেছি যে ১২৩৬ সালের গত ২৪ শ্রাবণ তারিখের তিমিরনাশকনামক সমাচারপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে তিনি চন্দ্রকান্তনামক পুস্তক কোন ব্যক্তির

অনুমত্যনুসারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যোগ করিতেছেন অতএব তাঁহাকে জ্ঞাত করাইতেছি যে ঐ পুস্তক আমারদিগের দ্বারা রচনা হইয়া এবং অর্থব্যয়ের দ্বারা বিক্রয়ার্থে ছাপা হইয়াছে এক্ষণে তাহার ৯০০ নয় শত পুস্তক আমারদিগের নিকট প্রস্তুত আছে তাহা বিক্রয় হয় নাই যদ্যপি তিনি ঐ চন্দ্রকান্ত পুস্তক পুনর্ব্বার ছাপা করেন তবে আমারদিগের ঐ প্রস্তুত পুস্তকের বিক্রয়ের ক্ষতির নিশা তাঁহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্য ব্যক্তি তাহার অনভিমতে ছাপা করিলে তদ্বিষয়ের যে আইন নিরূপণ আছে তদনুসারে উচিত ফলপ্রাপ্ত হইবেন জ্ঞাপনমিতি তারিখ ২৬ শ্রাবণ ১২৩৬ সাল। শ্রীদেবীচরণ পরামাণিক।

( ২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬ )

বিজ্ঞাপন।—পাঠক মহাশয়েরা জ্ঞাত থাকিবেন এবং জ্ঞাত কারণ লিখিতেছি যে ৪০৬ সংখ্যার চন্দ্রিকাতে যাহা প্রকাশ হয়। চন্দ্রকান্তনামক গ্রন্থ তৃতীয়বার হইবার অন্তে কোন ব্যক্তি উত্তম কাগজ দিয়া নূতন হরপে উত্তম করিয়া ছাপাইতে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহা কোন ব্যক্তির শৈর্য্যোদ্ধারা অধৈর্য্য হইয়া আইন দর্শাইয়া স্বগুণপ্রকাশ করিয়াছেন যখন তিনি রিপ্রীন্ট বহীর অর্থাৎ তৃতীয় বারে আপনি ছাপিয়াছেন তখন তাঁহার আইন দরিয়াপ্ত গুপ্ত ছিল সে যাহা হউক এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছেন কিন্তু যে ব্যক্তির অনুমতিঅনুসারে ছাপিতে আরম্ভ করিতেছি তিনি ঐ আইন বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন এবং আছি পশ্চাৎ নিবারণোদ্যোগপত্র পাঠমাত্র চমৎকৃত হইলাম।···তিং নাং [ সম্বাদ তিমিরনাশক ]

( ১২ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ২৮ ভাদ্র ১২৩৬ )

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণনামক এক ক্ষুদ্র নূতন গ্রন্থ গত শ্রাবণ মাসে প্রকাশ পাইয়াছে ঐ গ্রন্থের পরিমাণ ২৪ পত্র তাহার প্রকাশকের নাম ব্যক্ত হয় নাই যাঁহার স্থানে পাওয়া যায় তাঁহার নাম ধাম ঐ গ্রন্থোপরি লিখিত আছে মাত্র যাহা হউক ক্রমে প্রকাশকও প্রকাশ হইবেন ঐ গ্রন্থ আমরা গত দিবস পাইয়াছি যদ্যপিও তাহার পূর্ব্বাপর পাঠ করিয়া বিবেচনা করিতে সাবকাশ কাল পাই নাই তথাপি তাহার অনুষ্ঠান ও ভূমিকাপাঠে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতুক অনুষ্ঠানপত্রের প্রথম কএক পংক্তি লেখেন যৎকালীন লোকের সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধি হয় তৎকালীন সকলেই প্রায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতে বাঞ্ছিত হয় তদ্বন্ধার্থে নূতন পুস্তকাদির আবশ্যক হয়। ইংগ্লণ্ড ও ফ্রেঞ্চ এবং আর২ সর্ব্ব উপদ্বীপে নানাপ্রকার পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়া তত্তদ্দেশীয় লোকের বিবিধরূপে বিদ্যার এবং জ্ঞানের প্রাচুর্য্য হইয়াছে ইত্যাদি অনেক লিখেন তাহা আমরা ক্রমে২ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি এবং তদ্বিষয়ে আমারদিগের যাহা বক্তব্য তাহাও তাহার নিম্ন ভাগে লিখিব। সংপ্রতি ঐ অনুষ্ঠানপত্রের কএক পংক্তিতে বোধ হইল যে এতদ্দেশীয় লোক অসভ্য অভব্য ছিলেন এক্ষণে সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন কিন্তু পুস্তকাভাবে হইতেছেন

না তজ্জন্য ঐ মহাশয় এই অভিনব পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন পরে আর২ হইবেক তাহাতে লোকের জ্ঞান জন্মিবেক এবং সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। যাহা হউক সর্ব্বতত্ত্বদীপিকাপ্রকাশক মহাশয় ধন্য যেহেতুক এমত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যাহা পূর্ব্বকালীন মহামুনি ঋষিবর এবং নানা কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্রবক্তারা যাহাতে অক্ষম হইয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী ও সর্ব্বজ্ঞ কোন ব্যক্তিকেই করিতে পারেন নাই তাহা যদ্যপি হইত তবে তাঁহারদিগের রচিত গ্রন্থ অনেক আছে এবং অনেকে পাঠ করিয়াছেন সে সকল লোকের সভ্যতা ও ভব্যতা দীপিকাপ্রকাশক দেখিতে না পাইয়া মহাদুঃখিত হইয়া ইংগ্লণ্ডাদি দেশের ব্যবহার ও রীতিপ্রভৃতি দর্শাইয়া এ দেশের লোককে জ্ঞানি করিবেন অতএব ইহার পর আত্মীয় উপকারক বিজ্ঞ গুণজ্ঞ আর কে আছেন। যদ্যপিও অন্য২ ব্যক্তিরা সংস্কৃত ভাষাহইতে ভাষা করিয়া নানাপ্রকার গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন এবং কএকটা সমাচারপত্র এতদ্দেশীয় ভাষায় আছে তাহা পাঠে কাহারও উপকার নাই কেননা তাঁহারা কেবল আপন লভ্যের নিমিত্তে করিতেছেন জ্ঞান জন্মে এমত কথা তাহাতে থাকে না ইনি এই গ্রন্থ কেবল এক টাকা মূল্যে দিবেন ইহাতে ইঁহার লাভের অংশ কিছুই দেখি না যেহেতুক ঐ ২৪ পত্র পুস্তকের মূল্য ২৪ টাকার ন্যূন নহে তাহা ১ টাকায় দিবেন কোন প্রকারে লোকের জ্ঞান জন্মে অতএব এক্ষণে এতদ্দেশের উপকারক যত আছেন বা ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা এই মহাশয় শ্রেষ্ঠ।

( ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬ )

সর্ব্বতত্ত্বদীপিকার ভূমিকা।—আমারদিগের মধ্যে এইক্ষণে ভাষায় এমত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই যে তাহাতে নানাবিধ বৃত্তান্ত ও ভিন্ন২ দেশীয় লোকের ব্যবহার ও চরিত্রাদি অবগত হইতে পারা যায়। সংস্কৃতে যাহা আছে তাহা পড়িতে এবং তদর্থ বুঝিতে আমরা সমর্থ নহি যেহেতুক বিষয়ি লোকের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ বড় দুই এক ব্যক্তি পাওয়া যায় এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞবিষয়ি লোকেরদের কারণ ভাষাতে চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে আছে তাহাতেও আমারদের মনোগত বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের নিমিত্তে কোন সদুপায় নাই এই নিমিত্তে অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

দীপিকাপ্রকাশক বুঝি এতদ্দেশীয় লোক না হইবেন কেননা আপনিই দক্ষিণ হস্তে করিয়া লিখিয়াছেন যে আমারদিগের মধ্যে ভাষায় কোন গ্রন্থ নাই এতদ্দেশীয় লোক হইলে অবশ্যই জ্ঞাত থাকিতেন যে মহাভারতের ১৮ পর্ব্ব ভাষায় কাশীদাসকৃত। রামায়ণ কৃত্তিবাস-কৃত। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ভাষা দ্বিজমাধবরচিত। অপর কৃষ্ণমঙ্গল কালিকামঙ্গল চৈতন্যমঙ্গল জগন্নাথমঙ্গল মনসামঙ্গল অন্নদামঙ্গল যাহাতে দেশের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয় এমত অনেক২ মঙ্গল আছে। অপর গোস্বামিরদিগের কৃত চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্য-চরিতামৃতপ্রভৃতি ভাষায় রচিত কতই গ্রন্থ আছে তাহার তাবৎ নাম ও স্থূল বিবরণ লিখিতে

হইলে সর্ব্বতত্ত্বদীপিকামতে এক শত গ্রন্থের অধিক হইতে পারে। অপর লেখেন সংস্কৃতে যাহা আছে তাহা বিষয়ি লোক বুঝিতে ও পড়িতে অক্ষম। উত্তর। এই নিমিত্ত ইদানীং এদেশের পরমোপকারক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা শ্রীভগবদ্গীতা হিতোপদেশ যোগবাশিষ্ঠ আনন্দলহরী মার্কণ্ডেয়পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদি নানা গ্রন্থ সংস্কৃত মূল রাখিয়া তদীয়ার্থ ভাষা করিয়া কত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহা আমরা সকল অদ্যাপি জ্ঞাত হইতে পারি নাই অধিকন্তু কেবল ভাষা আদিরস ও ভক্তিরসঘটিত এবং দিগ্‌দর্শনাদি কতপ্রকার গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা কি সর্ব্বতত্ত্বদীপিকাপ্রকাশক দেখেন নাই কিম্বা দেখিয়া ও পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে উক্ত গ্রন্থসকলে জ্ঞানোপযোগী কোন কথা নাই। এইহেতুক সে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল চণ্ডী গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে আছে তাহাতে মনোগত বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয় নিমিত্ত কোন সদুপায় নাই লিখিয়াছেন। উত্তর। তিনি যদ্যপি ঐ গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া থাকেন এবং তাহার অর্থসকল বোধ হইয়া থাকে এমত জানিতে পারি তবে তাহাতে আমারদিগের যাহা জিজ্ঞাস্য তাহা পশ্চাৎ ব্যক্ত করিব।...সং চং [ সমাচার চন্দ্রিকা ]

( ৩ অক্টোবর ১৮২৯। ১৮ আশ্বিন ১২৩৬ )

...অপর ৩০ ভাদ্রের চন্দ্রিকায় পুনরায় লিখেন যে দীপিকাকার লিখিয়াছেন যে আমারদের মধ্যে এক্ষণে ভাষাতে এমত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত নাই যে তাহাতে নানাবিধ বৃত্তান্ত ও ভিন্ন২ দেশীয় লোকের ব্যবহার ও চরিত্রাদি অবগত হওয়া যায় এই রূপ লিখিয়া পরে লিখেন যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরদের কারণ ভাষাতে চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং বিদ্যাসুন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে২ আছে তাহাতে জ্ঞানোদয়ের নিমিত্তে কোন সদুপায় নাই পূর্ব্বোক্ত কামনায় কোন কথা না কহিয়া অথবা তদর্থ প্রকৃতরূপে না বুঝিয়া শেষ কথার বিপরীতার্থে প্রমাণ দিয়া মনসামঙ্গলপ্রভৃতি অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু লাউসেনের পালা ও দূতীবিলাস ও নববাবুবিলাস এই কয়েকখানি গ্রন্থের নাম কেন লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন হায়২ সোণা ফেলে অঞ্চলে গির এ বড় খেদের বিষয় যেহেতুক তাহাতে অনেক জ্ঞানোদয়ের সদুপায় ছিল চন্দ্রিকাকার যে২ জ্ঞানোদয় নিমিত্তে ভাষা পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের চরিত্রাদি কোন কথা নাই ইহা চন্দ্রিকাকার বুঝি না দেখিয়া থাকিবেন দৃষ্টি করিলে এমত অসম্ভব কথা কেন লিখিবেন যদ্যাপি কিঞ্চিৎ দ্বেষশূন্য হইয়া দীপিকা পাঠ করিতেন তবে তাহার এরূপ দোষ উল্লেখ করায় প্রয়োজন থাকিত না অলমিতিবিস্তরেণ। তিমিরনাশক পাঠকস্য।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা এবং ব্যবহারদর্পণ' পুস্তকের "১ম খণ্ড, মাহ শ্রাবণ ১২৩৬ সাল" ও "২ সংখ্যা—পৌষ ১২৩৬ সাল" আছে।

( ৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬ )

মহাভারত।—চন্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে সংপ্রতি সংস্কৃত মহাভারত ছাপাকরণের আরম্ভ হইয়াছে প্রকাশক তাহার মূল্য ৬৪ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং পুস্তকের বাহুল্যদৃষ্টে মূল্য অধিক বোধ হয় না তথাপি তাহা লওনে অনেকে অক্ষম হইবেন। সংস্কৃত পুস্তক যে প্রকারে লেখা যায় তদনুরূপে তাহা তুলাত কাগজের উপরে ছাপা হইবে সেই প্রকারকরণ শাস্ত্রসিদ্ধ বটে কিন্তু ব্যবহারানুপযোগী। কলিকাতায় অন্য এক যন্ত্রালয়ে ঐ মহাভারত দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় শ্রীযুত কাশীর রাজার খরচে ছাপা হইতেছে।

( ২১ নভেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ )

নূতন পুস্তক।—সংপ্রতি কলিকাতানগরে দক্ষিণ দেশজাত কাবেলি বেঙ্কাটরাম স্বামিনামক এক জনকর্তৃক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে দক্ষিণ দেশের কবিরদের তাবৎ বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে ১৭০ পৃষ্ঠা আছে এবং প্রত্যেক কেতাব দশ টাকা করিয়া বিক্রীত হইতেছে। সেই পুস্তক অদ্যাবধি আমারদের নিকটে আইসে নাই অতএব তাহার দোষাদোষ বিবেচনা করিতে পারি নাই।

পুস্তকের লিখিত কথার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই কথা প্রকাশ পাইয়াছে যে পূর্ব্বকালে স্ত্রী লোকেরা কেবল পাঠকরণে সুশিক্ষিত হইত তাহা নয় কিন্তু তাহারা সংস্কৃত ভাষায় এমত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে যে অদ্যাপিও বিজ্ঞ লোকেরদের মধ্যে তাহার প্রশংসা আছে। ঐ গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষরূপে চারি ভগিনীর বিবরণ লিখিয়াছেন তাহারদের নাম অভয়া ও উপাগা ও মরিগা ও বাল্লী। উপাগা রজকীর গৃহে প্রতিপালিতা হয় তথাপি নীলীপাপাতাল নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে। মরিগা তাড়িবিক্রয়িণীর স্থানে বাল্যকালে শিক্ষা পাইয়া নানাবিধ বিষয়ে স্বকৃত কাব্যপ্রকাশ করিয়া গিয়াছে। অভয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা ও ভূগোল বিদ্যার নানা গ্রন্থ প্রস্তুত করিল এই বিবরণের দ্বারা বোধ হয় যে স্ত্রীলোকেরদের সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষানিবারণের যে রীতি তাহা আধুনিক। বঙ্গভূমিস্থ সকলেই সুজ্ঞাত আছেন যে ইংগ্লণ্ডীয়েরা স্ত্রীলোকেরদিগের নিমিত্তে পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন কেহ২ এই হেতুতে তাহার আপত্তি করেন যে স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষাদেওন দেশের চলিত ব্যবহারের বিপরীত। কিন্তু পুস্তকে দৃষ্ট হইল যে পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেন এবং তাঁহারা সেই ভাষায় অতিনিপুণা হইতেন অতএব আমারদের ভরসা এই যে স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষাদেওনের বিষয়ে যে ওজর হইয়াছে তাহা লুপ্ত হইবে এবং অল্প কালের মধ্যে এ দেশের লোকেরা যেমন আপন পুত্রেরদিগকে শিক্ষা দেওনে সুচেষ্টিত তেমন আপনার কন্যারদিগকে সুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে সুযত্ন হইবেন। আমারদের স্থানে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের সংগ্রহের পুস্তকে বার জন স্ত্রীলোকের লেখনের চুম্বক আছে ইহার ন্যূন হইবে না। পুনশ্চ এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গবর্ণমেণ্টের

এক পুরাতন আইনে হুকুম আছে যে পিতৃহীন কন্যারদের সংসারাধ্যক্ষ তাহারদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে উপযুক্ত গুরু রাখিবেন।

( ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬ )

ভূপালকদম্ব।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যুগান্তরে পৃথিবীস্থ প্রায় যাবদীয় রাজার বংশাবলী ও চরিত্র পুরাণ ইতিহাস বর্ণনদ্বারা প্রকাশ আছে কিন্তু ইদানীন্তন কলিযুগজাত বিশেষতঃ দিল্লীর সিংহাসনস্থ নানা জাতীয় রাজা যাঁহারা প্রায় সাগরান্ত রাজ্যে সাম্রাজ্য করিয়া নানাবিধ কীর্ত্তি করিয়াছেন সে সকল রাজার বংশাবলী বর্ণনপূর্ব্বক গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারপ্রভৃতি নানাবিধছন্দে বিজ্ঞতম পরম পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্তৃক রচিত ভূপালকদম্বনামক এক গ্রন্থ প্রস্তুত আছে সেই গ্রন্থের স্থূল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া গুণিজন সমাজে প্রেরণ করিতেছি ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে এ গ্রন্থ প্রকাশে কিপর্য্যন্ত উপকার হইতে পারে প্রথমতঃ ভূগোল শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের আদ্য সৃষ্টি পত্তন কল্কিদেবের জন্ম ও তপস্যাদি বর্ণনপূর্ব্বক জম্বুদ্বীপের বিভাগ বিশেষতঃ ভারতবর্ষের দেশ ও পর্ব্বত নদীপ্রভৃতি তন্মধ্যে যে যে বংশে দিল্লীর সাম্রাজ্য হইয়াছিল তাহার বিশেষ২ নাম ও রাজ্যভোগের বৎসর সংখ্যা যুধিষ্ঠির রাজাদির জন্ম ও পরিক্ষিতের বংশের শেষপর্য্যন্ত সংখ্যা তথা গৌতমের বুদ্ধমতাবলম্বী হওয়া তদনন্তর দিল্লীতে যাবদীয় রাজা সম্রাট হন তাহার সংক্ষেপ নিরূপণ ও ইন্দ্রশাপে তৎপুত্র গন্ধর্ব্ব সেনের পৃথিবীতে আগমন ও তাঁহার ধাররাজার কন্যার সহিত বিবাহ এবং তদৌরসে ভর্তৃহরি ও বিক্রমাদিত্যের জন্ম এবং মালবা দেশে রাজা ভর্তৃহরির রাজ্যভোগানন্তর বৈরাগ্যপ্রাপ্তি পরে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব তাঁহার সাম্রাজ্য বিধান জন্য নানা দিগ্‌দেশীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধপ্রসঙ্গে কোচবেহারের রাজার চরিত্র ও তদ্দেশের বিস্তার ও তাঁহার সহিত বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যের জয় এবং বিক্রমাদিত্যের নাশে সমুদ্রপাল যোগী বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেনের প্রাণহরণ করিয়া রাজা হন তদবধি তাঁহার চেলা গোবিন্দপাল সম্রাট হইলেন ও তাঁহার বংশ বিস্তার পরে আদিশূর বল্লালপ্রভৃতি পরে রাজপুত জাতি জীবন সিংহ ও পৃথুরাজার চরিত্র বিস্তার বর্ণন অনন্তর জবন জাতীয় সুলতান শাহাবুদ্দীন কোতবুদ্দীনপ্রভৃতি বাদশাহের বর্ণন পরে ইঙ্গরেজের এতদ্দেশে আমলকারণ যুদ্ধাদি তদধিকার বর্ণন এই স্থূল বৃত্তান্তের বাহুল্যরূপে রচনায় রচিত ঐ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে ছাপা হইতেছে মূল্য ৪ চারি তঙ্কামাত্র যে কেহ গ্রহণেচ্ছুক হন কলিকাতায় ঐ যন্ত্রালয়ে পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে পাইতে পারিবেন। ইং ১৮২৯ সাল ১২ দিসেম্বর। শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়স্য।

( ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬ )

**ভর্তৃহরি ত্রিশতক।**—শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ নিখিল রাজনীতি রীতিবিৎ বিচক্ষণ ভূমণ্ডলস্থ মণ্ডলেশ্বর নিকরকরগ্রাহক বেতালাদি অষ্টসিদ্ধ যে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার বৈমাত্রেয়

বিখ্যাত বিক্রান্ত শান্ত দান্ত তেজস্বী যশস্বী দূরদর্শী মনস্বী সকল মনুষ্যেশ্বরাগ্রগণ্য শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজা ভর্তৃহরি যিনি দিল্লীর সিংহাসনস্থ চক্রেশ্বর হইয়া পৃথিবীস্থ যাবদীয় ভূপাল শাসনপূর্ব্বক প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং সুরপতিপুত্র গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসজাত পুত্র বিখ্যাত যিনি বয়োবসানে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবন আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরধ্যানে সমাধিপ্রাপ্ত তাঁহার স্বনাম খ্যাত স্বপ্রণীত নীতিশতক বৈরাগ্যশতক ও শৃঙ্গারশতক এতত্রিখণ্ডে শতত্রয় শ্লোকের গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারছন্দে অর্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক সংস্কৃত মূল সমভিব্যাহারে এক গ্রন্থ বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত করা যাইতেছে ছাপার ব্যয়ের আনুকূল্যার্থে ২ দুই তঙ্কা মূল্য নিরূপিত হইয়াছে যে কেহ গ্রাহক হন বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে পাইতে পারিবেন। ইং ১৮২৯ সাল ১২ দিসেম্বর। শ্রীরামদাস ন্যায়পঞ্চাননস্য।

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬ )

শুড়োলিথোগ্রেফিক প্রেষ। অর্থাৎ শুড়ায় পাতুরিয়া ছাপাখানা।—এই পাষাণযন্ত্রের অধ্যক্ষ তাহাতে নানাবিবিধ গ্রন্থ ও নানাপ্রকার প্রতিমূর্ত্তি অর্থাৎ ছবি ছাপা করিবেন সংপ্রতি তিন কর্ম্মারম্ভ হইয়াছে…।

অপূর্ব্ব এক যন্ত্র স্থির করিয়া লিখিয়াছেন যাহাতে ইঙ্গরেজী ১৬০০ সালঅবধি ১৯৯৯ সনপর্য্যন্ত ৩৯৯ বৎসরের দিবস স্থিরহইতে পারিবেক এই অপূর্ব্ব এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন।

অপর চিত্রবিদ্যাবিষয়ক যাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য বিশেষতঃ এতদ্দেশে শ্রীশ্রী ৺প্রতিমার প্রতিমূর্ত্তি চিত্র করিতে ও গৃহে রাখিতে সকলেরি অভিলাষ হয় কিন্তু চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন উপায় এদেশে না থাকাতে অনেকের তাহাতে মনোযোগ নাই এবং পটুয়াআদি যাহারা জানে তাহারাও উত্তমরূপে পারে না এপ্রযুক্ত চিত্রবিদ্যা সর্ব্বজন শিক্ষার নিমিত্ত ইঙ্গরেজী উত্তম চিত্রাভিজ্ঞ সকলের মত গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্কলন করিয়া ও চিত্র আদর্শ নিমিত্ত মনুষ্য ও পশ্বাদির ছবি ১৫ খান পরিমাণ বিশেষ করিয়া এক গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে ঐ গ্রন্থ শুড়া পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত হইবেক তাহার মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করিয়াছেন।

এ দেশে অক্ষর লিখিবার তাহার কোন গ্রন্থ নাই এজন্য শুড়া পাষাণযন্ত্রাধ্যক্ষ অতিসুন্দর বড় অক্ষরে স্বর ও ব্যঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর এবং বর্ণসকলের উচ্চারণের স্থান বিশেষ করিয়া অক্ষর লেখা শিক্ষাকরণোপযোগী এক গ্রন্থ পাষাণযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে মনস্থ করিয়াছেন… ।—সং চং

( ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০। ১৮ মাঘ ১২৩৬ )

গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক।—আমরা অতিশয় সন্তোষপূর্ব্বক গতবৎসরে

কলিকাতার মধ্যে এতদ্দেশীয় ছাপাখানাতে যে সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার যেপর্য্যন্ত সংখ্যা করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের নিকট জ্ঞাপনার্থ প্রস্তাব করিতেছি।

এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গালা পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হয় যে এত অল্পকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ছাপার কর্ম্মের এমত উন্নতি হইয়াছে। প্রথম যে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্মকারক শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহা বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। যে পুস্তকের ফর্দ্দ এক্ষণে আমরা প্রকাশ করিলাম সেই ফর্দ্দে দৃষ্ট হয় যে গতবৎসরে বাঙ্গলা ভাষায় ছোট বড় ৩৭ খান পুস্তক হয়। ইহার মধ্যে কএক খান পাম্‌প্লেট অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বটে তথাপি হিন্দুরদের মধ্যে পুস্তক গ্রহণকরণে যে এমত লালসা হইয়াছে যে তাহাতে বিক্রয়ার্থে এইরূপ পুস্তক মুদ্রিত করণে লোকেরদের সাহস জন্মিয়াছে এ অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। ঐ২ পুস্তকের অধিকাংশ হিন্দুরদের ধর্ম্মসংক্রান্ত কিন্তু যদনুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যার চর্চ্চা হয় তদনুসারে বুঝি যে অন্য২ নানাবিধ বিদ্যাসম্পর্কীয় মুদ্রিত পুস্তকসকল আরো বিদ্যার্থি লোককর্ত্তৃক গৃহীত হইবেক এবং হিন্দু লোকেরদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করিয়া তাদৃশ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যত হইবে ইহা অসম্ভব নহে।

আমরা ইতস্ততো নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম যে পূর্ব্বাপেক্ষা এতদ্দেশীয় সম্বাদ কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ হইয়াছে। এবং তৎকাগজ প্রকাশক মহাশয়েরাও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ দূর দূরদেশীয় সম্বাদ ঐ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ইহার কারণ আমরা এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে বারো বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তখন আমারদের এই দর্পণগ্রাহকের মধ্যে অনেকেই তিরস্কার পূর্ব্বক আমারদিগকে লিখিতেন যে যে২ দেশের নামপর্য্যন্তও কখন আমারদের কর্ণগোচর হয় নাই তত্তদ্দেশীয় সম্বাদ তোমরা কি নিমিত্তে পত্রে প্রকাশ কর। কিন্তু এক্ষণে আমরা অতিআহ্লাদপূর্ব্বক দেখিতেছি যে কলিকাতানগরে এতদ্দেশীয় লোককর্ত্তৃক যে কাগজ মুদ্রিত হয় তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশীয় সম্বাদ প্রকাশিত হইতেছে। ভিন্নদেশের যে সকল নানা ঘটনা বিশেষতঃ ইংগ্লণ্ডদেশে যে সকল ব্যাপার চলিতেছে তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত শুশ্রূষা হইয়াছে। ইহার এক বিশেষ আশ্চর্য্য প্রমাণ অল্পকাল হইল আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইল যে তৎপত্র সম্পাদক পৃথিবীর নানাদেশীয় সম্বাদ প্রকাশ করিবেন এবং তত্তদ্দেশের নাম বিশেষ করিয়া তৎকর্ত্তৃক লিখিত ছিল কিঞ্চিৎ কালানন্তর আমারদের সম্বাদ পত্র মফঃসলনিবাসি কোন গ্রাহকের এক লিপি পাওয়া গেল তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে পূর্ব্বোক্ত সম্বাদপত্রে যত দূরদেশীয় সম্বাদ ব্যক্ত থাকে তত্তদ্দেশীয় তত সম্বাদ দর্পণে অর্পণ না করিলে আমি দর্পণ ত্যাগ করিব।

শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যন্ত্রালয়ে
নীচে লিখিত পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে।—

শঙ্করীগীতা। বায়ুব্রহ্ম। আসাম বুরঞ্জি। ভাগবতের একাংশ ছাপা হইতেছে।

শ্রীযুত রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়ে মোং চোরবাগান

আদিপর্ব্ব। সভাপর্ব্ব। বিদ্যাসুন্দর। নিত্যকর্ম্ম। রসমঞ্জরী। পদাঙ্কদূত। মানসিংহোপাখ্যান। পঞ্জিকা।

শ্রীযুত মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়ে।

সংসারসার। গঙ্গাভক্তি। বিষ্ণুর সহস্র নাম। অভয়ামঙ্গল। চন্দ্রকান্ত। রতিমুঞ্জরী। ভাগবত। আদিরস। ভগবদ্গীতা। চাণক্য। নিত্যকর্ম্ম। বিদ্যাসুন্দর।

পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়

ব্যবস্থার্ণব। নলদময়ন্তী। বিদ্যাসুন্দর। অন্নদামঙ্গল। চাণক্য। মহিম্ন। কর্ম্মবিপাক। নিত্যকর্ম্ম। বেতাল। চন্দ্রবংশ। পঞ্জিকা।

মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়।

ইংরেজী ভাষায়

মরে সাহেবকৃত ইঙ্গরেজী স্পেলিং বুক। ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলাতে সেল্পগাইড। বকেবিলরী ও হিতোপদেশ সংগৃহীত। বাঙ্গলা ও ইঙ্গরেজী বকেবিলরি। মনোডি প্রভৃতি। পীর ও ডাক্তার। বিক্রয় পুস্তকের বিবরণ বহী। নূতন বাজারের কেতাবের বিবরণ বহী। লার্ড লিবরপুলের যৌবনকালের বিবরণ। ঐরলণ্ডীয়েরদের ইংগ্লণ্ডদেশে আগমন। মিমায়ের অফ মিস ফেনউইক্। কালিডসকোপ মাগজিন নং ১৫ পর্য্যন্ত। কাটিকিজম। চার্চ কাটিকিজম।

( ২০ মার্চ ১৮৩০। ৮ চৈত্র ১২৩৬ )

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।—বাঙ্গলা ভাষার কাব্য অর্থাৎ রামায়ণের আদ্যকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা।

## সাময়িক পত্র

( ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ১১ আশ্বিন ১২২৫ )

কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ।—এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক নূতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে প্রতিসপ্তাহে তুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা বরোবর ঐ কাগজ লইবেন তাহারা মাস২ ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর না লইবেন তাঁহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবেক।

এখানে জেম্‌স্ সিল্ক বাকিংহাম-সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জর্ণাল' পত্রের কথা বলা হইয়াছে। এই ইংরেজী কাগজখানির অনুষ্ঠানপত্র ( prospectus ) ১৮১৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, এবং প্রথম সংখ্যা ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হয়। 'ক্যালকাটা জর্ণাল' প্রথমে দ্বিসপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া অল্পদিন পরে বারত্রয়িক এবং শেষে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয়।

( ২২ ডিসেম্বর ১৮২১। ৯ পৌষ ১২২৮ )

সম্বাদ কৌমুদী।—এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে…।

( ২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮ )

ইস্তাহার।—কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিদেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে।

( ১৪ জুন ১৮২৩। ১ আষাঢ় ১২৩০ )

নবীন সম্বাদপত্র॥—শুনা গেল যে কলিকাতার চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্র পার্শী ও উর্দ্দু ভাষাতে এক সম্বাদের পত্র সৃষ্টি করিয়াছেন সে পত্রের নাম সমস্থল আখবার ঐ পত্র প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক। তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রকাশ হইয়াছে…।

( ২৯ নভেম্বর ১৮২৩। ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০ )

সুসম্বাদ॥—একনবতিসংখ্যক চন্দ্রিকালোকে আলোকিত হইল যে সম্বাদ তিমিরনাশক নামে এক অভিনব সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে…।

( ১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০ )

ওরিএন্টেল মেরকিউরি নামে এক ইংরেজী সমাচার পত্র প্রকাশ হইতেছে সে কাগজ ১৮ সংখ্যাপর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে…।

( ৬ মে ১৮২৬। ২৫ বৈশাখ ১২৩৩ )

ইশ্‌তেহার।…গবর্নর জেনরল বাহাদুর সর্ব্বলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন। এবং আমরা অদ্যাবধি

আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।...ইহার মূল্য দর্পণের মূল্যানুসারে মাসে এক টাকা ও ডাকমাসুলের চতুর্থাংশ লওয়া যাইবেক।...

( ১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩ )

নাগরির সমাচার পত্র।—সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদন্তমার্ত্তণ্ডনামক এক নাগরির নূতন সমাচার পত্র প্রকাশিত হইয়াছে...।

( ১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪ )

উদন্ত মার্ত্তণ্ড।—আমরা অবগত হইলাম যে এই অত্যুত্তম সমাচারপত্র গ্রাহকের অপ্রতুলেতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ছাপার হরফে ইহাই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র।

( ৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫ )

মরণ।—আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ১৪ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি চারি ঘণ্টার সময় আমারদের আফীসের এক জন পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩২ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মরণে অনেকেই শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন যেহেতুক তিনি এমত মিষ্টভাষী ও সদ্বক্তা ছিলেন যে তাঁহার সহিত কোন অপরিচিত লোক সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলে তাঁহার বাক্যেতে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া গমন করিত এবং তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন। এবং তাঁহার পরোপকারিতা সুশীলতা গুণ অতিশয় ছিল। গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দ বিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

( ২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ )

নূতন সমাচার প্রকাশ।—মোং বাঁশতলার গলির মধ্যে হিন্দু হরল্ড অর্থাৎ বঙ্গদূত প্রেষ নামক এক নূতন ইংরেজী বাঙ্গলা ও পারসী এবং নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীযুত আর এম মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র এই কএকজনে একত্র হইয়াছেন এই কাগজ প্রতিরবিবারে প্রকাশ হইতেছে...।

এই যুগের বাংলা সাময়িক পত্রের বিস্তৃত ইতিহাস সম্বন্ধে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৩৮ সন, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত আমার লিখিত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

( ৭ জুলাই ১৮২৭। ২৪ আষাঢ় ১২৩৪ )

নূতন সমাচার পত্র।—গত ৪ জুলাই অবধি অরিএনটেল রিকার্ডরনামক এক নূতন সম্বাদপত্র প্রকাশ হইতেছে কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে দুই বার প্রকাশিত হইবে ইহার মাসিক মূল্য গ্রাহকেরদিগের নিমিত্ত এক টাকা স্থির হইয়াছে।—সং কৌং [ সম্বাদ কৌমুদী ]

( ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১০ ফাল্গুন ১২৩৬ )

নূতন সম্বাদপত্র।—সংপ্রতি প্রার্থিননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক নূতন সম্বাদপত্র ইণ্ডিয়া গেজেট যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সময়ে২ মুদ্রিত হইবে অনুমান প্রতি সপ্তাহে একবার। তৎ সম্পাদক ও লেখক সকলি হিন্দুলোক। তাহার প্রথম সংখ্যার কাগজে যে কএক প্রকরণ লিখিত আছে তাহা অতিসদ্ভাবযুক্ত রচিত এবং তাহাতে তল্লেখকের ইঙ্গরেজী পুস্তকের অতিশয় চর্চ্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে।

( ৬ মার্চ্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬ )

পার্থিনন।—যে পার্থিনন সম্বাদ কাগজ ইংগ্লণ্ডীয় ভাষায় এতদ্দেশীয় কএক জন অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ যুবা মহাশয়েরদেরকর্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে স্থগিত হইয়াছে ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খেদিত হইলাম।

( ১৩ মার্চ্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬ )

প্রার্থিননামক সমাচারপত্রের উত্থান ও পতন।—প্রার্থনননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছিল তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইলে পাঠকবর্গের গোচরার্থ গত ১২ ফালগুণ চন্দ্রিকায় আলোক করা গিয়াছে ঐ কাগজে তৎপ্রকাশকের নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্তু কএক জন হিন্দু বালক যাঁহার উত্তমরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এমত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল অপর সেই কাগজে এতদ্দেশীয়দিগের আরাধনা আচার বিচার ব্যবহারাদি বিষয়ে দোষোল্লাসকরণে তৎ প্রকাশকদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া ছিল কিন্তু ধর্ম্মের প্রভাবে বালকের বালকত্ব প্রকাশ হইতে পারিল না কেননা বালকেরা প্রায় সর্ব্বদাই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় পিতা পিতামহাদি প্রতিপালক বা শিক্ষকের বিজ্ঞাপ্তি হইলে অবশ্যই তৎ কর্ম্মে নিবারিত ও তাড়িত হয় প্রার্থননপত্রের বিষয়ে তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ আমরা শুনিলাম ধর্ম্মসভাজনিত ভয়ে ভীত হইয়া বালকেরা ঐ কাগজ করিতে নিরস্ত হইয়াছে ইহাতে প্রার্থননের যেমন উত্থান অমনি পতন হইল।—সং চং [ সমাচার চন্দ্রিকা ]

# সমাজ

# নৈতিক অবস্থা

( ১২ ডিসেম্বর ১৮১৮ । ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫ )

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।— ...উলানিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক মহাকুলীন সদ্বক্তা ছিলেন তাহার সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সর্ব্বদা বয়স্যতা করিতেন ও তাহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। এক দিন ঐ মুখোপাধ্যায় মহারাজকে ভোজন করিতে আপন বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন ও চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন। মহারাজ ভোজনার্থে বসিয়াছেন মুখোপাধ্যায় সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন মহারাজ অনেক ব্যঞ্জন দেখিয়া কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে মুখোপাধ্যায় কোন ব্যঞ্জন অগ্রে খাইলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন যে মহারাজ বেগুণ পোড়া অগ্রে খাইলে পোড়া মুখে যাহা খাইবেন তাহাই ভাল লাগিবেক। এই কটু অথচ সদুত্তর শুনিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইলেন। এই রূপ অনেক২ কথা আছে। . .

( ২৬ মে ১৮২১ । ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৮ )

চৈতন্য মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিসুমধুর কথা।—কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটী টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ককর্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে

দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পাচ পুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে২ কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই। পরে সুরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীরদের মায়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে।

ইহাতে লেখক কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্ছা পূরাইতে পারে—দেখ সমাচার দর্পণ কর্ত্তা মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব—শুনিয়া দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা করি। সোনায় মণ্ডিবে ভুজ পাবে সুখসিন্ধু তরি।

কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নরূপে পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা করা গেল।

( ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১ আশ্বিন ১২২৮ )

প্রেরিত পত্র।—নীচের লিখিত কএক ধারা এ প্রদেশীয় কতকগুলি লোকের আছে ইহাতে তাঁহারদিগের মন্দ হইতেছে এবং অনেক দীন দুঃখী ও বড় মানুষের বালকেরাও শিখিতেছে। আমি মনে করি যে আপনি নিজ দর্পণে অর্পণ করিলে কুপথহইতে সুপথে গমন করিবেক।

এ প্রদেশীয় কতকগুলি বিশিষ্টানুশিষ্ট সন্তানেরদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই অভিমান আছে যে আমি কিম্বা আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক এই অভিমানে সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকেন কিন্তু ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না মনে করি তাঁহারা বুঝি ইতর ও বিশিষ্টের অর্থ বুঝেন না জাতি বিবেচনা করেন কিন্তু তাঁহারদের উচিত হয় যে ব্যবহার

ও বাক্য ও বিদ্যা বিবেচনা করেন যদি জাত্যংশে বড় হও তাহার পূর্ব্বের রীতি মনে কর আর যদি না জান কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর বড় জাতি ও বড় কুলীন ও গোষ্ঠীপতি কি নিমিত্ত হইয়াছিল সে সকল কেবল রাজদত্ত মর্য্যাদা কেবল ব্যবহার দেখিয়া রাজা দিয়াছিলেন অতএব এক্ষণকার ব্যবহার কি প্রকার তাহা একবার মনে কর না শুধ্ অভিমান। আমি কতক ব্যবস্থার স্মরণ করাই।

১॥ বিশিষ্ট লোকের সন্তান বটেন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পিতা পিতামহপর্য্যন্ত নাম বলিতে পারেন পরে পিতৃ পক্ষ মাতৃ পক্ষের বংশাবলি আর কিছুই আইসে না তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাশক্ত হইয়া কহেন আমি কি ঘটক।

২॥ সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির অভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্ট কবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা। ও কালাপেড়্যে রাঙ্গাপেড়্যে শালপেড়্যে কাঁকড়াপেড়্যে লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাই পেড়্যে ধুতি পরিধান করেন এ সকল স্ত্রী লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ইহাতে তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখা যায় না ও বড় লোক কহা যায় না বরং ছোট লোক বিলক্ষণ সাবুদ হয় আর ঐ নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন স্পষ্ট বুঝা যায় যে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে।

৩॥ বাক্য বিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে লিএজা চুচুঁড়া চুঁড়া ফারাশডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা কামড়িয়াছে কেম্‌ড়েছে টাকার নাম ট্যাকা মুখের নাম ব্যাঁৎ করো নাম কড়ো। পরিহাস বাক্য আইস শাশুড়ে বৌও ইত্যাদি বাক্য যিনি অনেক কহিতে পারেন তিনি সুবক্তা যাঁহাকে ঐ পরিহাস করে তাহারি বা কত মনোবিনোদ হয় তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র কহেন অমুকের পুত্র বড় সুজন বক্তা সকলকে লইয়া আমোদ করেন।

৪। বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন নোটের নাম লোট বডিগর্ডের নাম বেনিগারদ লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গলাভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না সকলকেই ইংরেজী চিঠি লিখেন তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন। সে সকল চিঠীর নকল আগামিতে পাঠাইব তাহা দেখিলে বিদ্যার বিষয় আমাকে বড় পরিচয় দিতে হইবেক না।

অতএব বলি অভিমান ত্যাগ করিয়া বিদ্যোপার্জন কর তাহাতেই ভাল ব্যবহার হইবেক ও ভাল বাক্য কহিতে পারিবা তখন লোকের নিকট আমি বিশিষ্ট লোক আমি বড় লোকের সন্তান বলিতে হইবেক না অনায়াসে লোকে বুঝিতে পারিবেক।

( ১৬ মার্চ্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮ )

প্রেরিত পত্র ॥—সমচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন আমি যে পত্র পাঠাইতেছি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক দর্পণে অর্পণ করেন তবে অনেক বিশিষ্ট সন্তানেরদের উপকার হয় ইহাতে যে ব্যত্যয় থাকে তাহা সারিয়া দিবেন।

এই কলিকাতা মহানগরে অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষানুক্রমে পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেছেন। কিন্তু এঁহারদিগের কাহারো২ যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষমতায় উদর পালন হয় না ইহাতে বয়ঃক্রীড়া কিরূপে চলে কেবল অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয় তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক২ বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপদ্বারা সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায় সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপদ্বারা ক্রমে২ ঐ পথবর্ত্তী হন। যেহেতুক সংসর্গজাদোষগুণাভবন্তি ইত্যাদি।

যে২ বাবু এই পথবর্ত্তী হন তাঁহারা ঐ সকল লোকেরদের মধ্যে অতিশয় সুখ্যাত হন। যে বাবু আপন পূর্ব্ব পুরুষের ধারা পালন করেন তাঁহার অখ্যাতির সীমা নাই। কহে যে অদ্যাপি চুলকাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়েকোঁচা হইল না অমুক বাবু কোন কালে মনুষ্য হইবেন। অতএব শিষ্ট সন্তানেরা এরূপ চলনে শিষ্ট মধ্যে গণনীয় না হইয়া নিন্দনীয় মধ্যে গণিত হন এ বড় দুঃখের বিষয়। ভাগ্যবান লোকেরদিগর উচিত যে আপন২ বালকেরদিগকে শাসিত করেন যে কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ সদালাপ করেন।

( ৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯ )

প্রেরিত পত্র।—সমাচার দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু।

আপনকার সমাচার দর্পণ অনেক ভাগ্যবান লোকে পাঠ করিয়া থাকেন ও নানা দেশে গিয়া থাকে অতএব এতদ্দেশের এক ব্যবহার দেখিয়া প্রকাশ করিতেছি আপনার দর্পণে অনুগ্রহপূর্ব্বক অর্পণ করিলে আমি পরমোপকৃত হই। এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু ও মুসলমান লোকেরা পাকা বাটী করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তাহার শেষ করেন না অর্থাৎ কোন২ স্থানে চুনকাম হয় না কোন স্থানে বা কতক প্রস্তুত হইয়াছে ও কতক অপ্রস্তুত ও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ও কোন স্থান কেবল ভিতরে বালির কর্ম্ম করে ও বাহিরে তাহাও হয় না এবং কোন২ স্থানে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু বাহিরে ভারার বাঁস দেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে। ইহাতে বাটীর অসৌন্দর্য্য ও দর্শনে মন্দ ও দর্শকেরদের অসন্তোষ ও গৃহকর্ত্তার ক্ষতি হয়। অতএব ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারাতে প্রশ্ন করিতেছি যদি কেহ ইহার কারণ লিখিয়া পাঠান তবে বাধিত হইব ইতি।

( ২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১২২৯ )

আশ্চর্য্য বিবাহ॥—জেলা নদীয়ার মোতালক সাঁকোমথনপুর গ্রামে শ্রীরামরাম চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তাঁহারা দুই সহোদর জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৪৫ কনিষ্ঠের ৪০ বৎসর এতাবৎ কাল কেবল কার্ত্তিক ব্রতে যাপন করেন কিন্তু বিব্রতপ্রযুক্ত ঐ ব্রত উদ্যাপন করিতে পারেন না তাহাতে সর্ব্বদা মনোদুঃখী ও সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন কোন ক্রমে কোথাও বিবাহ সঙ্গতি হয় না তাহারা নিজে বংশজ তাহারদের সংসারে ১২।১৪ বর্ষীয় দুইটী ভাগিনেয়-মাত্র আছে। এবং অনির্বৃতি ব্যতিরিক্ত অন্য কন্যা না থাকাতে পরিবর্ত্তও সম্ভবে না। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কোন মহাপ্রতারকের মন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া মোকাম শ্যামনগরের এক ব্রাহ্মণের সহিত পরিবর্ত্ত সম্বন্ধ স্থির করিয়া সেখানে প্রকৃত কন্যা দেখিয়া তুষ্ট হইলেন কিন্তু যখন শ্যামনগরের বরকর্ত্তা এখানকার কন্যা দেখিতে আইলেন তখন রামরাম চক্রবর্ত্তী প্রতিবাসীর এক বিবাহিতা কন্যা দেখাইলেন। অনন্তর লগ্ন স্থির হইল এবং ঐ লগ্নানুসারে উভয় পক্ষ পরস্পর কন্যাকর্ত্তার বাটীতে বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া রামরাম চক্রবর্ত্তী যথার্থরূপে বিবাহ করিলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তীর বাটীতে তাহার এক ভাগিনেয়কে কল্পিত কন্যা বেশ করিয়া রাখিয়াছিল শ্যামনগরের বর আসিয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীর ছালনাতলায় উপস্থিত হইলে ঐ কন্যাকে সভাতে আনিল। বরযাত্রেরা ঐ পুরুষকন্যা দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিল যে ভাই বিবাহ করিবে তো এমনি বিবাহ করিবেক দিব্য কন্যা উপযুক্তা বটে যা হউক অমুকের ভাগ্য ভাল। বরও কোনক্রমে ঐ কন্যা দর্শন করিয়া কত মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু সংপ্রদানের পরে বাসর ঘরে সহবাসে সে সকল বিপরীত হইল। আর কি করিবেক অতি প্রত্যুষে তাবৎ বরযাত্র শ্যামনগরে গিয়া ঐ চক্রবর্ত্তিকে নানাপ্রকার প্রহার করিয়া কেবল প্রাণাবশেষ করিল এবং যে কন্যা তাহাকে বিবাহ দিয়াছিল তাহাকে পাঠাইয়া দিল না।

( ২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১ )

বালকের ইংরাজী পোষাক।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়। আমি প্রতি দিন প্রাতঃস্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলিন বালক রাস্তায় বেড়ায় কেহ২ ছোট২ ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই বালকগুলিন কোন২ বড় মানুষ ইংরাজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম।

এক দিবস দেখিলাম যে ঐ বালকেরা বাঙ্গালি টোলার দিগে যাইতেছে। আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এটা আমাকে জানা উচিত। তাহাতে আমি নিকটে গিয়া ঐ পদাতিকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা কোন সাহেবের সন্তান পদাতিক আমার কথাতে হাস্য করত কহিলেক "কাঁহাকা ভেকুয়া ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা—বাবুকা

লড়কা” ইহা আমার বিশ্বাস হইল না যেহেতুক ঐ বালকেরদিগের কুর্ত্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তানাপ্রভৃতি ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই কেবল কিঞ্চিৎ বর্ণের বিবর্ণতা আছে তাহাও হইয়া থাকে।

শুনিয়াছি এতদ্দেশজাত অথবা যাহার পিতা গোরা ও মাতা কালা তাহারদিগের সন্তানেরাও ইংরাজ হয় কিন্তু কিছু মলিন বর্ণ হয় ইহাও বুঝি তাহাই হইবেক পদাতিকের কথায় প্রত্যয় না করিয়া বালকেরদিগের নিকটে গিয়া আমি কহিলাম বাবু তোমার নাম কি একটী বালক কহিল আমার নাম শ্রীআধাঅমন বাবু। তোমার বাপের নাম কি শ্রী— ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম যে বাঙ্গালি বালক বটে। ইংরাজী পোশাক পরিধান করিবার কারণ কি কিছু বুঝিতে পারি না যদি বল উত্তম পোশাক এই নিমিত্তে বালককে দিয়াছেন। আমি মনে করি হিন্দুস্থানি পোশাকাপেক্ষা ইংরাজী পোশাক বাঙ্গালির নিমিত্ত উত্তম কোন মতে নহে। সে যাহা হউক যদি এ পোশাক বাল্যাবধি পরিধান করিতে লাগিল তবে তাহাকে সে পোশাক চিরকাল ভাল ও সুখজনক বোধ হইবেক তবে সে বরাবরি পরিবেক। যখন মস্ত যোয়ান হইয়া ঐ পোশাক পরিয়া বাটীর মধ্যে যাইবেক তখন তাহাকে দেখিয়া যদি পরিবারেরা ভয়যুক্ত না হউক কেননা ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে তবে অন্য লোকের সাক্ষাৎ কহিবেক যে অমুকেরদিগের বাটীর ভিতর এক জন সাহেবকে যাইতে দেখিলাম ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পারে।

অতএব বলি ইঙ্গরাজী পোশাক পরাইয়া বালকেরদিগের অভ্যাস করণের ফল কি দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না যদি তাঁহারদিগের মতে কিছু গুণ থাকে তাহা লিখিয়া আমার থোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন।

( ২১ মে ১৮২৫। ৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ )

বর যাত্রিকের অবস্থা॥—শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতড়িখড়শী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফাঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহাব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে

সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্প সকলও ক্রমেং প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেকং বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই।—সং কৌং [ সম্বাদ কৌমুদী ]

( ১৫ মার্চ্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪ )

বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে গমন।—বলীপলিত কলেবর ধবলিত কুন্তল শেখর আসন্ন সময়াসঙ্গ কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশূন্য জন্য মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত তদ্বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ নিকটে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তলেং ঘটক সহায়তাবলে কলে কৌশলে বার্দ্ধক্যকালে কুতূহলে কলিকাতার কলুটোলার কোন এক নিজ কুটুম্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবি যৌবন জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া লাঞ্ছনা ভয়ে লুকাইয়া নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধুর্য্য বেশ ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন ইতোমধ্যে ঐ বৃদ্ধের এই সম্বাদ তাহার অন্তরঙ্গ ও প্রতিবাসী বাবুবর্গেরা পাইয়া আদৌ কএকটি অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট উৎকৃষ্ট বেটুয়া অশ্ব ও তস্যোপরি নানাপ্রকার নিশান এবং কতকগুলিন বৈরাগী খোল করতাল ও রণ শিঙ্গাদির বাদ্যের দ্বারা গঙ্গাযাত্রার মর্মান্তিক আয়োজন পুরঃসর গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মইত্যাদি নাম উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার সমভিব্যাহারে অনেক যমদর্শক চিকিৎসক সহকারে অযাত্রা বরপাত্রের সহিত পথিমধ্যে মিলিয়া মুহুর্মুহুঃ বরের নাড়ী পরীক্ষা করত সঙ্কীর্ত্তন ও তৃণগুচ্ছের চামর ব্যজন করিতেং কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দীপাদি নির্ব্বাণ করিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন বিবাহ কার্য্য সুন্দররূপে লগ্নভ্রষ্ট হইয়া নির্ব্বাহ পাইল ইহাতে বরপাত্রের রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও তৎসমভিব্যাহারে বাবুদিগের উৎপাতে কন্যার পিতা সীতার বনবাস স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রসূতিপ্রভৃতি স্বজাতি স্ত্রীলোকেরা শিরে করাঘাত করিয়া খেদে ( তালসাশ কাটম বসের বাটম আমারদের ঝিঃ তোমার কপালে বুড়া বর আমরা করিব কিঃ ) মেয়ালি শ্লোক স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে হে বিধাতা এ কেমন বুড়া বর বুঝি ইহার কুন্তল দর্শনে স্বীয় মান্যাবলোকনে অভিমানে কালিমার গহিনা মন আপন বর্ণ পরিমোচন করে এমত সুবর্ণলতিকা সুলোচনা সুনাসিকা মেয়্যাটিকে একেবারে বিসর্জ্জন করা গেল তাহাতে ঐ গুণনিধি বর রসিকতাপূর্ব্বক কহিলেন বিসর্জ্জনের বিষয় কি মেয়্যাটি কালক্রমে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিবেন ইহাতে সকলেই নীরব থাকিলেন।—তিং নাং

( ৩১ মে ১৮২৮। ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৫ )

এক নবীন যোগির উপাখ্যান।—কোন এক নগরনিবাসি নবীন যোগী আপন শৈশবাবস্থায় অতিশয়াস্থাপুরঃসর দেবস্থানে তদ্দর্শনে যোগারাধনা করিত কিয়ৎ কালানন্তর

যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল হইয়া নানা সুখাভিলাষে মত্ত কুরঙ্গের মত যৌবনতরঙ্গে বিবিধ রঙ্গভঙ্গে অনঙ্গসঙ্গে আপন সচঞ্চল মনকে নিক্ষেপ করিল। যোগবল নির্ব্বল হইল তদ্দৃষ্টে স্বগণ সজল নয়নে আক্ষেপ করিতে লাগিল ভিন্নগণ পরমাহ্লাদে গদগদ হইল নবীন যোগী সুহৃদগণের হিতবাক্য সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত। এক দিবস দেবযাত্রায় তদুপলক্ষে কোনস্থানে নিশিযোগে বহুতর নাটক ও গায়কের সমারোহ হইয়াছিল নবীন যোগী তথায় গমনপূর্ব্বক নানা কেলি কৌতুক নৃত্যগীতাদি শ্রবণাবলোকনে সর্ব্বজন বেষ্টিত প্রফুল্লান্তঃকরণে পুনঃপুন ধন্যবাদ করিল। এতৎসময়ে নবীন যোগির এক প্রবীণ পরমার্থ-দর্শির তথায় তদ্দর্শন মানসে সমাগম হইয়াছিল ইতোমধ্যে গুণনিধি যোগির সদ্ব্যবহার এরূপ মহৎ ব্যাপারে নিরীক্ষণ করাতে কিপর্য্যন্ত সন্তোষ হইল তাহা বর্ণনে বর্ণাভাবপ্রযুক্ত লেখনী অসমর্থা। নবীন যোগির একে নবানুরাগ তাহে কতকগুলিন নব্য সম্প্রদায় নব্য সংস্কার সহকারে তদ্ধর্ম্মানুসারে যুক্তিসিদ্ধ মুক্তিপ্রদায়ক কর্ম্মে অর্থাৎ সুন্দর নামে এক সুন্দর নাটক নিরীক্ষণে নিগূঢ় সুখাবেশে অবশ হইয়া অতিগোপনে কোন বিরল স্থানে অশেষ বিশেষ যতনে নবীন যোগির যোগাসনে যোগসাধন মননে পূর্ব্বের সিদ্ধ যোগবলে যুগ্ম ভাবে পূর্ণাহুতি দ্বারা যোগকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইল সংযোগ কর্ত্তার কঠোর যোগাভ্যাসে এবং নাটকের নাট্যক্রীড়ার নিপুণতাতে প্রাণ বিয়োগ হইল। সংপ্রতি এই বিবরণ শ্রবণে মনে করি যুগধর্ম্ম রক্ষার্থে মনুষ্যদিগের এতাদৃশ যোগমার্গে আশুতোষ প্রবৃত্তির উৎসাহবৃদ্ধি হইতেছে। কস্যচিৎ হিতৈষিণঃ।

( ১৪ জুন ১৮২৮। ২ আষাঢ় ১২৩৫ )

এক নব্যাভব্য বিবেকির বিবরণ।—সৎ কায়স্থ কুলোদ্ভব এতন্নগরস্থ এক ব্যক্তি আপন শৈশবাবস্থায় বিদ্যা শিক্ষার্থ বহুপরিশ্রম করিয়াছিল কিন্তু ভাগ্যাধীন তাদৃশ গুণযোগ হয় নাই ইহাতে তাহার দোষ নাই যেহেতুক বিদ্যা আর বিভব এবং রূপ হওয়া জন্মান্তরের বিস্তর পুণ্যাপেক্ষা করে কিয়ৎ কালানন্তর ঐ ব্যক্তি যোগারাধন মানসে কোন এক উদ্যানে সর্ব্বত্যাগী ও তান্ত্রিক এবং সাগ্নিক ও সালঙ্কারিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন তদুপাসনাদ্বারা তৎ কর্তৃক ইষ্টানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষানুসন্ধানাবগত হইতে লাগিল পরে বৈধাবৈধাচার বিবিধ বিধানে সুবিদিতও হইল আর সদসৎ কর্ম্মের এবং ফলাফলের বিশেষ বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিল দৈব বলে মহাকুতূহলে বেদান্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে সহসা উদ্যত হইত ইতিমধ্যে বিবাহদ্বয় করিয়া অদৃষ্টবলে অপত্যের মুখাবলোকনে মহাপুলকিতান্তঃকরণে পরিবারাবৃত হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। তদনন্তর যৌবনাধীনহেতুক এক প্রবীণা নায়িকার প্রেমে মোহিত হইয়া নানাভোগোপভোগে পারলৌকিক ভোগান্তর যাতনা বিস্মৃতা হইল এই সুখ সময়ে দৈবাধীন অবিদ্যার প্রাণ বিয়োগে বিরহসংযোগে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পূর্ব্বজ্ঞানানুসারে সংসার

অসার এই বোধে শ্মশান বৈরাগ্যাশ্রয়ে বিবেক গ্রহণে সাংসারিক সুখাভিলাষে অনায়াসে পুনশ্চ বিরত হইল। অপর তেষাং এষাণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে ইতি প্রমাণাৎ। শূদ্রের নিষিদ্ধা যে পরাকাষ্ঠা তদবলম্বনে মহাহর্ষমনে দিনান্তে অথবা নিশাযোগ যথাকালে একাহারে কালযাপন করিতেছে। এইক্ষণে দুরদৃষ্টবশতঃ ঐ বিবেকী অর্থাকাঙ্ক্ষায় এতন্নগরে সর্ব্ব দ্বারে২ স্থানাস্থান বিবেচনা না করিয়া ভ্রমণ করাতে ভ্রম বোধ করে না এ কি কলিস্বভাব। অপর যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমহইতে বিশ্রামপ্রাপ্ত তাহার অনুচিত যে লোকালয়ে থাকিয়া অর্থের নিমিত্ত অনর্থকোপাসনাতে দাসত্ব স্বীকার করে। দেখ বিবেকি ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে তীর্থপর্য্যটন করা উচিত তদন্যথা করিলে তাহার সকল কর্ম্ম বৃথা হয় বরঞ্চ ভণ্ড বিবেকিরূপে জগতে বিখ্যাত হইতে পারে। এইক্ষণে অনাহারে বিবেকি মহাশয়ের অস্থিচর্ম্ম সার হইল অর্থোপার্জ্জন দূরে থাকুক জীবন রক্ষা করা ভার ইতি। কস্যচিৎ গৃহিণো নিবেদনং

( ২৫ জুলাই ১৮২৯। ১১ শ্রাবণ ১২৩৬ )

আসামদেশেতে জবন জাতি অত্যল্প অনুমান তুই আনার অধিক হইবেক না যে সকল মুসলমান আছে তাহারাও প্রায় হিন্দু ব্যবহারযুক্ত অর্থাৎ নমাজ পড়া না বলিয়া সন্ধ্যা করি এমত কহে এবং পিরমূরসীদপ্রভৃতি না কহিয়া গুরু গোসাঞিইত্যাদি উচ্চারণ করে আসাম রাজার আমলে গোহত্যা করিতে পারিত না তাহারদের নামসকল কলিয়াকালু ইত্যাদিরূপ শরার প্রায় জারী ছিল না গুয়াহাটি ও রংপুর রাজধানীতে যাহারা থাকে তাহারা বরং শরানুসারে চলে মফঃসলে আর বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত কাজী পূর্ব্বেও ছিল কিন্তু যাপ্যরূপে থাকিত এইক্ষণ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আমল হওয়াতে মীরজা তাজবেগকে কাজী মোকরর করিয়া শরানুসারে শিক্ষাকরার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে ঐ কাজি অকদখানিরুখানি ফিতিয়াখানিপ্রভৃতি অনেক রকম করিয়া মুসলমানের স্থানে টাকা লয় তাহা হুজুরে জাহির হওয়াতে বারম্বার তহকীয়ত করাতে কোন মতে সে হস্ত সঙ্কোচ করে না এইক্ষণ এক মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে জানা গেল যে এক জবন বালক অনুমান ৭।৮ বর্ষবয়স্ক হইবেক তাহাতে ঐ কাজীর তরফ এক জন মুসলমান গোগমন রূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া ৪০ তঙ্কা দণ্ড চাহাতে সে দিতে অসমর্থ হওয়াতে ৪০ তঙ্কাতে এক ব্যক্তির স্থানে আত্মবিক্রয় লেখাইয়া টাকা লইয়াছিল তাহাতে ঐ বালকের জননী জবনী হুজুরে নালিশ করাতে তজবীজের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল তাহাতে শ্রীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব তজবীজ করিয়া দেখিলেন যে ঐ বালক নিতান্ত অসমর্থ সংগ্রামাপটু ইহাতে তাহার উপর···অপবাদ দেওয়া অত্যসম্ভব এতৎকারণে ঐ কাজীকে কজাই কর্ম্মহইতে মাজিস্ত্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ্দ করিয়াছেন তাহার যেমত দণ্ড হয় প্রকাশ করা যাইবেক।

( ২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬ )

প্রেরিত পত্র।—গত আষাঢ়মাসে কলিকাতা মহানগরমধ্যে হাটখোলা গ্রামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রানন্তর ঐ স্থানে মাণিকচন্দ্র বসুজর বাটীতে অবস্থিতি হইলে তথাকার বিশিষ্টশিষ্টধর্ম্মিষ্ঠ ভাগ্যবন্ত শান্ত দান্ত অধিকন্তু সেবানিতান্ত অন্তঃকরণেচ্ছুক হইয়া কান্যকুব্জনিবাসি সেবাত ব্রাহ্মণদ্বারা সেবা ভোগ রাগ দিয়া ঐ প্রসাদ অন্য২ ভদ্রলোকদিগকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল আপনারা পাইয়াছিলেন তাহাতে তত্রস্থ অন্য দলস্থ কতকগুলিন হিংস্রক নিন্দক বিদূষক ভণ্ডপাষণ্ডষণ্ড কাণ্ডজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা কৃপণতাস্বভাব-প্রযুক্ত বাবুদিগের মতের বিপরীত হইয়া দ্বেষাদ্বেষ উপস্থিত করিতেছেন। কিমাশ্চর্য্যমিদং কলিভবে। এতন্নগর মধ্যে কোলমাংস ভক্ষণ যবনী বারাঙ্গনা গমন অপেয়পান ত্বক্ ছেদনপ্রভৃতি বিবিধবিধ কুকর্ম্ম করিয়া অগণ্য না হইয়া বরং মান্য হইতেছেন কিন্তু শ্রীশ্রী৺জগদীশ্বরের প্রসাদ সেবনে ঐ স্থানে নিন্দনীয় কুকর্ম্ম ঘটাইয়া কুৎসা জন্মাইতেছেন কিমধিকমিতি। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ।—সং চং

( ২১ নবেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ )

নামত্যাগ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

ইংরেজী শাস্ত্রবেত্তা কলিকাতার কোন২ হিন্দুরা নানা প্রকার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার ও রীতির পরিবর্ত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব্ব রীতি ত্যাগ যথার্থ কর্ত্তব্য ও শুভদায়ক কি না তাহার ফল বর্ত্তমান যাহা দর্শাইতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন ভাবি যাহা তাহাও আশু ভাবিকালে ব্যক্ত হইবেক। স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় কেননা অনেক ইংরেজ লোক পারসী বাঙ্গলা আরবী জানেন কিন্তু স্বজাতীয়কে চিঠী লিখিতে হইলে স্বজাতীয় ভাষাতেই লেখেন এই রীতি অন্য২ জাতিরও বটে সংপ্রতি এক অভিনব মত স্থাপন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি তাহার স্থুল লিখি যদি ইহাতে কি অভিপ্রায় ও বর্ত্তমান স্থবিধা কি তোমার অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়া ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব ইহারা আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন যথা রামগোপাল রায় ইহা R. Roy ব্যবহার করেন এ কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না ইংরেজী ভাষায় কৃত নাম ও গোত্র ও উপাধি দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা J. J. Bird অক্ষরে John, James, Joseph ইত্যাদি কতিপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে আর Bird. গোষ্ঠীর উপাধি ইহার স্ত্রীর নামও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয় যথা Mrs. Bird ; কিন্তু *R.* লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই রামনাথ ইত্যাদি নানাবিধ নাম আছে আর যদি ঐ R. Roy.র স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে লিখা যাইবেক। আরো এক রীতি আছে যাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ

K. Banerjee, কৃ বানরজী লিখেন বানরজীর বা অর্থ কি। কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্তস্য।—সং চং

( ১৩ মার্চ্চ ১৮৩০। ১ চৈত্র ১২৩৬ )

জাবনিক রুটিভক্ষণ।—আবশ্যক সম্বাদের অভাবে যে এক ক্ষুদ্রঘটনাতে চন্দ্রিকাকার ও কৌমুদীকারের মধ্যে বৃহদ্ঘটনাঘটিত দুই কাব্য উত্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম বিশেষতঃ জ্ঞাত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের এক জন ছাত্র মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমনকরত ঐ দোকান ঘরে প্রবেশপূর্ব্বক এক বিস্কুট ক্রয় করিয়া ভক্ষণ করেন। চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় প্রথমে এই বিষয় সকল লোকের কর্ণের অতিথি করান এবং কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সুতরাং তদ্বিষয়ের বিরুদ্ধ কল্পাবলম্বী হইলেন যে কাব্যরত্ন ঐ রত্নাকর হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ করণ ফলাবহ নহে। কিন্তু ঐ অভাগ্য বালকের সপক্ষে কৌমুদীতে যাহা প্রকাশ হইয়াছে এবং চন্দ্রিকার এক প্রেরিত পত্রের একাংশে তদ্বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম।

## আমোদ-প্রমোদ

( ১৬ অক্টোবর ১৮১৯। ১ কার্ত্তিক ১২২৬ )

নর্ত্তকী।—শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন।

১৮২৩, ১৫ই মার্চ রাত্রে মতিলাল মল্লিকের শুঁড়োর বাগান-বাড়িতে নাচগানের এক বিরাট মজলিস হয়। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত এই মজলিসের বিবরণ হইতে বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণাল' ( অক্টোবর ১৮২৩, পৃ ৩৮৮-৮৯ ) পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহা পাঠে আমরা সেকালের আরও দুই জন নামজাদা মুসলমান নর্ত্তকীর নাম জানিতে পারি; তাঁহারা—বেগম জান্ ও হিঙ্গুল। ইহা ছাড়া সে-যুগের সংবাদপত্রে আরও কয়েক জন মুসলমান নর্ত্তকীর নাম পাওয়া যায়;—আশরুম, জিনৎ, ফৈজ বক্শ, নান্নিজান্ ও সুপনজান্।

( ২২ নভেম্বর ১৮২৩। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩০ )

নাচ॥—গত সোমবার ৩ আগ্রহায়ণ শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ। দিনেক দুই দিন পূর্ব্বে সাহেব লোকেরদিগের নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টাপর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাচঘরের সৌন্দর্য্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্ব্বচনীয়।

অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে তদ্বিষয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহাতে সাহেবেরা তৃপ্ত হইলেন ও মদিরা পানদ্বারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরেরা অনুরাগে নানা রাগে বাদ্য করিল তাহাতে কোন শ্রোতা ব্যক্তির মনোহরণ না হইল। সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।

( ১৭ অক্টোবর ১৮২৯। ২ কার্ত্তিক ১২৩৬ )

শারদীয় পূজা।—এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্ব্বার কর্ম্মকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে ইহার পূর্ব্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্ব্বক নৃত্যগীতইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসর২ ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরে এই দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতাদিতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ইহার পাঁচ গুণ ঘটা হইত এমত আমারদের স্মরণে আইসে। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে বিশেষতঃ জানবুল সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই কহেন যে এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এপ্রযুক্ত যে হ্রাস হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ পত্রপ্রকাশক আরো লেখেন হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদের আপনারদের টাকা এইরূপে সমারোহেতে মিথ্যা নষ্টকরা অনুচিত হইত পারে যে কাহারো২ তাদৃক্ ধন এখন নাই। গত কতক বৎসর হইল নাচের বিষয়ে যে অখ্যাতি হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন ঐ নাচের সময়ে কএক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্রণ্ডীয়েরা সেস্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপানকরণে আপনারদের ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম।

অতএব এই উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অনেক কারণ দর্শান যায়। কলিকাতাস্থ অনেক বড়২ ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যাঁহারা ইহার পূর্ব্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেরি এখন সেই নামমাত্র আছে। কেহ সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে নিঃস্ব হইয়াছেন কেহ২ আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন কেহবা অধিকারের যে অংশকরণেতে বাঙ্গালিরা ক্রমে২ হ্রাসপ্রাপ্ত হন তাহাকরণে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশে পূজা ও বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিন ব্যাপার টাকা ব্যয়ের প্রধান কারণ এবং ইহাতে অনেকে দরিদ্র হইয়া যান বিশেষতঃ এই তিন ব্যাপারে সুখ্যাতি প্রাপণার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন যে তাহাতে

ঋণেতে একেবারে ডুবিয়া গিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল ব্যাপারকরণে অক্ষম হন। উৎসবের হ্রাসহওনের আরো এক কারণ এই যে জ্ঞানবৃদ্ধি। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে যে যাঁহারা জ্ঞান-কাণ্ডে আসক্ত তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অনাসক্ত কলিকাতাস্থ মান্য লোকেরদের মধ্যে এখন বিদ্যার অতিশয় অনুশীলন হইতেছে এই প্রযুক্ত বহুব্যয়সাধ্য যে কর্ম্মেতে মানসিক সন্তোষ অল্প এবং বহুসম্পত্তির নাশ এমত কর্ম্মেতে লোকেরা প্রবৃত্ত হন না।

সমারোহপূর্ব্বক এই উৎসবকরণ অল্প কাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গ দেশেই হইয়া থাকে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন এবং তাঁহার ঐ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে২ ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলে যাঁহারা ধনশালী হইলেন তাঁহারা আপনারদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধন সম্পত্তি দর্শাইতে পূর্ব্বমত ভীত না হওয়াতে তদ্দৃষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন।

১৮১৫ সনের শারদীয় পূজায় নাচ-গানের কিরূপ মজলিস হইয়াছিল তাহার বিবরণ এ-দেশের সংবাদপত্র হইতে বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণালে' উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহার অংশ-বিশেষ এইরূপ :—

...The festival of the Doorga Pooja is now celebrating with all the usual concomitants of clamour, tinsel, and glare. The houses of the wealthier Bengalees are thrown open for the reception of every class of the inhabitants of this great city ; and the hospitality so generally displayed, is worthy of every praise which it is in our power to bestow. We had no opportunity on Monday evening of discovering in what particular house the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view we fear that the chief singers Nik-hee and Ashroom, who are engaged by Neel Munnee Mullik and Raja Ram Chunder, are still without rivals in melody and grace. A woman, named Zeenut, who belongs to Benares, performs at the house of Budr Nath Baboo, in Joro Sanko.

Report speaks highly of a young damsel, named Fyz Boksh, who performs at the house of Goroo Persad Bhos.

The following are the names of the principal natives at whose dwellings the usual entertainments are held. Raja Raj Kisht, Raja Ram Chundr, Baboo Neel Munee Mullik, Gopee Mohun Thakoor, Gopee Mohun Deb, Budr Nath Baboo, Mudhoo Sood Sandul, and Rup Chund Baboo. (*Asiatic Journal*, August 1816, 'Asiatic Intelligence—Calcutta,' pp. 205-06.)

( ১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮ )

চুঁচুড়ার সং।—গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেক২ আশ্চর্য্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধাকে রাজা করিয়াছিল এবং সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎকালীন দশভূজা মূর্ত্তি এবং শুম্ভ

নিশুম্ভের যুদ্ধ এইং রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল ইহার অধ্যক্ষ চুঁচুড়া শহরবাসী সকল ও কলিকাতাস্থ অনেক কিন্তু দুই ভাগে দুই কর্ম্মকর্ত্তা এক জনের নাম খোঁড়া নবু দ্বিতীয় চোরা নবু। এবৎসর এ সংগে খোঁড়া নবুর জয় হইয়াছে। গত বৎসর সং হইয়াছিল না এ বৎসর উত্তম রূপ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় প্রতিবৎসর হইতে পারে।

( ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌষ ১২৩০ )

নূতনগৃহ সঞ্চার॥—মোং কলিকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীনবাটীতে অনেকং ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্রণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।

( ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১ )

সং করার ফল॥—শুনা গেল যে ধোপাপাড়ানিবাসি রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমার বিসর্জ্জনের দিবসে প্রতিমা সমভিব্যাহারে এক সং বাহির করিয়াছিলেন তাহার ভাব এই একটা সাধারণ কথা আছে যে পথে হাগে আর চক্ষু রাঙ্গায়। এই ভাবে একটা মনুষ্যাকার পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া সম্মুখে একটা জলপাত্র রাখিয়াছিলেন ইত্যাদি তাহার ভাবশুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সংসুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় পুলিসে ধৃত হইয়াছিলেন পরে বিচার কর্ত্তা সাহেব তাঁহাকে কহিলেন যে তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে এপ্রকার কদর্য্যাকার সং করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম্ম ইত্যাদি কথায় অনেক তম্বি করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন।

( ২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মাঘ ১২৩৫ )

হাজি সাহেবের সং। গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের বাটীতে আখড়া গানের দুই দলে যুদ্ধ হইয়াছিল তৎশ্রবণাবলোকনে ঐ ভবনে এতন্নগরস্থ বহুতর বাবুগণ ও অন্যান্য অনেক জনের আগমন হওয়াতে চমৎকার সভা হইয়াছিল সে সভায় এক ব্যক্তি হাজি সাহেবের সং সাজিয়া আইল তাহার বেশ ও আকার প্রকার ব্যবহার দৃষ্টিমাত্র সকলেই য়িহুদী জাতি জ্ঞান করিয়া হুকা উঠাইতে আজ্ঞা দিলেন কিন্তু তাহাকে বড় লোক জ্ঞানহওয়াতে সভামধ্যে আসিতে বারণ করিতে

কাহার মন হইল না পরে সে সভায় প্রবেশানন্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল অর্থাৎ সেলাম করত সকলকেই সম্বোধন করিয়া উপবেশনানন্তর এক কেতাব দেখিতে লাগিল তৎপরে অনেকে সংজ্ঞান করিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি কে তাহা নিশ্চয় হইল না শেষে পরিচয় দেওয়াতে জানা গেল নন্দকুমার সেট যিনি হিন্দু থিয়েটর করিতে প্রাবর্ত্তক হইয়াছেন যাহা হউক ইঁহা হইতে ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে এমত বোধ হইতেছে কেননা যদ্যপি ইনি ইহার পূর্ব্বে অনেক প্রকার যাত্রার সং করিয়াছেন তাহা সকলের দৃষ্টিগোচর নহে কিন্তু হাজি সাহেবের সং দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে।

( ১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮ )

বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।—ভারতচন্দ্র রায়কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি বিদ্যাসুন্দরবিষয়ক এক প্রকরণের ধারানুসারে এক যাত্রা সৃষ্টি হইয়াছে।

( ২৬ জানুয়ারি ১৮২২। ১৪ মাঘ ১২২৮ )

নূতন যাত্রা॥—এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক২ প্রকার ছদ্ম বেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং চট্টগ্রামহইতে আগত পরিষ্কৃত বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সং ঐ সাহেবের দাস দাসী এ সকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর ন্যক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানাদিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।

( ২৩ মার্চ্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮ )

নূতন যাত্রা॥—নেপ্তেনস্ত উইলেম ফ্রেঙ্কলিন সাহেব কামরূপা নামে যে গ্রন্থ ইংরেজী ভাষাতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থ মোকাম ভবানীপুরের শ্রীযুত জগন্মোহন বসুজ বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জমা করিয়া তাহাহইতে কামরূপ নামে যাত্রা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ৪ চৈত্র শনিবারে ঐ ভবানীপুরের শ্রীশ্যামসুন্দর সরকারের বাটীতে ঐ যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে।

( ৪ মে ১৮২২। ২৩ বৈশাখ ১২২৯ )

নূতন যাত্রা।—মহাভারতপ্রসিদ্ধ নলদময়ন্তীর উপাখ্যান যে আছে সে অতি সুশ্রাব্য ও মনোরম এবং নব রসসম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অতএব শ্রীহর্ষপ্রভৃতি কবিরা স্বীয়২ শক্ত্যনুসারে তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচনা করাতে মহা কবিত্বে খ্যাত ও মান্য হইয়াছেন। সংপ্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতি ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই প্রসঙ্গের এক যাত্রা সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা আপনারদিগের মধ্যহইতে বিভবানুসারে কেহ পঁচিশ কেহ পঞ্চাশ কেহ শত টাকা ইত্যাদি ক্রমে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে ঐ যাত্রা বহু কাল চলিতে পারে এমত সংস্থান হইয়াছে এবং সেই ধন দ্বারা যাত্রার ইতিকর্ত্তব্যতা বেশ ভূষা বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

( ১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১২২৯ )

নূতন যাত্রা॥—কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া নলদময়ন্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ব্বত্র জ্ঞাত করিতেছি ঐ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার সৃষ্টি হওয়াতে বিস্তর টাকা চাঁদা করিয়া ঐ সুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন ঐ যাত্রা প্রথমে ঐ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ হইয়াছে।

( ১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩ )

মণিপুরের যাত্রার সম্প্রদায়।—পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে নূতন কোন সংবাদ দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতি গোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয় এপ্রযুক্ত লিখিতেছি মণিপুরের এক সম্প্রদায় যাত্রাওয়ালা সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে কেহ২ দেখিয়া থাকিবেন সংপ্রতি ২৯ শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত বাবু মতিলাল শীলের বৈঠকখানায় ঐ যাত্রা হইয়াছিল তাহারদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ভ ও শেষপর্য্যন্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদ্বিবরণ স্থূল লিখিতেছি।

আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল। স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল। ললিত বিসখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী। সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী। ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে। পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে। কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা। রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা। গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা। শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা। বাদ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্ফ। গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।

( ৫ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪ )

রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা।—গত ২ বৈশাখ শনিবার রাত্রিতে শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগানবাটীতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হইয়াছিল এ যাত্রার সম্প্রদায় সংপ্রতি প্রস্তুত হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে জোড়াসাঁকো নিবাসি কতকগুলিন রসিক গুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া ঐ ব্যাপার করিয়াছেন চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে শ্রবণ জন্য সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ না হওয়াতে প্রচরদ্রূপে রাষ্ট্র হয় নাই তৎপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ কিঞ্চিল্লিখনাবশ্যক হইল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমত কালে একটা রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অনুমতি দেন ইত্যাদি ইহাতে নানাপ্রকার সং অতি সুসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি বিশেষের সং আসিয়া প্রথমতো নানা রাগরাগিণীযুক্ত সুস্বরে গান করে এই সকল দর্শন শ্রবণ করিয়া তাবৎ লোক হায়২ ধ্বনি করিয়াছিলেন।

১৮১৪ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত যাত্রা কবি প্রভৃতির কথা সাময়িকপত্র-পাঠে জানা যায়।— "...The Jatras of this season were chiefly dramatic representations of the loves of Krishna and the Gopees, performed by boys of the Kuttuck tribe, of the Brahmin cast, and appeared to us to possess a great resemblance to the ancient chorus of the Greeks."—*Asiatic Journal*, July 1816, Asiatic Intelligence—Calcutta, pp. 35-36.

( ২১ আগষ্ট ১৮২৪। ৭ ভাদ্র ১২৩১ )

২৩ শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতার সিমুল্যানিবাসি হরুঠাকুর পরলোকগামী হইয়াছেন। এঁহার মৃত্যুতে এতদ্দেশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যেহেতুক ইনি অতিসুরসিক মানুষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা কবিতাতে ও গানেতে অতিখ্যাত ও গায়কের অগ্রগণ্য ছিলেন।

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে তাঁহার *Hist. of Bengali Literature in the 19th Century* গ্রন্থের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় হরু ঠাকুরের মৃত্যুকাল ১৮১২ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

( ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫। ২৫ মাঘ ১২৩১ )

সকের কবিতার বৃত্তান্ত।—পটলডাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু রূপনারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীবাগ্দেবী পূজোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীয় অনেক বর্দ্ধিষ্ণু

সন্তানেরা ঐ স্থানে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সকের কবিতা পরস্পর গাহনা করিয়াছেন তাহাতে আড়পুলি ও বাগবাজারের উভয় দলের সজ্জা এবং নৃত্য সন্দর্শনে বর্দ্ধিষ্ণু মহাশয়েরা যথেষ্ট তুষ্ট হইয়া নিশাবসানে স্ব২ ভবনে গমনকালীন আড়পুলির দলাধ্যক্ষকে সন্তোষপূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

( ১৯ নভেম্বর ১৮২৫। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩২ )

শুনা গেল যে গত ২৬ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যানিবাসি নীলুঠাকুর অর্থাৎ নীলু রামপ্রসাদ দুইভাই কবিওয়ালা খ্যাত লোক তাহার মধ্যে নীলঠাকুরের ঐ দিবস ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এই ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে অনেকের মহাদুঃখ বোধ হইয়াছে যেহেতুক নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইহারা কবিতা গানদ্বারা এপ্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় সুখী করিতেন ইহাঁরদিগের দুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ সংপ্রতি গান করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলুঠাকুর সেই দল বল করিয়া ঐ গান করিতেন এক্ষণে ইহার কাল হওয়াতে সে সুখের ব্যাঘাত হইল সুতরাং অনেকের দুঃখ বোধ হইতে পারে।—তিং নাং [ তিমিরনাশক ]

( ২৬ নভেম্বর ১৮২৫। ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩২ )

গত সপ্তাহে আমরা নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রতি শুনা গেল যে লক্ষ্মীকান্ত কবিতাওয়ালার পুত্র নীলমণি কবিতাওয়ালাও ৩০ কার্ত্তিক সোমবার জরবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

( ২২ নভেম্বর ১৮২৮। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৫ )

সকের কবিবিষয়ক।—মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু নিবেদন মিদং কতক দিবস গত হইল শুনিয়াছি আপনকার চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে বিলাতি সূতার আমদানি হইয়া এতদ্দেশীয় দুঃখি বিধবা স্ত্রী লোকদিগের অন্ন গিয়াছে এবং বাষ্পের নৌকা হইয়া দাঁড়ি মাজি অনেকের অন্ন পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে এবং মৎস্য ধরার এক কারখানা স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে তাহাতেও অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক অতএব এইরূপ কত২ নূতন ব্যাপার হইয়া কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে কিন্তু সংপ্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইহারা সকের কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটীতে বেতনভুক্ত কবির দলহইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্য গীতাদি করেন সুতরাং আমারদিগকে লোকেরা আর ডাকে না আমারদিগের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীরা করিয়াছিল অর্থাৎ তাহারা প্রায় সকল পরবে লোকের বাটীতে নাচিয়া কবি গাহিত কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নেড়ীর দায়হইতে প্রায় রক্ষা

পাইয়াছি কিন্তু চন্দ্রিকাকর মহাশয় এক্ষণে এই সৌকিন নেড়ারদিগের দায়হইতে কিসে রক্ষা পাই তাহার কোন উপায় থাকেতো আমারদিগকে কহিয়া দিবেন নতুবা পেটের দায়ে মারা যাই অধিক দুঃখ আর কি জানাইব।—ভব ঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা।

( ২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মাঘ ১২৩৫ )

কবিতা সঙ্গীত সংগ্রাম।—এই নগর মধ্যে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দয়েহাটার বাটীতে গত ৬ মাঘ শনিবার রাত্রিতে বাগবাজারনিবাসি ও যোড়াসাঁকোনিবাসিদিগের দুই দলে কবিতা সংগীতের ঘোরতর সমর হইয়াছিল তদ্বিশেষ এই বাগবাজারবাসি নানাকাব্যাভিলাষি রসিক রসজ্ঞ গান বাদ্যাদি বিদ্যায় বিজ্ঞবিশিষ্ট সন্তান কএক জন এক সম্প্রদায় তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি। আর যোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায়প্রভৃতি কএক ব্যক্তির এক দল এ দল বড় সবল যেহেতুক শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল ও শ্রীযুত রামলোচন বসাক ইহারদিগের দুই জনের দুই দল ছিল এই উভয় দল মিলিত হইবায় সবল বলা যায় দুই দলপতি অতিবিলম্বে অর্থাৎ দুই প্রহর রাত্রির পর প্রায় এক ঘণ্টার সময় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন তদুদ্যোগ যে সাজ বাজান কারণ যন্ত্রের মিলনকরণে অধিক যন্ত্রণা মন্ত্রণাপূর্ব্বক সভাস্থ প্রায় সকলকেই দিলেন ফলতঃ বিস্তর বিলম্ব হওয়াতে প্রায় তাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন এমত সময়ে একেবারে যন্ত্রিবরে ঢোলক তাম্বুরা মোচঙ্গ মন্দিরা পরিপাটী সিটি বাদ্যোদ্যম করিলেন তাহা শ্রবণে বহুজনে ধন্যবাদ করিলেন অনন্তর গানারম্ভ প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ পরে খেঁউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণসমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল যেহেতুক গাথকগণের মৃদু মধুর মনোহর সুস্বর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত কে না সুখী হইয়াছিলেন কবিতাযুদ্ধ সুদ্ধ এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব২ গীত শুনা গিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমত আর হবে না এই প্রকার গানে রাত্রি অবসানের পর দিন দিনমানে ৮ ঘণ্টা বেলাপর্য্যন্ত হইয়াছিল উভয় পক্ষের জয় পরাজয়-হেতুক শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন তিনি তাবতের সাক্ষাৎকার বাগবাজারবাসিদিগের জন্য কহিয়া দিবার তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত অর্থাৎ জয়ঢাকস্বরূপ জয়ঢোল বাদ্ধিয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তুষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্রে ( মাঘ, ১৭৮০ শক ) লিখিয়াছিলেন :—

"বঙ্গদেশীয়েরা যবনদিগের প্রথম আধিপত্য-সময়ে কি প্রকারে মনোবিনোদ করিতেন তাহার কোন

বিবরণ আমরা জ্ঞাত নহি। বোধ হয় তৎকালে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ নাটকের কথঞ্চিৎ অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ক্রমশঃ এতদ্দেশীয়েরা যবনদিগের দৌরাত্ম্যে ঐহিক সুখে একান্ত হতাশ হইলে তাঁহাদের মনে পারলৌকিক সুখের লালসা প্রবল হয়। সেই লালসা-বর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন; এবং তাহাই দেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকে। যাহারা বিষ্ণুভক্ত ছিল না তাহাদের পক্ষে সঙ্কীর্ত্তন সমাদরণীয় হইতে পারে না; সুতরাং তাহারা চণ্ডীর গান প্রভৃতি সঙ্কীর্ত্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান, দৌর্ব্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্ন হইলে তাহাদের কৌতুক কলাপের পরিবর্ত্তন হয়। সেই পরিবর্ত্তনের আদিকারণ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তিনি সুচতুর ও সুপণ্ডিত ছিলেন, ও তাঁহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্য-দোষে তাঁহার সে সমুদয় গুণগরিমা কলুষিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাসুন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিদগ্ধতা-গুণের সমাদরার্থে গোপাল ভাঁড়কে নিকটে রাখিয়াছিলেন, এবং বোধ হয়, তাঁহার সহবাসে সেই সুচতুর মর্ম্মবেদী প্রভুর সম্বোদনার্থে আপন উদ্ভট বাক্যে সর্ব্বদা অশ্লীলতার প্রয়োগ করিত। সে যাহা হউক তাঁহারই উৎসাহে খেঁউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারমাস-বর্ণনে তাহার সম্যক্ প্রমাণ দিয়াছেন। ঐ খেঁউড় ও কবি যে কি পর্য্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহা সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাও দুষ্কর; যাঁহারা তাহাতে প্রমোদিত হন তাঁহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহৃদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় হয় সন্দেহ নাই। কথিত আছে, এই কবির রচনায় চুঁচড়া-নিবাসী লালুনন্দ লাল বিখ্যাত ছিল। তাহার পর হুগলীনিবাসী রামজী ও কলিকাতা-নিবাসী রঘু তাঁতী প্রসিদ্ধ হয়। রঘু তাঁতীর শিষ্য হরুঠাকুর, এবং তাহার সমকালে কএক ব্যক্তি উত্তম কবি-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়।

ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ্য অশ্লীল বিনোদ কদাপি বহুকাল ভদ্র-সমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হ্রাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী ও ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হ্রাস হইলে ও জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের প্রচালিত কবি ও খেঁউড় সে দশা শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাতার সুবিখ্যাত রাজা নবকৃষ্ণ ও তৎপর কএক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ কদর্য্য বিনোদের উৎসাহী হন। তাঁহাদিগের অপসৃতির পর গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বহইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামা একব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাসী ব্রাহ্মণ তাহার গৌরব সম্পাদন করে। তৎপূর্ব্ব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়ঃ লোপ হইয়াছিল। শিশুরামহইতে তাহার পুনর্বিকাশ হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম সুবল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্দ্ধনে নিযুক্ত হইয়া অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ না করে সে পর্য্যন্ত দেশের বিনোদনব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ্সিত ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছে। গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে। তদ্দর্শনে ধনী সম্ভ্রান্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নির্ম্মল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস বিনোদে দেশ ব্যাপ্ত হয়--প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়—ইহার প্রাদুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দূষ্য উৎসবের দূরীকরণ ঘটে—ইহা কর্তৃক বঙ্গদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নির্ম্মল ব্যবহারের প্রাদুর্ভাব হয়—ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমরা দেশহিতৈষিদিগকে একান্তচিত্তে অনুরোধ করিতেছি।

...নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা সকলের প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত আছে;...

( ১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ )

**মল্ল যুদ্ধ অর্থাৎ কুস্তি লড়াই।**—২৬ বৈশাখ শনিবার বৈকালে শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বহাদরের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল তদ্বিবরণ।

কতকগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐ স্থানে আসিয়াছিল তাহারা দুই২ জন এক২ বার মল্লযুদ্ধ করে প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উল্‌টাপাল্‌টি লপ্‌টালপ্‌টি করিয়া বড় শক্তাশক্তির পর এক জন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসি২ বলিয়া উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল। ইহার মধ্যে এক ব্যক্তির আশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিলাম।

শ্রীযুত বাবু নন্দদুলাল ঠাকুরের বৈদ্যনাথনামক এক জন চাকর তাহার বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবেক সে ঐ যুদ্ধ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার প্রতিযোদ্ধা শ্রীযুত পামর সাহেবের এক চাকর আইল সে ব্যক্তির আকার প্রকার বয়ঃক্রম ঐ ব্যক্তিহইতে দেড় হইবেক। যখন দুই জনে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল তৎকালে প্রায় সকলে কহিলেক যে বাবুর চাকর কখনও ঐ সাহেবের চাকরের নিকট জয়ী হইতে পারিবেক না। ইহাতে আশ্চর্য্য এই যে বাবুর ভৃত্য ঐ বৈদ্যনাথ জয়ী হইল। দুই বার সাহেবের চাকর তাহার নিকট পরাজিত হইল তদ্দর্শনে অনেকে হর্ষযুক্ত হইয়া আনন্দজনক শব্দ উচ্চারণ করিলেন। বাবু মনে মহামোদ পাইয়া বৈদ্যনাথকে কোল দিলেন এবং তাহার উৎসাহবৃদ্ধি করণার্থে তাহাকে আপন গাত্রের বস্ত্র অর্থাৎ একলাই শিরপা দিলেন।

এই মল্লযুদ্ধের বিশেষ শুনিলাম যে যত লোক সেখানে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক অনেক টাকা পায় যে লোক পরাজিত হয় সে যত পায় যে ব্যক্তি জয়ী হয় সে তাহার দ্বিগুণ পায়। এইমত এই লড়াই চৈত্র মাসে আরম্ভ হইয়াছে শুনিতে পাই যে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত হইবেক ইহা প্রতি শনিবারে হয়। এই আনন্দজনক ব্যাপারের অধ্যক্ষ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বহাদর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র ও চিতপুরনিবাসি শ্রীযুত নবাব সাহেবেরা দুই জন ও শ্রীযুত মেজর কেমিল সাহেব ও শ্রীযুত পামর সাহেব ও শ্রীযুত বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র সরকার এঁহারা সবিক্রিপসিয়ান অর্থাৎ চাঁদা করিয়া কতকগুলিন টাকা জমা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা দর্শনে এতদ্দেশীয় এবং ইংগ্লণ্ডীয় ভদ্র লোক অনেকে গিয়া থাকেন আর অপর লোকও অপর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে।

( ১৩ আগষ্ট ১৮২৫। ৩০ শ্রাবণ ১২৩২ )

কুস্তি লড়াই।—বর্ত্তমান মাসের নবম দশম দিবসে বৈকালে মোং ধর্ম্মপুরের শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ জমিদারের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালি তাহারা দুই২ জন এক২ বার মল্ল যুদ্ধ করিয়াছিল। যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোষিক পায় যে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার অধিক প্রাপ্তি হয় এই কুস্তি দর্শনে হৃষ্টমনে ঐ স্থানে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব লোকেরা ও আর২ ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন তাহাতে জমিদার মহাশয় সকলের উত্তমরূপ সম্মান রাখিয়াছেন।

( ৭ এপ্রিল ১৮২৭। ২৬ চৈত্র ১২৩৩ )

কুস্তি লড়াই।—সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি শ্রীল শ্রীযুত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাপ্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই২ জন এক২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকারদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে আইসে তাহারা পরাজয়ী হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।—তিং নাং।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত আমার 'সেকালের আমোদ-প্রমোদ' প্রবন্ধ ( ১৩৩৮ চৈত্র ; ১৩৩৯ বৈশাখ ) দ্রষ্টব্য।

## জনহিতকর অনুষ্ঠান

( ২৯ আগষ্ট ১৮১৮। ১৪ ভাদ্র ১২২৫ )

কুষ্ঠিলোকের কারণ চিকিৎসালয়।—আমরা শুনিয়াছি ঐ রূপ এক চিকিৎসালয় মোং কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে তাহাতে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা সম্মত হইয়া টাকা দিয়াছে এবং ইহাও শুনা আছে যে কোন এক ভাগ্যবান এই বিষয়ে অনেক টাকা ও ভূমি দিয়াছে। ইহার বিস্তারিত আগামি সপ্তাহেতে ছাপান যাইবে।

( ৫ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ২১ ভাদ্র ১২২৫ )

কুষ্ঠি লোকেরদের কারণ চিকিৎসালয়।—আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে এক চিকিৎসালয় কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮১৮ সালে ২২ আগস্ত সাধারণ ঘরে এই বিষয় এক সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল।

এই নিবন্ধের নাম এই কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় চিকিৎসালয়। তাহাতে কর্ম্ম এই হইবে কুষ্ঠি লোকেরদের তত্ত্বাবধারণ ও তাহারদের রোগ প্রতীকারের কারণ⋯ ⋯⋯ চব্বিশ জন অধ্যক্ষের দ্বারা⋯তাহারদের মধ্যে এক ভাগ এতদ্দেশীয় লোক। শ্রীযুত বাবু কালীশঙ্কর ঘোষাল এই কর্ম্মে পাঁচ হাজার টাকা ও বা⋯ভূমি দিয়াছেন⋯অতএব যাবজ্জীবন

এ বিষয়ের এক অধ্যক্ষ থাকিবেন যে যে লোকেরা এ বৎসর ও আগামি বৎসর এ নিবন্ধের অধ্যক্ষ হইবে তাহারা।

শ্রীযুত জোসেফ বারেটো সাহেব।···শ্রীযুত কলবিন সাহেব। শ্রীযুত পাং পার্সেন সাহেব। শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদ্ভিন্ন পাঁচ জন এতদ্দেশীয় লোক···

এই বিষয়ে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দুই শত টাকা দিবেন ও প্রতি বৎসর পঞ্চাশ টাকা করিয়া এবং শ্রীযুত কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ নিয়মে টাকা দিয়াছেন ও দিবেন।···

( ৭ আগষ্ট ১৮১৯। ২৪ শ্রাবণ ১২২৬ )

কুষ্ঠিরদের চিকিৎসালয়।—কুষ্ঠিলোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ এক চিকিৎসালয় প্রস্তুত হইবেক তদর্থে শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছেন ইহা আমরা গত বৎসরে ছাপাইয়াছিলাম সম্প্রতি এই বৎসরে সেই কর্ম্মে বিশ বাইশ হাজার টাকা সঞ্চিত হইয়াছে এবং দুই তিন শত কুষ্ঠি লোকেরদের পৃথক্২ বাস করিবার কারণ দুই তিন শত কুঠরী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

( ২৯ জুন ১৮২২। ১৬ আষাঢ় ১২২৯ )

দয়া প্রকাশ॥—শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জনরল বাহাদুর বরিশাল জিলার [ জলপ্লাবনের ফলে ] দুরবস্থাপন্ন লোকেরদের নিমিত্ত কৃপাকৃষ্ট হইয়া মোকাম কলিকাতা হইতে সাত হাজার বস্তা তণ্ডুল ও তৈল লবণ ডালি ঘৃত লঙ্কা মরিচ ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন। এবং বাখরগঞ্জের দুর্দশাগ্রস্ত লোকেরদের উপকারার্থে সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন তাঁহারদের নাম ও টাকার সংখ্যা।

| আসামী | তঙ্কা |
|---|---|
| * * * | * |
| রামমোহন রায় | ১০০ |
| গোপীমোহন দেব | ১০০ |
| রসময় দত্ত | ৩২ |
| জে এস বকিংহেম | ২০০ |
| সনফর্ড আরনট | ৫০ |
| চন্দ্রকুমার ঠাকুর | ২০০ |
| রামদুলাল দে | ২০০ |
| নবকিশোর মিত্র | ২৬ |
| বিশ্বম্ভর সেন | ৫০ |

( ১১ জুন ১৮২৫। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ )

হাসপাতাল।—শন ১৭৯২ সালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের চাঁদাদ্বারা ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্ম্মতলাতে স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীনদুঃখি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে…।

( ৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ )

নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়।…এ বিস্তৃত মহানগর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান নাই এই মহানগরমধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়া-হইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই ঐসকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয়সত্ত্বেও অনেক লোক ঔষধ পায় না। চাঁদনি চকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালিটোলাহইতে অনেক দূর আর যে প্রকার শহরের ও লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটি হাসপাতালে সুন্দর-রূপে কর্ম্মনির্ব্বাহ হওয়া ভার।

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতক গুলিন মহানুভব মহাশয়েরা আর দুইটা নেটিব হাসপাতাল ও এক ঔষধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা কলুটোলার সরতীর বাগানে সংস্থাপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপিত করিবেন সেই২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার বহুবিধ রোগের ঔষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেক।…সং চং।

( ৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩ )

চিকিৎসালয়।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে নেটিব হাসপাতালের অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্ত্তারা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় দীনদুঃখি পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসার্থে দুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন বিশেষতঃ কলিকাতার গরাণহাটায় নং ৩২৭ বাটীতে এক ও চৌরঙ্গির পার্ক স্ত্রীটে নং ১০ বাটীতে এক। এই নিরূপিত স্থানেতে ১ আগস্ত তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ঔষধ পাইবেক।

( ২০ অক্টোবর ১৮২৭। ৫ কার্ত্তিক ১২৩৪ )

ঔষধ দান।—শুনিলাম শহর চুঁচড়া নিবাসি দ্বিজমিষ্টভাষি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধন ব্যয় পূর্ব্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীন দরিদ্র দ্রবিণ-হীন রোগিদিগকে ঐ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন বিশেষ শুনিলাম ধনবান অর্থাৎ যাঁহারা ধন ব্যয়দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্তু

কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিতদ্বার এই সংবাদ শ্রবণে আমরা আনন্দ মনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতুক ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সন্তোষ জন্মিবেক এবং সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে দুঃখিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহোপকার হইবেক হালদার বাবু ধন ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন রোগি ব্যক্তি রোগহইতে মুক্ত হইতেছে অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই কিন্তু এমনি সৎকর্ম্মের ধর্ম্ম এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। আর অসৎ কর্ম্মের এমনি জানিবেন যে করে তাহার পাপভোগী সেই হয় তাহারি ধন ক্ষয় হয় তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাবতেই কহে নরাধম অধঃপাতে যাউক অতএব প্রার্থনা পরমেশ্বর সকলকেই সৎকর্ম্মে মতি দিউন।—সং চং।

## অর্থনৈতিক অবস্থা

( ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১৭ ফাল্গুন ১২২৫ )

উড়ে বেহারা।—হিসাব করিয়া নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে উড়ে বেহারারা প্রতিবৎসর কলিকাতাহইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায় ও তাহার কিঞ্চিৎও ফিরিয়া আনে না।

( ৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬ )

কমরস্যল বাঙ্ক।—খবর দেওয়া যাইতেছে। সন হালের ১ মে তারিখহইতে মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্যল বাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হর রকমের সরাফি কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষণে যে২ বখরাদার হইতেছেন তাঁহারদিগের নাম প্রত্যক্ষে লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেট্টো ও তাহার পুত্রপ্রভৃতি ও মেং মাকিন্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর।—

মেং মাকিন্তস কোম্পানি সাহেবান ঐ কমরস্যল বাঙ্কের সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন অতএব ঐ বাঙ্ক সংক্রান্ত কার্য্যের যে কোন প্রর্থনা ঐ মেং মাকিন্তস কোম্পানির নিকটে দাখিল করিবেন।

প্রমিসরি নোট অন্ দিমান্দ অর্থাৎ বেমিআদী দস্তুর মত কমরস্যল বাঙ্ক হইতে দেওয়া যাইবেক নোটের রকম ফিকেতা ৫০০০।১০০০।৫০০।২৫০।১৬০।১০০।৮০।৫০।২০।১৬।১০।৮।৫। টাকার হইবেক এই সকল নোটে এই ক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্টো সাহেব অথবা জন উইল্যম ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত করিবেন। ইতি। কলিকাতা সন ১৮১৯ সাল তাং ২৬ এপ্রিল।

( ২৬ জুন ১৮১৯। ১৩ আষাঢ় ১২২৬ )

শ্রীরামপুরের বাঙ্ক।—শ্রীরামপুরে যে সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক স্থির হইয়াছে তাহার বিষয়ে গত

সপ্তাহে এক ফর্দ্দ কাগজ ছাপান গিয়াছে তাহাতে হিসাব করিয়া এই লিখা গিয়াছে যে মাস২ বাঙ্কে কত টাকা ন্যস্ত করিলে কত বৎসরে কত টাকা হয় বৎসরান্তে যে টাকার উপরে যত সুদ হয় তাহা আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়া উভয়ের উপরে সুদ চলে তাহাতে প্রথম পাঁচ ছয় বৎসরে বড় লাভবোধ হয় না কিন্তু দশ কুড়ি বৎসর টাকা থাকিলে অধিক লাভ বোধ হয়। মাসে এক টাকা করিয়া দিলে দশ বৎসরে এক শত চৌহত্তর টাকা হয় বিশ বৎসরে পাঁচ শত একত্রিশ টাকা হয় এবং ত্রিশ বৎসরে বার শত ছেষট্টি টাকা হয়। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আসল টাকা তিন শত ষাটি ও ঐ তিন শত যাটি টাকার সুদ নয় শত ছয় টাকা। এবং যদি দশ টাকা করিয়া মাস২ বাঙ্কে ন্যস্ত করা যায় তবে ইহার দশগুণ অধিক লাভ হয়। এই ফর্দ্দ কাগজ ইংরাজীতে ছাপা হইয়াছে আগামি সপ্তাহে বাঙ্গালি লোকের জ্ঞাত কারণ বাঙ্গালি অক্ষরে ছাপা যাইবেক।

( ৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ )

কলিকাতার নূতন ব্যাঙ্ক।—গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্লণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই নিশ্চয় করিলেন যে কলিকাতায় এক নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় উচিত এবং ঐ সময়ে যে সকল সাহেব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারদের সম্মুখে এক ফর্দ্দ কাগজ রাখা গেল সেই কাগজে প্রায় এক শত সাহেবলোকপ্রভৃতি সহী করিলেন তাহার পর সাহেবলোকেরা এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেব লোক ও নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক আছেন।

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র রায়। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল। শ্রীযুত বাবু দয়াচন্দ্র। শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র।

এই কমিটির সাহেবেরা পুনর্ব্বার ১৫ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে।

( ২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আষাঢ় ১২৩৬ )

নূতন ব্যাঙ্ক।—গত সোমবারে কলিকাতাস্থ এক্সচেঞ্জঘরে নূতন ব্যাঙ্কের সহীকারি অংশিরা একত্র হইয়াছিলেন এবং ঐ অংশিরা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও খাজাঞ্চীকে মনোনীত করিয়াছেন কিন্তু কে২ মনোনীত হইয়াছেন তাঁহারদের নাম কোন ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে লেখা নাই।

( ২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬ )

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।—আগামি ২৭ আগষ্টঅবধি এই নূতন ব্যাঙ্কের কর্ম্মারম্ভ হইবেক এবং তাহার যে নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জমা করিয়া একখানি কেতাব হইবেক যেহেতুক এতদ্দেশীয় অনেক লোক ঐ ব্যাঙ্কের অংশী হইয়াছেন তাঁহারদিগের তাহাতে ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারা অনায়াসে বোধ হইবেক। এই ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারাতে বোধ হইতেছে যে ইহার অংশিভিন্নও অন্য ব্যক্তিরদিগের উপকার হইবেক যেহেতুক ধন ব্যতিরেকে বাণিজ্যাদি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে না এ ব্যাঙ্ক কেবল টাকারি কুঠী ইহাতে টাকা দেওয়ানেওয়া বিষয়ে যে২ নিয়ম হইয়াছে সুতরাং তাহাতে কারবারি লোকের পক্ষে পরম মঙ্গল বুঝা যাইতেছে যেহেতুক ব্যাঙ্কের ধারানুসারে বাণিজ্যের সাহসবৃদ্ধি হইবেক কেননা ঐ বহুমূল্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার স্বচ্ছলতা হইবেক ঐ ব্যাঙ্কের নিয়ম সকল সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাত হইবার আবশ্যক জন্য তাহার তর্জমা হইতেছে পশ্চাৎ বঙ্গদূতের সহিত পাঠকবর্গের পাঠার্থে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করা যাইবেক।—বঙ্গদূত।

( ২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬ )

কাশীতে নিমকসার।—কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকা ও কূপহইতে যে জল উঠান যায় সে জল অন্য মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে মৃত্তিকাও লবণযুক্তা হয় ও তাহার উপরে এক অঙ্গুলিপরিমিত লবণ জমে সে দেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন সে ভূমিতে এই রূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দুস্থানের লবণের লাভ নোকসান কোম্পানি বাহাদুরের অধীন। অতএব এই রূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে ইংগ্লণ্ডীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপাইয়া এই বিষয়ের কি কর্ত্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন যেহেতুক ইহাতে কোম্পানির নোকসান হয়।

( ৫ মে ১৮২১। ২৪ বৈশাখ ১২২৮ )

কোম্পানির কাগজ।—১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম।

তাহার পশ্চাৎ সনের ঐ সুদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে বার টাকা প্রিমিয়ম বিক্রয় করিতে হইলে এগার টাকা আট আনা প্রিমিয়ম।

( ১৩ জানুয়ারি ১৮২২। ৩০ পৌষ ১২২৮ )

বাজার ভাও ॥

| জিনিষ | মোন | অবধি | পর্য্যন্ত |
|---|---|---|---|
| সুপারি | ১ | ৩। | ৩৸ |
| নারিকেল তৈল | ১ | ১০ | ১২ |
| চালু পাটনাই | ১ | ২ | ২৵ |
| মুগী | ১ | ১।৵ | ১॥ |
| পাছড়ি উত্তম | ১ | ২। | ২॥ |
| পাছড়ি মধ্যম | ১ | ১৸ | ১৸৵ |
| বালাম | ১ | ১৵ | ১৶ |
| অড়হর ডালি | ১ | ১॥৴ | ১॥৵ |
| উত্তমগায়া ঘৃত | ১ | ২৭ | ২৮ |
| ভৈসা ঘৃত | ১ | ২৫ | ২৬ |
| মিছরি উত্তম | ১ | ১৪। | ১৫ |
| চিনী কাশীর | ১ | ১০ | ১০। |
| মধ্যম | ১ | ৯।৵ | ৯॥ |
| তামাকু | ১ | ৩ | ৬ |
| হরিদ্রা | ১ | ৩ | ৩। |
| কর্পূর | ১ | ৫০ | ৫২ |

( ১৮ মে ১৮২২। ৬ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯ )

নীলকারকের দৌরাত্ম্য ॥—মপস্বলে কোন২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহারদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীরদিগকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠীতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমীর নিকট থাকে কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠীতে চালান করে সে গরু এমত কএদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজা লোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠীতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকারলোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণপর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রফা হয় না প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে।

তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকয়া বাঁকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সমাচার চন্দ্রিকাদ্বারা এই সমাচার পাওয়া গিয়াছে।

( ২ এপ্রিল ১৮২৫। ২১ চৈত্র ১২৩১ )

এতদ্দেশীয় বাণিজ্য।—১৮২২।২৩ শালে এতদ্দেশে নানা স্থানহইতে চারি কোটি আশী লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও এ দেশহইতে এগার কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

১৮২৩।২৪ শালে চারি কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও দশ কোটি একুশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়।

ইহাতে দেখা যায় যে এতদ্দেশে কিরূপ ধনবৃদ্ধি হইতেছে যদি বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময় করা যায় তথাপি এমন বৎসর নাই যাহাতে ছয় কোটি টাকার ন্যূন এ দেশে না থাকে।

( ৫ আগষ্ট ১৮২৬। ২২ শ্রাবণ ১২৩৩ )

নূতন বিমা আপিস।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গেঞ্জেসরিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানিনামক এক নূতন বিমা করিবার আপিস ১ আগষ্ট তারিখে ওল্ড কোর্ট ইস্ত্রিটে শ্রীযুত পামর কোম্পানির দপ্তরখানার বাটীর লাগাও উত্তরে ৫৯নং বাটীতে খোলা যাইবেক তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত এন আলেক্সান্দার টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টোন ই মেণ্ডিস সাহেবেরা আগামি বার মাহার অর্থাৎ হালসালের ১ পহিলা আগষ্ট অবধি ১৮২৭ সালের জুলাই মাহাপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে স্থির থাকিবেন এবং ঐ বিমা কর্ম্ম কি প্রকার করিবেন তাহার ধারা এই যদ্যপি কোন ব্যক্তি নৌকাযোগে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত মূল্য কলিকাতাহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন সকল দেশে নানা নদীর দ্বারা পাঠাইতে ও সে দেশহইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে বাঞ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা এক পালিস অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যাদির ঝুঁকি লইলেন এমত লিখিত এক রসিদের ন্যায় দস্তাবেজ দিবেন।

আরো শুনা যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত ঝুঁকী লইবেন এবং নগদ টাকা রূপা সোণার বাসন কিম্বা গহনা এই সকলের ত্রিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত বিমা করিবেন অর্থাৎ ঝুঁকি লইবেন।

এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা করিবেন কোন মাস অবধি কোন মাসপর্য্যন্ত কোন২ স্থানে কি হার বিমার দাম লইবেন ঐ সাহেবেরদিগের স্থানে ইহার নিরিখের

কাগজ আছে তত্ব করিলে জানিতে পারিবেন এই কর্ম্মে শ্রীযুত হেনরি মোক চাইলড সাহেব কর্ম্মনির্ব্বাহক হইয়াছেন তাঁহাকে অনেকে জানিতে পারেন তাঁহার পিতা চাং চাইলড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত লোক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে এ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক এই কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয় বটে যেহেতুক নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথবা আনাইতে পথে ক্ষতি হওনের কোন সম্ভাবনা নাই অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্বেগে দ্রব্যাদি পঁহুছিবে।—সং চং।

( ১৯ জুলাই ১৮২৮। ৫ শ্রাবণ ১২৩৫ )

অগ্নিবিষয়ক বিমা।—গত ৭ জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত ক্রুস এলোন কোম্পানি এই ঘোষণা দিলেন যে তাঁহারা লণ্ডন নগরের এক প্রধান বিমার কুটীর পক্ষে কলিকাতা নগরে অগ্নির বিষয়ে বিমা করিবেন বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গুদাম ও কারখানা ইষ্টকাদিনির্ম্মিত গৃহ ও জাহাজপ্রভৃতির উপরে বিমা করিবেন তাঁহারা সেই গৃহপ্রভৃতির উপরে উপযুক্ত মূল্য লইবেন। পশ্চাৎ যদি সেই গৃহপ্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হয় তবে তাঁহারা বিমার আমানতী টাকাদৃষ্টে তাহার মূল্য দিবেন।

( ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫ )

নূতন বিমা।—কতক দিন পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে শহর কলিকাতার মধ্যে অগ্নিনিবারক এক বিমার দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে তদ্বিষয়ে আমরা শুনিতেছি যে ইউনিয়ন ইন্সোরেন্স কোম্পানি যে পুলিন্দা স্থল পথে কিম্বা গাড়িতে বা ডাক বাঙ্গির দ্বারা যাইবে তাহাতে বিমা করিবেন।

( ৫ই জানুয়ারি ১৮২৮। ২২ পৌষ ১২৩৪ )

চরকাকাটনির দরখাস্ত।—শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়।

আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্ত্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্তপত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে

কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় স্তূতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহরপর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা স্তূতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা স্তূতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে স্তূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলাব দরে চরকার স্তূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা স্তূতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে২ ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ী বধূর অন্নাভাব হইয়াছে স্তূতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি স্তূতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল স্তূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন স্তূতা এমন কখন বিলাতি স্তূতা হইবেক না পরে বিলাতি স্তূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার স্তূতাহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমাহইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই স্তূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমারদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে স্তূতায় যত বস্ত্রাদি হয় তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে স্তূতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন। কোন দুঃখিনী স্তূতা কাটনির দরখাস্ত।— সং চং।

শান্তিপুর

( ১২ জানুয়ারি ১৮২৮ । ২৯ পৌষ ১২৩৪ )

সঞ্চয় ভাণ্ডার।—আমরা দুঃখিত হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডারের সমাচার প্রকাশ করিতেছি শ্রীযুত বাবু গদাধর সেট রূপনারায়ণ বসাক বিজয়কৃষ্ণ সেট ভুবনমোহন বসাক ইঁহারা চারি জনে সখ্যতাভাবে ঐক্য হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডার নাম দিয়া এক লোকোপকারজনক ব্যাপার ইংরাজী ১৮২৪ সালের জানুআরি মাসে আরম্ভ করিয়াছিলেন ১৮২৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্ম চলিবেক এমত ভরসা পূর্ব্বে ছিল না যেহেতুক কর্ম্মারম্ভ সময়ে সম্পাদকেরা চারি বৎসরপর্য্যন্ত নিয়ম করিয়াছিলেন তথাচ খেদের বিষয় এই যে সঞ্চয় ভাণ্ডারে যে সুধারা হইয়াছিল তাহা প্রায় পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যদ্যপি বিস্মৃত হইয়া থাকেন তাহা স্মরণ কারণ কিঞ্চিৎ স্থুল লিখি সঞ্চয় ভাণ্ডারের কর্ম্ম ৬৪ চৌষট্টি অংশে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া স্থির হয় ঐ সকল অংশ ঐ মূল্য দিয়া লইয়া অংশিরা প্রতি মাসে দশটাকা করিয়া দিবেন এই সকল টাকার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের লাটরি টিকিট ক্রয় হইবেক তাহাতে যত টাকা প্রাইজ হইবেক তাহা অংশিরা বিভাগমত পাইবেন লভ্য না হইলেও মূল ধনের কোন হানি হইবেক না ইত্যাদি এই নিয়মানুসারে চারি বৎসরপর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া গত ১ জানুআরি অবধি অংশিরদিগের মূল ধন ফিরাইয়া দিতেছেন যখন যিনি আপন২ কাগজপত্র লইয়া যাইতেছেন কর্ম্মচারি তৎক্ষণাৎ তাহার অংশ ৫২০৵০ পাঁচ শত কুড়ি টাকা দুই আনা ফিরাইয়া দিতেছেন ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দিলাম যদি বল হইাতে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয় কি হইয়াছে উত্তর অস্মদাদির দেশে সাধারণে অর্থাৎ বহু অংশী হইয়া এক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা সুদূরপরাহত দুই তিন জনে এক কর্ম্মারম্ভ করিয়া তাহার সংবৎসরের লভ্য ও ক্ষতি বিবেচনা না হইতেই বিবাদ উপস্থিত হয় ঐ ব্যক্তিরা বাঙ্গালি চোষট্টি জনকে বুঝাইয়া কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়াছেন ইহাতে তাঁহারদিগের প্রতি কেহ সন্দেহ করেন নাই। যদি বল অল্প বিষয় ইহাতে ভদ্রলোকের সন্দেহ কেন হইবেক উত্তর আমারদিগের দেশের লোক প্রায় তাবৎই তর্কবাগীশ অর্থাৎ কেহ কোন কর্ম্মারম্ভ করিলে অগ্রে তাহাতে নানাদোষারোপ করেন তাহাতেই প্রায় সাধারণে ঐক্য হইয়া কোন কর্ম্ম হয় না অতএব ইহারদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ ইহারদিগের দ্বারা এমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে আমারদিগের দশে ঐক্য হইয়াও কর্ম্ম হইতে পারে ইহার দৃষ্টান্তের স্থল সঞ্চয় ভাণ্ডার হইল।

( ২০ জুন ১৮২৯ । ৮ আষাঢ় ১২৩৬ )

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি।—গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক অতএব লিখিতেছি এই দেশের

পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে দ্বিতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্যব্যবসায় চলিতেছে বিশেষতঃ অনেক ইউরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যেহেতুক ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদায় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশ ব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবে এই নূতন শ্রেণীহইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংগ্লণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংগ্লণ্ডের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবে।

যেহেতুক ইংগ্লণ্ডদেশে নারমন্ রাজার জয় হইলে পরে প্রজা সমস্ত তদধীন হইল এবং তথাকার ভূম্যধিকারিরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমীদার সকল কিয়ৎকালপর্য্যন্ত কালযাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাও সেইরূপে কালযাপন করিতেন কিন্তু তাঁহারদিগের ধন বৃদ্ধি অষ্টম হেনরী রাজার সাম্রাজ্যপর্য্যন্তই সংখ্যা তদনন্তর ওলিবর ক্রামওয়েলনামক এক কসায়ের পুত্র প্রথম চারল্‌সনামক রাজাকে শিরশ্ছেদনপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংগ্লণ্ডে প্রজার প্রভুত্ব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ করিলেন। অপর অত্যুচ্চ কিম্বা অতিহীনা-বস্থাবস্থিত এই দ্বিবিধ লোকব্যতীত মধ্যবিৎলোকের অভাব পক্ষে আরও দৃষ্টান্তের স্থল এই যে স্পেনদেশেতে যে ব্যক্তির সঙ্গতি হয় সেই ব্যক্তিই স্বচ্ছন্দে মানস ও দৈহিক কোন ক্লেশ স্বীকার না করিয়া তদ্দেশের হিডাল্‌গো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পর্দ্ধাপ্রাপ্ত হয়। অপরঞ্চ হতভাগ্য পোলণ্ড দেশেও দেখা যাইতেছে যে সে স্থানের ভূমি বিক্রয় হইলে প্রজাও ভূমির সহিত বিক্রীত হয় এতৎসমূহ দৃষ্টান্তে এই প্রসিদ্ধ হইতেছে যে ঐ গৌড় রাজ্যের মধ্যবিত্ত অবস্থাবস্থিত প্রজাসমস্ত যেরূপ সুস্থ সন্তুষ্ট এরূপ অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে। ফলিতার্থ

এপ্রকার এ দেশের ব্যবস্থান্তর হওয়াতে যেসকল উপকারোপযোগি ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থে চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সার মৃত্তিকা ইহা রাশীকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়। এক্ষণে এই কলিকাতা নগরে কৌড়ির ব্যবহার প্রায় রহিত হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পরে তাহা সমুদায় লোপ হইবেক দশ বৎসর পূর্ব্বে এ নগরে যে ব্যক্তি মাসে দুই তঙ্কা বেতন পাইত সে এক্ষণে চারি পাঁচ তঙ্কা পাওয়াতেও তুষ্ট নহে এবং ইহাতেও ঐ সকল লোকের অপ্রাপ্তি পূর্ব্বে যে সূত্রধর ৮ তঙ্কা বেতনে কর্ম্ম করিত সে এক্ষণে ১৬ তঙ্কা উর্দ্ধ বিশ তঙ্কা-পর্য্যন্ত মাসিক পায় শ্রমেরও মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক টাকায় পাওয়া যায় না পূর্ব্বে শালি ভূমি এক বিঘার রাজস্ব এক টাকা ছিল এক্ষণে ভূম্যধিকারিরা সেই ভূমির তিন চারি টাকা রাজস্ব চাহেন এবং যে তণ্ডুলের মোন ॥০ আট আনায় বিক্রয় হইত তাহার মূল্য এক্ষণে গড়ে দুই টাকা হইয়াছে। অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্ত্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্য বিস্তার ও ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে। যেহেতুক ১৮১৩ সালের চারটর অর্থাৎ সনন্দের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকের এমত বোধাধিকারের কোন লক্ষণ ছিল না যাহা এক্ষণে বিলক্ষণরূপে দেখা যাইতেছে কেবল মনাপলী অর্থাৎ অন্যব্যতিরিক্ত কোম্পানির তেজারতে লোকসকলের উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছিল এবং তৎপ্রযুক্ত যে সকল উপায়ে ইদানী উপকার দর্শিতেছে সে উপায় চিন্তায় ঐ মনাপলীর বাহুল্যেতে ব্যাঘাত জন্মিত কিন্তু ইউরোপীয় লোকের সমাগমেতে নীলের কৃষিকর্ম্ম ব্যপ্ত হইয়াছে এবং ঐ ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁহারদিগের নিজের ও ইংগ্লণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানে অতুল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে আর ঐ নীলের কৃষিকর্ম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের উর্ব্বরা ও অনুর্ব্বরা ভূমিসকলের ও অঞ্চলের গুণাগুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

অপর যে সকল ব্যক্তি লিবরপুল ও গ্লাসগোপ্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সুযোগ বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহারাই বিতর্ক করিয়াছেন যে এতদ্দেশের বাজারে বিলাতি জিনিসের অনেক প্রয়োজন আছে কিন্তু যাহারা এদেশহইতে সে দেশে বাণিজ্যার্থে কোন দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে এ ঘটনার কারণ এই যে দ্রব্যের মূল্য লাঘব হইলেই ক্রেতার ক্রয়করণের ইচ্ছা জন্মে অথবা কোন নূতন অদৃষ্ট দ্রব্য দৃষ্ট হইলে গ্রাহকের গ্রাহকতা হয় এমতে দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত মূল্য লাভ সম্ভাবনায় এ দেশীয় দ্রব্য সে দেশে এবং সে দেশীয় দ্রব্য এ দেশে গমনাগমনের প্রয়োজন দেখা যায় অতএব উভয় দেশীয় দ্রব্যদ্বারা ভারতবর্ষে ও ইংগ্লণ্ডে অধিকতর বাণিজ্য বিস্তার অবশ্য কর্ত্তব্য ইহাতে যদি ইংগ্লণ্ড ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন তবে এতদ্দেশীয় দ্রব্য প্রেরণের প্রতিবন্ধক মাসুলরূপ ত্রিশূল সংহরণ না করিলে পঁহুছিতে পারে না।

এই ভারতবর্ষহইতে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারে প্রতি বৎসর ৪০ চল্লিশ লক্ষ

পৌণ্ড রাজস্বরূপে সংগ্রহ হয় তন্মধ্যে ২০ কুড়ি লক্ষ ঐ কোম্পানির অংশিতে কৃতাংশ হয় অবশিষ্ট ইংগ্লণ্ডাধিকারের বেতন বণ্টনে পর্য্যাপ্ত। এতদ্বিষয়ে অধিক যাহা লিখিতব্য আছে তাহা বিবেচনা মতে পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক সংপ্রতি পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন যে এতদ্দেশীয় লোক কালোনিজেশ্যন অর্থাৎ এ দেশে ইউরোপীয় লোকের চাসবাসে এতদ্দেশীয় লোকের যে অসম্মতির জনরব হইয়াছে সে কুরব নীরবকরণে উদ্যুক্ত হউন অর্থাৎ এদেশীয় সকলে একবাক্য হইয়া পার্লিমেণ্টনামক মহাসভায় এতদ্বিষয়ে এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে প্রায়াস সিদ্ধি হইবেক। বং দূ।

( ৩১ অক্টোবর ১৮২৯। ১৬ কার্ত্তিক ১২৩৬ )

সুপ্রিম কোর্ট।—গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখা আছে যে বর্ত্তমান টর্ম্মের পঞ্চম দিবসে সুপ্রিমকোর্টে বিচারহওনার্থে কেবল ৫ পাঁচ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল ইহার পূর্ব্বে টর্ম্মের আরম্ভকালে ২০ বিংশতি মোকদ্দমার ন্যূন থাকিত না। হিন্দুলোকেরা এখন ভুক্ত ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। আপনারদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড়২ ঘর সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে একেবারে বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহারদের ক্রমে২ এই বোধ জন্মিয়াছে যে তাঁহারদের প্রতি ঐ মোকদ্দমাকরণের অশেষ বৈরক্ত্য ও অসীম খরচা আনয়নাপেক্ষা সকল বিবাদ আপোসে মিটাইয়া দেওয়া পরামৃশ্য। পাণ্ডিত্যবিষয়ে অদ্বিতীয় সুপ্রিমকোর্টের পণ্ডিত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাঁহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত হইয়াছেন ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমারদের সর্ব্বদা দৃষ্ট হইতেছে। অনেক লোক ইহার পূর্ব্বে ধনি ও সম্ভ্রান্ত লোকেরদের মধ্যে গণ্য ছিলেন তাঁহারা এক্ষণে মোকদ্দমাকরণের দ্বারা পক্ষহীন পক্ষির মত অত্যন্ত দুঃখী হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহার পূর্ব্বে মোকদ্দমাকরণ বিষয়ে সকল লোকেরি এমত চেষ্টা ছিল যে তাহা এক প্রকার বায়ুর মত। আমারদের স্মরণে আইসে যে ইহার পূর্ব্বে সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মানের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ সুপ্রিমকোর্টে অমুকের দুই তিনটা একুটির মোকদ্দমা চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সম্ভ্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ হয় যে দুর্গোৎসবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ বিষয়ে তৃপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে কলিকাতার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রধান কুঠীর অধ্যক্ষেরা বিংশতি বৎসরপর্য্যন্ত পরস্পর কারবার করিতেছেন কিন্তু একবারো সুপ্রিমকোর্টে প্রবিষ্ট হন নাই এবং তাঁহারদের মনে সুতরাং এই জিজ্ঞাস্য হয় যে তাঁহারা যেরূপ অল্প ব্যয়ে বিবাদভঞ্জন করেন আমরা সেরূপ কি নিমিত্তে না করিতে পারি। ইংগ্লণ্ডীয়েরা সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ শেষোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন ইহা সকলেই দেখিতেছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের এই বিবেচনা হইতেছে তাঁহারা বিবাদ

উপস্থিত হইবামাত্র সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ প্রথমোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন এই রীতি বহুকালাবধি চলিতেছে বটে কিন্তু তাহা অতিশয় অপরামৃশ্য।

( ১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ )

কলিকাতায় সভা।—আগামি ১৫ তারিখে কলিকাতার টৌনহালেতে নীচের লিখিতব্য অভিপ্রায়ে কলিকাতানিবাসি সাহেব লোকেরদের এক বৈঠক হইবেক। কোম্পানির ফরমানের মিয়াদ অতীতে চীনদেশ ও ইংগ্লণ্ডদেশে যে বাণিজ্যব্যাপার চলে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ লোকের অধিকার ও ইউরোপীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিতে পারেন এই উভয় কর্ম্মের নিমিত্তে পার্লিমেণ্টে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচার পত্র পাঠ করিয়া আমারদের বোধ হয় যে সেই সভায় অনেক সাহেবলোক একত্র হইবেন এবং সেখানে যে বাদানুবাদ হইবে তাহার শুশ্রূষা সকলেরি হইবে।

( ২ জানুয়ারি ১৮৩০। ২০ পৌষ ১২৩৬ )

ক্লোনিজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এপ্রদেশে চাসবাসবিষয়ক।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৯ ডিসেম্বর ৬ পৌষের সমাচারদর্পণ ও বঙ্গদূত কাগজে দেখিলাম টৌনহাল সমাজে যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ লিখি চন্দ্রিকায় স্থান দিবেন।

প্রথমতঃ প্রকাশ পায় যে কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের অর্থাৎ ইজারার মিয়াদ অতীত হইলে যে বিষয়ের নিয়মের আবশ্যকতা হয় তদ্বিষয়ে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক ঐ সভায় কত এবং কে কে সমাগত হইয়াছিলেন তাহা কি কারণে প্রকাশ করেন নাই। অনুমান করি দর্পণপ্রকাশক কোন ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রহইতে তরজমা করিয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে বঙ্গদূতে প্রকাশ হইয়াছে যাহা হউক ঐ সমাচার প্রথম প্রচারকের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য হইল অপর ঐ সভায় যে কএক বিষয়ের পরামর্শ হইয়াছে তাহাতে আমার যে২ আপত্তি আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিব সংপ্রতি।

পরামর্শসিদ্ধ পঞ্চম কথা শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ করিলেন এবং শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার সহায়তা করিলেন ঐ পরামর্শসিদ্ধ কথার অভিপ্রায় এই যে ভারতবর্ষের ব্রিটিস সবজেকটের ভূমির দখল পাওনের যে প্রতিবন্ধক আছে এবং তাহারদের স্বচ্ছন্দে এতদ্দেশে আগমনপূর্ব্বক বসতির যে নিষেধ আছে তাহাতে এদেশের বাণিজ্য বা

কৃষিকর্ম কি শিল্পকর্মের উন্নতিহওনের এক মহাব্যাঘাত এবং সেই ব্যাঘাত দূরীকরণার্থে পার্লিমেণ্টে দরখাস্ত দেওন কর্ত্তব্য হয়।

ইহাতে আমি বলি এদেশে যেপ্রকারে কৃষিকর্ম ও শিল্পকর্ম চলিতেছে ইহা এদেশীয়ের পক্ষে পরম মঙ্গল তাহার অন্যথা হইলে মহাদুঃখ হইবেক তাহার এক সাধারণ প্রমাণ দেখাই এদেশের দীন দরিদ্রের স্ত্রীসকল চরকার সূতা কাটিয়া কালযাপন করিত বিলাত হইতে শিল্প যন্ত্রনির্ম্মিত সূতার আমদানী হওয়াতে তাহারদিগের অন্নাভাব হইয়াছে অতএব বিবেচনা কর শিল্পকর্ম্মকারিরা বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই নগর মধ্যে ময়দাওয়ালা কত ছিল এক্ষণে ময়দার কল হওয়াঅবধি কত আছে তাহার অনুসন্ধান করিলে ঐ বাবুরা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে ইঙ্গরেজ লোক শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে। অপর গোরা লোক কৃষিকর্ম্ম করিলে এদেশের দীন কৃষকদিগকে কোথায় পাঠাইয়া দিবেন তাহা স্থির করিয়া গোরা কৃষক আনিবার প্রার্থনা করিলে ভাল হয় নচেৎ আপন দেশীয়েরদিগের অমঙ্গল করিয়া বিদেশীয়েরদিগের মঙ্গল চিন্তা বা প্রার্থনা করা কি পরামর্শসিদ্ধ হয় অপর যাহা লেখিতব্য পশ্চাৎ লিখিব নিবেদনমিতি ১২ পৌষ।—কস্যচিৎ জমীদারস্য।

## আইন-কানুন

( ১৯ এপ্রিল ১৮২৩। ৮ বৈশাখ ১২৩০ )

নূতন আয়িন।—কলিকাতা শহরের বন্দোবস্ত কারণ শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণর জেনেরেল বাহাদর ইংরেজী ১৮২৩ সালের মাহ মার্চের ১৪ তারিখের কৌসলের সভাতে যে আয়িন নিরূপণ করেন তাহার চুম্বক তর্জমা এই।

এইক্ষণে বারম্বার সমাচার পত্রাদিতে নানাবিধ অসঙ্গত ও অযথার্থ বিবরণ কলিকাতা নগরস্থ ছাপাখানাতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহার নিবারণার্থে এবং শহরের মধ্যে সমাচারপত্র এবং অন্য২ লিপি ও পুস্তক প্রভৃতি যাহা প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত দিবসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয় এবং যাহাতে সরকারী সমাচারের বিশেষতো রাজকীয় কর্ম্মের বিবরণ ও বাদানুবাদের প্রসঙ্গাদি থাকে তাহা ছাপা ও প্রকাশ হওনের ধারা আয়িন অনুসারে নিরূপণ করা অতিকর্ত্তব্য এবং আবশ্যক এ কারণ শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের আয়িন মতে যে ভার ও ক্ষমতা তাঁহাতে আছে তদনুসারে কৌসলের সভাতে নীচের লিখিত ধারানুসারে আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

প্রথম ধারা॥—কলিকাতা শহরের সুপ্রীমকোর্ট অদালতে এই আয়িনের রেজষ্টরী

হওনের তারিখ অবধি ১৪ দিবস মেয়াদের পরে কোন ব্যক্তির এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন মনুষ্যের দ্বারা শহরের মধ্যে কোন সমাচার পত্র কিম্বা অন্য কোন কাগজ অথবা কোন কেতাব উপরের লিখিত বিবরণ বিষয়ে অর্থাৎ সরকারী সমাচার ও রাজকীয় কর্ম্মের বিবরণ ও বাদানুবাদের ও সরকারের রীতি ও ধারাদির প্রসঙ্গে কোন ভাষাতে প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত কালে হজুরের প্রধান সেক্রটারি সাহেব কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধির দস্তখত সম্বলিত শ্রীশ্রীযুতের হজুর কৌসলের লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতি পত্র ব্যতিরেকে ছাপা করে কিম্বা প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় ধারা॥—যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীযুতের ঐ অনুমতি পত্র লইতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য এই যে আপন দরখাস্ত সম্বলিত নীচের লিখিত বিষয়ে এক আফিডেবিট অর্থাৎ হলফনামারূপে এক লিপি প্রস্তুত করিয়া প্রধান সেক্রটারি কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধি যে সাহেব থাকেন তাঁহার নিকটে দাখিল করে। তাহাতে এই সমস্ত লেখা থাকিবেক প্রথম যে সকল লোক প্রিণ্টর অর্থাৎ ছাপাকারী তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম ও উপাধি ও নিবাস। দ্বিতীয় প্রত্যেক এডিটরের নাম ও ঠিকানা। তৃতীয় কাগজ ও কেতাবের মালিকের নাম ও ঠিকানা যদি তাহারা প্রিণ্টর ও এডিটর ব্যতিরিক্ত দুই জনহইতে অধিক হয় তবে তাহারদের মধ্যে যে দুই জন কলিকাতা শহর কিম্বা তাহার আশপাশের নিবাসী ও অন্যাপেক্ষা অধিক অংশের মালিক হয় তাহারদের নাম ও ঠিকানা। চতুর্থ যে ছাপাখানায় ঐ কাগজ ও কেতাব ছাপা হইবেক তাহার ঠিকানা। পঞ্চম যে কাগজ ও কেতাব ছাপা করণের মনস্থ হয় তাহার নাম।

তৃতীয় ধারা।—উপরের লিখিত তাবৎ বিষয় এক কাগজে লিখিয়া শপথ পূর্ব্বক আপন২ দস্তখত করিয়া দাখিল করিবেক তাহার প্রমাণার্থে তাহারদিগের আবশ্যক যে তাহারা এই শহরের কোন জষ্টিস সাহেবের সাক্ষাতে হলফ করে এ কারণ পুলিসের তাবৎ জষ্টিস সাহেবেরদিগকে হুকুম হইয়াছে যে যদি কেহ তাঁহারদের নিকটে এ বিষয়ের কারণ হলফ করিতে আইসে তবে তাঁহারা তাহার স্থানে রস্নুম রূপে কিছু না লইয়া দস্তুর মত তাহাকে হলফ করাইবেন।

চতুর্থ ধারা॥—আফিডেবিট মতে এক কাগজে ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক লোকের নাম লিখিয়া দেওনের নিমিত্তে দ্বিতীয় ধারাতে হুকুম আছে অতএব যদি তাহারা চারি জনহইতে অধিক না হয় এবং তাহারা শহর কলিকাতার কিম্বা ঐ শহরের আশপাশ দশ ক্রোশের মধ্যের নিবাসী হয় তবে ঐ সকল লোকের হলফ ও দস্তখত পূর্ব্বক ঐ কাগজ দাখিল হইবেক যদি তাহারা চারি জনহইতে অধিক হয় তবে তাহারদের মধ্যে চারি জন কিম্বা যয় জন উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে বাস করে তাহারদের দস্তখত ও হলফের আবশ্যকতা হইবেক।

পঞ্চম ধারা॥—উপরের লিখিত লোক অর্থাৎ ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক

যাহারদের নাম আফিডেবিটের কাগজে লেখা থাকিবেক তাহারদের মধ্যে কেহ বদলি হইলে কিম্বা পূর্ব্ব নিবাস ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইয়া বাস করিলে এবং ছাপাখানা ও ছাপার কাগজ কেতাবের নাম বদল হইলে এবং শ্রীশ্রীযুতের কৌঁসলের সভাহইতে এ বিষয়ের হুকুম হইলে প্রথম আফিডেবিটের কাগজের মত দ্বিতীয় এক কেতা কাগজ পুনর্ব্বার দাখিল করিতে হইবেক। ও এমন হুকুম হইলে এ বিষয়ের এক এত্তালানামা প্রধান সেক্রটারি সাহেব কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতে উপরের লিখিত ব্যক্তিরদিগের নিকটে পাঠান যাইবেক ও যে বাটীতে মেয়াদী কাগজ অথবা কেতাব ছাপা হওনের প্রসঙ্গ পূর্ব্ব আফিডেবিটের কাগজে লেখা গিয়া থাকে তথায় ঐ এত্তালানামা পাঠান যাইবেক ও দ্বিতীয় বার আফিডেবিটের কাগজ উপরের লিখিত নিয়ম মতে দাখিল না হইলে মেয়াদী কাগজ ও কেতাবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিনা লাইসেন্সে কাগজাদি ছাপাদি হওনের ন্যায় বোধ হইবেক।

ষষ্ঠ ধারা॥—যে লাইসেন্স শ্রীশ্রীযুতের হজুর হইতে কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয় তাহা রদ করণের ক্ষমতা তাঁহাতে বর্ত্তে। ও জানান যাইতেছে যে লাইসেন্স রদ হওনের বিষয়ে হজুরহইতে প্রধান সেক্রটারি সাহেবের কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতী চিঠী প্রাপ্তি হওনমাত্রেই তাহা বাতিল বোধ হইবেক। ও যদি লাইসেন্স রদ হওনের পরে ঐ মেয়াদী কাগজ কিম্বা কেতাব ছাপা হয় তবে তাহা লাইসেন্স না পাওয়া কালের ছাপা হওয়ার ন্যায় বোধ হইবেক। এ প্রকার চিঠী মেয়াদী কাগজের কিম্বা কেতাবের ছাপাখানায় পাঠান যাইবেক এবং ঐ লাইসেন্স রদ হওনের সম্বাদ সকল লোককে শহর কলিকাতা সরকারী গেজেটের দ্বারা দেওয়া যাইবেক।

সপ্তম ধারা॥—শহর কলিকাতার নিরূপিত সরহদ্দের মধ্যে কোন ব্যক্তি সরকারহইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইয়া যদি প্রথম ধারার উক্ত কোন মেয়াদী কাগজ কিম্বা কেতাব জ্ঞাতসারে কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাপা করায় অথবা প্রচার করে কিম্বা স্বয়ং কর্ত্তা অথবা তাহার মোক্তারকার অথবা চাকর ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিম্বা কেতাব বিক্রয় করে কিম্বা কাহার সহিত বদলও করে কিম্বা কোন প্রকারে কোন জনকে দান করিয়া কি চাওয়াতে দিয়া বিলি লাগাইতে চাহে এবং যদিস্যাৎ কোন কেতাবখানার কর্ত্তা কিম্বা দোকানদার অথবা যে স্থানে লোকেরা পড়িবার কারণ একত্র হয় সে স্থানের মালিক অথবা কোন সামান্য সভার স্থানের কর্ত্তা কিম্বা তথাকার কর্ম্মের নির্ব্বাহকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক ও জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিম্বা কেতাব লোকেরদিগের দৃষ্টিকরণার্থে লয় কিম্বা কেহ চাহিলে দেয় কিম্বা পড়া যাইবার কি অন্য বাসনায় কোন ব্যক্তিকে দেয় তবে উপরের উক্ত প্রকার সকলের কোন প্রকার করণ জন্য অপরাধী হইবেক এবং ঐ সমস্ত অপরাধের প্রত্যেক অপরাধের প্রতিফলে চারি শত টাকা করিয়া জরিমানা তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক।··· ··· ···

( ২৮ আগষ্ট ১৮২৪। ১৪ ভাদ্র ১২৩১ )

নূতন আয়িন।—কএক দিবস হইল কোম্পানি বহাদরের প্রবলাজ্ঞাদ্বারা হুগলি জেলায় ও কালনা মোকামে নৌকা গমনাগমনে প্রত্যেক দাঁড়ের কারণ চারি আনা কর নিরূপিত হইয়াছে।

( ১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪ )

কলিকাতাস্থ সরিফ টি সি প্লৌডন সাহেবের প্রতি।

আমরা ( যাহারদের নাম নীচে লিখিত আছে ) তোমার নিকট যাজ্ঞা করি যে তুমি কলিকাতাস্থ টৌনহালে কলিকাতাস্থ ব্রিটিস ও এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে সভাস্থ হইতে আহ্বান কর যে সেই সভাতে এই নগরের অত্যাবশ্যক নীচে লিখিত কএক প্রকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট আইন অথবা যদি আবশ্যকতা হয় তবে তত্তদ্বিষয়ে নূতন ব্যবস্থা করিতে পার্লিমেণ্টের নিকট দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততার বিবেচনা হয়।

তৎসভাতে বিবেচনীয় প্রথম প্রকরণ এই। ইদানী কলিকাতায় যে নূতন ইষ্টাম্পবিষয়ক আইন এবং সামান্যতঃ তৃতীয় জর্জের ৫৩ সালের আইনের ১৫৫ ধারার ৯৮ ৯৯ প্রকরণদ্বারা কলিকাতার সীমার মধ্যে টেক্স বসাইতে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে যে পরাক্রম দেওয়া গিয়াছে তাহার বিবেচনা করা।

দ্বিতীয় প্রকরণ। কলিকাতা নগরে হিন্দু ও মুসলমানব্যতিরেকে যাহারা মরে তাহারদের একসেকিটার অথবা আদমিনিষ্ট্রেটরেরদের হাতে তাহারদের হিসাবি দেনার পরিশোধের কারণ তাহারদের যে ভূমি থাকে সে ভূমির দাওয়া হইতে পারে এবং যে তাহারদের স্ত্রীর তৃতীয়াংশ সে ভূমিহইতে বাদ দেওয়া না যায় ইহার বিষয়ে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা করা।

তৃতীয় প্রকরণ। ইংগ্লণ্ডদেশভিন্ন ইউরোপীয় অন্য দেশস্থ প্রজা যে কলিকাতার মধ্যে ভূমি ক্রয় করিয়া আপনারদের উত্তরাধিকারিরদিগকে তাহা দান করিতে অনুমতি পায় ইহার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

চতুর্থ প্রকরণ। দেউল্যারদের উপকারের নিমিত্তে এবং তাহারদের উত্তমর্ণেরদের মধ্যে তাহারদের ধন সমানাংশে বিভক্ত হয় এতদ্বিষয়ে এক নূতন ব্যবস্থা প্রার্থনা করার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা।

স্বাক্ষরকারিরদের নাম।

জে পামর। আলেকজেণ্ডর কালবিন। হরিমোহন ঠাকুর। রাধাকান্ত দেব। জে ইয়ং। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।...রস্তম জি কাবাস জি।...রসময় দত্ত।...জি জে গর্ডন। জে কালডর। রামগোপাল মল্লিক। রামরতন মল্লিক। বৈষ্ণবদাস মল্লিক। রামমোহন রায়। রূপলাল মল্লিক। চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবনারায়ণ ঘোষ। শাহ গোপাল দাস মনোহর দাস বং মাধুরি দাস।...

( ১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪ )

শ্রীযুত জন পামর সাহেবের ও অন্য২ সভা প্রার্থকেরদের প্রতি।

লিখিতং শ্রীটি প্লৌডন সরিফ সাহেবের নিবেদনপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে কলিকাতার টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছে সে সভা ১৮১৭ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে যেমত আজ্ঞা আছে যে এ সকল বিষয় প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হয় সেমত বিস্মৃতিক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই অতএব গবর্ণমেণ্ট আমার নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপর শ্রীশ্রীযুত বাইসি প্রিসিডেণ্ট ইন কৌন্সেল সে সভা অস্বীকার করিয়াছেন অতএব আমি এক ইশ্‌তেহার দিয়াছি যে সেই দিনে সে সভা টৌনহালে বসিবে না।

দ্বিতীয়। প্রধান সেক্রটারি শ্রীযুত লসিংটন সাহেব যখন এতদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা আমার নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তিনি আরো এই কহিলেন যে তোমারদের দরখাস্তের প্রথম প্রকরণে যে২ বিষয়ের ঐ সভাতে বিবেচনা হইত সে২ বিষয়ের বিবেচনা করিবার নিমিত্তে যে কোন সভা বসে ইহাতে শ্রীযুত কোর্ট আফ ডাইরেক্তর্সের নিষেধ আছে অতএব শ্রীযুত সে নিষেধপ্রযুক্ত সভা করিতে অনুমতি দিতে পারেন না।

তৃতীয়। কিন্তু শ্রীশ্রীযুত আমাকে এই কহিতে অনুমতি দিয়াছেন যে যেরূপ সভা বসিতে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সেরূপ সভা বসিবেক না বটে কিন্তু ইষ্টাম্প আইনের বিরুদ্ধে পার্লিমেণ্টে দিবার নিমিত্তে কোন দরখাস্ত অন্য স্থানে প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষরের কারণ টৌনহালে রাখিতে বাধা নাই।

চতুর্থ। শ্রীশ্রীযুত আরো আমাকে এই কহিতে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তোমারদের দরখাস্তের শেষ তিন প্রকরণের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সভার অনুমতি যদি আমার দ্বারা শ্রীশ্রীযুতের নিকট যাচ্ঞা কর তবে শ্রীশ্রীযুত সে সভা করিতে অনুমতি দিবেন ইতি। কলিকাতা ১২ মে ১৮২৭ সাল।

পূর্ব্ব লিখিত পত্রানুসারে টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশ্‌তেহার দেওয়া গিয়াছিল সে সভা হইতে পারিবে না অতএব নীচে স্বাক্ষরকারিরা সকলকে জানাইতেছেন যে আগামি বুধবার ২৩ মে তারিখে দিবা তুই প্রহরের সময় একসচেঞ্জ ঘরে এক বৈঠক হইবেক এবং সরিফ সাহেবের প্রতি প্রথম দরখাস্তে যে২ বিষয় লিখিত ছিল তদ্বিষয় সম্পর্কীয় যে দরখাস্তের সে সভাতে প্রসঙ্গ হইবেক সে দরখাস্তের বিবেচনা হইবেক।

গোপাল দাস মনোহর দাস।...চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবচন্দ্র দাস। আশুতোষ দে। রাধাকৃষ্ণ মিত্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।...হরিমোহন ঠাকুর। জান পামর। রামগোপাল মল্লিক। বীর নৃসিংহ মল্লিক। রামচন্দ্র মিত্র।...

( ২১ জুলাই ১৮২৭। ৬ শ্রাবণ ১২৩৪ )

ইষ্টাম্প।—গত বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট আদালতে তিন জন জজ সাহেব বসিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক নূতন ইষ্টাম্প আইনে রেজিষ্টরি করিয়া আইন জারি করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন অতএব অতঃপর ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য না দিয়া আর কেহ বাঁচিতে পারিবেন না। ইহার পূর্ব্বে মফঃসলে লোকেরা আপনারদের পাট্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতির উপর যে ইষ্টাম্পের মূল্য দিত তাহা এক্ষণে কলিকাতার লক্ষপতিরদের উপরেও পড়িবে।

( ৩০ জুন ১৮২৭। ১৭ আষাঢ় ১২৩৪ )

বাঙ্গলার বৃত্তন্ত।—শ্রীযুত সর ই এচ্ ইয়েষ্ট যিনি বাঙ্গলার প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন তিনি বাঙ্গালার বিষয়ে এক পত্র শ্রীযুত লার্ড লিবরপুল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন এই বাঙ্গালার বাঙ্গালি লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি হইবেক ইহার অধিকাংশ এই প্রদেশে আছে এবং এই অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্লণ্ডীয় জজ ও মাজিস্ত্রিট তাবৎ শহরে ব্যাপিত হইয়াছেন অতএব এমত অল্প লোকদ্বারা বহুকর্ম্ম নিষ্পন্ন করণে অক্ষম সুতরাং বাঙ্গালি সদর আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য মোকদ্দমা সকল সম্পন্ন করান কিন্তু কর্ম্মের আধিক্য হওয়াতে এরূপ লোকের আধিক্য হইতেছে অতএব ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।

অন্য ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে কেবল তাঁহারাই তদুপস্বত্বে সুখী হয়েন এমত নহে তাহাতে অনেকেই সুখী হইয়া থাকে এবং তদুপস্বত্বে বড়২ জমীদারেরা বাদশাহের ন্যায় হইয়া সুখ ভোগ করেন বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ কহেন যে তিনি আপন জমীদারিতে মালগুজারি করিয়াও প্রতিবৎসর দশ লক্ষ টাকা পায়েন ইহাতে অনুভব হয় যে তিনি আপন লভ্যের অর্দ্ধেকও অঙ্গীকার করেন নাই পূর্ব্ব২ প্রজালোকেরা গবর্ণমেণ্টকে জমীদার ও সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়া বোধ করিত এক্ষণে জমীদার লোককেই তদ্রূপ মান্য করিবে এক ব্যক্তি বড় মানুষ জমীদার যাহার অধিক আয় আছে সে ব্যক্তি এক জন ইংরাজকে [ যে ব্যক্তি অল্প বেতনে অধিক শ্রম করে তাহাকে ] সামান্য জ্ঞান করে জমীদারেরা প্রজালোকের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন যদ্যপি আপন জমীদারির মধ্যে পুলবন্দি ও রাস্তাবন্দি করিতে হয় কিম্বা চৌকীদারেরদিগকে মাহিয়ানা দিতে হয় তবে প্রজালোকের স্থানে চাঁদা করিয়া লয়েন কোন২ সঞ্চয়শীল জমীদার ব্যক্তিরা আপন২ নগদ টাকা ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্বারা জমী খরিদ করেন তাহার কারণ এই যে ইহাতে কর্ত্তৃত্ব ও অধিক লভ্য হয়।

গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি এক নূতন আইন স্থাপন করেন তবে ইহাতে অধিক কর লভ্য করিতে পারে আর টেক্স প্রজালোকের উপর না করিয়া জমীদার লোকের উপর করিলে ভাল হয়।

গত ২৪ এপ্রিল কলিকাতা ক্রোনিকেল নামক সমাচারপত্রে এ বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে ইহা আমরা সংক্ষেপে তর্জমা করিয়া স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলাম।—সং চং

( ১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫ )

পেটি জুরি।—আমরা শুনিলাম যে এই মিসিলে যে২ ব্যক্তি পেটি জুরি হইয়াছেন তাহারদের মধ্যে ৩১ জন ইংগ্লণ্ডে জাত ইউরোপীয় লোক ও ২৬ জন এতদ্দেশীয় ইংরাজ ও তিন জন বাঙ্গালি বিশেষতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণমোহন দে ও তারিণীচরণ মিত্র।

( ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্গুন ১২৩৫ )

বেগারদিগকে রাস্তাতে ধরণ।—লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলে এই মত এক হুকুম হইয়াছিল যে কোম্পানির কোন এক সেনাপতি পথিমধ্যে যাত্রাকরত যদি গ্রামস্থ কোন ব্যক্তিকে বেগার ধরিয়া আপনার জিনিসপ্রভৃতি বহান তবে তাঁহার শাস্তি হইবে আমরা সংপ্রতি শুনিতেছি যে শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর সাহেব সেইমত হুকুম করিয়াছেন এবং যদি কেহ তাহা উল্লঙ্ঘন করেন তবে তাঁহার অতিশয় শাস্তি হইবে।

( ১৩ জুন ১৮২৯। ২ আষাঢ় ১২৩৬ )

বিচারকর্ত্তার নূতন নিয়ম।—সংপ্রতি শুনা গেল যে জিলা হুগলির বিচারকর্ত্তা শ্রীলশ্রীযুত স্মিথ সাহেব সকল গ্রামে এই নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে নীচ জাতিরা সকলে একত্র হইয়া মিলিয়া রাত্রি কালে যষ্টি হস্তে করিয়া গ্রামের ভিতরে চৌকি দিবেক এই হুকুম দিয়াছেন কারণ ডাকাতি কিম্বা কোন হঙ্গাম উপস্থিত হইলে সকলে জনরব করিবে তাহাতে গ্রামের পাইক পেয়াদা এবং মণ্ডল ও অবশিষ্ট রাইয়ত লোকপ্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া যাহাতে তাহা নিবারণ হয় তাহা করিবেক অন্যথা বিচার কর্ত্তার নিকট যথা বিধি শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক।—তিং নাং।

## সম্ভ্রান্ত লোক

( ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৪ আশ্বিন ১২২৫ )

মরণ।—গোপীমোহন বাবু এতদ্দেশের মধ্যে অতি খ্যাত এবং সম্পত্তিতে ও সন্ততিতে অখণ্ড ভাগ্যবান ও শিষ্ট ও অনুগত প্রতিপালক ও গুণজ্ঞ ও গুণবান্ ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন তিনি নানা সুখবিলাসে ও সৎকর্ম্মেতে ও পরোপকারেতে এতাবৎ কাল ক্ষেপণ করিয়া ১২২৫ সালের ১ আশ্বিন বুধবার ইহ লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পর লোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপন সন্তানেরদের প্রতিপালনার্থে আশী লক্ষ টাকা রাখিয়া ও চিরজীবিনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া আপনি স্বকর্ম্মানুযায়ি ফলভাগী হইয়াছেন।

ইনিই পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী স্বনামধন্য গোপীমোহন ঠাকুর। গোপীমোহনের ছয় পুত্র,—সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

( ৮ এপ্রিল ১৮২০। ২৮ চৈত্র ১২২৩ )

মরণ।—গত শনিবার ১ এপ্রিল ২১ চৈত্র বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুর পরলোকগত হইয়াছেন কলিকাতাতে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল অতএব তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

( ৩ জুন ১৮২০। ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭ )

ইস্তাহার।—সকলকে জানান যাইতেছে যে সূর্য্যকুমার ঠাকুর কমরস্থল বাঙ্কের খজাঞ্চী ও এক অংশী ছিলেন সংপ্রতি তাহার পরলোক হওয়াতে তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন।

( ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২ )

শুভজন্ম।—১২ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া বাবুজী মহাশয় সদ্বিবেচনা করিয়া বহুবিত্ত ব্যয়দ্বারা অনেক দীন দুঃখি লোকেরদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন এবং যাবদীয় বাদ্যকরকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছেন তাহাতে রবাহূত দীনাদি কেহ ক্ষুণ্নমনা হইয়া গমন করে নাই।

( ১৩ মার্চ্চ ১৮১৯। ১ চৈত্র ১২২৫ )

মরণ।—গত ২৭ ফেব্রুআরি ইং ১৭ ফাল্গুণ বাং যশোহরের রাজা বাণীকণ্ঠ রায় মরিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। ইহার পিতা শ্রীকণ্ঠ রায় এতদ্দেশে অতিখ্যাত এবং সংস্কৃত ও পারশী ও হিন্দী ও ইংরাজীতে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং তাহার গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল তাঁহার রচিত অনেক উত্তম২ গান গায়কেরা অদ্যাপি গান করেণ।

লোকনাথ ঘোষের *The Modern Hist. of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc.* গ্রন্থে ( ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬ ) বাণীকণ্ঠ রায়ের মৃত্যুর তারিখ ভ্রমক্রমে ১৮১৭ সন বলিয়া দেওয়া আছে।

( ২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬ )

শ্রীযুত লালাবাবু।—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ তিনি লালাবাবু নামে খ্যাত ছিলেন তিনি কতক বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন এবং সেখানকার রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া তৎপ্রদেশে কতক জমীদারি লইয়া শ্রীবৃন্দাবনেই ঐশ্বর্য্য পুরঃসর বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়াই এতদ্দেশীয় তাবদ্বিষয়েরও তত্ত্বাবধারণ করিতেন। সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল যে তিনি সেখানকার ও এখানকার

অনিত্য যাবৎ বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমেশ্বর মাত্র নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন এবং ঐহিক লজ্জা নিবারণার্থ কেবল কৌপীনমাত্রাবলম্বন করিয়াছেন ও ক্ষুধা নিবারণার্থ এক সন্ধ্যামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন।...তিনি চল্লিশ বৎসরবয়স্ক ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অবধি পুরুষত্রয়েতে ক্রম সঞ্চিত ধন ও ঐশ্বর্য্য ও অনুমান নয় দশ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং স্ত্রী ও পুত্র ও ইষ্ট বন্ধু জ্ঞাতি কুটম্বপ্রভৃতি পরিবার স্নেহ বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন ইহকালে এমত অন্যত্র সম্ভব হয় না। এখন তাঁহার নিকটে যদ্যপি কোন আত্মীয় লোক যায় তাহারদের সহিত আলাপও করেন না তাঁহার যাবদ্বিষয়ের অধিকারী তাঁহার পুত্র আছেন।

( ১৭ জুন ১৮২০। ৫ আষাঢ় ১২২৭ )

লালাবাবুর মৃত্যু।...তিনি অনুমান বার বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক ধন ব্যয়পূর্ব্বক প্রস্তরময় এক বৃহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে সমুদায় শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত অতি বৃহৎ এক মন্দির করিয়াছিলেন ও তাহাতে তিন শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহার নিত্য সেবার পরিপাটী কত লিখিব তেমন অন্যত্র দেখা যায় না। সেই পুরীর এক প্রান্তে অতিথিশালা সেখানে অন্ধ অতুর নাগা সন্ন্যাসী বৈরাগী বিদেশীয় প্রভৃতি সহস্র২ লোক প্রতি দিন নিয়ত থাকিত তাহারা ইচ্ছানুসারে আপন২ আহার অনায়াসে সরকারহইতে বরাওর্দ্দরূপ পাইত বিশেষ২ দিনে ইহাহইতে অধিকও জমা হইত। সেখানে আহারার্থী হইয়া যে যখন যাইত সে কদাচ বিমুখ হইত না এবং শ্রীবৃন্দাবন তীর্থের অন্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই দুই তীর্থ স্থান অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তিনি সে দুই স্থান পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া পূর্ব্ব হইতে অধিক শোভান্বিত করিয়াছেন লোকে কহে যে তাহাতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই২ রূপ সেখানে অনেক কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে থাকিয়া এখানকার ও সেখানকার বিষয় রক্ষা করিতেন কিন্তু দুই বৎসর হইল ঐহিক বিষয় চেষ্টাত্যাগপূর্ব্বক পারলৌকিক বিষয় চেষ্টাতে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্ন কালে পরের দ্বারে গিয়া মাধুকরী বৃত্তি করিয়া দিনযাপন করিতেন ঐহিক সুখ লিপ্সা মনেও আনিতেন না। সংপ্রতি ১২২৭ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ ইং ১৮২০ সালের ১৪ মে রবিবারে চৌয়াল্লিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীবৃন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যে কীর্ত্তি করিয়াছেন তাহা বহুকাল থাকে এমত নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন। তৎপ্রদেশে যে জমীদারি ও অন্য২ বিষয় করিয়াছেন তাহাতে বৎসর২ যে লভ্য হয় তাহাতে সেখানকার খরচ স্বচ্ছন্দে চলিবেক।

শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'লালাবাবু' নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। মোরেনো সাহেবও লালাবাবু সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন (*Bengal: Past & Present*, Octr.–Decr., 1926)। কিন্তু এগুলিতে জনপ্রবাদ ও মনোরম গল্পের ভাগই বেশী—কাজের কথা খুবই কম। মাসিক 'ফ্রেণ্ড

অফ ইণ্ডিয়া' পত্রের ১৮২০, জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ১৯৯-২০৩) লালাবাবুর মৃত্যু-প্রসঙ্গে কিছু লিখিত হইয়াছিল। ভারত গবর্মেণ্টের পুরাতন দপ্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি লালাবাবুর বৃন্দাবন প্রবাসের ইতিহাস ১৯২৭ সনের *Bengal: Past & Present* পত্রে প্রকাশ করিয়াছি।

( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬ )

মরণ।—কলিকাতার পাথুরেঘাটার রামলোচন ঘোষ সুখ্যাতিমান্ লোক ছিলেন সংপ্রতি পীড়াগ্রস্ত হইয়া গত রবিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়া পথে আপন বিভবানুসারে ধন ব্যয় করিয়াছিলেন পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেওয়ান রামলোচন ঘোষ পাথুরিয়াঘাটার ও জোড়াবাগানের ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি লেডী হেষ্টিংসের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র থাকায় তিনি হেষ্টিংস সাহেবের দেওয়ান বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে যে-সকল বাঙালী ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন, রামলোচন ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তিনি মুক্তহস্তে জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি বরাহনগর আলমবাজারে গঙ্গাতীরে একটি স্নানের ঘাট ও দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আজও তাহা লোচন ঘোষের ঘাট বলিয়া খ্যাত।

( ২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭ )

মরণ।—মোং শান্তিপুরের রামমোহন চট্টোপাধ্যায় অনেক কালপর্য্যন্ত শ্রীযুত ব্লাক্বির সাহেবের দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনেক লোকের সাহায্য ও সৎ কর্ম্ম করিয়া সৌজন্যরূপে এতাবৎকাল ক্ষেপ করিয়াছেন সংপ্রতি তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। এবং সাহেব তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনিও উপযুক্ত মত কর্ম্ম করিতেছেন।

( ২১ জুন ১৮২৮। ৯ আষাঢ় ১২৩৫ )

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু॥—আমরা অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক সকলকে জানাইতেছি যে শ্রীলশ্রীযুত ব্লাকিয়র সাহেবের দেওয়ান কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যিনি বহু কালাবধি দেওয়ান হইয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন এবং সব্য ভব্য সুশীলতায় এতন্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তিনি গত বুধবার তারিখে ওলাউঠারোগে লোকান্তর গমন করিয়াছেন ইহাতে এতন্নগরের আবাল বৃদ্ধ অনেকেই আক্ষেপ করিতেছেন এবং আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি এ জগতে আমারদিগের এবং অনেককে যেমত সুখে রাখিয়াছিলেন তদনুরূপ তাহার পরকাল সুখে যাপন হয়।—তিং নাং

( ১২ আগষ্ট ১৮২০। ২৯ শ্রাবণ ১২২৭ )

মরণ।—৩০ জুলাই রবিবার মোং কলিকাতার বাবু কাশীনাথ বশাক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর ছিল এবং তিনি অতিজ্ঞানবান লোক ছিলেন ও অনেকের প্রতিপালক ছিলেন তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে।

( ৪ নবেম্বর ১৮২০। ২০ কার্ত্তিক ১২২৭ )

মরণ।—গত শুক্রবার ২৭ আকটোবর ১২ কার্ত্তিক কলিকাতার বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহের মৃত্যু হইয়াছে তাহার বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছিল না এবং তাহার সুখ্যাতি সর্ব্বত্র ছিল।

ইনি জোড়াসাঁকো সিংহ-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পুত্র, এবং স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ।

( ৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮ )

ইস্তাহার।—জনাই সাকীমের শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ইড়িতলার জমীদার তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার জমীদারি প্রভৃতি দৌলৎ যে আছে সে সকল শ্রীযুত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উইল করিয়াছে…।

( ৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাদ্র ১২২৮ )

মোকাম কলিকাতার বড়বাজারের বাবু নীলমণি মল্লিক অতিভাগ্যবান লোক ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ ধন রাখিয়া এই সপ্তাহে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ঔরসপুত্র ছিল না এক পোষ্যপুত্র রাখিয়াছিলেন সেই তাঁহার তাবৎ ধনাধিকারী হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরই নীলমণি মল্লিকের পোষ্যপুত্র।

( ১৭ নভেম্বর ১৮২১। ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮ )

ইস্তাহার।—ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রোস্তমজী বইরমজী কোম্পানী খ্যাত ছিল সন ১৮২১ শাল ১৪ নবম্বর ইস্তক বইরমজী কওয়াশজী আপন অংশ লইয়া ভিন্ন হইলেন এই তারিখ ইস্তক রোস্তমজী কোওয়াশজী কোম্পানী খ্যাত হইল।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল 'ভারতবর্ষে' ( চৈত্র ১৩৩৮; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ ) রুস্তমজী কাওয়াসজীর প্রামাণ্য চরিত-কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

( ২৩ নভেম্বর ১৮২২। ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯ )

মোং কলিকাতার পাথরীয়া ঘাটার দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বহুমূত্র রোগে পীড়িত থাকিয়া ২৬ কার্ত্তিক রবিবার দিবা দশ দণ্ড সময়ে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়বর্গ অনেকে শোকান্বিত হইয়াছে ইনি সদ্বংশজাত সুশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ পরোপকারী ছিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় হিন্দুবালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থে হিন্দু কালেজের এক জন সহকারী হইয়া বালকেরদের বিদ্যোপার্জন বিষয়ে অনেক মনোযোগ করিতেন।

দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়—হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার একাধিক গ্রন্থে ইঁহাকে অনুকূলচন্দ্রের "পিতা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই বৈদ্যনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ( অনুকূলচন্দ্রের পিতা ) এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন ( ডিসেম্বর ১৮২২ )।

( ৩০ আগষ্ট ১৮২৩। ১৫ ভাদ্র ১২৩০ )

পঞ্চত্ব।—আমরা অত্যন্ত খিদ্যমান মানসে প্রকাশ করিতেছি যে মহারাজ রাজকৃষ্ণ বহাদর শন ১২৩০ শালের ৪ ভাদ্র ইং শন ১৮২৩ শালের ১৯ আগস্ত মঙ্গলবার মধ্যাহ্ন কালে কালধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন।...তাঁহার বয়ক্রম দ্বিচত্বারিংশদ্বৎসরের অধিক হইয়াছিল না এবং তিনি নিজে গুণজ্ঞ এবং বিদেশী ও স্বদেশী নানা গুণিজনের এক অবলম্বন স্থান ও তিনি প্রকৃত মহাশয় ছিলেন...।

ইনি শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র। লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থে রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যুর তারিখ ভ্রমক্রমে "আগষ্ট ১৮২৪" বলিয়া উল্লেখ আছে।

( ১৪ আগষ্ট ১৮২৪। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১ )

সহগমন।—কএক দিবস হইল মোং খিদিরপুর গ্রামে দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্রেয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোগবিশেষে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে তাঁহার স্ত্রী পতির বিচ্ছেদ জ্বালায় জ্বলাতনা হইয়া শবসহ জল জ্ঞানে জ্বলদগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন।

গোকুলচন্দ্র ঘোষাল বাংলার গভর্নর ভেরেল্‌ষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র—ভূকৈলাসের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল।

( ৯ এপ্রিল ১৮২৫। ২৮ চৈত্র ১২৩১ )

মৃত্যু।—মোং কলিকাতার সিমুলিয়া নিবাসী বাবু রামদুলাল সরকার অতিভাগ্যবানরূপে খ্যাত ছিলেন সংপ্রতি গত ২০ চৈত্র শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের সময় গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন।

ইনিই স্বনামধন্য ছাতুবাবুর ( আশুতোষ দেবের ) পিতা।

( ৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ )

গুণবানের মৃত্যু।—হাটখোলানিবাসি বাবু মদনমোহন দত্তের পৌত্র হরলাল দত্তের পুত্র মণিমাধব দত্ত গত ২৬ বৈশাখে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিবরণ।

২৪ বৈশাখ শিরোর্দ্ধবেদনা অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল তদুপলক্ষে ২৬ তারিখে জ্বর হওয়াতে ২৭ বৈশাখ দিবা দুই প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবারের শোকের সীমা নাই অস্মদাদিরও মহাখেদ হইয়াছে যেহেতু ঐ বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর হইয়াছিল তাহাকে যুবপুরুষ বলা যায় আর তিনি অতি গুণবান অর্থাৎ বাঙ্গালা পারসি আর ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান্‌রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কোন২ কর্ম্মস্থানে দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অনুরাগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরঞ্চ দত্ত বাবু অতিসুশীল

মিষ্টভাষী বিজ্ঞ প্রেমাভিলাষী গুণজ্ঞ রসজ্ঞ বিজ্ঞ রসিক ছিলেন তাঁহার কৃত এক আদিরস-সংযুক্ত গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা প্রকাশিত হইলে তাহার রসিকতা প্রকাশ পাইত অতএব এমত গুণবানের মৃত্যু হওয়াতে সুতরাং অনেকে খেদিত হইয়াছেন।—সং কৌং।

( ৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ )

ধনবানের মৃত্যু।—গত মঙ্গলবার দিবাভাগে মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাদুর রোগবিশেষে পরলোকগত হইয়াছেন।

ইনি মহারাজা সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

( ৮ ডিসেম্বর ১৮২৭। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৪ )

রাজা শিবচন্দ্র রায়।—গত ৯ অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে রাজা শিবচন্দ্র রায় পরলোকগত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার বিশেষ যাহা অবগত আছি তাহা প্রকাশ করিতেছি রাজা শিবচন্দ্র রায় মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র ইনি অতিবুদ্ধিমান ছিলেন বুদ্ধিমত্তাপ্রযুক্ত অনেকের নিকট প্রশংসান্বিত হইয়া কালযাপন করিয়াছেন তাঁহার পৈতৃক যে ধন ছিল তাহা পাচ সহোদরের সহমানে সমান অংশ করিয়া লইয়া সেই ধন বৃদ্ধির দ্বারা অধিক করিয়াছিলেন তাঁহার টাকা প্রায় অপব্যয় হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই বরঞ্চ সদ্ব্যয়ে সর্ব্বদা ব্যয় করিতেন যদ্যপি তাঁহার তাবৎ ব্যয়ের বিশেষ জ্ঞাত নহি তথাচ দেশ রাষ্ট্র আছে লিখি পশ্চিমদেশে নানা তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ কর্ম্ম সাধনার্থ সাধু সকল গমন করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের তীর্থপর্য্যটনের নিমিত্ত গমনাগমনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক কর্ম্মনাশা নদী আছে তাহার জলস্পর্শে তাবৎ কর্ম্ম নষ্ট হয় এই শঙ্কায় তৎকর্ম্ম সাধকেরা সশঙ্কিত হইয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতে আত্যন্তিক ক্লেশ পাইতেন ইহার বিশেষ প্রায় অনেকে জ্ঞাত আছেন রাজা এই বৃত্তান্তাবগত হইয়া তাঁহার আত্মীয় বিজ্ঞবর শ্রীযুত কালিন সিক্সিপিয়ের সাহেবের সাহায্যদ্বারা এক রজ্জুময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ নদীর উপর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তীর্থযাত্রি সকল নিরুদ্বেগে তাহার উপর দিয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতেছেন তাহাতে রাজসংক্রান্ত লোকের এবং তদ্দেশীয় প্রজাবর্গের গমনাগমনেও মহোপকার হইয়াছে অপর এতদ্দেশের বালকদিগের বিদ্যা উপার্জ্জনের উপায়ের নিমিত্ত যে নিয়ম স্থাপন হইয়াছে তাহাতেও অনেক টাকা দান করিয়াছেন ইহা ভিন্ন সর্ব্ব সাধারণের উপকার নিমিত্ত অনেক ধন ব্যয় করিয়াছেন অনুমান করি দেশাধিপের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা এতাবৎ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করেন অর্থাৎ রাজা তিনি উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং রাজপথে যানবাহনে গমনাগমনকালে রজতময় দণ্ড ও অস্ত্রাদি হস্তে যুক্ত পদাতিক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে রাজাজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ পারেন না তিনি রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আসা সোটা বল্লম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক সঙ্গে লইয়া পথে গমন করিতেন এবং তাঁহার বাটীর দ্বারে সিপাহী অর্থাৎ যুদ্ধ সজ্জান্বিত সৈন্য

বন্দুকে সঙ্গিনযুক্ত করিয়া দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাদি রাজদণ্ড মর্য্যাদার চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন।

অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন প্রাতঃকালাবধি নিদ্রাদশাপর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম করিতে হয় তাহাও নিয়মপূর্ব্বক করিতেন অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি স্নানের সময়পর্য্যন্ত গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি লইয়া সদালাপ করিতেন এবং দানাদিকরণেরও ঐ সময় ছিল ভোজনান্তে আপন আমলাগণ লইয়া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন দিবাবসানে অর্থাৎ দুই প্রহর চারি ঘণ্টার পর অনুগত আশ্রিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সমাগম সময় ছিল সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন সে সময় গাইন গুণি ভাঁড় খোসামুদে তোসামুদে ইয়ার মোসাহেবলোক সমভিব্যাহারে খোস মেজাজে থাকিতেন রাজার নিকট অনেক লোক প্রতিপালিত হইত আপন বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে দেওয়ান খাজাঞ্চি মুহুরির মুন্সি কেরাণি পদাতিকপ্রভৃতি ভিন্ন ও অনেক লোক মসহরা পাইত তাহারা কেবল দিনান্তে একবার আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতমাত্র অতএব এমত লোকের মৃত্যুতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।—সং চং

( ৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ )

রাণীর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।—এতন্নগরস্থ মৃত মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের কএক বাটী আছে তন্মধ্য নিজ বাটীতে তাঁহার মহারাণী থাকিতেন তিনি কোন বিশেষ পীড়ায় ক্লিষ্টা ছিলেন ১৪ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের পর পরলোকপ্রাপ্তা হইলেন পরে তাঁহার বর্ত্তমান দুই পুত্র শ্রীলশ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর মহারাণীর শব লইয়া নৌকাযোগে কাশীপুরে তাঁহারদিগের নিজ ঘাটে জাহ্নবীর তটে চন্দনাদি কাষ্ঠে ও ঘৃত ধূনাদিদ্বারা দাহ করিয়াছেন মহারাণী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী বটেন যেহেতুক রাজপত্নী রাজজননী ইহাতে ভাগ্যের সীমা কি পুণ্যবতী ও অতিযথার্থ কেননা প্রপৌত্র দেখিয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

( ১৬ জুলাই ১৮২৫। ২ শ্রাবণ ১২৩২ )

বর্দ্ধিষ্ণু লোকের মৃত্যু।—মোং বহুবাজার নিবাসি দুর্গাচরণ পিতুড়ী যিনি একাল পর্য্যন্ত কলিকাতার সরিপ দপ্তরের মুৎসুদ্দী হইয়া সুখে কাল যাপন করিতেছিলেন তিনি কালবশে গত রবিবার কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার কর্ম্ম শ্রীযুত বাবু গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় করিতেছেন ও তাবৎ বিষয়াংশীও তিনি হইয়াছেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয় শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় পাইয়াছেন।—তিমিরনাশক।

( ২০ আগষ্ট ১৮২৫। ৬ ভাদ্র ১২৩২ )

মৃত্যু।—সেরাজুদ্দিন আলী খাঁ নামে কাজি উল কোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান কাজি

সংপ্রতি কলিকাতায় পরলোকগত হইয়াছেন তিনি আরব্বি ও পারসি বিদ্যাতে অতিনিপুণ ছিলেন এবং মুসলমানেরদের ব্যবস্থাগ্রন্থেতে ও কাব্য শাস্ত্রেতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি চল্লিশ বৎসরপর্য্যন্ত শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমাবস্থাতে অনেক দিবসপর্য্যন্ত সদরদেওয়ানি আদালতের মুফতী ছিলেন পরে কাজিউলকোজ্জাত পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি জরাগ্রস্ত হইলে কোম্পানি তাঁহাকে উত্তম বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প দিবস হইল তিনি আপন দেশ লক্ষ্ণৌতে যাইতে বাসনা করিয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকট নিবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীশ্রীযুত সম্মত হইয়া কোম্পানির কার্য্য সম্পর্কীয় তাবৎ সাহেব লোকের উপর পারসী ও ইংরাজীতে এইরূপ এক পত্র দিয়াছিলেন যে ইহার কর্ম্মেতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট আছি এবং ঐ পত্রে কোম্পানির সাধারণ মোহর দিয়াছিলেন বিশেষতঃ কাশী ও লক্ষ্ণৌর শ্রীশ্রীযুতের উকীলেরদের উপর বিশেষপত্র দিয়াছিলেন কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁহার পীড়া হইয়া তিনি কলিকাতাতেই কালপ্রাপ্ত হইলেন।

( ৮ নবেম্বর ১৮২৮। ২৪ কার্ত্তিক ১২৩৫ )

৺বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের পরলোকগমন।—আমরা মহাখেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৬ কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি দুই প্রহরের পর পাথরঘাটা-নিবাসি বাবু রমানাথ ঠাকুর ৫৭ বৎসরবয়স্ক হইয়া উদরাময় ও জ্বর রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করাতে অনেক লোক দুঃখিত হইয়াছেন যেহেতুক ইহার অনেক গুণ ছিল ইনি ৺রামহরি ঠাকুরের পুত্র যিনি আপন ক্ষমতাতে বহুধন উপার্জন করিয়া বহুবিধ দান করত এবং কুলকর্ম্ম করণপূর্ব্বক এই মহানগর মধ্যে গোষ্ঠিপতিত্ব পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার যশ কীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে ইহার বিদ্যা সৌজন্যাদি যত কীর্ত্তি তাহা অনেকেই বিদিত আছেন তন্মধ্যে বিশেষ ইদানী চতুষ্পাটী করিয়া অনেক ছাত্রকে বেদান্ত দর্শন পড়াইতেন সুদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন এমত নহে ইহার ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা ছিল না বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া কোন২ ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া টোল করিয়া পড়াইতেছেন তাঁহারদিগের টোল ও অধ্যাপনাকরণের ব্যয়ের আনুকূল্য যথেষ্ট করিতেন ঠাকুর বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যা ছিল এপ্রযুক্ত বাবু ও ঠাকুর উপাধি থাকাতেও বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত লোক সংপ্রতি সম্ভবে না কেননা বাবু বিষয়ী লোকের নিকট বাবু ছিলেন সভায় বসিলে গোষ্ঠীপতি ঠাকুর হইতেন পণ্ডিতগণের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য খ্যাত অতএব এমত লোকের পরলোক হওয়াতে কে না খেদিত হইতেছেন ও হইবেন বাবু বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তিন সংসার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বর্ত্তমানা ইহার সন্তান নাই মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা তাঁহারদিগের দুই জনের দুই পুত্র হইয়াছে।—সং চং

( ৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬ )

দিল্লীর বাদশাহ।—আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহার তথ্যাতথ্যতার বিষয়ে আমরা শপথ করিতে পারি না যে দিল্লীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির উপরে তাঁহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরণ করিতেছেন যদি এই কথা সত্য হয় তবে কালেতে যে পারিবর্ত্ত হয় তাহার এই এক নূতন প্রমাণ গত দেড় শত বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা এ দেশে একটা বাণিজ্য কুঠীর স্থাপনার্থে দিল্লীর বাদশাহের স্থানে অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক ৫০ বিঘা ভূমি যাজ্ঞা করিলেন। এখন সেই মহারাজের সন্তান সেই মহাজনেরদের নিকটে আপনার দাওয়ার প্রসঙ্গকরণার্থে এক জন উকীল প্রেরণ করিতেছেন।

উপরিলিখিত "একজন অতিশয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি" রাজা রামমোহন রায়। তিনি প্রধানতঃ দিল্লীশ্বরের দাবি-দাওয়ার মীমাংসার জন্যই বিলাত গমন করিয়াছিলেন। এই বিলাত-গমন ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ সরকারী দপ্তরের সাহায্যে লিখিত আমার *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* পুস্তকে দেওয়া আছে।

( ৯ জানুয়ারি ১৮৩০। ২৭ পৌষ ১২৩৬ )

ইশতেহার।—স্থাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক।

সন ১৮৩০ সালে আগামি ২১ জানুআরি বৃহস্পতিবার টালা কোম্পানি সাহেবেরা তাহারদের নীলামঘরে নীচের লিখিত স্থাবরধন পবলিকঅক্সেন অর্থাৎ নীলাম করিবেন বিশেষতঃ অপর সর্কুলর রোড শিমলার মাণিকতলাস্থিত বাটী ও বাগান যাহাতে এক্ষণে বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। ঐ বাটীর উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় কামরা দুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে এবং ঐ বাটীর অন্তঃপাতি গুদাম ও বাবুর্চিখানা ও আস্তবল প্রভৃতি আছে।

এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান ঐ বাগানে অতি উত্তম সমভূমি ও পাকা রাস্তা ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ঐ বাগানে কলিকাতার সীমার মধ্যস্থ গবর্ণমেণ্ট হৌসহইতে গাড়ীতে বিশ মিনিটে পঁহুচান যায়।

ঐ বাটী ও ভূমির চতুঃসীমা এই বিশেষতঃ উত্তরদিগে গদাধর মিত্রের বাগান দক্ষিণদিগে স্থকেশের ষ্ট্রিটনামে রাস্তা পূর্ব্বদিগে সর্কুলর রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও উত্তরপশ্চিমে রূপনারায়ণ মল্লিকের বাগান।

ঐ বাটী ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাঁহার দেখিবার কিছু বাধা নাই।

আপার সার্কুলার রোডের যে-বাড়িতে এখন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার থাকেন তাহাই রামমোহন রায়ের মানিকতলা উদ্যানবাটীর অংশ-বিশেষ।

এই যুগের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লোকনাথ ঘোষের *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars. etc.* (1881) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

# ধর্ম্ম

## পূজাপার্ব্বণ

( ১১ জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫ )

রথ। ২২ রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোকযাত্রাও অতি বড় হয় এই রূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু এ বৎসর রথ চলন স্থানে নূতন রাস্তা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইল কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন২ বুদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল কেহ কহে অধিকারীরা অশুচি তাহারা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ কহে ঠাকুরের প্রতিবর্ষ সোনার হাত আসিত এ বৎসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উড়িষ্যাতে রথ চলে নাই অতএব এখানেও চলিল না। যে হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহারদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানি পসারী কলিকাতাহইতে এবং অন্য২ স্থানহইতে আসিয়াছে তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল। যখন নিতান্ত রথ না চলিল তখন ২৪ আষাঢ় মঙ্গল বার বিকালে জগন্নাথ দেবকে রথহইতে নামাইল ও রাধাবল্লভ ঠাকুরের বাটী শ্রীমন্দিরে লইয়া রাখিল ও [রথ] খোলাতে লোকযাত্রার অভাব প্রযুক্ত জিনিস অতি শস্তা হইয়াছে অধিক কি লিখিব ১ পয়সাতে আনারস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।

( ১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬ )

রথযাত্রা।—১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক২ স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যে রূপ সমারোহ ও লোক যাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তর ন্যূন নহে এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথপর্য্যন্ত নয় দিন জগন্নাথ দেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন তাহার নাম গুঞ্জবাড়ী ঐ নয় দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্লভপুরপর্য্যন্ত নানাপ্রকার দোকান পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর২ ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ২ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক২ লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারো২ লাভ হয় ও কাহারো২ সর্ব্বস্বনাশ হয়। এই বার স্নানযাত্রার সময়ে

দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্ব্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে এক জন খানকীর নিকটে দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কএদ হইল।

( ৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

স্নানযাত্রা।—আগামি মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নান যাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক২ তামসিক লোক আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্ব্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামহইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর২ নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য২ প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুইপ্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রা এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।

( ১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮ )

স্নানযাত্রা।—১৫ জুন ৩ আষাঢ় শুক্রবার মোং মাহেশের স্নানযাত্রাতে লোক অধিক হইয়াছিল অনুমান হয় তিন লক্ষ লোকের কম নহে। এই বৎসর বৃষ্টিপ্রযুক্ত লোকেরদের কোন কষ্ট হয় নাই কিন্তু স্থানে২ অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত জল কষ্ট হইয়াছে।

( ৯ মার্চ্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮ )

দোলযাত্রা॥—মোমক শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীযুত রাধামাধব ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে রোসনাই ও মজলিশ ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চর্য্য রূপ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

( ৩০ মার্চ্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮ )

বারুণী॥—গত বারুণীতে এ বৎসর অগ্রদ্বীপে অধিক লোক হয় নাই তথাপি অনুমান হয় যে পঞ্চাশ হাজার লোক হইয়াছিল। এবং মোং কাটোয়াতে বারুণী স্নানে বিশ হাজার লোক হইয়াছিল।

( ২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬ )

চড়ক।—গত সংক্রান্তির দিনে মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নূতন চড়ক হইয়াছিল যে তাহা শুনিলে শিষ্ট লোকেরা কর্ণে হাত দেয়। এক জন হিন্দু সহীস ও আর এক জন স্ত্রী এই দুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অন্তঃকরণে লজ্জা কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অনুমান ত্রিশ হাজার লোকের সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ সূর্য্য জাজ্বল্যমান থাকিতেও এই দুষ্কর্ম্ম করিল।

( ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ৯ আশ্বিন ১২২৭ )

দেবীপূজা।—হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয় বিশেষত গঙ্গা নদীর উভয় পার্শ্বে অধিক সমারোহ হয় যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায় পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্ম্ম ভয়ে কিম্বা লোক ভয়ে যেরূপে হয় তাঁহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল ৬ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘরহইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁস ও কাষ্টদ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই পরে অন্বেষণ করিতে২ জানিল যে প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে অপর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারি স্থানে আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারি পিটি করিয়া বিদায় করিল।

পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যেখানে এই রূপে তাঁহার আগমন হয় সেখানে কোন মতে অন্ন বস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া দশমীর দিবস জলে মগ্না হইয়া থাকেন কিন্তু আগমন মাত্রে এরূপ পুরস্কৃতা হইয়া জলে মগ্না হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই।

( ২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কার্ত্তিক ১২২৭ )

দুর্গোৎসব।—এইবার মোং কলিকাতাতে দুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো বাটীতে হয় নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লোকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ প্রভৃতি করে নাই।…

( ২৬ অক্টোবর ১৮২২। ১১ কার্ত্তিক ১২২৯ )

স্ফূর্ত্তির দুর্গোৎসব।—কলিকাতার পশ্চিম শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গা প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজার তাবদ্দ্রব্য আয়োজন করিয়া ঐ প্রতিমাতে স্ফূর্ত্তি দিয়াছে প্রত্যেক টিকিট এক টাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে যাহার নামে প্রাইজ উটিবে সেই ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া ঐ প্রতিমা পূজা হইবেক।

( ১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮ )

বৈদ্যবাটীর বারএয়ারি পূজা॥—বৈদ্যবাটীর বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে ২৩ শ্রাবণ সোমবার পূজা হইয়াছিল কিন্তু ২৬ রোজ বৃহস্পতিবারপর্য্যন্ত প্রতিমা ছিলেন তাহাতে প্রতিমার সৌন্দর্য্য অতিআশ্চর্য্য এবং পূজার পারিপাট্য বিত্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য রহিত এবং গীতবাদ্য প্রতিপাদ্য করণ নিষ্প্রয়োজন সেই ইহার আদ্য প্রয়োজন। এই পূজার পূর্ব্বাপর পাঁচ সাত দিন রথযাত্রার মত লোকযাত্রা হইয়াছিল বিশেষতঃ ইহাতে আট প্রকার সং হইয়াছিল সে অতি অদ্ভুত তাহা দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান প্রায় হয় না।

( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮ )

বারএয়ারি পূজার বিরোধ॥—সংপ্রতি মোং জয়নগরশ্যামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি মহিষমর্দ্দিনী পূজা হইয়াছে তাহাতে ঐ পূজা উপলক্ষে জয়নগরের এক ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ অসমন্বিত এক তাঁতির সমন্বয় করিবার কারণ ঐ তাঁতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ইহাতে জয়নগরস্থ তাবৎ লোক এক পরামর্শ হইয়া সে তাঁতির সহিত সামাজিকতা না করিতে স্থির করাতে উভয় পক্ষীয় লোক পরস্পর রাগান্ধ হইয়া লাঠীয়াল সংগ্রহ করিয়া পূজার দিবস ঠাকুরাণীর সম্মুখে খণ্ড প্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল তাহাতে অন্য বলিদান ও রক্ত পাতের অপেক্ষা প্রায় রহে নাই ও বারএয়ারি পূজাতে বারএয়ারী মারামারী প্রসিদ্ধি হইয়াছে। এখন তাহারদের মোকদ্দমা সদরে হইতেছে।

( ৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬ )

পূজা।—২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাই চণ্ডীতলানামে একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারএয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ার গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপন২ পাড়ার পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্য্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎ প্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে

ও অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর২ প্রকার তামসা অনেক হয়। তিন চারি দিনপর্য্যন্ত সমান লোকযাত্রা থাকে। অনেক২ স্থানে বারএয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।

( ১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬ )

ব্রহ্মাণী পূজা।—চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জান নগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয় ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে২ ও ছাত্রে২ বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক।

( ২৭ নভেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬ )

গুপ্ত পূজা।—মোং নবদ্বীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্ব্বস্থলীর দক্ষিণ এক ক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রামহইতে বিস্তর দূর নহে চারি দিকে মাঠ মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ ঐ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর সেখানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে।

সম্প্রতি ২৯ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও সূতার শাড়ী বিশ পচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান দুই২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই পর দিনে প্রাতঃকালে তন্নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদির উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য্য যে এত বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই।…

( ২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮ )

গুপ্তপূজা ॥—সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে সে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারি বর্ণের চারিখান পট্ট শাটী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্ত তৈজসপাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিতলের বাটীতে আট বাটী রক্ত আছে ইহাতে অনুমান হয় যে আট বলিদান করিয়াছিল এবং বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান করিয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ২ অনুমান করে যে নর বলি হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাঁচটী টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামিগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।

( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮ )

পূজা।—গত ৫ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গলবার চতুর্দ্দশী তিথি পুষ্যা নক্ষত্রে কলিকাতার শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহন বাবু মোং কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীঠাকুরাণীর অতি চমৎকার পূজা দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অভরণ স্বর্ণের প্রমাণ চারিহস্ত ও জড়াও পৈঁছা ৪ ছড়া ও জড়াও বিজটা দুই খান ও জড়াও বাজু দুই খান ও জড়াও বাউটি চারি গাছ ও এক স্বর্ণ মুণ্ড ও এক রূপ্য খড়্গ ও নানাবিধ জরি ও পট্ট বস্ত্রাদি ও নৈবেদ্যাদি পূজোপ-করণেতে নাট মন্দির পূর্ণ তদুপযুক্ত দক্ষিণা ও শাল ও প্রণামী ও তত্রস্থ অধিকারীবর্গ ও স্বস্ত্যয়নকারক ব্রাহ্মণ ও তাবৎ কাঙ্গালিরদিগকে বহুমুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এ বিষয়েতে কলিকাতার ও জেলা হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর যে স্বর্ণের মুণ্ডমালা দিয়া পূজা দিয়াছিলেন তাহা এইক্ষণে স্বর্ণ হস্তাদি সমভিব্যাহারে যেরূপ শোভা পাইয়াছে সে অত্যাশ্চর্য্য যাহার দর্শনে বাসনা থাকে দর্শন করিলেই জানিতে পাইবেন।

( ২২ জুন ১৮২২। ৯ আষাঢ় ১২২৯ )

নরবলি ॥ শুনা গেল যে জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি চাঁদড়া জয়াকুঁড় নামে গ্রামে রূপরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পূর্ণিমাতে বলিদান-রূপে খুন হইয়াছে। ইহা প্রকাশ হওয়াতে ঐ গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্য্যের প্রতি সন্দেহ হইয়া তাহাকে কএদ রাখিয়া ছিল কিন্তু সপ্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্ত হইয়াছে।

( ১১ ডিসেম্বর ১৮১৯। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬ )

চুরি।—মোঃ কলিকাতা বাগবাজারের রাস্তায় এক সিদ্ধেশ্বরীর প্রসিদ্ধা প্রতিমা আছেন তাঁহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্ডীপাঠ ও স্তব কবচাদি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকেরা স্বর্ণ রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলঙ্কার তাঁহাকে দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে অনেক লোক মানিত পূজা বলিদানাদি অনেক করেন।

সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোৎস্না রাত্রিতে অনুমান ছয় দণ্ড রাত্রির সময়ে এক চোর তাঁহার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া অনুমান পাঁচ সাত হাজার টাকার তাঁহার স্বর্ণালঙ্কার চুরি করিয়াছে। পরে থানায় খবর হইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে২ এক বেশ্যার ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল এবং সে বেশ্যাকে তখনি কএদ করিল ঐ বেশ্যার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে একব্যক্তি কর্ম্মকার জাতি চুরি করিয়াছে ঐ বেশ্যালয়ে তাহার গমনাগমন আছে কিন্তু সে কামার পলাইয়াছে সে ধরা পড়ে নাই।

( ২৭ মার্চ্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫ )

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদূরের বিবাহ।—মুরশেদাবাদের কাশীমবাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভবিবাহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে তাহার বরওর্দ্দ দুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই ইহার বিস্তারিত রওয়াএশ ঝাড় বাগীচা কাপড়ের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঁঠাল আনারশ কামরাঙ্গা দাড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চারি দণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্ম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোট২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম কারিগরি। ইহারদিগের এক২ বাগীচার মূল্য তিন শত চারি শত তাহাতে মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড় তিন হাজার গেলাসী বাগীচা এক হাজার মোমবাতি দুই শত মন রওানি রৌশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় ইহা সেওয়ায় কালওয়াতি গুণীলোক অনেক ঐ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাদুর আইবড় খান পরে স্থানে২ যেখানে নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজঅভরণে ভূষিত অপূর্ব্ব রূপ্যনির্ম্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন বিবাহের মজলিসে এক২ দিন এক২ ফেরেকা লোকের গমন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত প্রথম দিবস নিজআমলাতে বেষ্টিত দ্বিতীয় দিবস গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ও ভদ্রলোক ইং তৃতীয় দিবস লাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা আপীল অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্টরি ও

পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর আমলা ও নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুরা ওগয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব সয়লজঙ্গ বাহাদুর একত্র মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ সকল তামাশা দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। পরে ১৪ তারিখে মুরশেদাবাদের যাবদীয় ওমরাও ও শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব সকলে আগমন করিয়া মজলিস করিয়া গান বাদ্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সেট সাহেব রওয়াএশখানা নির্ম্মিত স্থানে গমন করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন পরে ১৫ তারিখে শুভ অধিবাস হয় শ্রীযুত রায়জগন্নাথপ্রসাদ প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ১৬ তারিখে শুভ বিবাহ ইহার রওয়াএশ এবং সলতনৎ ও নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সওয়ারি ও হস্তী ও ঘোটকাদি অসংখ্য এবং পদাতিক স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত যষ্টি হস্তে অর্থাৎ সোটাবরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি সলতনৎ অনেক কত লিখিব এবং কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নির্ম্মাণ করিয়া রওয়াশ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এই সকল সরংজাম লইবার মুটিয়া মজুর ও বেহারা দশ হাজার দুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত চলনশক্তি না হইয়া মিসল মাফিক ঐ রাজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুঠীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া ঐ দুই ক্রোশ ফিরিয়া পুনর্ব্বার ঐ রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত মিসলবন্দী হইল ইহার মধ্যে২ আতশের নানা জাতি কারখানাতে আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল পর দিবস কন্যা পাত্র বাটী আইলে কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাজার লোক কোম্পানির বানকখানার বাটীতে পূরিয়া খাদ্যসামগ্রী যথাযোগ্য এবং মুদ্রাও যথাযোগ্য প্রদান করাতে তুষ্ট হইয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব২ স্থানে গেল আর তদ্দেশের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবসাথ ও কাঙ্গাল ও গরীব আপামর সাধারণ এক২ পিত্তলের ঘড়া ও তৈল ও চেলী ও মটরাদার শাড়ী ও অসংখ্য মসালা ও ওগয়রহ ও এক২ পিতলের থাল প্রত্যেকে সকলকে দেওয়া গেল। এবং আমলা ওগয়রহেরদিগকে পোষাক শাল ও দোশালা ও যথাযোগ্য ভূষণ দিয়াছেন এবং গুণবান লোকের গুণ বিবেচনা করিয়া তদ্যোগ্য পারিতোষিক দিয়াছেন দেশস্থ বিপ্র সকলের ভূষা হইয়াছে ইহাতেই এ কার্য্যে সকলেই যথেষ্ট অনুরাগ করিতেছেন আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তৃপ্ত হইয়াছে এ কর্ম্মের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ব্রজানন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়াতে কর্ম্মের সকল সুধারা হইয়াছে বাবুর শ্রমের পরিসীমা নাই বাবুর বৈদগ্ধ ও তদবিরে সকল লোক তুষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ যেরূপ হইয়াছে ইহাহইতে অধিক হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যেহেতুক তিনি কান্ত বাবুর পৌত্র ও রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের পুত্র নিজে অতিসুশীল ও গুণবান ও দাতা ও অনুগতপ্রতিপালক এত অল্প বয়সে এত গুণ হওয়া অন্যের দুর্ঘট।

( ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ১ ফাল্গুন ১২২৬ )

বিবাহের ইস্তাহার।—৭ ফেব্রুআরি শ্রীযুত বাবু রামদুলাল দে সরকার গবরণরমেন্ত গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন যে তিনি আপন দুই পুত্রের বিবাহ ৭ ও ১১ ফাল্গুণ তারিখে দিবেন তাহাতে ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরদের কারণ ১২ ফাল্গুণ এই দুই দিন নিরূপণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া নাচপ্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের কারণ ১৩।১৪।১৫।১৬ তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন।

( ৯ মার্চ্চ ১৮২২ । ২৭ ফাল্গুন ১২২৮ )

বিবাহ॥—মোং জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র মুখ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ সহোদর প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পরস্পর পঞ্চ ভ্রাতা সংপ্রীতিপূর্ব্বক সুখ্যাত। এঁহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখ্যোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৮ মাঘ শনিবারে মোং বরাহনগরে শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব বিছানাতে মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাণ্ঠন ও দেওয়ালগিরিপ্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মীরিপ্রভৃতি প্রধান২ গায়ক আর২ অনেক তয়ফাও আসিছিল এ সকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়। এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় ঘটক ও কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহারদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করণে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে।

( ২১ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৭ পৌষ ১২২৯ )

বিবাহ॥—গত ১৩ কার্ত্তিক শুক্রবার ত্রিপুরার রাজা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য বহাদরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুত কৃষ্ণ কিশোর বড় ঠাকুরের বিবাহ আসাম দেশের রাজার কন্যার সহিত হইয়াছে আসামের রাজা সপরিবার ত্রিপুরা পাহাড়ের রাজধানীতে আসিয়াছেন। এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল এই প্রকার বাহুল্য মত ব্যয়ের এবং সমারোহের বিবাহ পূর্ব্ব দেশে আর কখনও হয় নাই···। ঐ মহারাজ চন্দ্র বংশীয় রাজা তাঁহারদের কুলাচার মতে দিবসে বিবাহ হয়··· ।

( ৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮ )

ত্রিপুরা ও খুকি রাজ্যের রাজবংশীয় শ্রীযুত রামগঙ্গামাণিক্য ইংগ্লণ্ডীয় রাজশাসনকর্ত্তারদের নিকটে ঐ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ শাসনকর্ত্তারা সে বিষয় তদারক করিয়া তাঁহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে জিলা ত্রিপুরার জজ ও মেজেষ্ট্রিড সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ১২২৮ শালের ৩০ আষাঢ় অর্থাৎ ১২ জুলাই তারিখে প্রাতঃকালের দশ ঘণ্টার পরে দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলাপর্য্যন্ত উত্তম সময় নির্ণয় করিয়া দিলেন। তাহাতে ৮ তারিখে আরম্ভ করিয়া রাজবাটী নিকটবর্ত্তি আগোরতলাতে নিমন্ত্রিত লোকেরদের বাসার কারণ ও শ্রীযুত জজ সাহেবপ্রভৃতির বাসার কারণ উপযুক্ত ঘর উঠান গেল। এবং নানাপ্রকারে নগরশোভা বাহুল্য করা গেল। পরে ১২ তারিখে প্রাতঃকালে ঐ স্থানে সৈন্য ও সামন্ত ও অমাত্য ও ভৃত্য ও ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সকলে একত্র হইল।

অনন্তর শ্রীযুত জজ সাহেব ও শ্রীযুত মেজিষ্ট্রিড সাহেব সেখানে অধিষ্ঠিত হইলে নানাবিধ বাদ্য হইতে লাগিল এবং সেই স্থান অবধি রাজবাটীপর্য্যন্ত অতিবড ৩০ ত্রিশ সুসজ্জ হস্তীর উপরে ডঙ্কা হইতে লাগিল। পরে তাবৎ লোকের সহিত সাহেবেরা রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক আমলা লোকেরদের সহিত শিষ্ট সম্ভাষা করিলেন ও আমলারা তাঁহারদিগকে সমাদরপূর্ব্বক লইয়া দেওয়ানখানাতে বসাইল। রাজা সমাচার পাইয়া সাহেবেরদের নিকটে আইলেন। সাহেবরা রূপ্যময় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন। পরে রাজা ঐ খীলাত আপন উজীরের হাতে দিয়া তাহার সহিত স্থানান্তরে গিয়া ঐ খীলাত পরিধান করিলেন ও পাগ বান্ধিলেন এবং অপূর্ব্ব হীরকমণ্ডিত বহুমূল্য তলবার বক্ষস্থলে বান্ধিলেন। পরে নয় জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন অন্য২ লোক অনেক সঙ্গে গেল। রাজা সিংহাসনের উত্তর ভাগে দাঁড়াইলেন তৎ কালে ব্রাহ্মণেরা অনেক শান্তিবাক্য পাঠ করিলেন ও রাজার শরীরে গঙ্গা জলের অভ্যুক্ষণ করিলেন পরে সিংহাসনের চতুর্দ্দিগে শুভ্র বস্ত্র বিছান গেল রাজা তিনবার সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিলে ব্রাহ্মণেরা পুনঃ২ শান্তি করিলেন।

পরে রাজা সিংহাসনারোহণ করিলেন তৎকালেও ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজলাভ্যুক্ষণ করিলেন এবং রাজা সাহেব লোকের সহিত পরস্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন পরে আমলারা রাজাজ্ঞানুসারে যুবরাজের বস্ত্র আনাইয়া রাজার ভ্রাতাকে পরিধান করাইল ও বড় ঠাকুরের বস্ত্র আনিয়া রাজার পুত্রকে পরিহিত করিল। তাহারা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজাকে নজর দিলেন এবং অধিকারস্থ প্রধান২ লোক ও আমলা লোকেরাও নজর দিল ও পুরাতন যে কামান ছিল তাহাতে তোপ ছাড়িল এবং রাজা তৎকালে আপন নামে সিক্কা জারী করিলেন। যে সিংহাসনে রাজা বসিলেন সে সিংহাসন হস্তি দন্তে নির্ম্মিত ও স্বর্ণে মণ্ডিত তাহার উপরে বহুমূল্য বস্ত্র তাহার চতুর্দ্দিকে অকৃত্রিম স্বর্ণ রচিত ঝালর।

পরে যথাযোগ্য সম্ভাষাদ্বারা সাহেবেরদিগকে বিদায় করিয়া রাজা আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

সেই দিনে সর্ব্বত্র আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন যে রাজা ও যুবরাজ ও বড় ঠাকুর এই সকল খ্যাতি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন নাম কেহ কহিবে না ও লিখনাদিতে লিখিবে না। রাজা সেই দিনে আপন পুরবাসি লোকেরদিগকে পারিতোষিক দিলেন ও তাবৎ লোককে উত্তম মত ভোজনাদি করাইলেন ও সায়ংকালে রাজা সাহেবেরদের গৃহে গিয়া তাহারদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন তাহাতে রাত্রি যোগে উত্তম খানা হইল ও নানাবিধ নৃত্য গানাদি অনেক আমোদ হইল।

## সহমরণ

( ২৭ মার্চ্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫ )

সহমরণ।—শহর কলিকাতায় এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন অল্পবয়স্কা তাহার স্ত্রী সহগমন করিয়াছে আমরা শুনিয়াছি যে দুই দিনপর্য্যন্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়া তৃতীয় দিন সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্ব্বে শুনি নাই। তাহার কারণ এই স্ত্রীর বয়স বিবেচনা করাতে এত কাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানাদেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরদের নিকটে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সহগমন বিষয়ে যথার্থ ব্যবস্থা লইয়া আজ্ঞা দিয়াছেন যে ষোড়শবর্ষন্যূন বয়স্কা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা যাহার অতিশিশু বালক থাকে সে স্ত্রী সহগমন করিতে পাইবেক না।

এবং হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও কহে যে সহমরণাদিরূপ কর্ম্মে নির্ব্বাণ মুক্তি হইতে পারে না কিন্তু সুখ ভোগমাত্র হয়। অতএব হিন্দুশাস্ত্রের মতে নির্ব্বাণসাধন কর্ম্মেরি প্রশংসা করিয়াছেন।

অধিক সহমরণ বাঙ্গালা দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোর্ট আপীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো হিন্দুস্থানে যত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিলা হুগলিতে হয়।

( ৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

সহমরণ।—তৃতীয় সন জেলা হুগলিতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে গত বৎসর ঐ জেলাতে দুই শত স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্তু গত বৎসর যে এত অধিক হইয়াছে ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় হয় নাই। অন্য২ জেলাহইতে জেলা হুগলিতে অধিক সহগমন নিত্য হয়।

পশ্চিম হিন্দুস্থানে সহমরণ বাঙ্গালা হইতে অতি ন্যূন এবং সেখানে এমন গ্রাম আছে যে সেখানকার লোকেরা কেবল সহমরণের নামমাত্র শুনিয়াছে কিন্তু কখন চক্ষে দেখে নাই।

সেখানে সহমরণ হইলে পর চিহ্নার্থে গঙ্গাতীরে একটা মঞ্চ গাঁথিয়া রাখে কিন্তু রাজপুতেরদের নিত্য সহগমন হয় গত বৎসর তদ্দেশীয় এক জন রাজা মরিলেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার তেত্রিশ স্ত্রী পুড়িয়া মরিল।

( ২৩ মার্চ্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮ )

সহমরণ।—কলিকাতার অন্তঃপাতি কোঠের সাহেবেরা সহমরণ বিষয়ক এই রিপোর্ট শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

| | সন ১৮১৫ সাল | ১৮১৬ সাল | সন ১৮১৭ সাল |
|---|---|---|---|
| কলিকাতার অন্তঃপাতী | ২৫৩ | ২৮৯ | ৪৪১ |
| ঢাকা | ৩১ | ২৪ | ৫২ |
| মুরশেদাবাদ | ১১ | ২২ | ৪২ |
| পাটনা | ২০ | ২৯ | ৩৯ |
| বানারস | ৪৮ | ৬৫ | ১০৩ |
| বরেলী | ১৭ | ১৩ | ১৯ |
| | ৩৮০ | ৪৪২ | ৬৯৬ |

( ১৬ আগষ্ট ১৮২৩। ১ ভাদ্র ১২৩০ )

সতী॥—মঙ্গলবারের কলিকাতা জরনেল কাগজে সহমরণবিষয়ক শান্তিপুরের এক পত্র ছাপা হইয়াছে তাহাতে জানা গেল যে অষ্টাদশ বৎসরবয়স্কা এক স্ত্রী পরমসুন্দরী স্বামী মরিলে পর আপনি সহমরণার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঐ শবের সহিত শান্তিপুরসমীপস্থ সুরধুনী তীরে আইল। এই বিষয় সমাচার পাইয়া মোং শান্তিপুরের থানাদার নানা লোক সমেত মানা করিতে সেস্থানে পঁহুছিল এবং ঐ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন এই মৃত ব্যক্তির সহিত দগ্ধা হইতে বাসনা করিতেছ। কি দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা পরিবারের বিদ্রূপের ভয়ে এই কর্ম্মে প্রবৃত্তা হইয়াছ। তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমার স্বামী আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন এবং সহমরণ করিতে আমার উপরে কেহ জোর করে না কিন্তু আমি স্বামিশবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রকালপর্য্যন্ত পতিলোকে বাস করিব। এই স্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না। এই মত অনেক কথোপকথনের পর ঐ স্ত্রীর দুই ক্ষুদ্র বালককে তাহার সম্মুখে আনাইল কিন্তু ঐ বালকেরদিগকে দেখিয়াও ঐ স্ত্রীর হৃদয়ে মাতৃ স্নেহ জন্মিল না। পরে ঐ দয়াশীল থানাদার তাহার প্রাণ ও ঐ দুই বালকের প্রাণ রক্ষা করিবার অনেক যত্ন করিল কিন্তু অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্মপ্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল। ইহাতে ঐ থানাদার কহিলেক যে আমি নাচার হইলাম! তোমার ইচ্ছা। ইহার পরে সে স্ত্রী ঐ শবের সহিত পুড়িয়া মরিল।

তাহার বিবরণ। ঐ স্ত্রী আর২ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া চিতারোহণ করিল ও শব আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিল পরে আত্মীয় লোকেরা আসিয়া উভয়কে একত্র করিয়া বান্ধিল তৎপরে এক গাঁটি পাট দিয়া ঢাকিয়া অগ্নি প্রদান করিল।

( ৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬ )

সমাচার চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত।—সহমৃতাবিষয়ক। ২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেট-নামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্‌নর্‌মেণ্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বিষয় বিবেচনাকরণনিমিত্তে যে ধারা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা তিন প্রকার। ইহার প্রথম প্রকরণ এই যে বর্ত্তমান যে চলিত ধারা অর্থাৎ জোরাবরীকরা কিম্বা গর্ভবতী কিম্বা দুগ্ধপোষ্য বালক রাখিয়া সহগমন করাতে যে নিবারক আইন আছে তাহা অতিকঠিনরূপে নিযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় প্রকরণ সুবে বাঙ্গলা ও বেহারের সরহদ্দমধ্যে এই রীতি একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। তৃতীয় এই রাজধানীর মধ্যে বিনা কোন নিয়মে এই রীতি উঠিয়া যাইবে। অতএব এই বিষয় প্রকাশ করিয়া ঐ ইণ্ডিএ গেজেট সম্পাদক মহাশয় ও প্রায় তাবৎ ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে বিহিত আছে যে সহমরণ ও অনুমরণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন তাহা রহিত করিতে মন্ত্রণা করিতেছেন সে যাহা হউক খেদের বিষয় এই যে আমারদিগের বিবেচক দেশাধিপতিরও ঐ বিষয় রহিত করিতে মনঃস্থ হইয়াছে ইহাতে আমরা ভীত আছি কিন্তু এমত সকল আবশ্যক বিষয়েতে কাগজের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিতে শ্রীযুত গবর্‌নর্‌মেণ্টের অনুমতি আছে অতএব যেমত ঐ বিষয় এইক্ষণে বিশেষ বিবেচনা হইতেছে আমরা ঐ সাহসে নির্ভর করিয়া শ্রীযুতের কর্ণ-গোচরের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশেষ প্রথমতঃ শ্রীযুত গবর্‌নর্‌মেণ্ট এই বিষয় নিবারণ নিমিত্তে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিতেছেন এবং আমারদিগের এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে ইহার প্রমাণ এবং মত প্রদান করিতে অনুমতি করিয়াছেন কিন্তু ঐ এক ব্যক্তির কিম্বা অন্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিরদিগের মতে কিরূপে প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস হইতে পারিবে যেহেতুক ধর্ম্ম এবং ব্যবহারবর্জিত ব্যক্তিরদিগের যে নূতন প্রমাণ এবং ধারা তাহা জগতের মান্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত যে তিন প্রকরণ প্রদান করিতে আশ্বাস করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ শ্রুত আছি যে কএক বৎসর গত হইল এই বিষয় রহিত করিতে আর একবার সকলে চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন

তাহাতে মহামহিম শ্রীযুত লার্ড আমহার্ষ্ট সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এবং নানা প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহকরত যথার্থ জ্ঞাত হইয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত যে প্রথম প্রকরণ তাহাই স্থাপিত করিলেন তদবধি সেই রীতি সর্ব্বত্র চলিতা হইতেছে এবং ইহাও সর্ব্বদা প্রচার আছে যে যখন যে স্থানে সহমৃতা হয় সেই স্থানে তত্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়েরা এবং রাজসংক্রান্ত লোকেরা স্বয়ং গমন করেন এবং ঐ পতিপ্রাণাকে পতির সহিত গমন নিবারণকরণজন্য অনেক চেষ্টা ও নানা লোভ দেখান কিন্তু তাহাতে কোন মতে কেহ কাহাকেও ক্ষান্তা করিতে পারেন নাই সুতরাং ইহাহইতে অধিক সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ আর কি আছে। এই বিষয় শ্রীযুতের যদি অধর্ম্ম কিম্বা অশাস্ত্র বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে তবে এ অধীনদিগের প্রতি অনুমতি করিলে শাস্ত্রোক্ত যে সকল প্রমাণ ও প্রয়োগ আছে তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে পারে। ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের এই বিষয়ে এতাদৃশ প্রতিবন্ধকতা এবং সন্দেহহওনের কারণ এই অনুভব হয় হিন্দুদিগের স্ত্রীলোকের এতাদৃশ অসম সাহস কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক হয় এমত তাহারদিগের মতে কোনরূপে বিশ্বাস হয় না কিন্তু তাঁহারা এমত দেখিয়া কিম্বা শুনিয়াও থাকিবেন যে স্ত্রীলোক পতিপ্রাণা হয় সে স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে ও হাস্য বদনে স্বামির জলচ্চিতায় অনায়াসে আরোহণ করে অতএব এবিষয়ে জোরাবরি ইত্যাদির সম্ভব কোনরূপে হয় না স্ত্রীলোকদিগের এ আশ্চর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিহওনের বিশেষ ফল এই আছে যে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যে সকল ফল আছে তদ্ভোগী হন এবং লোকতঃ আপন নাম ও কুল উজ্জ্বল করেন। অতএব আমারদিগের ইহা নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেব যিনি দুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধর্ম্ম সংস্থাপনকরণজন্য এতদ্দেশে শুভাগমন করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধর্ম্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার অন্যথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না।

সহমরণ-বিষয়ে গবর্ন্মেণ্ট হাউসে একটি সভা হয়। এই সভায় রামমোহন রায়ের পক্ষ হইয়া পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য) সহমরণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁহার সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন :—

"...আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাত করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্বি পাঁচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের সাক্ষাতে গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে যদি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি,...।" ('সম্বাদ ভাস্কর'—২৬ মে ১৮৪৯)

(১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬)

...লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা

কথা বা প্রশংসাসূচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি। যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত করিবেন আর যদ্যপি যথাশাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না করিয়া কখন কোন আজ্ঞা দিবেন না এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র।

যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি মহাশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক।

অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নামমাত্র বাঙ্গাল হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত কিপ্রকারে সম্ভবে যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও কদাচ নহে কেননা তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না। পরন্তু সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি কেননা যে কোন বিষয়ে যিনি প্রবৃত্ত হন তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহাকে প্রশংসা দেওয়া উচিত তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং গুণপ্রকাশদ্বারা এদেশে সর্ব্বদাই প্রশংসা পাইতেছেন পাইবেন ইহাতে কে সন্দেহ করে।— চন্দ্রিকা ৩ ডিসেম্বর।

শিবপ্রসাদ শর্ম্মার ছদ্মনামে রামমোহন রায় ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন বা ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ করেন ইহা যে রামমোহন রায়েরই রচনা, উপরিলিখিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

( ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬ )

ধর্ম্মবিষয়ে সভা।—৫ মাঘ ১৭ জানুআরি রবিবার সংস্কৃত কালেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনারা শ্রবণ করুন সকলের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব পাঠ করিলেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সতীনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহা রহিত করিবেন না এবং প্রার্থনাকারিরা যদি এবিষয় বিলাতে শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল করেন তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর সেই আরজী তুষ্টিপূর্ব্বক বিলাতে পাঠাইয়া

দিবেন এতৎশ্রবণে সভ্যগণেরা কহিলেন যে সতীবিষয়ে বিলাতে আপীল করা কর্ত্তব্য এবং শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রার্থনা এই কর্ত্তব্য যেপর্য্যন্ত বিলাতহইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর না আইসে তাবৎকাল সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে। অপর প্রশ্ন হইল বিলাতে যে আরজী দেওয়া যাইবেক এবং শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকট যে প্রার্থনাপত্র দিতে হইবেক কি রীতিক্রম প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহাতে প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রকর্ত্তৃক উক্ত হইল যে এই সভ্যগণেরদিগের মধ্যে ১২ জন বিবেচক স্থির হউন তাঁহারাই তদ্বিষয় বিবেচনা করিবেন ঐ কথা তাবতের সম্মতহওয়াতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে এই ১২ জন বিবেচক এবং কর্ম্মনির্ব্বাহক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত হইলেন পরে বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কথিত হইল যে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্তে একটা স্থান হইলে ভাল হয় তাহাতে সর্ব্বসাধারণের বৈঠক হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে ইহাতে সকলের মত হইল। অনন্তর প্রশ্ন হইল এ সকল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার যদ্যপিও এই নগর মধ্যে এবং মফঃসলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্ম্মরক্ষাহেতুক বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন কিন্তু এক জনে দেওয়া উচিত হয় না ইহা সর্ব্বসাধারণের বিষয় ইহাতে বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র কহিলেন যে আমি বলি একটা চাঁদা হইলে ভাল হয় সভ্যগণ ঐ কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আপন২ নাম স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাত করিলেন তদ্বিশেষঃ।

| নাম | | | টাকা |
|---|---|---|---|
| শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক | ... | ... | ২৫০০ |
| „ গোকুলনাথ মল্লিক | ... | ... | ২০০০ |
| „ আশুতোষ দে | ... | ... | ১০০০ |
| „ গোপীমোহন দেব | ... | ... | ৫০০ |
| „ হরিমোহন ঠাকুর | ... | ... | ৫০০ |
| „ বৈষ্ণবদাস মল্লিক | ... | ... | ৫০০ |
| „ কাশীনাথ মল্লিক | ... | ... | ৫০০ |
| „ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ৫০০ |
| সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতপ্রভৃতি | ... | ... | ২৫০ |
| শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর | ... | ... | ২০০ |

| নাম | | | টাকা |
|---|---|---|---|
| শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ | ... | ... | ২০০ |
| „ রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ... | ২০০ |
| „ রামমোহন দত্ত | ... | ... | ২০০ |
| „ নীলমণি দে | .. | ... | ২০০ |
| „ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস | ... | ... | ২০০ |
| „ গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ... | ২০০ |
| „ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ... | ১০০ |
| „ রামকমল সেন | ... | ... | ১০০ |
| „ ভবানীচরণ মিত্র | ... | ... | ১০০ |
| „ জগন্নাথ দাস বৰ্ম্মণঃ | ... | ... | ১০০ |
| „ শিবচন্দ্র দাস | ... | ... | ১০০ |
| „ ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ... | ১০০ |
| „ কৃষ্ণচন্দ্র বসু | ... | ... | ১০০ |
| „ রাধাকৃষ্ণ মিত্র | ... | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়লঙ্কার | ... | ... | ১০০ |
| শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু | ... | ... | ৫১ |
| „ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ৫০ |
| „ শিবচরণ ঠাকুর | ... | ... | ৫০ |
| „ রূপনারায়ণ ঘোষাল | ... | ... | ৫০ |
| „ মদনমোহন সেন | ... | ... | ৫০ |
| „ মধুসূদন রায় | ... | ... | ৫০ |
| „ রাজবল্লভ শীল | ... | ... | ৫০ |
| „ চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মিত্র | | ... | ৫০ |
| „ জয়নারায়ণ মিত্র | ... | ... | ৫০ |
| „ দেবনারায়ণ দেব | ... | ... | ৫০ |
| „ তারিণীচন্দ্র মল্লিক | ... | ... | ৫০ |
| „ কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ | ... | ... | ৫০ |
| „ শিবনারায়ণ দে | ... | ... | ২৫ |
| „ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন | ... | ... | ২৫ |
| „ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ... | ১৬ |
| „ কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ... | ১০ |

| নাম | | | টাকা |
|---|---|---|---|
| শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত | ... | ... | ১০ |
| „ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় | ... | ... | ৫ |
| „ শ্যামচাঁদ দাস | ... | ... | ৫ |
| „ তারাচাঁদ মজুমদার | ... | ... | ৫ |
| „ পার্ব্বতীচরণ তর্কভূষণ | ... | ... | ৫ |
| „ ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন | ... | ... | ২ |
| „ বৈদ্যনাথ আচার্য্য | ... | ... | ১ |
| | | | ১১২৬০ |

পরে প্রশ্ন হইল অদ্য দিবাবসান হইল সভা ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে ইহার পর স্বাক্ষর করিবার নিমিত্তে বহী সর্ব্বত্র পাঠান যাইবেক কি না তাহাতে উত্তর হইল হিন্দু ধার্ম্মিকের নিকট অবশ্য পাঠান যাইবেক এক টাকাঅবধি লওয়া যাইবেক যাহার যেমত স্বেচ্ছা তিনি তাহাই দিবেন। অনন্তর প্রশ্ন এই টাকা আদায় হইয়া কাহার নিকট থাকিবেক তজ্জন্য শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক স্থির হইলেন এবং যাহাতে ব্যয় হইবেক তাহার অনুমতি উপর উক্ত বিবেচকেরা বিবেচনা করিয়া অনুমতি দিবেন নির্ব্বাহক তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং যখন সভা করিতে হয় ও ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষেরদিগের অনুমতি লইয়া সর্ব্বত্র পাঠাইবেন।

এই সভায় শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন যে সকল লোক হিন্দু অথচ আমারদিগের হিন্দুধর্ম্মহইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিপরীত মতাবলম্ব করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিতে হইবেক ইহাতে সভ্যগণ কহিলেন ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য বটে।

কিন্তু অদ্যকার সভায় কাহারো নামোল্লেখ হয় নাই আমরা অনুমান করি যদ্যপি এমত লোক কেহ থাকেন তাঁহারদিগের নাম আগামি কোন বৈঠকে হইতে পারিবেক আমরা এই ধর্ম্ম সভার বিষয়ে যখন যাহা জ্ঞাত হইব তখনি তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব।—সং চং

( ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬ )

সতীর পক্ষে আরজী বিষয়ক।—সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুতকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার উত্তর পাইবার প্রত্যাশায় অদ্য বৃহস্পতিবার ২ মাঘ ১৪ জানুআরি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায়ানুসারে কলিকাতাস্থ নীচের লিখিত কএক জন শ্রীশ্রীযুতের নিকট গমন করিয়াছিলেন গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন

অনন্তর সতীর বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদানন্তর কহিলেন তোমারদিগের আরজী ও ব্যবস্থাপত্রে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই কাগজে লিখিয়াছি সেই কাগজ দিলেন। প্রার্থনাকারিরা কাগজ গ্রহণ করিয়া কহিলেন ইহার উত্তর আমরা অতিত্বরায় হজুরে দরপেস করিব এ দিবস এইপর্য্যন্ত হইল।

গবর্ণমেণ্টে যে দুই আরজী ও ব্যবস্থা দেওয়া গিয়াছে তাহাতে ১১৪৬ জন স্বাক্ষর করিয়াছেন তদ্বিশেষঃ কলিকাতাস্থদিগের এক আরজীতে ৬৫২ জন বিষয়ি ভদ্রলোক স্বাক্ষর করেন এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায় তাহাতে ১২০ জন পণ্ডিত অধ্যাপক স্বাক্ষর করেন কলিকাতার নিকট বেলঘরিয়া আড়িয়াদহপ্রভৃতি গ্রামবাসিরদিগের এক আরজী তাহাতে ৩৪৬ জন বিশিষ্টলোকের স্বাক্ষর আছে এবং ঐ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়।

অদ্য গবরনর জেনরলের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারদিগের নাম।

শ্রীযুত নিমাই চাঁদ শিরোমণি ও হরনাথ তর্কভূষণ ও শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও বাবু নীলমণি দে ও বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ও বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও বাবু রামগোপাল মল্লিক।

( ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬ )

সতী।—গত ১৪ তারিখে বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু নীলমণি দে ও বাবু ভবানীচরণ মিত্রপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় কএক মহাশয়েরা গবর্ণমেণ্ট হৌসে নিয়মিত কালানুসারে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিলেন। শ্রীশ্রীযুতকর্তৃক তাঁহারা কৌন্সেলের গৃহেতে গৃহীত হইলেন।…

শ্রীশ্রীযুত এই উত্তর করিলেন যে আমার নিকট যে দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। হিন্দুরদের ধর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদের আত্মঘাত বিষয়ে কোন এমত অনুশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামিমরণানন্তর তাহারদের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে কালযাপন করা সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ বটে এবং যে সকল শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা মান্য তত্তদ্গ্রন্থে ব্রহ্মচর্য্যব্রত মুখ্যকল্পরূপে উক্ত হইয়াছে এবং আরো লিখিত আছে যে ঐ ব্রহ্মচর্য্যব্রত সত্যযুগে অনুষ্ঠিত ছিল…।

শ্রীশ্রীযুত অতিসম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনাকারিরদের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক অবধান করিয়াছেন এবং প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে২ বিবেচনাপূর্ব্বক রহিতকরণের আবশ্যক দেখিয়াছেন তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন কিন্তু যদি প্রার্থনাকারিরা তথাচ এমত বোধ করেন যে শেষ প্রকাশিত

আইন পার্লিমেণ্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধ তবে তাঁহারা শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডরাজার কৌন্সেলে আপীল করুন এবং শ্রীশ্রীযুত তাহা তথায় প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন ॥

*January 14th*, 1830. (Signed) W. C Bentinck.

( ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ । ১১ মাঘ ১২৩৬ )

গত ১৬ তারিখে সহমরণ রহিতকরণ বিষয়ক প্রশংসাসূচক পত্র দেওনার্থে কএক জন এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান মহাশয়েরা শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় উপস্থিতহওনের কিঞ্চিৎকাল পরে শ্রীযুত কাপ্তান বেন্সন সাহেব তাঁহারদিগকে কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণার্থ প্রস্তুত আছেন। অপর তাঁহারা দ্বিতীয় তালায় দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীশ্রীযুত আপন অমাত্যগণসমভিব্যাহারে স্বগৃহে চন্দ্রাতপের নীচে দণ্ডায়মান ছিলেন।

শ্রীশ্রীমতী লেডি বেণ্টিঙ্ক ও কএক জন বিবিসাহেবও তৎসময়ে তৎস্থানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীযুতের নিকটে গবর্ণমেণ্টের সাহেবলোক এবং অন্য২ সাহেবেরাও ছিলেন। অপর বাবু রামমোহন রায় শ্রীশ্রীযুতের সন্নিহিত হইয়া ইঁহারদের আগমনের হেতু জানাইলেন। অপর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় হিন্দু প্রজারদের পত্র বাঙ্গলা ভাষায় পাঠ করিলেন তদনন্তর তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাও পাঠ হইল। ঐ পত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে··· ।

( ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ২৫ মাঘ ১২৩৬ )

ধর্ম্মসভা।—হিন্দু বিশিষ্ট শিষ্টবর্গ প্রতি বিজ্ঞাপনমিদং।

আমারদিগের দেশে ধর্ম্মশাসনকর্ত্তৃত্বাভাবে ধর্ম্মহানি হইতেছে অতএব স্বধর্ম্ম ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদিরক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের ঐক্য হইয়া সর্ব্বদা সদুপায় চেষ্টা আবশ্যক হয় কিন্তু অনেকে একত্রহওয়া দুঃসাধ্য যেহেতুক পরস্পর কেহ কাহার বাটীতে স্বগণব্যতিরেকে আহ্বান ও গমন করেন না এবং সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্ত কোন নিরূপিত স্থান নাই অস্মদাদির ঐক্য বাক্য থাকাতেও একত্রহওনাভাবে অনৈক্য বোধ করিয়া বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিরা আমারদিগের ধর্ম্মহানির নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে একারণ বর্ত্তমান শকের গত ৫ মাঘে এতন্নগরস্থ বহুতর ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ঐ ধর্ম্মসভার নিমিত্ত এই মহানগরমধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।

এবং সংপ্রতি সহমরণনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে বিলাতে শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের নিকটে আপীল করিতে

বিলাতে যে আরজী পাঠান যাইবেক তাহা কি প্রকারে কোন্ ভাষায় কাহার দ্বারা

প্রেরয়িতব্য তাহা পশ্চাৎ জ্ঞাত করান যাইবেক এই বিষয়ে কাহার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা সম্পাদকের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন।

অপর ইহার পর সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মবিষয়ে যখন যাহা উপস্থিত হইবেক তাহা বিবেচনামতে বিহিত করিতে হইবেক।

উক্তবিষয় সকলে যে ব্যয় হইবেক তন্নিমিত্ত ধনসংগ্রহ আবশ্যক বিধায় পূর্ব্বোক্ত সভায় সমাগত ব্যক্তিদিগের মত চাঁদা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে অতএব বিশিষ্টলোক যাঁহার যত টাকা দিতে ইচ্ছা হইবেক তাহা স্বাক্ষরপূর্ব্বক অঙ্কপাত করিবেন।

ঐ সভায় সমাগত তাবৎ সভ্যগণের অনুমত্যনুসারে ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ বিবেচক বার এবং ধনরক্ষক এক আর সভাসম্পাদক এক জন নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগের নাম এতৎপত্রে লিখিত হইল এসভার নিয়ম ও অভিপ্রায়মতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার দ্বারা যাহা স্থির হইবেক তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক ধনদাতা ও স্বধর্ম্মরক্ষকাঙ্ক্ষিরদিগকে দেওয়া যাইবেক। সংপ্রতি নিয়মের স্থূল লেখা যাইতেছে।

ধনরক্ষকের স্বাক্ষরিত রসিদ প্রমাণে সম্পাদকের দ্বারা টাকা আদায় হইয়া ধনরক্ষকের নিকটে জমা হইবেক।

সভার অংশী। সভার নিমিত্ত অল্প টাকা দিলেও সাধারণ কর্ত্তৃত্বের অংশী হইবেন ধনরক্ষকের কর্ত্তব্য। আপন নাম স্বাক্ষরে রসিদ দিলে ধনদাতারদিগের নিকট টাকা পাইবেন ধর্ম্মসভার বহিতে দাতার নাম দিয়া জমা করিবেন

ধনব্যয়বিষয়।—ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ বিবেচক ১২ জন ঐক্য হইয়া যে বিষয়ে ব্যয় কর্ত্তব্য স্থির করিবেন তজ্জন্য অনুমতিসূচক লিপি দিলে ধনরক্ষক সম্পাদককে টাকা দিবেন।

অধ্যক্ষের কর্ত্তব্য। মধ্যে২ বৈঠক করত কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেন এবং সম্পাদকের হিসাব লইবেন সেই হিসাব সর্ব্বসাধারণ অংশিরদিগের যখন সভা হইবেক তখন সকলকে জ্ঞাত করাইবেন। কোন ভারি বিষয় উপস্থিত হইলে সাধারণ সভার আহ্বান করিতে সম্পাদককে অনুমতি দিবেন এবং যখন যে বিষয় সম্পাদককে করিতে হইবেক তাহা লিখিয়া পাঠাইবেন।

অংশিরদিগের কর্ত্তব্য।—সম্পাদকের সভা আহ্বানের পত্রদ্বারা নির্ণীত দিবসে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া আহ্বানের কারণ মনোযোগ করিবেন।

সম্পাদকের কর্ত্তব্য।—যে বিষয়ে অধ্যক্ষেরদিগের অনুমতির আবশ্যক হইবেক তাহাতে সভাস্থ অধ্যক্ষেরদিগের মত হইলে সেই মত বলবৎ জানিয়া সে কর্ম্মসম্পন্ন করিবেন এবং যখন যে বিষয়ের নিমিত্ত অধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক আবশ্যক বুঝেন তজ্জন্য বৈঠকের নিমিত্ত আহ্বান করিতে পারিবেন অপর অধ্যক্ষেরা যিনি যখন যে বিষয়ের নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইবেন তখনি তাহার উত্তর লিখিয়া দিবেন।

অধ্যক্ষের মধ্যে যদি কেহ দীর্ঘকালের নিমিত্ত উপস্থিত না হন তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে

ধনদাতারদিগের মধ্যে যাঁহাকে উপযুক্ত বুঝিবেন সেই পদে নিযুক্ত করিয়া অন্য অধ্যক্ষের-দিগকে জ্ঞাত করিবেন।

সভাবাটীবিষয়ক।—বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইলে পর কোন্ স্থানে কিপ্রকার বাটী নির্ম্মিত করিবেক তাহা স্থির হইবেক ইতি। শকাব্দা ১৭৫১।

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক। শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব। শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র। শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক। শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দে। শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক। শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাসম্পাদক।

## শ্রাদ্ধ

( ১৬ মার্চ্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮ )

একোদ্দিষ্ট॥—কলিকাতার শামবাজারের শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসুজ আপন পিতার অশৌচপ্রতিবন্ধক পতিতৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৮ ফাল্গুন রবিবারে করিয়াছেন তাহাতে আন্দাজ সবস্ত্রোপকরণ আট শত থাল ও সবস্ত্রোপকরণ সামন্য ভোজ্য পাঁচ শত করিয়া তাবদ্দলস্থ অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া অপূর্ব্ব সভা করিয়াছিলেন তাহাতে অধ্যাপকেরা স্বস্বাধ্যয়ন শাস্ত্রানুসারে ন্যায় ও স্মৃতি ও পুরাণ ও জ্যোতিষঃ ও ব্যাকরণাদি প্রসঙ্গ করিয়া অনেক২ শাস্ত্রের বাদানুবাদ করিলেন পরে সভা উঠিলে মিষ্টান্ন সম্মিলিত সবস্ত্রথাল ও মুদ্রা লইয়া তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব২ চতুষ্পাটীতে গমন করিলেন। পরে তাবৎ নিমন্ত্রিত সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে সমাদরে অভীষ্টমত জল পানাদি করাইয়া এক২ সবস্ত্রভোজ্য দিয়া সন্তুষ্টপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন।

গুরুপ্রসাদ বসু দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র। এই কৃষ্ণরাম বসুর নামে শ্যামবাজারে একটি রাস্তা আছে। বসু-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

( ৩ জুলাই ১৮২৪। ২১ আষাঢ় ১২৩১ )

শ্রাদ্ধ।—১০ আষাঢ় মঙ্গলবার শহর কলিকাতার শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে রূপ্যময় চারি দানসাগর ও স্বর্ণময় চারি ষোড়শ ও তদুপযুক্ত শয্যা ও আর২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার পৌত্রেরা পাঁচ সহোদর নিজালয়ে পৃথগ্দানস্থান করিয়া দুই রূপ্যময় দানসাগর ও দুই স্বর্ণময় ষোড়শ ও তদুপযুক্ত আর২ দ্রব্য এবং শ্রেণীক্রমে থাল পূর্ণ মুদ্রা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে নানা দিদ্দেশহইতে যে সকল কাঙ্গালি আসিয়াছিল

তাহারদিগকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে এক ও দুই টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে কোন বিষয় ক্রটি হয় নাই।

( ১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ )

কীর্ত্তিযস্য স জীবতি।—মহানগর কলিকাতার মধ্যে ২০ বৈশাখ রবিবার বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছিল তাহার শৃংখলা ও ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমৎকার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত তৈজস এবং হস্তী ও নৌকা গাড়িপ্রভৃতি কত২ দান সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইয়াছে এমত বৃহদ্ব্যাপারে যে কোন অংশে ক্রটি হয় নাই ইহাতে তৎ সন্তানেরা ও অধ্যক্ষ সকলে ধন্যবাদের ভাগী হয়েন। কাশী ও কাশ্মীর ও সৌরাষ্ট্র ও মহারাষ্ট্র ও কাঞ্চী ও কান্যকুব্জপ্রভৃতি নানা দিগ্দেশীয় অধ্যাপকেরদিগের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়াছিল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শুদ্ধা প্রায় সাত আট সহস্র জন হইবেন এঁহারদিগের বিদায়ের বিষয় যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহা অতিবাহুল্য অধিকন্তু ভাগ্যের কর্ম্ম এই হইয়াছে যে লক্ষ২ কাঙ্গালী বিদায়-কালীন কোন গোলযোগ হয় নাই সকলেই কষ্টব্যতীত প্রত্যেকে এক২ টাকা পাইয়া বিদায় হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে নাই যেহেতুক অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর নহে যাহা হউক বাস্তবিক তাহার বিশেষ বর্ণনে বর্ণাভাব হয়।—সং কৌং

## ধর্ম্মস্থান

( ১৫ মে ১৮১৯। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

হরিদ্বারের মেলা।—গত মাসে মোং হরিদ্বারে বৎসর২ এক মেলা হইয়া থাকে এবং কাশ্মীর ও কাবোল ও নেপাল ও রজপুতানা ইত্যাদি নানা দেশহইতে অনেক২ লোক সেই মেলা দর্শনার্থ ও গঙ্গাস্নানার্থ আইসে এই বৎসর সেখানকার মেলার সমাচার লিখা যাইতেছে। সেখানে ছাব্বিশ তীর্থ স্থান আছে বিষ্ণুকুণ্ড ও মনসা দেবী ও রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড ও লক্ষ্মণকুণ্ড ও সূর্য্যকুণ্ড ও ভীমকুণ্ড ও স্বর্গদ্বার ও ভদ্রঘাট ও গোঘাট ও কুশাবৃত ও চণ্ডিকাদেবী ও লীলেশ্বর মহাদেব ও বিষ্ণুতীর্থ ও সপ্তসমুদ্র ইত্যাদি এই সকল স্থান পরস্পর দূর। এবং হরিদ্বার যাহাকে কহে সে পাঁচ পুরী সেখানে দুই হাজার ব্রাহ্মণ অধিকারী আছে কিন্তু তথাপি কোন২ ব্যক্তি আপনারদের পৈতৃক পুরোহিতদ্বারা কর্ম্ম করিয়া তাহাকেই দক্ষিণাপ্রভৃতি দেয় ঐ অধিকারিরদিগকে দেয় না। এই বৎসর লোক-যাত্রা সেখানে বিস্তর হয় নাই যেহেতুক আগামি বৎসরের যে মেলা হইবেক সে অতিশয় তাহার নাম কুম্ভিকামেলা সে মেলা বার বৎসর অন্তরে একবার হয়। এই বৎসর পঞ্জাব-

হইতে অনেক লোক আসিয়াছিল এবং পেশোর শহরহইতে এক হাজার ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল।

অনেক হিন্দুরা সেখানে আসিয়া গঙ্গার মধ্যে স্বর্ণ মোহর ও টাকা ফেলিয়া দেয় অধিকারিরা তাহা উঠাইয়া লয়। কতক বৎসর হইল কতক চামার ও মুচিরা ব্রহ্মকুণ্ডেতে স্নান করিয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল যে অপবিত্র জাতিস্পর্শেতে গঙ্গা জল রক্ত বর্ণ হইয়াছে ইহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণেরা অনেকে তাহারদিগকে লাঠী মারিয়া তাড়িয়া দিল তদবধি চামারেরা সেখানে যায় কিন্তু সে অপহতারা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি করিতে পায় না।

এই বৎসরে সেখানে এক হিন্দু পুণ্যার্থে কতক পয়সা লইয়া গিয়াছিল অধিকারিরা জন পাঁচ সাত ঐ পয়সা কাড়িয়া লইতে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিল। তাহাতে ঐ হিন্দু গঙ্গার মধ্যে সে সকল পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল যে তোরদিগকে কেন দিব গঙ্গাজীকে দিলাম।

এক ভাগ্যবান্ তৈর্থিক আপন টাকা কাপড়ে বান্ধিয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়া স্নানার্থে জলে প্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে এক বানর আসিয়া ঐ বস্ত্র শুদ্ধ টাকা লইয়া এক বৃক্ষের উপরে সমুদায় টাকা এক২ করিয়া গঙ্গাতে ফেলিয়া দিল। অধিকারিরা কহিল যে এই বানর এই টাকা গঙ্গাকে দিল ইহা কহিয়া আপনারা লইতে জলে ডুবিতে লাগিল কিন্তু কেবল কাদা পাইল। সেখানে তিন চারি মোন পিতলের এক মহাঘণ্টা ছিল সে ঘণ্টা এই মেলাতে চোরে লইয়াছে।

( ২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬ )

আনন্দধাম।—কলিকাতা পরগণার খড়দহ গ্রামের শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ঐ গ্রামের বীরঘাটের উপরে চতুর্দশ উৎকৃষ্ট মন্দির করিয়াছেন এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বাণ কুণ্ড-হইতে বাণলিঙ্গ আনাইয়া ঐ মন্দিরে ত্রিংশৎ বাণলিঙ্গ শিব সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সে স্থানের নাম আনন্দধাম প্রকাশ করিয়াছেন ও ঐ আনন্দধামের দক্ষিণ ভাগে এক পঞ্চবটী প্রকাশ করিয়াছেন সে স্থন অতিমনোরম। এতদ্দেশে অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরা অনেক২ মন্দির করিয়াছেন কিন্তু এরূপ বাণলিঙ্গ সংস্থাপন কেহই করেন নাই।

( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬ )

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়।—মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়া দেব সংস্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের মন্দির সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছে অতএব সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে নবদ্বীপে রাখিয়া সেবা করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছে মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহের দিগকে স্বস্বস্থানে রাখা যাইবে।

( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬ )

চুরি।—মোং বাঁশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার দুই তিন হাজার টাকার স্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন এবং প্রতি অমাবস্যা রাত্রিতে তাঁহার পূজা হইয়া থাকে সংপ্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে পূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্য২ ব্যাবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার তদারক অনেক হইতেছে।

( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮ )

প্রাচীন কথা॥—মোং তমোলোকের অন্তঃপাতি পদুমশাননামক স্থানে এক দেবীমূর্ত্তি আছেন সেখানকার লোকেরা কহে যে এই স্থানে পূর্ব্বে এক রাজা ছিলেন তিনি প্রতিদিন শৌল মৎস্যের পোনা আহার করিতেন তন্নিমিত্ত এক জন জালিয়ার প্রতি ঐ মৎস্য পোনা আনয়নের ভার ছিল। ঐ জালিয়া কিছু কাল অনেক চেষ্টাতে তাহা যোগাইল পরে নিতান্ত অপারক হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে এক দিন স্বপ্ন দেখিল যে এই জেঁয়াচ কুণ্ডে যখন ইচ্ছা করিবা তখনি শৌল মৎস্যের পোনা পাইবা। সে জালিয়া ঐ স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া ঐ কুণ্ডের তীরে হস্ত পাতিলে স্বেচ্ছামত মৎস্য পাইল। এইরূপে প্রতিদিন মৎস্য লইয়া অনায়াসে রাজাকে দেয়। রাজা তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া চারদ্বারা সমাচার জানিয়া আশ্চর্য্যবোধপূর্ব্বক ঐ জালিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে জালিয়া কহিল যে ইহার বৃত্তান্ত কহিলে আমার মৃত্যু হইবে। তথাপি রাজা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিলে জালিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত কহিল। তাহা শুনিয়া সেই কুণ্ডে অনেক পূজাদি করিলেন এবং সেখানকার লোকের পীড়া হইলে সেই কুণ্ডের জলে ভাল হয় ও মৃত লোক প্রাণ পায় এই মত দুই চারিটা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ইহাতে রাজা সেই কুণ্ডের চারি পার্শ্বে ভিত্তি গাঁথিয়া তাহার উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন পরে সেই মন্দিরে ভগবতীর মূর্ত্তি স্থাপিতা করিয়া পূজা করিলেন তদবধি সে কুণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে কিন্তু উপরে দেবী মূর্ত্তি প্রকাশিতা আছেন।

এবং সেই স্থানে জিষ্ণুহরি নামে এক বিগ্রহ আছেন তাহার কারণ এই কহে যে পূর্ব্বে এই স্থানে তাম্রধ্বজ নামে এক মহারাজ ছিলেন তাঁহার সহিত অর্জ্জুন যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া কাতর হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। জিষ্ণু অর্জ্জুন ও হরি কৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন তৎপ্রযুক্ত সেই বিগ্রহকে জিষ্ণুহরি করিয়া লোকে কহে। যখন তাম্রধ্বজ রাজা সেখানে ছিলেন তখন তাঁহারি নিকট ময়ূরধ্বজ রাজাও থাকিতেন নারায়ণ গড়ে তাঁহার বাড়ী ছিল কিন্তু সেখানে অদ্যাপি অসংখ্য ময়ূর আছে তাহারদিগকে হিংসা কেহ করে না এবং যে ব্যক্তি তাহারদের হিংসা করে তাহার মন্দ হয় ইহার কিছু প্রমাণ মহাভারতেও আছে।

( ২৭ এপ্রিল ১৮২২ । ১৬ বৈশাখ ১২২৯ )

শ্রীশ্রীশিব প্রতিষ্ঠা ॥—আলাপসীংহ পরগণার জিলা ময়মুনসিংহের মোতালকের এক তালুকদার শ্রীমতী বিমলাদেবী ফাল্গুণ মাসে বারাণসীক্ষেত্রে আসিয়া দ্বাদশ শিব স্থাপন করিয়াছেন এবং এক রূপ্য দানসাগর ও দশ পিত্তল দানসাগর করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং পাঁচ ছয় হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন ও এক হাজার ব্রাহ্মণের বিধবা ভোজন করাইয়া প্রত্যেকে নগদ চারি টাকা ও এক২ লুই দিয়াছেন তাহার পর এক শত কুমারী ভোজন করাইয়া প্রত্যেকে নগদ জিনিসে দশ টাকা দিয়াছেন রবাহূত ব্রাহ্মণকে এক টাকা সামান্য কাঙ্গালিকে আট আনা প্রত্যেক জনকে দিয়াছেন। এবং যে সকল অধ্যাপকেরা কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন তাহারদিগকে পট্টবস্ত্র ও সাল দোসালা ও নগদে তিন শত চারি শত টাকা প্রত্যেককে দিয়াছেন।

( ৬ জুলাই ১৮২২ । ২৩ আষাঢ় ১২২৯ )

তীর্থযাত্রা।—জেলা মুরশিদাবাদের কান্দি গ্রামের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত দেওয়ান বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাবুজী মহাশয় সপরিবারে গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈষ্ণব আত্মীয় কুটুম্ব বান্ধব ইত্যাদি এবং রাজসংক্রান্ত দেওয়ান মুৎসুদ্দী উকীল ইত্যাদি প্রায় সাত আট শত লোক সমভিব্যাহারে এবং বজরা ও ভাউলিয়া ও পিনিশ ইত্যাদি আটাইশখান নৌকা সমভিব্যাহারে ত্রিস্থলী অর্থাৎ কাশী গয়া প্রয়াগ এবং বৃন্দাবন দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ১৭ বৈশাখ মোং পাটনাতে পঁহুছিয়া ঐ সকল লোক সমভিব্যাহারে ও গয়া ধামে গিয়াছেন এবং ঐ সকল লোকের গয়া শ্রাদ্ধ করণের যে ব্যয় তাহা শ্রীযুত দেওয়ানজী আনুকূল্য করিয়াছেন। সেখানকার কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া অবিমুক্ত বারাণশী ধামে খুসকী পথে প্রস্থান করিলেন।

( ৩০ নভেম্বর ১৮২২ । ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯ )

কাশী ॥—জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেবকৃত কাশী বিবরণে জ্ঞাত হওয়া গেল যে আট শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ কাশী এক পল্লীগ্রাম ছিল ক্রমে২ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ হইতে২ এখন নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয়াছে। পারসীয় বিবরণকর্ত্তারদের গ্রন্থে বোধ হয় যে গজেনেনের সোলতান মহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ঐ কাশী বানার নামে এক রাজার অধিকারে ছিল পরে ১০২০ ইংরাজী শালে মসউদ নামে সেনাপতি কাশী শহর লুঠ করিয়া বিদ্ধস্ত করিয়াছিল। ইহার পরে ১১৯৩ ইংরাজী শালে কোতবুদ্দীন বাদশাহ পুনর্ব্বার ঐ শহর লুঠ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ উভয়ে অনেক ধন পাইয়াছিল ও অনেক দেবপ্রতিমা বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৩০ শালে মহম্মদশাহ বাদশাহের কালে মনসারাম জমীদার আপন পুত্র বলবন্ত সিংহের নামে ঐ কাশীর রাজত্বের ও টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল।

কাশীতে গঙ্গাতীরে মানমন্দির নামে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকাময়ী পুরী ১৫৫০ শালে রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে। এবং ঐ পুরীতে যে সকল জ্যোতিষের যন্ত্র আছে সে সকল রাজা জয়সিংহ আহরণ করিয়াছিলেন। অনুমান বিশ বৎসর হইল একবার কাশীর লোক প্রভৃতি গণা গিয়াছিল তাহাতে জানা আছে যে তখন ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মনুষ্য ও একতালা অবধি ছয় তালা পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজার বাড়ী ছিল আর এক শত আশী বাগানবাড়ী ছিল এবং ছয় তালা যে২ বাড়ী তাহাতে দুই শত লোক বাস করিত এখন অনুমান হয় তদপেক্ষায় অধিক হইয়া থাকিবেক। কাশীর আশ্চর্য্য বিষয় তিন রাড় সাঁড় সিঁড়ি।

( ১০ এপ্রিল ১৮২৪। ৩০ চৈত্র ১২৩০ )

কাশী।—মহারাণী ভবানী দেবী কাশীতে অনেক২ কীর্ত্তি করাতে দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা নামে খ্যাতা ছিলেন তিনি দুর্গাদেবীর মন্দির উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার নাটমন্দিরের কেবল পাস্তামাত্র হইয়াছিল পরে তিনি পরলোকগামিনী হইলে মেরামত না হওয়াতে স্থানে২ মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মহারাজ অমৃতরাও ঐ নাটমন্দির প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত পারেন নাই। এক্ষণে শুনা যাইতেছে যে শ্রীযুত দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় অধিক ব্যয়ে ঐ মন্দির প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের বিশেষ জানা যায় নাই কিন্তু শুনা যাইতেছে যে ঐ মন্দিরে চতুর্ব্বিংশতি প্রস্তরময় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে চব্বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

( ২১ ডিসেম্বর ১৮২২। ৭ পৌষ ১২২৯ )

হরিহর ছত্রের মেলা॥—মোং পাটনাহইতে পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে মোং পাটনার উত্তর হাজীপুরের নীচে যেখানে গঙ্গার সহিত গণ্ডকী নদীর সঙ্গম হইয়াছে তথাতে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে গঙ্গা স্নানোপলক্ষে তৎপ্রদেশের হিন্দু লোক আসিয়া থাকে এবং অনেক দেশীয় শওদাগর এবং নানাপ্রকারের ঘোড়া ও নানা দেশীয় নানা জাতীয় বলদ গরু ও হাতী ও উটপ্রভৃতি নানাবিধ আসিয়া থাকে অত্যন্ত লোক যাত্রা হয় তাহার নাম হরিহর ছত্রের মেলা। এই বৎসর ১৪ কার্ত্তিক ২৮ নবেম্বর বৃহস্পতিবার ঐ মেলা হইয়াছিল ইং ১০ কার্ত্তিক লাগাএদ ১৬ তারিখ এ সপ্তাহ তথাতে অনবরত লোক যাত্রা হইয়াছিল। সুবে বেহারের ছয় জিলার যত সাহেবান রাজকর্ম্ম সংক্রান্ত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহেবান এবং অনেক২ বিদেশী সাহেব লোক প্রধান২ সাহেবেরা তিন চারি শত এবং পঞ্চ হৌস অর্থাৎ ইংরেজী পাকশালার দোকান ও অনেক২ প্রকার ইউরোপীয় শপ অর্থাৎ ইউরোপীয় দোকান। এবং সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য অনুমান পাঁচ লক্ষ একত্র হইয়াছিল ইহার মধ্যে অনেকে কেবল স্নান দান করিবার কারণ দুই প্রহর ও আড়াই প্রহরপর্য্যন্ত ছিলেন এবং সাত দিবস-পর্য্যন্ত স্থায়ী ব্যবসায়ী শওদাগর ইত্যাদি অনুমান দুই লক্ষ লোক হইবেক ইহাতে অনুমান

চারি শত সাহেব লোক ও পঞ্চাশ জন রাজা ও পঞ্চাশ জন নবাব ও ভাগ্যবান ওমরা ও জমীদার বিশ হাজার ও নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পঞ্চাশ হাজার ও দণ্ডী ব্রহ্মচারি বাণপ্রস্থ ইত্যাদি বিশ হাজার রামাত ও ফকীর আকড়াধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার ও নানকশাহী ও কবিরশাহী রামগুলেলা শাঁই ফকীরপ্রভৃতি দশ হাজার হইবেক ও নানাপ্রকার ব্যবসায়ী লোক চারি পাঁচ হাজার ও অশ্বব্যবসায়ী দশ হাজার অশ্ব পঞ্চাশ হাজার ও বলদ গরু পাঁচ হাজার হস্তী দুই শত ইতর জন্তু বকরী ও ভেড়া ও মহিষ ও কুক্কুর বিড়ালপ্রভৃতি পাঁচ শত ও নানাপ্রকার পক্ষী অনুমান বিশ হাজার এবং নাচ গীত বাদ্যোদ্যম নানা স্থানে নানাস্বরে নানা যন্ত্রে বিবিধ প্রকার হইয়াছিল। এই বৎসর অশ্ব অতিসুলভ এবং শওদাগরী ঘোড়া অত্যল্প বিক্রয় হইয়াছে।

( ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ২৭ মাঘ ১২২৯ )

নূতন ঘাট॥—মোকাম বল্লভপুরে রাধবল্লভ ঠাকুরের পুরাতন মন্দিরের নিকট পুরাতন এক ঘাট বাঁধা ছিল সে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার গৌর সেটের স্ত্রী বিধবা শ্রীমতী টুনুমণী সেই ভগ্ন ঘাটের নিকট দক্ষিণে অতিউত্তম এক ঘাট বাঁন্ধিয়াছেন সে ঘাট দীর্ঘে ও প্রস্থে বড় এবং শক্ত ও সুদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই ঘাটে উপযুক্তমত দ্বাদশ মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে।

( ১ অক্টোবর ১৮২৫। ১৭ আশ্বিন ১২৩২ )

শ্রীক্ষেত্রে॥—...সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের পরিচারক যত লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহারা যে যে কর্ম্ম করে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি এবং আমরা ভরসা করি যে পাঠকবর্গ অবশ্য মনোযোগপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিবেন যেহেতুক অনেকে ইহা জ্ঞাত নহেন।

১ মুদিরথ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি জগন্নাথ মহাপ্রভুর বাড়ে রাজার পক্ষ হইয়া আরতি ও বান্দাপনা অর্থাৎ অর্চনা এবং ভোগ উৎসর্গ করেন।

২ রসুয়া পাণ্ডা তিন জন। ইহারা হোম করিয়া সূর্য্যপূজা ও দ্বারপালপূজা পূর্ব্বক মহাপ্রভুর তিন বাড়ে ত্রিকালীন পূজার ভোগ দেন এবং বড় সিংহার অর্থাৎ মধ্যরাত্রে যে বেশ হয় সেই সময় পর্য্যন্ত পূজা করেন।

৩ তিন জন পশুপালক॥ ইহারা অবকাশপূজা করে অর্থাৎ নিয়মিত পূজানন্তর যখন অবকাশ পায় তখন পূজা করে এবং রত্ন সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক তিন পূজার সময় কাপড় পরাইয়া বেশ করাইয়া দেয়।

৪ ভীতবাহু। ইহারা যষ্টি ধারণপূর্ব্বক অনিবেদিত ভোগের সঙ্গে২ যায় সওয়ার অর্থাৎ ভোগবাহকেরদিগকে এককালে গোলমাল করিয়া যাইতে দেয় না যদি ভোগ মারা যায় তবে পূজারী পাণ্ডাকে উঠাইয়া আনে।

৫ তলাহপরিছা। ইহারা সম্মুখের দ্বার বন্ধ করে যদি ইহারা না থাকে তবে ভীতবাহু দ্বার বন্দ করিয়া খাড়া থাকে।

৬ পতিমহাপাত্র। ইহারা প্রতি দ্বাদশ যাত্রায় মধ্যরাত্রে অর্চনা করে ও স্নদ বসনকে বহন করে এবং স্নানযাত্রার পর নীলাদ্রিবীজনামক স্থানপর্য্যন্ত অর্চনা করে ও অনসর অর্থাৎ স্নানযাত্রার পর কএক দিবস ঠাকুর পীড়িত থাকেন সে কএক দিবস পূজা করে।

৭ পবিত্রবড়ু। এই ব্যক্তি পূজার সময় উপচার সাজাইয়া দেয় ও পাণ্ডারদিগকে ডাকে।

৮ গরাবড়ু। এই ব্যক্তি পূজার সময় সম্মুখে দাঁড়াইয়া পশুপালক পাণ্ডারদিগকে জল দেয়।

৯ খুটীয়া। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর মই নামক পশুপালক অর্থাৎ যাহারা প্রত্যূষে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করে তাহারদিগকে ডাকে এবং বেশের সময় বস্ত্র ও সন্তামালা যোগাইয়া দেয় ও শ্রী অঙ্গের চৌকী থাকে।

১০ পানিয়ামেকাপ। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর অলঙ্কার পশুপালকেরদিগকে দেয় এবং দ্বার বন্ধ হইলে তাবৎ অলঙ্কার গণিয়া রাখে। যাত্রি লোক দ্রব্য দিলে পরিছা লোকের দ্বারা গণনা করিয়া দেয়।

১১ চাঙ্গড়ামেকাপ। মহাপ্রভুর বেশের সময় বস্ত্র বাড়াইয়া দেয় ও গণিয়া রাখে যাত্রিরা কাপড় দিলে একবার পরাইয়া গণিয়া রাখে।

১২ ভাণ্ডারমেকাপ। অলঙ্কার ও বস্ত্র রাখে পানিয়ামেকাপ অলঙ্কার খুলিবার সময় গণিয়া রাখে যাত্রিলোক অলঙ্কার দিলে একবার পরাইয়া ইহার জিম্মায় রাখে।

১৩ সওয়ার বড়ু। এই ব্যক্তি ভিতরের স্থান মাজ্জনা করিয়া ভোগের বড় থাল দেয় এবং মহাপ্রভুর মইনাকের পশুপালকেরদিগকে কাষ্ঠের আসন দেয় ও নির্ম্মাল্য রাখিয়া সেবকেরদিগকে দেয়।

১৪ পরীক্ষবড়ু। পূজার সময় দর্পণ লইয়া দণ্ডায়মান থাকে। অখণ্ড মেকাপ প্রদীপে তৈল দেয় ও প্রদীপ সকল উঠাইয়া রাখে। পড়িচারী সম্মুখদ্বারে চৌকী থাকে। ডাবখাট। শয্যা নীচে দেয়। দক্ষিণ দ্বারের পড়িচারী ভোগ ডাকিয়া যায় বড় দ্বারের পড়িচারী ভোগ জাগিয়া থাকে ও মহাপ্রভু বাহির হইলে অবগলি নামে সুগন্ধিকাষ্ঠ বাহির করে। জয় বিজয় দ্বারের পড়িচারী ভোগ মণ্ডপের চৌকী থাকে এবং ভোগের সময় কাহাকেও ছাড়ে না।

১৫ খড়্গানায়ক। পূজা সমাপ্তা হইলে পানের বিড়িয়া লইয়া পাণ্ডাকে দেয় ও নিবেদন করায়। চতুর্দ্ধ্ম নাগির সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে কেবল চন্দন বস্ত্রাদি দ্বারা যে বেশ হয় তৎকালে আপনি বিড়িয়া লইয়া নিবেদন করে।

১৬ খাটশয্যা মেকাপ। খাট শয্যা সম্মুখে পাতিয়া দেয় ও পুনর্ব্বার আনিয়া ভাণ্ডারে রাখে। আস্তান পড়্যারি অবকাশ বল্লভভোগ সময়ে পূজার পরিচর্য্যা করে।

১৭ মুখপাখল পড়্যারি। অবকাশ সময়ে সুবাসিত জল ও দন্তকাষ্ঠ দেয়।

১৮ সওয়ার কোট। ভোগের পিঠা সিদ্ধ করিয়া মহাসওয়ারের জিম্মা করিয়া দেয়।

১৯ মহাসওয়ার। প্রথম পিঠার ছেক সম্মুখে আনিয়া রাখে। গোপালবল্লভ পরিবেশন করে।

২০ ভাতিবড়ু। থালে করিয়া খেচরী ও অন্ন ব্যঞ্জন ও পাখাল অন্নের চারি ভোগ সম্মুখে লইয়া রাখে।

২১ রোসপাইব। রসুয়শালায় প্রদীপ জ্বালায় এবং সওয়ারেরদের অশৌচ হইলে বাহির করিয়া দেয় এবং কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের সঙ্গে২ চৌকী দিয়া জয় বিজয় দ্বার ছাড়াইয়া দেয়।

২২ বিরিবহা সওয়ার। সমর্থার নিকট হইতে বাটা বিড়ি লইয়া সওয়ারেরদের জিম্মা করিয়া দেয়।

২৩ ধোয়া পাখালিয়া ব্রাহ্মণ। রসুএর স্থান ধোয়া পাকলা করে।

২৪ অঙ্গারবহা ব্রাহ্মণ। সকল উনানহইতে অঙ্গার বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়।

২৫ দয়িতা সয়াত্তরী। মহাপ্রভুকে বাহির করিয়া বহন করে ও মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে।

২৬ দাত্য। মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি চিত্র করিয়া নেত্রোৎসবের দিনে নেত্রোৎসব করায়।

২৭ সুধু সওয়ার। বল্লভের নৈবেদ্য সাজাইয়া দেয় ও ভোগ মারা গেলে অন্নাদি ভিতরহইতে বাহির করে। পর্ব্ব যাত্রায় অর্চনা করে ও প্রদীপ সাজাইয়া দেয়।

২৮ দ্বারনায়ক। এই ব্যক্তি কপাট খোলে ও বন্ধ করে।

২৯ মহাজন। জয় বিজয় প্রতিমারদিগকে বহন করে।

৩০ বিমানবড়ু। মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তিকে উপরি স্থাপন করে ও বহন করে।

৩১ মুদলীভাণ্ডার। দ্বারে চৌকী থাকে বড় লোকেরদিগকে চামর ব্যজন নিমিত্ত চামর দেয় এবং জয় বিজয় দ্বারে চাবি দেয় ও চৌকি দেয়।

৩২ ছুতার। মহাপ্রভুর বিজয় সময়ে ছত্র ধরে।

৩৩ তরাসিক। মহাপ্রভুর বিজয়সময়ে তরাস ধরে।

৩৪ মেঘডম্বুর। মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় মেঘডম্বুর লইয়া বাহির হয়।

৩৫ মুদ্রা। মহাপ্রভুর পুষ্পাঞ্জলির সময়ে প্রদীপ লইয়া অগ্রে থাকে।

৩৬ পানীয়পট। জলপাত্র বড়ুর জিম্মায় দেয় ও বাসন সকল ধোয়।

৩৭ কাহালিয়া। সর্ব্ব যাত্রায় পূজার সময়ে ও পুষ্পাঞ্জলির সময়ে অর্চনা করে ও কাহালি বাজায়।

৩৮ ঘণ্টুয়া। ভোগের সময় ও প্রতিমা বিজয়ের সময় ঘণ্টা বাজায়।

৩৯ চম্পতি টমকিয়া। পটুয়ারের সময় ও মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ বাদ্য করে।

৪০ প্রধানি পাণ্ডা ওগয়রহ। সেবক সকলকে ডাকে ও পরিছাকে স্বর্ণের বেত দেয় ও মুক্তিমণ্ডপস্থ ব্রাহ্মণেরদিগকে থালী খেছরী দেয়।

৪১ ঘটওয়ারী। চন্দন ঘষিয়া মেকাপের জিম্মা করিয়া দেয় এবং পর্ব্ব যাত্রায় ধূপ লইয়া সঙ্গে যায়।

৪২ বরীদিগা। পাকের জল দেয় ও উচ্ছিষ্ট মার্জ্জন করে।

৪৩ সমন্ধ। ছোলা কুটে ও কলাই বাটে।

৪৪ গৃহ মেকাপ। কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের বাসন পরিষ্কার করে।

৪৫ যোগকমা। কোটভোগের দ্রব্য লইয়া আইসে।

৪৬ তোমাবতী। রাত্রে কোটভোগের সঙ্গে প্রদীপ লইয়া যায় এবং হাঁড়ি ও কড়াই আনিয়া দেয়।

( ৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২ )

৪৭ চাউল বাছা। চাউল ও মুগ বাছে।

৪৮ এলেক। মহাপ্রভুর বিজয় প্রতিমার সঙ্গে চক্র লইয়া যায় এবং সকলের চর্চ্চা করে।

৪৯ পাত্রক। সকল সেবক লোকেরদিগকে বাহির করিয়া দেউল শোধন করিয়া চৌকি শোয়।

৫০ চুনরা। গরুড়ের সেবা করে এবং বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রদীপ উঠায়।

৫১ খড়্গাধোয়ানিয়া। পশ্চিম দিগহইতে জগমোহননামক স্থানপর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট মার্জনা করে।

৫২ নাগাধ্যাস। মহাপ্রভুর স্নানের বস্ত্র কাচে ও শুকায়।

৫৩ দারিগানী। মহাপ্রভুর চন্দন লেপনের পূর্ব্বে গীত গায়।

৫৪ পুরাণ পাণ্ডা। মহাপ্রভুর দ্বারে পুরাণ পাঠ করে।

৫৫ বীণকার। বীণা বাজায়।

৫৬ তনবোবক। জগমোহননামক স্থানেতে নৃত্য করে।

৫৭ শংখুয়া। পূজার সময় শংখ বাজায়।

৫৮ মাদলী। পূজার সময় মাদল বাজায়।

৫৯ তূরীনায়ক। তূরী বাজায়।

৬০ মহাসেটী। মহাপ্রভুর বস্ত্র ধৌত করে।

৬১ পানীপাইমাহার। বেড়ার ভিতর হইতে ময়লা বাহির করে।

৬২ হাকীমী সেরেস্তার বড় পরিছা। হাকিমী করিয়া সকল বুঝে ও স্বর্ণবেত্র ধারণ করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করে এমতে মধ্যম পরিছা ও ছোট পরিছা করে। এবং ভোগ বিবেচনা করিয়া পরিচারক সকলের বিষয় লেখে ও জমা খরচ লিখে ও মহাপ্রভুর নিয়মিত কর্ম্ম করায় ও মহাপ্রভুর ভাঁড়ার ঘরের হিসাব লিখে এবং রাজকীয় হিসাবও দেখে।

মহাপ্রসায়েত। পর্ব্ব যাত্রায় দ্রব্যাদি দেয় ও রাজভোগের মহাপ্রসাদ যাহারদিগের পাওনা তাহারদিগকে দেওয়াইয়া দেয়। চটায়েত চর্চা করে। ভাঁড়ার করণ। ভাঁড়ারের হিসাব লেখে।

( ২৬ মে ১৮২৭। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪ )

শ্রীক্ষেত্রের নিষ্করহওন মনস্থ।—আমরা মহাহর্ষযুক্ত হইয়া প্রকাশ করিতেছি জনরব হইয়াছে যে সুপ্রিম কৌন্সলের মেম্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুত হারিংটন সাহেব বায়ুসেবনার্থ শ্রীক্ষেত্রাঞ্চলে ভ্রমণ করত পুরীর তাবৎবিষয় বিশেষানুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে ইংরাজেরা পুরুষোত্তমের বিষয় সম্পূর্ণ রূপ আপনারদিগের অধীনে রাখিয়াছেন তাঁহারা কেবল দর্শন করিবার জন্যে পরবানা দেন এমত নহে ইংরাজের দ্বারা রথপর্য্যন্তও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতে ঐ দয়াবান সাহেব দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এমত চেষ্টায় আছেন যাহাতে যাত্রিরদিগের দর্শনজন্যে কর উঠিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল তীর্থ বিষয়ের সাহায্য করণহইতে একেবারে হস্ত উঠাইয়া লন এবং পুরীর কর্ম্মনির্ব্বাহের ভার খোরাদার রাজার উপরে অর্পণ করা যায়। গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্র যাইতে যে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং যে সকল সরাই করিয়াছেন ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্নিমিত্ত ঐ পথে গমনকারিদিগেব স্থানে যৎকিঞ্চিৎ করগ্রহণ করিবেন মাত্র ইহার একটা স্থান নিরূপিত হইবেক এই মনস্থ করিয়াছেন।—সং চং।

## বিভিন্ন সম্প্রদায়

( ২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ শ্রাবণ ১২২৮ )

সিংহভূমি॥—সিংহভূমির মধ্যে লেড়কাকোল নামে এক জাতি আছে তাহারা হিন্দু তাহারদের পূর্ব্ব নিবাস কোথা ছিল তাহা জ্ঞাত নাই কিন্তু এক শত বৎসর অবধি এই স্থান অধিকার করিয়াছে অনুমান হয় তাহারা পশ্চিমহইতে আসিয়া থাকিবে তাহারদের বসতি

পাহাড়ের মধ্যস্থল সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা তাহারা উত্তমরূপে কৃষিকর্ম্ম করে ও গোমেষ শূকর হংস কুক্কুড়া প্রভৃতি পালন করে ও ভক্ষণ করে তাহারদের দেশের মধ্যে ছোট দুই নদী আছে এবং প্রত্যেক গ্রামের নিকটে এক২ গোরস্থান আছে কিন্তু লোককে গোর দেয় না। লোক মরিলে তাহাকে পোড়াইয়া সেই ভস্ম গোরের মধ্যে রাখিয়া এক পাথর তাহার উপরে দিয়া চিহ্ন রাখে। সে লোকেরা বলবান ও সাহসী ও নিরালস্য ও দস্যুকর্ম্মে পটু তাহারা পরিধানে এক বস্ত্রমাত্র রাখে তাহারদের যুদ্ধাস্ত্র ধনুর্ব্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে তাহারা অতিপারগ এবং এমত জানা আছে যে এক লেড়কাকোল এক আঘাতে এক ঘোড়ার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারে।

তাহারদের দুই প্রকার বাণ ছোট ও বড় কিন্তু ইহাতে বিষ নাই তাহারদের দৌরাত্ম্য-প্রযুক্ত নিকটস্থ লোকের অনেক ভয় হইত যেহেতুক তাহারা আপন দেশে বিদেশিরদিগকে পাইলে খুন করিত। অতএব তাহারদের দমনার্থ সেখানে সৈন্য পাঠাওনের আবশ্যক হইয়াছিল তাহাতে দুই হাজার সৈন্য সমেত শ্রীযুত করনল রিচার্ড সাহেব গিয়াছিলেন তাহারা এ সৈন্য দেখিয়া পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন সৈন্য সেপর্য্যন্তও পঁহুছিল তখন তাহারা প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া শোধ দিবার চেষ্টা পাইল। পরে সৈন্যেরা যখন তাহারদের খাদ্য প্রভৃতি আমল করিল তখন অনুপায় ভাবিয়া সৈন্যের নিকটে আসিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া আপন দেশাচার মত ব্যাঘ্রের চর্ম্ম স্পর্শ করিয়া দিব্য করিল ও বন্দোবস্ত করিল।

( ১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯ )

গোরক্ষনাথ যোগী।—মাড়বার দেশের অন্তঃপাতি গিরিনার নামে পর্ব্বতে গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন তিনি কতক রাজাকে ও অনেক উদাসীনকে শিষ্য করিয়াছিলেন উদাসীন শিষ্যেরদের বিশেষ চিহ্নের কারণ ঐ মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্রা অর্থাৎ কুণ্ডল দিয়াছিলেন তদবধি তাহারা কানকাটা নামে খ্যাত আছে এবং তন্মতাবলম্বী প্রত্যেকে ঐ মুদ্রা ধারণ করে। সে কুণ্ডল গণ্ডারশৃঙ্গের ও প্রস্তরের ও বেলোরের ও মৃত্তিকার ও স্বর্ণের হইয়া থাকে। তাহার শিষ্যেরা গোরক্ষনাথ যোগী নামে খ্যাত তাহারদের মধ্যে কতক নাথ নামে ও কতক অতিথি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যোধপুরের রাজা এই মতাবলম্বী তৎপ্রযুক্ত তিনি মোং হরিদ্বারে এতন্মতাবলম্বিরদের থাকিবার কারণ দুই উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহারদের মধ্যে আইপন্থ ও লহরিপা ও কনিপা ও রপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হুগুনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে। এই মতাবলম্বি লোকেরা সর্ব্বসুদ্ধা অনুমান দশ হাজার হইবে। হরিদ্বারভিন্ন তাহারদের অন্য চারি তীর্থ আছে অর্থাৎ গোরখপুর ও যোধপুর ও পেশোর ও উত্তর দেশীয় পর্ব্বত। ইহারদের দুই ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে এক গোরক্ষকবোধ নামে ভাষাগ্রন্থ অন্য গোরক্ষশতক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ কিন্তু

ইহারদের পণ্ডিত লোকেরা পাতঞ্জল মতাবলম্বী। তাহারদের শব সন্ন্যাসির শবের ন্যায় বসাইয়া গোর-দেয় তাহারদের নিকটে শিবপাদুকা থাকে তাহারা কেবল ঐ পাদুকা পূজা করে অন্য কোন দেবতা উপাসনা করে না। হরিদ্বারের পর্ব্বত শ্রেণীর নীচে তাহারদের মন্দির সে মন্দিরে শিবপাদুকা আছে।

( ২২ মে ১৮১৯। ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

বেদান্ত মত।—৯ মে রবিবার শ্রীযুত রাধাচরণ মজুমদারের পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন ও শ্রীব্রজমোহন মজুমদারের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন এবং পরস্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে সেই সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিম্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল। এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানন্তর সহমরণ না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যে কাল ক্ষেপ কর্ত্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক কর্ম্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময়ে বেদের উপনিষদহইতে আপনারদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।

( ১২ জুন ১৮১৯। ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

বৈদান্তিক।—৩০ মে তারিখে মোং খিদিরপুরে দেওয়ান মোতিচাঁন্দের ঘরেতে অনেক২ বৈদান্তিকেরা একত্র হইলেন ও সকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচনা ও প্রশংসা করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন। ঐ তারিখে ঐ স্থানে যত বৈদান্তিক লোক একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কখনও অন্যত্র একত্র হন নাই।

( ১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮ )

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার বাসনা এই যে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপান গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে তাহা ছাপা করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাইবেক।

'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক উপরে যে পত্রখানির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে প্রশ্নচ্ছলে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতার কথা ছিল। 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা' এই ছদ্মনামে রামমোহন রায় একখানি পত্রে প্রশ্নগুলির উত্তর 'সমাচার দর্পণে' পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদক যে তাহা পত্রস্থ করেন নাই তাহা পরবর্ত্তী অংশ হইতে জানা যাইবে।

( ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৮ ভাদ্র ১২২৮ )

পত্র প্রেরকেরদের প্রতি নিবেদন।—শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্ম প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত

অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতে হানি নাই।

রামমোহন রায় 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মা'র নামে ইংরেজী ও বাংলায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (*Brahmunical Magazine*) প্রকাশ করিয়া তাহাতে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিয়াছিলেন।

( ৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮ )

প্রেরিত পত্র॥—শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু এই পশ্চাদ্বর্ত্তি কএক পংক্তি ধর্ম্মপ্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়া উপকৃত করিবেন।

ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষিসকল জন হিতৈষি ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্ন পত্রমিদং।

সংপ্রতি যুগধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা প্রকার দুরাচার কুব্যবহার দেখিয়া ধর্ম্মহানি পাপবৃদ্ধি জানিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিম্বা দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কর্ম্ম নিবারণ এবং তৎসংসর্গজ দোষ নিরাকরণ তাৎপর্য্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষ লেশও নাই।...

এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অর্পিত করিলাম কিন্তু আমরা পরস্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান তাহাও আমরা দর্পণে স্থান দিব।

প্রশ্ন চারিটি এবং সেগুলির উত্তর রামমোহন রায়ের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

( ১৬ জানুয়ারি ১৮৩০। ৪ মাঘ ১২৩৬ )

চিৎপুরের রাস্তার ধারে নূতন ধর্ম্মশালা।—গত সোমবারের ইণ্ডিয়া গেজেটে লেখে যে কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়া চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং ধর্ম্মার্থে তাহাতে এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। তাহার ত্রষ্টদীড অর্থাৎ পাট্টায় লেখে যে ত্রষ্টিরা কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ স্বষ্টিস্থিতি কর্ত্তা ঈশ্বরের আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন ঐ পাট্টায় আরো লেখে যে সে সরহদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান কি নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধর্ম্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিংসা হইতে পারিবে না এবং অন্য কোন মতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তুর আরাধনা করিবেন তন্নিন্দাসূচক বাক্য ঐ অট্টালিকায় কহা যাইবে না এবং যে ধর্ম্মানুশীলন অথবা প্রার্থনাদিতে জগতের স্বষ্টি ও স্থিতি কর্ত্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মনুষ্যেরদের প্রতি দয়া ও ধর্ম্ম যাহাতে জন্মে এতদ্ব্যতিরেকে আর কোনবিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ত্রষ্টিরা

তত্রত্যারাধনার্থে এক জন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং ঐ স্থানে প্রতি দিন অথবা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন আরাধনা হইবে।

( ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ৩ ফাল্গুন ১২৩৬ )

শ্রীযুত যথার্থবাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

চন্দ্রিকাপ্রকাশকের কি বুদ্ধি প্রকাশ তাহা লিপিদ্বারা প্রকাশকরণে অসমর্থ যেহেতুক কএক নূতন অনুমানের স্থষ্টি করিয়াছেন যে পূর্ব্ব২ গ্রন্থকারেরা ধুম দৃষ্টিকরত অগ্নির অনুমান এবম্প্রকারাদির পরিবর্ত্তে তবলার চাটীর শব্দ গ্রহণে জবনকরণক বাদ্যোদ্যম অনুমান করিয়াছেন যে হউক এবমস্তুতানুমানে চন্দ্রিকাকার ধন্যানুমানী হইতে পারেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রের বিপর্য্যয়ানুমানে অনুমান করি যে চন্দ্রিকাকারের পূর্ব্বনিবাস সেখপাড়াপ্রযুক্ত পূর্ব্বস্থান সর্ব্বদাই স্মরণ হয় যেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদপাঠাদি শ্রবণে ব্রাহ্মণের দোষ অব্রাহ্মণেই কহিয়া থাকে এবং শাস্ত্রে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দা অনেকেই করিবেন অতএব এই দুই মতে চন্দ্রিকাকার নির্দ্দোষী তবে পাঠানন্তর ঈশ্বরবিষয়ক গীতোপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যমে যে দোষানুভব করিয়াছেন তাহাতে কেবল মহাভারতীয় "রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি নপশ্যতি" এই শ্লোক স্মরণ হইল কেননা দুর্গোৎসব রাসযাত্রাপ্রভৃতিতে যবনীর নৃত্যগীতাদি এবং ইঙ্গরেজের মদ্যমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন না বরঞ্চ তৎপক্ষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন যে উর্ব্বশীপ্রভৃতির নৃত্যাদি এবং মদ্যমাংসকে পুষ্প চন্দন বোধ করেন কেবল ব্রহ্মসমাজের দোষ সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন এ কি আশ্চর্য্য যদিস্যাৎ বেদপাঠানন্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাদ্যোদ্যম হইয়া থাকে তাহাতে দ্বেষপ্রযুক্ত কিম্বা শাস্ত্রমতে দোষ স্থির করিয়াছেন অনুমান করি শাস্ত্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ স্থান নীচস্পর্শে দোষাভাব লিখিয়াছেন।—সং কৌং [ সম্বাদ কৌমুদী ]

১৮২৮, ২০ আগষ্ট তারিখে রাজা রামমোহন রায় কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের ( অনেকে 'ব্রহ্মসভা'ও বলিত ) প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্মৃতিকথার একস্থলে লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু [ চক্রবর্ত্তী ] গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ গান করিতেন। গোলাম আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন।...তখন ব্রাহ্মসমাজে বেঞ্চ ও কেদারা ছিল না। কার্পেটের উপর সাদা চাদর বিস্তৃত থাকিত। তাহাতেই সকল লোক গিয়া বসিতেন। রাজা একটি ছোট মোড়ার উপরে বসিতেন।"—৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত,' ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮৭।

( ১৮ নবেম্বর ১৮২০। ৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭ )

গ্রিজা ঘর।—মোকাম কলিকাতায় বৈঠকখানাতে মদরসার নিকটে এক নূতন

গ্রিজা ঘর হইতেছে তাহাতে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব ও অন্য২ পাদরি সাহেবেরা একত্র হইয়া গত মঙ্গলবারে এক প্রস্তর তাহার মধ্যে পিত্তলের পত্র তাহাতে সন তারিখ ও দেশ ও বাদশাহের নাম লিখিয়া সুরকীদ্বারা প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর সেন্ত জেমস্ নামে খ্যাত হইবেক এবং সেই গ্রিজা ঘরের এক প্রদেশে দরিদ্র লোকের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে এক পাঠশালাও প্রস্তুত হইবেক তাহার খরচের কারণ এক সাহেব চারি হাজার টাকা শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেবের নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন।

( ২১ এপ্রিল ১৮২১। ১০ বৈশাখ ১২২৮ )

নূতন গ্রিজাঘর।—মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত টৌনলী সাহেব এক নূতন গ্রিজাঘর প্রস্তুত করিয়াছেন সে গ্রিজা ঘর গত বুধবার খোলা গিয়াছে।

( ১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮ )

চুচুঁড়া॥—মোং চুচুঁড়াতে এক আরমানী গ্রির্জাঘর আছে সে ঘর মার্কার জোহানিস সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন পরে তাঁহার ভ্রাতা সন ১৬৯৬ সালে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে গ্রির্জাঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবী বেগরাম ঐ গ্রির্জাঘর উচ্চ করিয়া নূতন প্রস্তুত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন।···

( ১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩ )

গত সোমবার কলিকাতার গড়েতে যে নূতন গ্রীজাঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে ঐ দিবস প্রথম ঈশ্বরের আরাধনা হইয়াছে এবং তৎসময়ে শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও তাঁহার মোসাহেবেরা ও অন্য২ অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব লোকেরা তথায় ছিলেন।

এই গ্রীজাঘর যে প্রকার প্রস্তুত হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে এমত সুন্দররূপে কোন গ্রীজাঘর হয় নাই।

( ২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯ )

দরগা।—পাটনা শহরে আরজানি সাহেব নামে এক ফকীরের দরগা বহুকালাবধি আছে সে স্থান অতিমনোরম প্রতি বৃহিস্পতিবারে সেখানে মেলা হয় এবং সেখানে অনেক ফকীর থাকে সে দরগার জাঁক অতিশয় তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গীর আছে বৈশাখের প্রথম দিবস এক মেলা হয় তাহাতে সম্প্রতি ১ বৈশাখ ১২ এপ্রিল শুক্রবারে সেই মেলাতে হিন্দুস্থানীয় ও বাঙ্গালি ও অন্যান্য দেশীয় কম বেশ লক্ষ লোক একত্র

হইয়াছিল তাহাতে ঘাঁটোর নাচ অর্থাৎ চৈত্র মাসীয় নাচ সং উপলক্ষে নানা দেশীয় গুণবান আগমন করিয়া দিবা রাত্রি নাচ ও গান ও বাদ্য ও ভাঁড়াম ইত্যাদি তামসা স্থানে২ অতিসুন্দররূপে হইয়াছে। ইহাতে নেজামত পল্‌টন ও থানার হামরাও প্রভৃতি বরওক্ত রুজু ছিল সেমতে কোন দাঙ্গা ও বিরোধাদি কিছু না হইয়া নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ হইয়াছে।

( ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৫ আশ্বিন ১২২৮ )

বেরা ভাসান॥—২১ সেপ্তম্বর ৭ আশ্বিন শুক্রবারের সমাচার মুরশেদাবাদহইতে আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ১৩ সেপ্তম্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহাহইতে কোন বিষয় ন্যূন হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে উত্তম মত দুইবার খানা দিয়াছেন ও উৎকৃষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইয়া তাহার উপরে নানাপ্রকার নাচ গান ও নানাবিধ বাজী হইয়াছিল পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বেরা ভাসানের আরম্ভে উপরে এক তোপ হইল তৎকালে রোশনাইবাগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্চর্য্য বাজী হইয়াছিল এ সকল বাজী উত্তম মত পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা শ্রীশ্রীযুত নবাব সাহেবের সৌজন্য দেখিয়া তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রিপর্য্যন্ত তামাসা দেখিলেন।

( ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ৩ আশ্বিন ১২৩২ )

বেরা ভাসান।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় তোমারদিগের কলিকাতায় অনেক প্রকার জাতি বাস করিতেছেন তন্মধ্যে হিন্দু মহাশয়েরা পরমার্থ তত্ত্বের বিষয়ে অন্য জাতির সঙ্গে ঐক্য করেন না তজ্জন্য অন্য জাতির দেবার্চ্চনা করা দূরে থাকুক যদ্যপি কোন হিন্দু যবনাদি জাতির দেবোৎসবেতে আনন্দিত হইয়া তজ্জাতির বাটীতে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন তবে তাবৎ হিন্দু ঐক্য হইয়া তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করণে উদ্যত হইয়া তাহার প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহার দৃষ্টান্তার্থে এক বিষয় লিখি অনেকেও শ্রুত আছেন এক ব্যক্তি প্রধান লোকের সন্তান শূদ্র অর্থাৎ কায়স্থতুল্যজাতি কোন যবনীবারাঙ্গনার নৃত্যগীতাদিতে বশীভূত হইয়া মহরমের সময় তাহার ভবনে গমন করিয়াছিলেন সেই ছলে কলে কৌশলে হিন্দু সকলে তাহাকে অপবাদগ্রস্ত অর্থাৎ যবনীবারাঙ্গণা সমভিব্যাহারে আহার বিহার করিয়াছে এই অপরাধ নিশ্চয় করিয়া সেই ক্ষুদ্র অপরাধিকে প্রায় জাতিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই ব্যক্তি এই বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়া মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন ব্যয় ও বাক্যব্যয় এবং নানা লোকের উপাসনা অর্থাৎ যাহাকে কখন তুই বলিয়া ডাকিতে নাই তাহাকে আসিতে আজ্ঞা হয় মহাশয়েরা ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়া সম্মান করিয়াছে

এবং তাহার ভৃত্যের অগম্য স্থানেও স্বয়ং গমন করিয়া আপনাতে নানাপ্রকার লঘুতা স্বীকার করিয়া সে দায়ে উদ্ধার হয় তথাচ সে অপবাদ বহু কালাবধি লোপ হইল না তাহার বাটীতে যিনি২ গিযাছিলেন তাহারদিগকে লোকেরা কলঙ্কী করিত সে একটা হঙ্গাম হইয়া কতক কাল ছিল। সম্প্রতি শুনিলাম এক্ষণে কলিকাতাস্থ হিন্দুলোকের মধ্যে অনেকের যবনাদি নীচ জাতির প্রতি বড় দ্বেষ নাই তাহার প্রমাণার্থে কিঞ্চিৎ লিখি এই মহানগরে কত মহারথি মহানুভব মহাশয়েরা কতই মহৎকর্ম্ম করিতেছেন তাহা তাবৎ লেখা অসাধ্য সম্প্রতি গত ২৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার যবনেরদিগের একটা পৰ্ব্বাহ ছিল অর্থাৎ বেরাভাসান হইয়াছে তাহাতে কএক জন হিন্দু বাবু আহ্লাদিত হইয়া তদ্বিষয়ে বহুতর অর্থ সামর্থ্য ব্যয়দ্বারা সেই পৰ্ব্বাহ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন ধর্ম্মশীল বাবুর পুত্র বিদ্যাসৌজন্যার্জিত যশে যশস্বী হইয়া কোন দীনা নবীনা যবনী বারাঙ্গনা নর্ত্তকীর প্রতি নিতান্ত কৃপা প্রকাশপুরঃসর ঐ বেরাভাসান বিষয়ে বহুতর সাহায্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার তাবৎ লেখা অসাধ্য স্থূল কিঞ্চিৎ লিখি বাবু স্বয়ং পথে পারিষদ পদাতিক সঙ্গে লইয়া বেরার পশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিলেন ডেরা নির্ম্মাণের বিষয় কি লিখিব সঙ্গে রেসালা সিপাহি ইঙ্গরাজী বাজা রোসনচৌকী গেলাসের ঝাড় পঙ্কা শক্কা দস্তিমসাল রণমসাল ইত্যাদি সমারোহের সীমা নাই এই সকল রেসালা মিছিল অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূৰ্ব্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তাহা দর্শনপূর্ব্বক বাবুকে কে না ধন্যবাদ ও সাধুবাদ করিয়াছে কেননা ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাঢ্যতা সুশীলতা দয়ালুতা দাতৃত্ব ধার্ম্মিকতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

যদি বল বাবুর এত গুণ এক বেরা ভাসানেতে কি প্রকারে প্রকাশ হইল তাহার কারণ শুন বিচক্ষণ না হইলে রেসালা সুসজ্জ করিতে কে সক্ষম হয় ধনাঢ্য নহিলে অকাতরে ব্যয় কে করে সুশীল না হইলে স্বয়ং কেন পথে গমন হইবেক দয়ালু তাহাকে কহি যে তাবজ্জাতির প্রতি দয়া করে দাতা সেই যে বিনা যাচ্ঞায় লোকেরদিগকে ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করে ধার্ম্মিক তাহাকে বলা যায় যে দৈবকর্ম্মে অর্থাৎ দেবতাবিষয়ে দ্বেষাদ্বেষ না করে সুতরাং এসকল গুণ ঐ বাবুতে বর্ত্তে।

অতএব দেখিলাম কলিকাতাস্থ হিন্দুরদিগের এক্ষণে অনেকের মনের মালিন্য দূর হইতেছে বাবুরদিগের বেরা ভাসান বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি নাই যাহার যাহা বাঞ্ছা সেই তাহাই করিতেছে অলমতি বিস্তরেণ। কস্যচিৎ রাগদ্বেষশূন্যস্য।—সং চং

( ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ১০ আশ্বিন ১২৩২ )

ধরমৃকি বেরাপার॥—শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়॥ তোমার চন্দ্রিকা পত্রে গতসপ্তাহে বেরা ভাসান বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা তৎপত্রে উজ্জ্বল করাতে অনেকের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাতে যাঁহারদিগের মনের মালিন্য

দূর হইয়াছিল কিন্তু তাঁহারদের অদ্যকার বেরা ভাসান দর্শন শ্রবণ করিয়া মুখ মলিন হইয়া যাইবেক যেহেতুক।

গত ৩১ ভাদ্র রাত্রিতে এক বেরা ভাসিয়াছে তাহার সবিশেষ লিখি সে সামান্য কথা নয় দৃষ্টিমাত্র আমরী উজীরের ব্যাপার বোধ হয় কারণ বেরার সর্ব্বাগ্রে প্রথমতঃ শ্বেতপতাকা রক্তপতাকা নীলপতাকা পীতপতাকা নানাপ্রকার পতাকাতে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ খাসা২ খাসগেলাপওয়ালা খাসবরদার আসাবরদার চোপদার জমাদার ইত্যাদি দরবার সুদ্ধ অগ্রসর হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ জগঝম্প বাজে তাসাকড়কা বাজে দেশী ঢুলিকমাজে কৃত্রিমব্যান বাজায় ও ইংরাজে তাহা দেখিয়া রোসনচৌকী মৌন হয় লাজে। শতশত গেলাসের সিঁড়ি ঝাড়ে রাজপথ আলোকময় হইয়াছিল ইত্যাদি।

পশ্চাৎ নিজ গৃহজাত আশ্চর্য্য চমৎকৃত চিত্রবিচিত্র বচন রচনাতীত যুগ্ম ময়ূর যুত বাই ধর্ম্মপ্রাপ্ত বাবু বেরা চলিতেছে সর্ব্ব শেষে অশেষবিশেষাবশে বাবু বাই বিবি সঙ্গে লইয়া অভিনব নির্ম্মিত শকটারোহণে সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মন্দ২ গমনে গঙ্গাতীর নীর চতুর্হস্তমধ্যে বেরা স্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধরমকি বেরাপার ইতিমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বেরা ভাসাইয়া দিলেন সেই সুসজ্জ সজ্জাসজ্জিত বাই বাটীতে পুনরাগমন করিয়া সমস্তরাত্রি নাচ করাইলেন এই সকল ব্যাপার কতক বা দেখিয়া কতক বা জনশ্রুতিতে লিখিয়া পাঠাই চন্দ্রিকায় উজ্জ্বল করিবেন কিন্তু এ মহাব্যক্তি কে তাহা জানিতে পারিলাম না ইতি।—সং চং

# বিবিধ

# কলিকাতার রাস্তাঘাট

( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১৫ ফাল্গুন ১২২৬ )

নূতন রাস্থা।—মোং কলিকাতাতে এক নূতন রাস্থা হইতেছে সে রাস্থা মোং চান্দনী বাজারের পূর্ব্বে ব্যাপারিটোলাতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণহইতে উত্তর দিকে আসিতেছে এবং শহরের বড় রাস্থার পূর্ব্ব ও বাহির রাস্থার পশ্চিমে। ঐ রাস্থা চানকের রাস্থার সহিত সংলগ্ন হইবে সে রাস্থার সম্মুখে যে২ লোকেরদের বাটী ও বাগান ও পুষ্করিণী পড়িতেছে কোম্পানি বাহাদুর তাহারদিগকে বাটী প্রভৃতির উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সকল ভাঙ্গিয়া শোজা রাস্থা করিতেছেন ইহাতে অনেক বাড়ী ভাঙ্গা গিয়াছে এবং অনেক ভাঙ্গা যাইবে ঐ রাস্তা মোং বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান তুই হাজার লোক সেই কর্ম্মে প্রতিদিন নিযুক্ত আছে।

( ২৭ মে ১৮২০। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৭ )

কলিকাতার নরদামা।—কলিকাতা শহরের খবরদারিতে যে সকল সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন যে কলিকাতায় অনেক২ গভীর নরদামা আছে তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহা পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের সতত রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়া কিঞ্চিৎ গভীর নরদামা করা যাউক।

তাহাতে সেই নরদামাবাসি উন্দুরুরা আপনারদের স্থান ভ্রষ্ট ভয়ে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে এই বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে। যে এই নরদামা বন্দ করাতে তোমারদের লাভ আছে বটে কিন্তু আমারদের মরণ। আমরা কোথায় বাস করিব আমরা পূর্ব্ব কালাবধি এখানে বাস করিতেছি এবং মনে এমন প্রত্যাশা করি যে আমারদের পুত্র পৌত্রপ্রভৃতি এখানেই বাস করিবে এবং যদি এই গভীর নরদামা বন্দ করিয়া উচ্চ নরদামা করিয়া দেও তবে আমরা কি প্রকারে সেখানে বাস করিব যেহেতুক সেখানে বালক ও কাক ও কুকুরপ্রভৃতিরা দিনে আমারদের সংহার করিবে ও রাত্রিতে তুষ্ট বিড়ালেরা আমারদিগকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। অতএব এই নরদামা বন্দ করিবার অগ্রে ঐ সাহেব লোকেরদের এই বিবেচনা করা অতি-কর্ত্তব্য যেহেতুক এমন প্রাচীন প্রজারদিগকে তাড়িয়া দেওয়া অকর্ত্তব্য।

এক রসিক লোক কৌতুক করিয়া এই রূপ দরখাস্ত শ্রীশ্রীযুতের নিকটে সত্য দিয়াছে।

( ৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭ )

কলিকাতার নূতন রাস্থা।—মোং কলিকাতাতে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজারে শীঘ্র গমনাগমনের কারণ নূতন রাস্থা হইতেছে এই রাস্থা হইলে যেমন লোকেরদের উপকার

হইবেক তেমন অন্য রাস্তাতে উপকার হয় না যেহেতুক পূর্ব্বে ধর্ম্মতলাহইতে বহুবাজার পর্য্যন্ত গাড়ীপ্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্তা ছিল না পূর্ব্বে আসিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্তার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম পুষ্করিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দিকে রাস্তা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামানুসারে ঐ রাস্তার নাম হেষ্টিংস রাস্তা খ্যাত হইবেক।

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট রাস্তা করা যাইবেক।

( ২ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২২৭ )

কলিকাতা।—মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাঅবধি বাগবাজারপর্য্যন্ত যে রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছিল তাহা অল্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আরও শুনা যাইতেছে যে কসাই টোলার মাঝখান অবধি বৈঠকখানাপর্য্যন্ত এক বড় রাস্তা হইবেক।

( ১৪ এপ্রিল ১৮২১। ৩ বৈশাখ ১২২৮ )

নূতন রাস্তা।—কলিকাতা শহরের যে সংস্থান পূর্ব্বে ছিল তাহাহইতে এইক্ষণে রাস্তা পুষ্করিণী দ্বারা অতিসুন্দর সংস্থান হইতেছে তাহা কোমিটীতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে। এইক্ষণে যে রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে সে জানবাজারে আরম্ভ হইয়া ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত মিলিত হইবেক আরও এক রাস্তা পুরাণা কুঠীর নিকটে শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের বংশালের নিকট হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং সেইখানে মনোরম এক ঘাট হইয়াছে তাহাতে বাণিজ্য বস্তুর আমদানী রপ্তানীতে অনেক সুগম হইবেক। এবং পুরাণা কুঠীর পূর্ব্বে বারিকার নিকট লাল দীঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে যে এক প্রাচীন নির্ম্মিত স্তম্ভ ছিল তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে তাহার কারণ এই যে পুরাণা কুঠী ভাঙ্গিয়া যে নূতন পরমিট ঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহার শোভা ঐ স্তম্ভের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রযুক্ত ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পরমিট ঘরের সম্মুখ খোলাসা করা যাইবেক। এবং ঐ স্তম্ভের প্রস্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবে। এবং লাল দীঘীর দুই দ্বার আছে আর দক্ষিণ দিকে বড় এক দ্বার হইবেক। এবং মৌলআলী বাগানের দক্ষিণ নবাবের বাগানের উত্তরে যে বাগান ছিল তাহা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর খরিদ করিয়াছেন সেই বাগান কাটিয়া সেই স্থানে একটা গোখানা হইবেক বহুবাজারে যে গোখানা ছিল সে গোখানা উঠাইয়া দিবেক। সাবেক গোখানা ভাঙ্গিবার কারণ এই যে শহরে দুর্গন্ধ না হয়। এই সকল বিবেচনাতে ক্রমে২ কলিকাতা শহরের সৌন্দর্য্য হইতেছে ইহাতে অনুমান হয় বিশ পচিশ বৎসরের মধ্যে সমুদায় নূতন হইবেক।

( ১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮ )

কলিকাতা॥—দক্ষিণে চান্দপালের ঘাট অবধি উত্তরে চিতপুর পর্য্যন্ত গঙ্গার তীরে

যে রাস্থা হইতেছে ঐ রাস্থা প্রস্তত হইলে শহরের শোভা অধিক হইবে এবং মহাজন লোকেরদের নৌকা লাগানের ও জিনিসপত্র উঠানের ভাল হইবেক। ও সাহেব লোকেরদের বায়ু সেবনার্থে উত্তম হইবেক।

এবং ধর্ম্মতলাহইতে যে রাস্থা বহুবাজার পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহার এক দিকে যে নূতন পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে সে মৃত্তিকা দ্বারা যে ছোট২ পুষ্করিণী পূরাণ গিয়াছে তাহাতে শহরের অনেক ভাল হইয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে যে ঐ বহুবাজারহইতে চিতপুরের পূর্ব্ব আর এক রাস্থা হইবেক তাহা হইলে শহরের আরো ভাল হইবেক এবং পুরাণ কুঠীতে যে পরমিটের ঘর প্রস্তত হইয়াছে ইহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইয়াছে ও লালদিগীর ধারে কেরাণিরদের থাকিবার যে তেতালা ঘর আছে তাহার দুই পার্শ্বে ও মধ্য স্থানে নূতন তিন বারান্দা হইয়া অতিশয় শোভা হইয়াছে এবং কোম্পানির কালেজ পূর্ব্ব স্থানহইতে উঠিয়া সেই ঘরের মধ্যে বসিয়াছে।

( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮ )

নূতন রাস্থা॥—কলিকাতার মধ্যে যে নূতন রাস্থা আরম্ভ হইয়া বহুবাজারপর্য্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্থা এখন বহুবাজার ছাড়াইয়া তাহার উত্তরে গোয়ালপাড়াপর্য্যন্ত আসিয়াছে অনুমান হয় যে দুর্গোৎসবের মধ্যে শ্যামপুকুরিয়ার থামাপর্য্যন্ত আসিবে রাস্থারও যেরূপ নক্সা হইয়াছে তাহাতে শ্যামবাজারের এক ভাগ্যবান লোকের অতিবৃহৎ বাড়ী রাস্থাতে পড়ে শুনা যায় ইহার কারণ এক দিন কোমেটী হইয়া সে বাড়ী বজায় থাকিয়া তাহার নিজ পশ্চিম দিয়া রাস্থা যাইবেক এবং গঙ্গার তীরে যে রাস্থা হইতেছিল তাহাও হইতেছে এ দুই রাস্থা হইলে যাতায়াতের অধিক সুগম হইবেক এবং শহরের শোভা উত্তমা হইবেক।

( ৩০ মার্চ্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮ )

নূতন জলাশয়॥—মোকাম কলিকাতার পটোলডাঙ্গার রাস্থার ধারে যে নূতন জলাশয় হইতেছে তাহার সাড়ে দশ হস্ত মৃত্তিকার নীচে বৃহৎ২ বৃক্ষের চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে সকল কাষ্ঠ মৃত্তিকাভুক্ত হইয়া মৃত্তিকাতুল্য অসার হইয়াছে এত মৃত্তিকার নীচে এমন বৃক্ষ সম্ভব আশ্চর্য্য।

( ৩০ মার্চ্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮ )

কলিকাতা॥—ইংগ্লণ্ড দেশে নলদ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত ডাক্তর টৌম্লিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটিরির অধ্যক্ষেরাও লাটিরির উপস্বত্বহইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐ রূপ আলো করিবেন।

( ১০ মে ১৮২৩। ২৯ বৈশাখ ১২৩০ )

কলিকাতার শোভা ॥—এই মহানগরের সৌন্দর্য্যের নিমিত্তে অনেক প্রশস্ত রাজপথ ও নরদামা করা গিয়াছে এবং শহরনিবাসি প্রাচীন লোকেরা বোধ করিতে পারেন যে পূর্ব্বাপেক্ষায় কলিকাতার সুগঠন ও শোভা কত হইয়াছে। সংপ্রতি ভাগীরথী তীরে যে নূতন প্রশস্ত রাজপথ ও পোস্তা হইয়াছে সে পথ প্রায় পঁয়ত্রিশ হাত প্রশস্ত ও ঐ রাস্তার পার্শ্বে পাকা নরদামা হইতেছে তাহা দিয়া গঙ্গার জল কলদ্বারা উঠিয়া সমস্ত শহরে যাইবে। এবং ঐ পোস্তার সর্ব্বত্র ঘাসের চাপড়াদ্বারা অতিসুশোভিত হইতেছে তাহাতে ঐ সকল পোস্তা জলপ্রবাহেতে ভগ্ন হইবে না। এই কর্ম্ম এইক্ষণে অতিশীঘ্ররূপে হইবে এমত বোধ হয়। অল্প কালেতে এই সকল সংপূর্ণ হইলে পর ভারতবর্ষের মধ্যে এ এক অপূর্ব্ব স্থান হইবেক।

( ১ জানুয়ারি ১৮২৫। ১৯ পৌষ ১২৩১ )

কলিকাতা লাটরি খেলা।—গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা অবগত হইয়া লাটরি খেলা সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। কলিকাতা নগরের শোভা করিবার নিমিত্তে সন ১৮২৫ শালের প্রথম লাটরি গবর্ণমেণ্টদ্বারা স্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যাপার লাটরিকমিটীর আজ্ঞানুসারে সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট করিলেন তাহার ধারা গত বারের ন্যায় প্রাইজ হইবেক। এবং সেই ধারা মাফিক খেলা হইবেক এবং টিকিট বাঙ্গালবেঙ্কে বিক্রয় হইবেক প্রত্যেক টিকিটের মুল্য ১০০ এক শত টাকা।

কলিকাতা লটারি কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস W. H. Carey সাহেবের *The Good Old Days of Honorable John Company* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

( ১৫ জানুয়ারি ১৮২৫। ৪ মাঘ ১২৩১ )

খিদিরপুরের সেতু।—আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে খিদিরপুরের খালের উপর যে নূতন সেতু প্রস্তুত হইবেক তৎকর্ম্ম ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে। তথাকার পুরাতন সেতু কলিকাতার লজ্জার বিষয়। এই নূতন সেতু লৌহময় এবং শৃংখলদ্বারা উদ্বান্ধিত।

( ১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩ )

নূতন পথ।—সংপ্রতি শুনা গেল যে যশোহর জিলার বকচরনিবাসি শ্রীযুত কালীপ্রসাদ পোতদার স্বর্ণবণিক এক নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন এই পথ যশোহরহইতে অগ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত আসিবেক এক্ষণে ঐ জিলা মোতালকের চৌগাছা গ্রাম অবধি রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে

অনুমান করি ফাল্গুণ চৈত্র তক সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সাঙ্গ হইবেক এতদ্বিষয়ে অনেকের চিত্তোল্লাস হইতেছে যেহেতুক তৎপথগামিরা অতিক্লেশে শঙ্কাযুক্ত হইয়া গমনাগমন করিতেন এক্ষণে যাতায়াতে সুগম হইল।

( ২৭ জানুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাঘ ১২৩৩ )

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান।—আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্ব্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোন২ মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টাদ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলাহইতে বাগবাজারপর্য্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক তাহা সম্পন্নার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইয়াছে ইহা ব্যক্ত হইতেই কতিপয় জনের চান্দাতে প্রায় পাচ হাজার টাকা দস্তখত হইয়াছে আর অবশিষ্ট লোকেরদিগের এতদ্বিষয়ে যে অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় যে অত্যল্পায়াসে বিংশতি সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ হইতে পারে আর ঐ টাকায় তিনটা ঘাট হইয়া এতৎ সংক্রান্ত আর২ কর্ম্মও সম্পন্ন হইতে পারিবেক।

( ১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪ )

নূতন খাল।—সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের রাজপথের শ্রম দূরকরণজন্য মোকাম টাকির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া কুড়ের হাটখোলাপর্য্যন্ত মিলিয়াছে শুনিতে পাই যে ঐ খাল ভাগীরথীপর্য্যন্ত আসিয়া মিলন হইবেক যাহা হউক ইহা হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে পারিবেক যেহেতুক অতিশীঘ্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সমাচার পহুছিবে কিন্তু কোন২ স্থানে ইহার আড্ডা হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই।—সং কৌং।

( ২২ মার্চ্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪ )

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নূতন স্থান।—অবগত হওয়া গেল যে মোং নিমতলার ঘাটে যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান নির্ম্মাণ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ গত সোমবার অবধি ঐ স্থানে শবের সৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে অনেকের পরিশ্রম দূর হইয়াছে।—তিং নাং [ সম্বাদ তিমিরনাশক ]

( ১৫ নভেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫ )

কলিকাতায় স্থাপিত নূতন স্তম্ভ।—আমরা ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে সর ডেবিড আক্তরলোনির স্মরণার্থে কোন এক এমারৎ গাথিবার কারণ চাঁদা হইয়াছিল

আমরা এখন শুনিতেছে যে সেই চাঁদার টাকাতে চৌরঙ্গীর সম্মুখস্থ ত্রাবাস্তরে এক উচ্চ স্তম্ভ গ্রন্থনের আরম্ভ হইয়াছে সেই স্তম্ভ মৃত্তিকাঅবধি শৃঙ্গপর্য্যন্ত উচ্চে এক শত দশ হস্ত পরিমিত হইবে…। সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেব মুসলমানেরদের প্রতি অতি কৃপাবান ছিলেন অতএব তাহার স্মরণরাখণার্থে সেই স্তম্ভ মুসলমানেরদের এমারতের ডৌল অনুসারে গাঁথা যাইবে। তাহার কতক ভাগ ইষ্টকেতে ও কতক ভাগ চণ্ডালগড়ের [চুনারের] প্রস্তরেতে নির্ম্মিত হইবে…।

এই স্তম্ভের দ্বারা সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের স্মরণ বহুকালপর্য্যন্ত থাকিবে এবং তাহাতে শহরের অতিশয় শোভা হইবে।

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬ )

অক্তরলোনি সাহেবের স্তম্ভ।—মৃত সর ডেবিড অক্তরলোনি সাহেবের স্মরণার্থে কলিকাতায় যে স্তম্ভ হইতেছে তাহা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবে। এক বৎসর গত হইল গবর্ণমেণ্ট গেজেটে তদ্বিষয়ে যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তদ্দ্বারা জানা যায় যে তাহার বাহিরের চতুর্দ্দিকে দুই বারান্দা হইবেক প্রথম বারান্দা মৃত্তিকা হইতে ৮৬ হাত উচ্চ দ্বিতীয় বারান্দা ৯৮ হস্ত উচ্চ এক্ষণে সে স্তম্ভের কেবল বার হাত গাঁথিতে বাকী আছে তাহার পর প্রথম বারান্দার আরম্ভ হইবে। সেই স্তম্ভের ভিতরে এখন ১৭১ ধাপ প্রস্তুত হইয়াছে যদি প্রত্যেক ধাপ সাড়ে সাত বুরুল মোটে গণা যায় এবং স্তম্ভের নীচের ভাগ চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিহইতে চারি হস্ত উচ্চ গণ্য হয় তবে অনুমান হয় যে তাহা ৭৫ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই স্তম্ভ যে অতিশয় মনোহর এবং তদ্দ্বারা যে কলিকাতা নগরের সৌন্দর্য্য হইবে এমত সম্ভাবনা হয়।

( ১৪ মার্চ্চ ১৮২৯। ২ চৈত্র ১২৩৫ )

এতন্নগরের শোভা।—এতন্নগর শোভাকরণহেতুক রাজকীয় লোকেরা নানা প্রকার উদ্যোগ করিতেছেন বিশেষতঃ শুনা গেল যে এই কলিকাতার পূর্ব্বদিগে এক খাল চিতপুরের উত্তরদিগ দিয়া বেলিয়াঘাটার খালের সহিত মিলিত হইবেক ইহার গহেরা ২৭ ফুট এবং চৌড়া ১২০ ফুট হইবেক এই খালের দুই ধারে ৬০ ফুট চৌড়া রাস্তা হইবেক রাজা রামলোচনের পথের নিকট কএক হাজার লোক এই কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আর শুনা গেল যে অর্দ্ধেক খাল ও দুই তিনটা লোহার সেতু অর্থাৎ সাঁকো এই বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইবেক এবং নিকটবর্ত্তি আগাছা সকল ছেদন করা যাইবেক এবং ঐ খালের মৃত্তিকা সকলেতে খানা খন্দকপ্রভৃতি নানা নামাল জায়গা উচ্চ করা যাইবেক এবং ঐ খাল এমত গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইবেক যে তাহার দ্বারা জুয়ার ভাটা খেলিবেক শুনা গিয়াছে যে লার্ড ওএলিসলির আমলে এইরূপ ব্যাপার হইবার উদ্যোগের কল্পনা হইয়াছিল কিন্তু

শেষ হয় নাই তদনন্তর আরো শুনা গেল মোং ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের মধ্যে অনেক পুষ্করিণী ও চৌড়া রাস্তা সকল প্রস্তুত করিতে গবর্নমেন্টের মনস্থ হইয়াছে এবং পথের ধারে ও নরদমার উপরে যে সকল বৃক্ষ পড়িয়াছে তাহা ছেদন করিতে আরম্ভ হইয়াছে।

( ২১ নবেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ )

কলিকাতা শহরের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে বাসিন্দা ও আগত লোকের ক্লেশ এবং সুখের নানাপ্রকারে তদনুসারে বৃদ্ধিও হইতেছে। ইহার কারণ নূতন রাস্তা পুষ্করিণী গঙ্গাতীরে ঘাট শবদাহের স্থান রাস্তায় ধূলা নিবারণ পোলীস কমিটী নেটিব জুরিপ্রভৃতি রাজার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে কিন্তু রোগ হইলে তাহার শান্তির উপায় যৎসামান্যরূপে আছে এই শহরে নেটিব হাসপাতাল ও গরাণহাটায় চিকিৎসালয় যে আছে তাহাতে হিন্দুবর্গের উচিত মতে উপকার হয় না কারণ নেটিব হাসপাতাল ইংরেজটোলায় চাঁদনির বাজার মধ্যে এবং যে রীতিতে নির্ব্বাহ হইতেছে তাহাতে সজ্জাতি বা বিশিষ্ট লোক সেখানে যায় না এবং যাইতেও পারে না কেবল সাহেব লোকের ভিস্তী মসালচী বেহারাইত্যাদি আর পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎসা হয়। গরাণহাটার হাসপাতালে এক জন ঔষধকোটা গোরা থাকে সে ব্যক্তির বৈদ্যক শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও তৎচিকিৎসালয়ের নিয়মের বৈপরীত্যপ্রযুক্ত প্রায় উপকার হয় না। সকলেই অনুভূত আছেন যে এই মহানগরে সহস্র২ বিদেশি দরিদ্র ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক আছে ইহারা পীড়িত হইলেই শহরহইতে পলায়নপূর্ব্বক ঔষধ পথ্য পাইয়া বাঁচে কেহবা পথেই পঞ্চত্ব পায় এবং অনেকে দুই পয়সা ব্যয়ের ঔষধের অভাবে মারা পড়ে। দিনমজুরদার লোক পীড়িত হইলে আহার ঔষধ পায় না তাহারদিগের তত্ত্বাবধারণ হয় এমত উপায় কোন প্রকারেই নাই সুতরাং যাহারদিগের লোক ও বিষয় নাই যে ঔষধ হয় এই মত লোক ১০০ জন পীড়িত হইলে অনেকে এই শহরেই পঞ্চত্ব পায়। ইহাতে শুনিতেছি যে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা ঐ পাঠশালার সন্নিধানে একটা চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবেন এমত চেষ্টা পাইতেছেন ইহাতে যে ব্যয় হইবেক তাহা কতক শিক্ষাবিষয়ে সরকারের দত্ত ধনহইতে সংপ্রতি লওয়া যাইবেক ইংরেজী ঔষধ কোম্পানির ঔষধাগারহইতে দিবেন আর২ ঔষধ ঐ স্থানে প্রস্তুত হইবেক। পরে এতন্নগরস্থ ধনি দাতা দয়ালু লোকেরা কিঞ্চিৎ২ চাঁদাস্বরূপ দিতে পারিবেন যদি এ বিষয় নিষ্পন্ন হয় তবে ইহার অধ্যক্ষতা ও নির্ব্বাহকতা ইংরেজ বাঙ্গালি মহাশয়েরদিগের হইবেক আর পাঠশালার বৈদ্য ছাত্রেরা বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া চিকিৎসা করিবেন। পরিচারক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য থাকিবেক তাহাতে বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় লোক যাইয়া ঔষধ পথ্যদ্বারা প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ইংরেজী চিকিৎসা যাহা

এক্ষণে বড় মান্য ও চিকিৎসাবিষয়ে প্রধান কল্প হইয়াছে তাহার শিক্ষা হইয়া এদেশে বিবেচনা ও ব্যবহারের প্রাচুর্য্য হইবেক।—সং চং।

## বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত

( ৯ জানুয়ারি ১৮১৯। ২৭ পৌষ ১২২৫ )

কাটোয়া।—যখন বাঙ্গালা দেশ মুরশেদাবাদের নবাবের অধীন ছিল তখন কাটোয়াতে নবাবের দৌলৎখানা ছিল এবং বাঙ্গালার খাজানার টাকা সেইখানে জমা হইত এই হেতুক নবাব ঐ মোকামে একটা মৃত্তিকার গড় করিয়াছিলেন এখন সে গড় অনেক লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু তাহার দক্ষিণ দিকে গড়ের কিঞ্চিৎ অনুভব হয় এবং একটা তোপ অদ্যাপি অবশিষ্ট আছে।

( ১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬ )

বাঙ্গালার সিংহাসন।—শুবে বাঙ্গালার নবাবের যে সিংহাসন ছিল সে সিংহাসন যুদ্ধের সময়ে হেষ্টিংস সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল সে সিংহাসন মণি মুক্তা প্রবালেতে ভূষিত হেষ্টিংস সাহেব যখন ইংগ্লণ্ডে গেলেন তখন ঐ সিংহাসন ইংগ্লণ্ডের রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন ঐ রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে।

( ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯। ৪ পৌষ ১২২৬ )

বর্দ্ধমানের বিবরণ।—বর্দ্ধমান জিলার সীমা এই উত্তর রাজসহী ও বীরভূমি দক্ষিণসীমা মেদিনীপুর ও হুগলী জিলা ও পূর্ব্বে গঙ্গা ও পশ্চিমে মেদিনীপুর জিলা ও পাছেটি। পয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিলা মাপা গিয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে দুই হাজার পাঁচ শত সাতাশী চতুরস্র ক্রোশ। ঐ বর্দ্ধমান উনষাটি বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে সে এমত উর্ব্বরা ভূমি যে বাঙ্গালা ছাড়া হিন্দুস্থানের মধ্যে তেমন আর নাই ও উড়িস্যা ও মেদিনীপুর ও পাছেটি ও বীরভূমি ইহারদের জঙ্গলের মধ্যে ঐ বর্দ্ধমান আছে ইহাতে জ্ঞান হয় যে চতুর্দ্দিকে মহাবনে বেষ্টিত এক মহাপুষ্পোদ্যান।

মহারাজার অধিকারে ষোল শত চতুরস্র ক্রোশ ভূমি সে অত্যুৎকৃষ্ট স্থান এবং ভূমি উর্ব্বরা লোকতে পরিপূর্ণ। সতর শত বাইশ সনে অর্থাৎ সাতানব্বই বৎসর হইল মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্ররায় বাহাদুর অতিপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন তাহার অনেক কীর্ত্তি এতদ্দেশে আছে। সতর শত নব্বই সনে রাজা কোম্পানিকে বত্রিশ লক্ষ টাকা রাজকর দিলেন এবং সতর শত চৌরাশী সনে তাবৎ জিলার রাজকর সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ ছিল সেই জিলার মধ্যে তিন প্রধান নগর বর্দ্ধমান ও ক্ষীরপাই ও বিষ্ণুপুর ও দুই প্রধান নদী দামোদর ও গঙ্গা। এই জিলার মধ্যে কোন ইষ্টকাদি নির্ম্মিত কিল্লা নাই কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল তাহার চিহ্ন আছে। সে জিলার মধ্যে ষোল ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগ মুসলমান সেখানকার রাজার তাবে

পেয়াদা একইশ হাজার ছিল পরে লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের বন্দোবস্তে তাহার অনেক ন্যূন হইয়াছে।

এখন বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান জিলার মধ্যে গণা যায় কিন্তু পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র এক মহারাজ্য ছিল সেখানকার রাজারা ক্রমে ছাপ্পান্ন পুরুষ এক হাজার নিরানব্বই বৎসর এক সিংহাসনে রাজ্য করে তাহারা ইহার হিসাব রাখে। সতর শত পোনর সনে নবাব জাফর খাঁ সে রাজার সর্ব্বস্ব লুট করিয়া লয়। সে দেশের মধ্যে ছয় শত আটাইশ চতুরস্র ক্রোশ। তাহার রাজস্ব তিন লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকা।

( ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ১১ আশ্বিন ১২২৫ )

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কারণ এক সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে এবং ইহার ব্যয়ের কারণ আড়াই শত ভাগ হইয়াছে প্রতিভাগ এক হাজার টাকা করিয়া হইবেক। কোম্পানি পঁচিশ বৎসরপর্য্যন্ত বিনা রাজস্বে তাহারদিগকে দিবেন। এবং আমরা দেখিয়াছি মঙ্গলবারে এক শত তের ভাগ সহী হইয়াছে ইহার মধ্যে যে বাঙ্গালি লোকেরা সহী করিয়াছেন তাহারা এই২ শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ভাগ সহী করিয়াছেন। শ্রীযুত রামদুলাল দে ৫ ভাগ। শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল ১ ভাগ। শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষ ১ ভাগ। শ্রীযুত রাইচরণ রায় ১ ভাগ। শ্রীযুত মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুর ৫ ভাগ। শ্রীযুত গুরুপ্রসাদ বসু ৫ ভাগ। শ্রীযুত রামদুলাল দে মারফতে অন্য কোন ব্যক্তি ২ ভাগ। শ্রীযুত রসময় দত্ত ১ ভাগ। শ্রীযুত শিবনারায়ণ রায় ১ ভাগ। শ্রীযুত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১ ভাগ সহী করিয়াছেন।

( ১০ অক্টোবর ১৮১৮। ১৮ আশ্বিন ১২২৫ )

গঙ্গাসাগর।—শেষ সমাচার দর্পণ ছাপা করিলে পর আমরা শুনিতে পাইলাম যে আর২ ভাগ সহী হইয়াছে এবং এখন আমরা শুনিতেছি যে এই দ্বীপ পরিষ্কার হইলে প্রথম তুলার চাস করা যাইবে এবং সেখানে জাহাজের নিমিত্ত সকল সরঞ্জাম ও খাদ্য-দ্রব্যের দোকান ও মহাজন লোকের গোলা হইবে এবং ইহাও বিবেচনা করা যাইতেছে যে সমুদ্রের তীরে বেআরাম লোকেরদের নিমিত্ত ঘর ও তাহারদের সমুদ্রে স্নান করিবার উপায় করা যায়। এবং সেখানহইতে শীঘ্র কলিকাতাতে সমাচার পাওয়া যায় এ নিমিত্ত একটা টেলাগ্রাফ ও ডাকের ঘর ও পাকিটবোট রাখা যাইবে এবং কেহ বুঝে যে ইহার পর যে২ জাহাজ এখন কলিকাতাতে আইসে সেই সকল জাহাজ সেখানে থাকিবে ও জাহাজের বোঝাই একটা নূতন খাল দিয়া কলিকাতায় আসিবে এই সকল ফল যদি সিদ্ধ হয় তবে এই জঙ্গল যাহাতে এখন কেবল ব্যাঘ্রপ্রভৃতি বনজন্তু থাকে ও যাহাহইতে অনেক শারীরিক পীড়া জন্মে এমন যে বন সে অতি রম্য স্থান হইবে।

( ১৫ জানুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬ )

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।—আমরা শুনিতেছি যে গঙ্গাসাগরের বন কাটাইবার যে উদ্যোগ হইতেছে তাহার ফল এখন দেখা যাইতেছে যেহেতুক গত বৎসর পাঁচ শত মজুর লোক তিন হাজার বিঘা ভূমির বন কাটিয়া পরিষ্কার করিয়াছে এবং পূর্ব্বে সেখানে লোকেরদের অতিশয় পীড়া ও ব্যঘ্র ভয় হইত এখন সে সকল কিছুই নাই।

এবং অন্য কতক ভাগ্যবান লোক সেই বিষয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরদের নিকটে পঞ্চাশ হাজার বিঘা ভূমির বন কাটাইবার কারণ ঠীকা করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহারদিগকে দিলেন না।

এক শত মঘ লোকেরা ঐ কর্ম্মকারী সাহেব লোকেরদের নিকটে আপনারদের বসতির কারণ ঐ পরিষ্কৃত স্থানে ভূমি চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার বিশেষ সমাচার পাওয়া যায় নাই। সেখানে যে স্থান বন কাটাইয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে সে স্থানে কৃষাণেরা কৃষি করিতেছে।

( ২২ এপ্রিল ১৮২০। ১১ বৈশাখ ১২২৭ )

গঙ্গাসাগর।—শ্রীযুত রামমোহন মল্লিক গঙ্গাসাগর উপদ্বীপে কপিল দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ঘাট বান্ধাইবার কারণ পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি লইতে চাহিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে সে বিষয় স্থির করিবার কারণ গত ১৫ এপ্রিল তারিখে অধ্যক্ষ সাহেবেরদের সভা হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রামমোহন মল্লিকের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই। তাহার চেষ্টা এই ছিল যে কপিল দেবের যে সাবেক অধিকারিরা ছিল তাহারদিগকে দূর করিয়া আপনার অভিমত ব্রাহ্মণেরদিগকে সেই অধিকার দেন এবং তাহাতে যে দেবস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আপন বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি দেবত্র হয়। এই বিষয় যদি অধ্যক্ষেরা গ্রাহ্য করিতেন তবে ঐ এক জন বিনা তাবৎ হিন্দু লোকেরদের অসন্তোষ হইত তৎপ্রযুক্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন না এবং অন্য কোন লোক এই রূপ দরখাস্ত আর না করে এই নিমিত্ত সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই মত অনুভব হয় যে শ্রীশ্রীযুত পূর্ব্বে কল্প করিয়াছিলেন যে গঙ্গাসাগরের তাবৎ ভূমি ভাগ্যবান হিন্দু লোকেরদের বসতি প্রভৃতির নিমিত্ত তাহারদিগকে দিবেন কিন্তু কপিল দেবের মন্দিরের অধিকার ও সমুদ্রের সম্মুখবর্ত্তি যাত্রিক লোকেরদের নিবাসস্থান কতক ভূমি কাহাকেও দিবেন না। এই বিবেচনার কারণ শ্রীশ্রীযুতের নিকটে অধ্যক্ষেরা নিবেদন করিবেন স্থির করিয়াছেন ও তাঁহার আজ্ঞা পাইলে অধ্যক্ষেরা কপিল দেবের মন্দির ও এক হাজার বিঘা ভূমি আপনারদের আয়ত্তে রাখিবেন তাহাতে অন্যের কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না।

( ২৪ জানুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মাঘ ১২৩৫ )

গঙ্গাসাগর।—১০।১২ বৎসর হইল এতদ্দেশের কর্ত্তারা ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবদিগকে

গঙ্গাসাগরে জমীদারী করিতে অনুমতি দিলেন ইহাতে ঐ স্থানের সকল বন কাটিবার নিমিত্তে এবং শস্যাদি জন্মাইবার নিমিত্তে এক কোম্পানি স্থির হইয়াছিল প্রত্যেক অংশিতে এক হাজার টাকা করিয়া সহী করিলেন কিন্তু সকল অংশিরা সেই লেটায় প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইলেন না তাহাতে কলিকাতাস্থ ইংগ্লণ্ডীয় মহাজন সাহেবেরা ঐ গঙ্গাসাগরের কএক ভাগ অংশ করিয়া লইয়া সেখানকার বন কাটিতে এবং শস্যাদি জন্মাইতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু বারম্বার তাহারদের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হইল যেহেতুক সে স্থান অতিশয় পীড়াজনক এবং বন কাটিতে২ কতক জন মজুর ও সাহেব লোক জ্বরগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরগত হইলেন এবং সেই মিথ্যা উদ্যোগে তাঁহারা অনেক টাকা ব্যয় করিলেন তথাপি তাহারা তাহাহইতে নিরস্ত হইলেন না কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল দেখা যাইতেছে যেহেতুক অনেক স্থানের বন কাটাইয়া এক্ষণে তাহাতে অনায়াসে শস্যাদি জন্মিতেছে এবং সেইখানে অনেক কৃষকেরা বাস করিতেছে ও এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের অধীনে যে ভূমি আছে তাহাপেক্ষা এক্ষণে গঙ্গাসাগরের ভূমির অধিক মূল্য হইয়াছে কৃষকেরদের জমীদার সাহেবের সঙ্গে কখন কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই এবং তাহারদের খাজানা কখন কিছু বাকী থাকে না এবং সেই স্থানে কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ হওয়া অবধি কোন দাঙ্গাপ্রভৃতিও হয় নাই এবং সেখানে পোলীসের কোন চাপরাসিও নাই।

কলিকাতাহইতে আট ক্রোশ অন্তরে বজবজের সম্মুখে যে এক হাজার বিঘা ভূমি এক জন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবের জমীদারীর মধ্যে আছে সেই ভূমি হেষ্টিংস সাহেবের আমলের পূর্ব্বে একজন ইংগ্লণ্ডীয়কে দেওয়া গিয়াছিল এবং সেই অবধি তাহাতে তাঁহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ে যে সম্বাদ শুনা যাই'তছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য সেখানকার রাইয়তেরা এমত সুখে বাস করিতেছে যে তাহারদের নিকটে খাজানা আদায়ের কারণ কখন কোন লোক পাঠান যায় না এবং তাহারা আপনারা আসিয়া খাজানার টাকা দেয় সেই জমীদারী এক নালার দ্বারা এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের ভূমিহইতে বিভক্ত আছে সেই নালার যে পার্শ্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ভূমি আছে তাহাহইতে তাহাতে দ্বিগুণ খাজানা পাওয়া যায়।

( ২৩ ডিসেম্বর ১৮২৬। ৯ পৌষ ১২৩৩ )

কলিকাতার বৃত্তান্ত।—এই মহানগর কলিকাতা পূর্ব্বে এক খালেতে বেষ্টিত ছিল তাহাতে এই সহরকে খালকাটা বলিত আরো শুনা গিয়াছে যে ইংরাজেরা যখন এ দেশে প্রথম আগমন করিলেন তখন তাঁহারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ আওরংজেবহইতে একখানি খাল অর্থাৎ চামড়ার মাপের জমি উপঢৌকন অর্থাৎ সওগাত পাইয়াছিলেন ইংরাজেরা সেই মাপের জমি এই স্থানে লওয়াতে ইহার নাম খালকাটা হইল কিন্তু পূর্ব্বে ইহার নাম আলিনগর ছিল যখন আওরংজেব বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি অর্থাৎ সলা হইল তখন মেং চারনক সাহেব ইংরাজ কোম্পানির তরফ অধ্যক্ষ হইয়া হুগলিহইতে

উঠাইয়া শেষে ১৬৮৯।৯০ সালে কলিকাতায় বসতি করিলেন এবং শত বৎসর গত না হইতে এই স্থান এক প্রধান নগর এবং রাজধানী হইল প্রথমতঃ এই দেশে মেং চারনক সাহেব আসিয়াছিলেন ইঁহার বড় সাহস ছিল কিন্তু যুদ্ধে বড় নৈপুণ্য ছিল না।

১৬৭৮।৭৯ সালে এক সুন্দরী যুবতী স্ত্রী বেশভূষাদি করিয়া আপন স্বামির শবসহ সহগন্ত্রী হইতে উদ্যতা হইবাতে ঐ মেং চারনক সাহেব তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বল দ্বারা আনিয়া তাহার সহিত বহু দিবস সুখেতে কালযাপন করিয়াছিলেন পরে তাহার ক্ষেত্রে ঐ সাহেবের ঔরষে কয়েক সন্তানও জন্মিয়াছিল পরে ঐ যুবতীর কালপ্রাপ্তি হওয়াতে সাহেব অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে কয়েক ক্রোশ অন্তর যাহাকে এক্ষণে বারাকপুর বলা যায় ঐ স্থানে চারনক সাহেব এক বৃহৎ বাঙ্গলা ও বাজার বসাইয়াছিলেন সে নিমিত্ত তদবধি ঐ স্থানকে চারনক অর্থাৎ চানক কহা যায়।

মেং চারনক সাহেব ১৬৯২ সালে ১০ জানুআরিতে পরলোকগত হন কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিরদিগের জীবিতেরদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই মেং চারনক সাহেব আপন স্থাপিত ঐ দেশ এতাদৃশ সুশোভিত দেখিয়া কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন তাহা বক্তব্য নহে যাহা হউক ঐ সাহেবের নাম কীর্ত্তিদ্বারা অদ্যাপি সুপ্রকাশিত আছে এবং সকলের প্রার্থনা এই যে এই মহানগর কলিকাতার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক খেদের বিষয় যে পূর্ব্বে দিল্লী ও কনৌজপ্রভৃতি অতিরম্য স্থান ছিল এক্ষণে ক্রমে তাহার হ্রাস হইতেছে।—সং চং।

( ১১ ডিসেম্বর ১৮২৪। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩১ )

যাতায়াতে সুগম।—জানা গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত যে নূতন পথ হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে পথিক সাহেব লোকেরদিগের থাকিবার কারণ সাত২ ক্রোশ অন্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক২ বাঙ্গালা ও পাকশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহাতে সর্ব্বসুদ্ধ বিশ্রামস্থান বত্রিশটা হইয়াছে। প্রত্যেক বাঙ্গালাতে দুই২ কুঠরি করা গিয়াছে যে এক সময়ে দুই সাহেব উপস্থিত হইলে স্থানাভাব না হয়। ঐ সকল স্থানে উপযুক্ত ভৃত্যগণও নিযুক্ত আছে।

রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার হওয়াতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোকের গমনাগমনের অতিশয় উপকার হইয়াছে যেহেতুক তাম্বু কানাত প্রভৃতি দ্রব্য সঙ্গে লইবার কিছু আবশ্যকতা নাই। অনুমান করি যে এখন নৌকাযোগে গমনাগমন ক্লেশ ও বিলম্বাসাধ্য জানিয়া অনেকে এই পথাবলম্বন করিবেন। গমনকর্ত্তা পূর্ব্বে ডাকের অধ্যক্ষের নিকট সমাচার জানাইলে পর তাহার গমনবার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক।

কলিকাতাহইতে গঙ্গা পার হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল এবং কাশীর নিকট

সিকরোলস্থ ইংগ্লণ্ডীয় শিবিরের পার্শ্বে শেষ মঞ্জিল। ইহার বার্ষিক মেরামত আগামি ১৫ দিসেম্বরপর্য্যন্ত সাঙ্গ হইবেক।

( ২৩ জুলাই ১৮২৫। ৯ শ্রাবণ ১২৩২ )

কাশী।—সংপ্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে কলিকাতা অবধি কাশীপর্য্যন্ত গমনপথে যত নদী আছে সে সকলের উপর রজ্জুময় সেতু হইয়াছে অতএব গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং অনায়াসে ডাক গমনাগমন করিতেছে কলিকাতা হইতে কাশীপর্য্যন্ত যে পথ তাহাতে সর্ব্বসুদ্ধা পাঁচ নদীর উপর পাঁচ সেতু আছে সে পাঁচ সেতু এই২ স্থানে স্থাপিত। প্রথমতো বিষ্ণুপুরের নিকট বিরাই নদীতে ছেয়াশী হাত লম্বা এক সেতু দ্বিতীয়তো বাঁকুড়ার পশ্চিম দুই দিবসের পথ দঙ্গারা নামে নদীতে এক শত দশ হাত লম্বা এক সেতু। তৃতীয়তঃ শহর ঘাটির প্রদেশে হাজারিবাগের পশ্চিম আট ক্রোশ অন্তর ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু। এই সেতু ১৮২৫ শালের মে মাসে স্থাপিত হইয়াছে। চতুর্থত ঐ হাজারিবাগের পশ্চিম পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর ঘুসিতড়া নদীতে এক শত হাত লম্বা এক সেতু সে সেতু ১৮২৪ শালের মে মাসে স্থাপিত হয়। পঞ্চমতঃ কাশীহইতে আটার ক্রোশ অন্তর কর্ম্মনাশা নদীর উপর দুই শত বার হাত লম্বা এক সেতু মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের ব্যয়েতে প্রস্তুত হইয়া গত বৎসরে স্থাপিত হইয়াছে। ভৈরব নদের সেতু ব্যতিরেকে অন্য তাবৎ সেতুই তারলিপ্ত নারিকেলের কাতায় নির্ম্মিত হইয়াছে কিন্তু ভৈরব নদের সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্ম্মিত হইয়াছে এই বৃক্ষ রামগড়ের নিকট পর্ব্বতে অধিক জন্মে।

এই সকল সেতুব্যতিরেকে আলিপুরের নিকট বেত্রনির্ম্মিত এক সেতু আছে সে সেতু পশ্চাৎ শ্রীহট্টে যাইবেক। আমরা শুনিয়াছি যে মন্দ্রাজ ও বোম্বের বড় সাহেবেরা আজ্ঞা দিয়াছেন যে সে দেশের মধ্যে যেখানে২ সেতুর প্রয়োজন হইবেক সেখানে এইরূপ রজ্জুময় সেতু হইবেক।

শিবচন্দ্র রায় মহারাজা সুখময় রায়ের চতুর্থ পুত্র। সুখময় ছিলেন কলিকাতা পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ওরফে নকু ধরের দৌহিত্র। এই নকু ধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তাঁহার সম্বন্ধে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ১৮৪৯, ১১ই ডিসেম্বর তারিখের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন উদ্ধৃত করিতেছি:—

"৺নকুধর নামক বিখ্যাত ধনী যিনি এতদ্দেশে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব স্থাপনের মূলীভূত ছিলেন, প্রথম সময়ে ইংরেজেরা যখন দীনভাবে বণিক বৃত্তি করিতে আইসেন তখন এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরেজদিগের কথা বুঝিতে পারিতেন না, সেই সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরেজদিগের এক খানা নৌকা ডুবিয়া যায়, সে নৌকাতে লোক এবং দ্রব্যাদি যত ছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল কেবল মহাবল একজন গোরা খালাসি ভাসিতে২ গঙ্গার পূর্ব্ব কূলে আসিল, নকুধর তখন গঙ্গার কূলে বসিয়া জপ

করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় গোরাকে ভৃত্যদিগের দ্বারা উপরে উঠাইয়া বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটীতে আনিয়া চিকিৎসা করাইয়া বাঁচাইলেন, তাহাতেই ঐ গোরা বহুদিন নকুধরের বাটীতে থাকে, এবং তাহার সহিত কথোপকথনে নকুধর ইংরেজি ভাষার কিঞ্চিৎ শিক্ষা করেন, সেই ইংরেজিতে ইংরেজেরা নকুধরকে দোভাষী করিলেন, কোন ইংরেজ দুই প্রহর রাত্রিতে টাকা চাহিয়াছেন নকুধর দিয়াছেন, নকুধর টাকা দিয়া, সন্ধান বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতদ্দেশে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে স্থাপিত করেন, সেই নকুধরের জামাতা (?) সুখময় নামক ব্যক্তিকে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই রাজা সুখময় রায় বাহাদুরনামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ঐ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর, তৎপুত্র রাজা রাজনারায়ণ রায় তাঁহার পোষ্য পুত্র রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়...”

( ১৬ আগষ্ট ১৮২৩। ১ ভাদ্র ১২৩০ )

হিতে বিপরীত॥—সকলে অবগত আছেন যে ভৈরব নদ উত্তরহইতে আসিয়া মোং সিংহনগরের নীচে দিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া বাদাবনে মিলিত হইয়াছে কিন্তু কতক কাল হইল ঐ সিংহনগরের নীচে ইচ্ছাবতী অর্থাৎ ইছামতী নদী ঐ ভৈরবহইতে নির্গতা হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়াছে। কাল ক্রমে ইছামতী নদীর প্রাবল্য হওয়াতে ভৈরবের ঐ ধারা বন্দ হইয়া ক্রমে২ ঐ সিংহনগরের নীচে ভৈরবের মোহনা প্রায় মারা পড়িয়াছিল। কোন২ বৎসর বন্যা অধিক হইলে ঐ ভৈরব নদ বহতা হইত অন্য সময়ে ঐ স্থানে জলবিন্দুও থাকিত না তৎপ্রযুক্ত গত বৎসর শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদর ঐ নদ পুনর্ব্বার বহতা করিবার কারণ তদুপযুক্ত খরচ ও এক সাহেবকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারা সেখানে গিয়া বাদাবন গমনশীল ভৈরবের প্রবাহ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া ঐ নদের মধ্যে২ যেখানে বক্রতা আছে তাহা কাটিয়া সোজা করিয়াছেন এবং যে মোহনা বদ্ধ করিয়াছেন তাহার উত্তরে এক নূতন খাল কাটিয়াছেন তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে এই নূতন খাল দিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত ঐ নদ মিলাইলে বাণিজ্য ব্যবসায় করণের এবং যশোহর ও ঢাকা শহরপ্রভৃতি গমনাগমনের অতিসুগম হইবে কিন্তু তাহাতে এ বৎসর বিপরীত হইয়াছে অর্থাৎ অভিপ্রেত পথ দিয়া জল নির্গত হয় না এবং বাদার মোহনাও দৃঢ়রূপে বদ্ধ এবং বন্যাও এ বৎসর অতিশয় এবং বর্ষাও তাদৃশী এই নানা কারণেতেও জলবৃদ্ধি হইয়া দশ বারো ক্রোশের গ্রাম সকল জলপ্লাবিত হইয়াছে ইহাতে লোকের ও পশুর ও প্রস্তুত আউস ধান্যের ও কৃষিকর্ম্মের যে প্রকার অবস্থা তাহা লেখা যায় না। যদি ইহার কোন উপায় না হয় এবং বন্যার আরো বৃদ্ধি হয় তবে মনে করি যে বরিশালের অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে।

( ১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩২ )

চুঁচুড়া।—৭ মে শনিবার চুঁচুড়া নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবার দিন স্থির হইলে শ্রীযুত বেলাই সাহেব ও শ্রীযুত স্মাইথ সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞানুসারে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ দিন অতি প্রত্যূষে চুঁচুড়াতে গিয়া ঐ শহরের

বড় সাহেব শ্রীযুত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন যেহেতুক চুঁচুড়া নগর ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁচুড়ার বড় সাহেব হলণ্ডীয় অধিপতিকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব ধারানুসারে সকল কর্ম্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজ পত্র ঐ দুই সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচুড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগপর্য্যন্ত উঠিত যে হলণ্ডীয় নিশান সে নীশান নীচে নামান গেল। তখন ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা সকলের সম্মুখে এই পাঠ করিলেন যে এই স্থান এত দিনপর্য্যন্ত হলণ্ডীয়েরদের অধিকার ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হইল। ইহা প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলণ্ডীয় নিশান উঠিত সেই স্থানে ইংগ্লণ্ডীয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল।

( ৮ অক্টোবর ১৮২৫। ২৪ আশ্বিন ১২৩২ )

চুঁচুড়া॥ — সকলেই জ্ঞাত আছেন যে চুঁচুড়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে সংপ্রতি শুনা গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানকার প্রজারদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে সৈন্যের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন।

## নানা কথা

( ১৫ মে ১৮১৯। ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬ )

ডাকাতি।—এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে২ হয় এমত শুনিতে পাইতেছি এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি না হয় কিন্তু এমত থাকিবে না পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক পাঁচ সাত জন একত্র না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোং কৃষ্ণনগর জিলাতে অনেক ডাকাতি জমা হইয়াছিল তাহারদের সরদার বিশ্বনাথ বাবুনামে এক দুরন্ত ডাকাতি ছিল তাহার হুকুমে দিনে ও রাত্রি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে। এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক আছে যে তাহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ্যবান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে।

( ৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্গুন ১২২৭ )

বেগম সমরু।—উজ্জয়নীহইতে দিল্লীর সমাচার আসিয়াছে যে বেগম সমরু শ্রীযুত নবাব নসীরদ্দৌলাকে বিবাহ করিবেন এমত স্থির করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীশ্রীযুত দিল্লীর বাদশাহ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এই উভয় জনের পুত্র জন্মিলে তাহাকে পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব।

'নসীরদ্দৌলা' নামেও স্যর ডেবিড অক্টারলোনী পরিচিত ছিলেন।—"সেখানে [ উজ্জয়িনীতে ] জনরব হইয়াছে যে নবাব শ্রীযুত নসীরদ্দৌলা অর্থাৎ শ্রীযুত সর ডেবিদ আক্তরলোনী সাহেব তৎপ্রদেশের সুবেদার হইবেন।" — সমাচার দর্পণ, ১৩ অক্টোবর ১৮২১।

( ৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আষাঢ় ১২২৮ )

বেগম সমরু॥—উত্তরের আখবারদ্বারা সমাচার জানা গেল যে মোকাম সরধানার শ্রীশ্রীমতী বেগম সমরুর জন্মতিথি ১০ মে তারিখে হইয়াছে সে দিবসে তাহার ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল।

সার্দ্ধানার অধীশ্বরী বেগম সমরুর জন্মতারিখ লইয়া মতভেদ আছে। উপরিউদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা তাঁহার জন্মতারিখ—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। বেগম সমরুর অলৌকিক জীবনকথা আমি বাংলা ও ইংরেজীতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি।

( ১০ আগষ্ট ১৮২২। ২৭ শ্রাবণ ১২২৯ )

কলিকাতার লোকসংখ্যা।—আটার শত সালে পুলিসের সাহেব লোকেরা কলিকাতার লোকগণনা করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন তাহাতে কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ লিখিয়াছিলেন পরে আটার শত চতুর্দ্দশ শালে আর একবার গণনা হইয়াছিল তাহাতে জানা ছিল সাত লক্ষ কিন্তু পুলিসের সাহেব লোকেরা কি অনুসারে গণনা করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। কিন্তু নূতন তহশীলদার চারি জন যে হইয়াছিল তাহারদের দ্বারা পুলিসের অধ্যক্ষেরা পুনর্ব্বার গণনা করিয়াছেন যে কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওয়ালা তের হাজার আট শত আটত্রিশ। মুসলমান আটচল্লিশ হাজার এক শত বাষট্টি। হিন্দু এক লক্ষ আটার হাজার দুই শত তিন। চীন দেশীয় চারি শত চৌদ্দ। একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর।

( ১ জানুয়ারি ১৮২৫। ১৯ পৌষ ১২৩১ )

গত বৎসরের মধ্যে আমারদের জ্ঞাতসারে যে২ কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।...

১ মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার জরনেল আপিসে এক নূতন ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ হয়।

২৮ মার্চ্চ তারিখে ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য কর্তৃক গোয়াহাটী আয়ত্ত হয়।

২৬ জুন তারিখে কলিকাতাতে বেদ পাঠার্থে গৌড়ীয় সমাজ নামে এক সভা হয়।

১৫ জুলাই তারিখে কলিকাতা নগরে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বহাদুরকর্ত্তৃক মহম্মদী পাঠশালা স্থাপিতা হয়।

২ আগস্ত তারিখে কলিকাতা নগরে কলিকাতা বাঙ্ক নামে নূতন বাঙ্ক হয়।

৬ আগস্ত তারিখে কলিকাতানিবাসি প্রধান গায়ক হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়।

( ২১ জানুয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২ )

১৮২৫ শালের মধ্যে এতদ্দেশে আমারদের জ্ঞাতসারে যত প্রধান কর্ম্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের সন্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

খিদিরপুরের খালের উপর লৌহময় নূতন সেতু হয়।

সিপাহীরদের মধ্যে গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক শপথ উঠিয়া যায়।

৮ জানুআরি তারিখে গবর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতে কলিকাতার ভূমির খাজনা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

শহর শ্রীরামপুরে শ্রীযুত বাবু নীলমণি হালদার নূতন ছাপাখানা করেন।

জলকর বিষয়ে নূতন আইন হয়।

জলপথে আনীত বাণিজ্যদ্রব্যের মাসুলবিষয়ে নূতন আইন হয়।

কলিকাতার কোম্পানির কালেজের অন্তঃপাতি সংস্কৃত যন্ত্রালয় নামে এক নূতন ছাপাখানা হয়।

( ৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ় ১২৩২ )

কলিকাতার নক্সা।—অল্প দিবস হইল কলিকাতায় মেজর সক সাহেব কর্ত্তৃক কলিকাতা নগরের এক নক্সা প্রস্তুত হইয়াছে ভারতবর্ষের মধ্যে এ অতিপ্রধান কর্ম্ম হইয়াছে। ঐ নক্সাতে প্রত্যেক রাস্তা ও গলি এবং সে সকলের পরিমাণপর্য্যন্ত স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সে এমত বাহুল্যরূপে প্রস্তুত করা গিয়াছে যে তাহাতে অনেক স্থানে বৃহৎ২ বাটী ও সেই বাটীর স্বামিরদের নামও লিখিত আছে। যাহারা কলিকাতার সৌন্দর্য্য ও বৃহত্ত্ব দর্শন করিতে বাসনা করেন তাহারা ঐ নক্সা ক্রয় করিলে অনায়াসে স্পষ্টরূপে তাবৎ জানিতে পারিবেন।

অল্পকালেতে যে কোন নগর এমত বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে ইহা আমরা প্রায় কখন শুনি নাই। চিতপুরের যে ব্যাঘ্র ভীতি তাহা অদ্যাপি লোকেরা কহে এবং যাহারা চৌরঙ্গির বন দর্শন করিয়াছে এমত লোকও অদ্যাপি আছে।

( ১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২ )

মেপ অর্থাৎ দেশের নক্সা॥—ইংগ্লণ্ডদেশে এক জন সাহেব ভারতবর্ষের নক্সা খুদিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে নানা দেশ ও নদী ও পর্ব্বত ও নগরপ্রভৃতির নাম দিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। বাঙ্গলা অক্ষরে এরূপ নক্সা ইহার পূর্ব্বে কখন হয় নাই এইহেতুক ঐ মেপের উপর এমত লিখিত আছে যে ভারতবর্ষের প্রথম বাঙ্গালা নক্সা এই।...প্রত্যেক সাঙ্গ মেপের মূল্য ১০ দশ টাকা এবং অপ্রস্তুত মেপের মূল্য ৮ আট টাকা নিরূপিত হইয়াছে।

( ১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২ )

বাষ্পের জাহাজ॥—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্লণ্ডদেশ-হইতে বাষ্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পহুঁছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে

আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।

( ১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬ )

নেপালেতে কাগজের মূল বস্তুহইতে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা যে অতিশয় দৃঢ় ও চিরস্থায়ি তাহা সংপ্রতি দৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কাল হইল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইংগ্লণ্ডদেশে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ব্যাঙ্ক নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং কথিত আছে যে ইহার পূর্ব্বে প্রাপ্ত সকল কাগজহইতে তাহার উপরে শ্রেষ্ঠতমরূপে মুদ্রা হইয়াছে যদি ইহার মূল বস্তু প্রচুররূপে পাওয়া যাইত তবে তাহা এ দেশহইতে যে এক রপ্তানীর বস্তু হইত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু যাঁহারা সে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সে বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন তাঁহারদের স্থানে আমরা শুনিয়াছি যে বর্ত্তমান কালে কাগজের যন্ত্রে যোগাইবার উপযুক্ত এই কাগজীয় বস্তু নেপালদেশে উৎপন্ন হয় না।

শণ যদি চূণেতে ডুবান না যায় এবং ঢেঁকির আঘাত যদি তাহাতে না হয় তবে তাহা হইতে উৎপন্ন যে কাগজ তাহা আমারদের দৃষ্টে সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত বোধ হয় তাহা প্রায় পার্চমেণ্টের তুল্য শক্ত এবং কীটের অভেদ্য। কিন্তু তাহা এমত দৃঢ় যে তিসিজাত ছাঁট চূর্ণকরণেতে যত কাল ব্যয় হয় তাহার তিনগুণ পরিশ্রম ইহা চূর্ণকরণে লাগে এই নিমিত্তে অধিক ব্যয় না হইলে সেই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না।

( ১ আগষ্ট ১৮২৯। ১৮ শ্রাবণ ১২৩৬ )

দীর্ঘজীবী।—জিলা নবদ্বীপের উখড়া পরগনার মধ্যে শিমহাট গ্রামের শ্রীযুত রামশরণ ভট্টাচার্য্যের বয়ঃক্রম ১১০ এক শত দশ বৎসর হইয়াছে অদ্যাপিও আহার বিলক্ষণ আছে এবং এক পোআ পথের মধ্যে গমনাগমনে কাতর নহেন বুদ্ধির ভ্রম কিছুমাত্র হয় নাই শ্রবণপথের ব্যাঘাতের বিষয় কি স্থূল পদার্থদৃষ্টির হানি হয় নাই ইহাতেই অনুমান হয় আরও দশ বৎসর স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারেন। আমারদিগের এ প্রদেশে এতাদৃশ বয়স্ক মনুষ্য সংপ্রতি দেখা শুনা যায় নাই···।—সমাচার চন্দ্রিকা।

দ্রষ্টব্য :—এই অংশটি ১২৪ পৃষ্ঠার গোড়ায় বসানো উচিত ছিল।

( ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ২৫ মাঘ ১২২৫ )

মরণ।—মোকাম কলিকাতার বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয় কর্ম্মদ্বারা অনেকের উপকার করিয়াছেন ও আশ্রিত অনেক লোকেরদিগের প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিও ঐহিক সুখভোগ যথেষ্ট করিয়াছেন সম্প্রতি ১ ফেব্রুআরি ২০ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি ছত্রিশ বৎসরবয়স্ক হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার কারণ অনেকে খেদ করিতেছে।

এই শিবচন্দ্রই বহু অর্থব্যয়ে বাগবাজারে 'পক্ষীর দলে'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন।

# পরিশিষ্ট

কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'বঙ্গদূত' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম বর্ষের কতকগুলি সংখ্যা আছে; তাহা হইতে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইল। 'বঙ্গদূত' পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সনের ১০ই মে তারিখে। প্রথম বৎসরে ইহার সম্পাদক ছিলেন— নীলরত্ন হালদার। দ্বারকনাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় কাগজখানি প্রকাশিত হয়। তাঁহারা সকলেই মাস-তিনেকের জন্য ইহার স্বত্বাধিকারীও ছিলেন।

'বঙ্গদূত' পত্রের শিরোভাগে এই দুইটি কবিতা শোভা পাইত :—

"সংগোপনেল্প বিবৃতিং প্রবদন্তি দূতাঃ সর্ব্বৈনতত্র সুজনাহিত মভ্যুপেতাঃ।
কিঞ্চাখিলার্থ কল্পনাদ্বহু দেশভূত প্রজ্ঞাময়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ॥
অন্যঅন্যদূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম্ম অন্বেষণে॥
অতএব সাধারণ, সর্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত॥

'বঙ্গদূতে'র শেষ পৃষ্ঠার শেষে লেখা থাকিত :—"এই বঙ্গদূত প্রতি শনিবার রাত্রে মুদ্রিত থাকিবেন রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকাশের সহিত প্রকাশ পাইবেন ইহার মাসিক বেতন ১ তঙ্কা মাত্র।..."

## শিক্ষা

( ১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৬ )

শিমুলাতে স্কুল।—শিমুলার এমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটের পূর্ব্বপার্শ্বে শ্রীযুত মেকালি সাহেবনামে একব্যক্তি এক স্কুল করিবেন কল্প হইয়াছে তথায় ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য সংস্কৃত লাটিন প্রভৃতি পাঠের আলোচনা হইবেক দুইপ্রকার হার হইয়াছে শুনিতেছি যে পারস্য সংস্কৃত এবং লাটিনের পাঠে ৪ চারিমুদ্রা আর তদ ভিন্ন ভাষা সকলের অধ্যয়নে তিনমুদ্রা মাসিক বেতন লাগিবেক আমরা অনুষ্ঠান পত্রাবলোকনে দেখিলাম যে বালকের বয়ঃক্রমের বিবেচনা বুঝি ইহাতে নাথাকিবেক অর্থাৎ অধিক বয়স্ক ব্যক্তিরাও পাঠ করিতে পারিবেন ইহাতে আমরা আহ্লাদিত হইলাম কেননা অন্য২ পাঠ শালায় বয়ঃক্রমের বিবেচনা জন্য অনেকজন পাঠাভিলাষ করিলেও অধিক বয়ঃক্রম জন্য তাহা হইতে পারিত না ইহাতে হইবার সম্ভাবনা বটে অনুমান করিতেছি পাঠশালা অগৌণেই খুলিবেন ইতি।

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬ )

সাম্বৎসরিক পরীক্ষা।—শ্রীযুত ড্রেমণ্ড সাহেব ও শ্রীযুত উইলসন সাহেবের ধর্ম্মতলা একেডেমি নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা ও তজ্জন্য অনেক

সাহেব ও বিবি লোকের সমাগম হইয়াছিল শ্রীযুত রিবেরেণ্ড উলিএম আদম সাহেব এবং শ্রীযুত ড্রেজেরিও সাহেব পরীক্ষা লইলেন কুমার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি ৮৬ জন বালক অপূর্ব্ব রূপে বিবিধ শাস্ত্রের পরীক্ষা দিলেন পরে বিজ্ঞ অধ্যাপকেরদের কর্তৃক কোন২ বালক পুস্তক ও কেহ২ রৌপ্যনির্ম্মিত গোলাকৃতি বিশেষে গ্রথিত হার স্বরূপ উপহার পাইয়াছেন।—সং কৌং

## সাহিত্য

( ৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬ )

আসামবুরঞ্জি।—পূর্ব্বে বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন্ মহাশয়ের আসাম বুরঞ্জি নামক গ্রন্থ রচনার সংঘোষণা করা গিয়া ছিল এক্ষণে আমরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ঐ বিজ্ঞ মহাশয় কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বত্র বিতরণ হইতেছে। এই খণ্ডে আসামের রাজ বিবরণ সমাপন হইয়াছে পরে রাজশাসন ও অন্য২ প্রকরণ ভিন্ন২ খণ্ডে ক্রমে২ সঙ্কলিত হইয়া বিনামূল্যে প্রদান হইবেক এমত প্রতিজ্ঞা দেখা যাইতেছে। অতএব রচনা কর্ত্তার এপ্রকার সৎ প্রবৃত্তি ও সৎ কীর্ত্তিতে কে না ধন্যবাদ করিবেন……।

( ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬ )

…ছাপা যন্ত্রে সমাচার প্রচার হইয়া থাকে তাহারি বৃত্তান্ত লিখিতেছি…।

| সমাচার পত্রের নাম | অধ্যক্ষের নাম |
|---|---|
| ইংরাজী ভাষায় প্রত্যহ প্রকাশ হয়॥ | |
| ১। বেঙ্গাল হরকরা ও ক্রাণিকল্ | সেমিণ্টয়ল স্মিথ এণ্ড কোং |
| ২। জানবুল | মেং জার্জ প্রিচার্ড |
| ৩। কলিকাতা গেজেট | মেং বিলিয়র্স হালক্রাফ্ট |
| সপ্তাহে দুইবার অথবা তিনবার প্রকাশ হয়॥ | |
| ১। গবরণমেণ্ট গেজেট | মেং জি, এচ, হটমান্ |
| ২। ইণ্ডিয়া গেজেট | মেশুয়র্স টি, বি স্কাট এণ্ড কোং |
| ৩। বেঙ্গাল্ ক্রাণিবল | মেশুয়ার্স সেমিউয়ল স্মিথ এণ্ড কোং |
| সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র। | |
| ১। বেঙ্গাল্ হেরাল্ড | মেশুয়র্স সেমিউয়ল্ স্মিথ এণ্ড কোং |
| ২। লিটেরেরী গেজেট | ঐ ঐ |
| ৩। ওরেণ্টেল্ অবজর্বর | মেং জার্জ প্রিচার্ড |

সাপ্‌তাহিকদ্রব্য মূল্য।

১। কলিকাতা একস্‌চেঞ্জ প্রাইস করেণ্ট মেকেঞ্জিলাইয়ল এণ্ড কোং
২। কলিকাতা উইকলী প্রাইস করেণ্ট সেমিউয়ল্‌স্মিথ এণ্ড কোং
৩। ডোমেষ্টিক রিটৈল প্রাইস করেণ্ট মোণ্ট ডিরোজারিও

শ্রীরামপুরে ইংরাজী বাঙ্গালা প্রকাশ হয়।

১। সমাচার দর্পণ মেং জান মার্শমন

কলিকাতাতে পারস্য ভাষায় সাপ তাহিক সম্বাদ।

১। জামিজাহাঁনুমা শ্রীযুত হরিহরদত্ত

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয়।

১। বঙ্গদুত Editor শ্রীযুত নীলরত্নহালদার
২। সমাচারচন্দ্রিকা শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। সম্বাদ কৌমুদী শ্রীযুত হলধর বসু
৪। সম্বাদ তিমিরনাশক শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন দাস

এতদ্ভিন্ন ইংরাজিতে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ও সাম্বৎসরিক অনেক প্রকার সংবাদ সংঘটিত পুস্তক ছাপা হইয়া প্রতি নিয়ত প্রকাশ পায় এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রালয়ে অনেকানেক গ্রন্থ ইংরাজি পারস্য ও দেবনাগর ও বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সংখ্যা লিখনাতিরিক্ত অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্রের কিপর্য্যন্ত বিস্তার হইয়াছে ও তদ্দ্বারা নানা দেশীয় সমাচার ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনায় লোকের কীদৃক্‌ উপকার দর্শিতেছে।

পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় কেবল আমারদিগের ধর্ম্ম ছাপায় এক্ষণে সেভয়ে নির্ভয় হইয়া অনেকে চক্ষুঃপ্রকাশ পূর্ব্বক ছাপার পত্র দেখিয়া থাকেন যেহেতুক যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করিয়াছেন যে সেপত্রে পাত্রতা লাভ হয় যথা একস্থানে বসিয়া অনায়াসে বহু দর্শনে বহুদশী হইতে পারেন॥

## সমাজ

( ৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ )

মহামহিম শ্রীযুত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ইজারা বিষয়ক॥—প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে ইং ১৮১৪ সালে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরেরা ২০ বৎসরের নিমিত্তে এই বাঙ্গালা-দেশ শ্রীল শ্রীযুত ইংলণ্ড পতির নিকট হইতে ইজারা লইয়াছেন সেই ইজারার মিয়াদের শেষ প্রায় নিকটবর্ত্তী হইল ইহাতে লিবরপুল দেশস্থ প্রধান মহাজনেরা ঐ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির-

দিগের পুনশ্চ নূতন ইজারা লওনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদ্‌যোগ পাইতেছেন ইহাঁরা এ-নিমিত্তে গত জানের মাসের ২৮ তারিখে এক সভা করিয়াছিলেন ইহাতে এই প্রস্তাব হইল যে চীন দেশে ফ্রিত্রেডর অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবার বিষয়ে যে নিয়মিত বাধা আছে তাহা মোচন হইলে ঐ রাজধানীর এবং ইংরাজ অধিকারস্থ বঙ্গদেশ সকলের বিস্তর লভ্য জনক হয় এবং আরো প্রস্তাব হইল যে পূর্ব্ব হইতে ফ্রিত্রেডর হইয়া এতদ্দেশে দ্রব্যাদি সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে অধিকন্তু ঐ প্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় আরো বৃদ্ধি হইতে পারে তাহার প্রমাণ দর্শাইলেন তদনন্তর বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবেরা নীলের চাষ করিয়া প্রতিবৎসর প্রায় দেড়-কোটি টাকার নীল উৎপন্ন করিতেছেন ইহাতে বঙ্গদেশের ভূমি কিপর্য্যন্ত উর্ব্বরা তাহা এই প্রমাণেই সাব্যস্ত করিলেন ॥

( ১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২২৬ )

যশোহর।—যশোহরের নীলের কৃষিকর্ম্মকরণ বিষয়ে এবং তদ্‌ঘটিত আইনের বিষয়ে কলিকাতায় ইংরাজী সমাচারের কাগজে অনেক লিখনপঠন হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে ইংরাজী ১৮২৩ সালে নীলকর সাহেবেরদের প্রজা লোকের সহিত বন্দোবস্ত করণ বিষয়ে যে আইন হইয়াছিল তাহার অর্থ সংপ্রতি সরকারী কর্ম্মকারক সাহেবেরা এই মত করিয়াছেন যে তাহাতে নীলকর সাহেবেরা আপনারদের ক্ষতির বিষয়ে অতিশয় ভাবিত হইয়াছেন তদ্বিষয়ের প্রকৃতার্থ আমরা অবগত নহি কিন্তু অনুমান করি যে সেই আইনে এমত লিখিত আছে যে যদি প্রজা লোক নীলকর সাহেবের স্থানে দাদনী লইয়া নীলের আবাদ তরদুদ না করে তবে ঐ সাহেব ঐ প্রজার নামে নালিশ করিয়া দাদনীর টাকা ও সেই টাকার শতকরা বার্ষিক বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া তাহার স্থানে পাইতে পারেন এক্ষণে এমত অনুমান হয় যে কর্ম্মকারক সাহেবেরা তাহার এই অভিপ্রায় বোধ করিয়াছেন যে কোন প্রজা লোক নীলের দাদনী লইয়া কালক্রমে তাহার চাসবাস করিতে না পারিলে ঐ দাদনীর টাকা এবং শতকরা বার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া সুদসমেত দাদনীর টাকা ফিরিয়া দিলে প্রজা লোক ঐ দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে।

এই বিবেচনাতে সেখানকার নীলকর সাহেবেরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তাঁহারা কহেন যে যদি আইনের অর্থ এইরূপ করা যায় তবে কোন প্রকারে নীলের কর্ম্ম সমাপ্ত করা যাইতে পারে না যেহেতুক যদি কোন ব্যক্তি আকৃটোবর মাসে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা নীলের দাদনি দেন তবে এইমত হইতে পারে যে এপ্রিলমাসের পূর্ব্বে নীলের কিছু আবাদ হইতে পারে না যদি প্রজা লোকেরা এই সাত মাসের মধ্যে সেই টাকা অন্য কাহার স্থানে টাকা প্রতি ৵১০ অর্দ্ধ আনা সুদে কর্জ দিয়া থাকে তবে তাহারা এপ্রিল মাসে শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদ ও দাদনীর টাকা অক্লেশে ফিরিয়া দিতে পারে এবং যদি সকল প্রজালোক

এইরূপ করে তবে কোন প্রকারে সেই বৎসরে নীল জন্মিতে পারে না। এবং যে ব্যক্তি এরূপে নীল পাওনের ভরসাতে এরূপ টাকা ব্যয় করিয়াছেন তিনি সহজে দেউলিয়া হইতে পারেন যেহেতুক তিনি যখন ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দাদনী দিয়াছেন তখন তিনি অবশ্য চাকর নফরের মাহিয়ানাতে এবং অন্যঅন্যপ্রকারে আর ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন অতএব যখন তিনি নীল পাওনের ভরসা করেন সেই সময়ে যদি তাঁহার এ দাদনীর ৫০ হাজার টাকা ও তাহার সুদ ফিরিয়া দেওয়া যায় তবে যেরূপ ক্ষতি হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

নীলকর সাহেবেরা আরও কহেন যে নীলের প্রজারা সহজে আপনারদের স্বাভাবিক বন্দোবস্ত করণে অনিচ্ছুক থাকে অতএব যদি তাহারা বন্দোবস্ত হওনের আর এই উপায় জানিতে পারে তবে নীলকর সাহেবেরদের উপরে অশেষ দায় ঘটিবে॥

( ১১ জুলাই ১৮২৯। ২৯ আষাঢ় ১২৩৬ )

শ্রীযুত বেঙ্গাল হেরাল্ড সম্পাদকেষু—

আমার পূর্ব্বপত্রে এতদ্দেশীয় লবণ ব্যাপার সংক্রান্ত কার্য্যকারকের প্রতি কোন ইংলণ্ডীয় মহাশয় কর্ত্তৃক যেসকল দোষারোপ হইয়াছিল তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় স্বীকৃত ছিলাম, অতএব এই কয়েক পংক্তি লিখিতেছি। নিবেদন এরূপ দোষারোপ সকারণ ব্যতীত নিষ্কারণ নহে, যেহেতু মনাপলী অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সংজ্ঞা সকলেরি অপ্রিয়, সুতরাং ইহাতে আপনকারদিগের তাদৃক্ ক্রোধোৎপত্তি হইতে পারে যেমন পূর্ব্বে দেড়শত বৎসর গত হইল আপনকারদিগের দেশে ডাকিনী বিদ্যার নাম শুনিলে সকলের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইত। তৎকালে তৎপ্রদেশে বৃদ্ধাস্ত্রী দেখিলেই ডাকিনী কহিত এবং তজ্জন্য জলে মগ্ন করিয়া প্রাণদণ্ড করিত তদ্রূপ এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে লবণ ব্যাপারে ব্রতি কহিলেই তৎপ্রতি সেইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, যদ্যপি তাহাকে ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা মহত্ত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্ব্বাক্য দ্বারা অপবাদি নাকরেন কিন্তু সাল্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, ফলিতার্থ ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা এদেশীয় ভাষা সুন্দর জ্ঞাত নহেন যদি জ্ঞাত হইতেন তবে অবশ্যই তদ্ভাষায় দুর্ব্বাক্য কহিতেন, সে যাহা হউক আমার এরূপ লেখাতে এমত জ্ঞান করিবেন না যে এতদ্দেশীয় রাজকীয় কোন কর্ম্ম সংক্রান্ত কার্য্যকারক বাঙ্গালিরদিগের দুর্নাম দূরীকরণার্থে তাবৎ লোকের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব আমি স্বীকার করিতেছি যে ষষ্টি বর্ষ গত হইল লার্ড কার্ণওয়ালিস্ সাহেব কর্ত্তৃক উপযুক্ত বেতন নিরূপণের পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা যাদৃক দোষাস্পদ ছিলেন এক্ষণে এতদ্দেশীয় বাঙ্গালী কার্য্যকারকেরা তদ্রূপ অবস্থাধীন তাদৃক বটেন। অনুমান এই যে এতদ্দেশীয় থানাদার ও আমীন ও নমকের দারোগা প্রভৃতি কোম্পানীর কর্ম্মে তিন চারিকোটি টাকা এককালে সংগ্রহ করিয়া রাজপুতের রাজ্য প্রস্থান পূর্ব্বক বৃহৎ

অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংজ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে প্রতিযোগিরূপে বাস করিলে করিতেও পারেন, কিন্তু পূর্ব্বকার এতদ্দেশবাসি ইংলণ্ডীয় সকলেতেও এদৃষ্টান্তের অপ্রাচুর্য্য ছিলনা যেকালে কৌন্সলের মেম্বর কেবল ষোল শত তঙ্কা বার্ষিক বেতন পাইতেন ও সুলেখক হইলে কিম্বা অঙ্কবিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য থাকিলে আটশত তঙ্কা বেতনাধিক্য হইত, কিন্তু অঙ্কনিপাতনে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিলে আমারদিগের স্বদেশীয়েরা আপনকারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরদিগকে অতিশয় নিন্দাবাদ করিতেন, এবং এদেশীয় নব্য সম্প্রদায় যাহারা পাঠশালা হইতে আশু নির্গত ও স্বাভাবিক রাগত তাহারা ইংলণ্ডীয়েরদের স্ত্রীলোককে অপমান পূর্ব্বক ডাকিতেন, অধিকন্তু অঙ্ক দোষে পাদুকা বা বংশ দ্বারা রোষ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিতেন যে আহা দুঃখিরদিগকে কিছু বলিওনা, যেহেতুক উহারা বিষ্ণুজ্ঞান রহিত এবং উহার-দিগের অত্যল্প বেতন, সুতরাং দুস্থাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাঘাত জন্মাইতেই পারে, অতএব উহারদিগকে ক্ষমা কর এবং উহারদিগের ভগিনীসকলকে কুবাক্য কহিওনা, যদি কস্মিন্‌কালে যথাযোগ্য বেতন নিরূপণ হইয়া উহারদিগ্‌কে উদর ভরণের দায়ে দুষ্কর্ম্মী না হইতে হয় তবে উহারা শিষ্ট হইবেক। সংপ্রতি কালক্রমে আমারদিগের পূর্ব্বপুরুষের সেই সকল ভবিষদ্বাক্য সফল হইয়াছে, অর্থাৎ এক্ষণে ভারতবর্ষীয় কোম্পানি সংক্রান্ত ইংলণ্ডীয় কার্য্যকারিরা যেপ্রকার পরাক্রম প্রাপ্ত অথচ বহুবিধ লোভ সত্ত্বেও নির্লোভ ও শিষ্ট ও ধর্ম্মবিশিষ্ট, ও আত্মস্বার্থরহিত ও যাথার্থিক ও রাজকর্ম্ম সম্পাদনে পরমধার্ম্মিক এপ্রকার ভূমণ্ডল মধ্যে কুত্রাপি সম্ভব হয়না।

যে সকল সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিষ্ঠ পদাভিষিক্ত তাঁহারা অবশ্যই এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে সদালাপে কখন কখন অন্যথা করেন, এবং যাঁহারা সিনিয়র অর্থাৎ প্রধান পদ প্রাপ্ত, লার্ড হেবর কহেন যে তাঁহারা এদেশস্থ ভূম্যধিপতিরদিগ্‌কে আসন দানেও পরাঙ্‌মুখ হয়েন, অধিকন্তু যে সকল রাজার ও নওয়াবের দেশ তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভোগ করিতেছেন তাঁহারদিগ্‌কে অনায়াসে অনাদর প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার-দিগের জাতীয় ধর্ম্ম উগ্র স্বভাব হেতুক এদোষ অগ্রাহ্য করিতেই হয়, সুতরাং কোম্পানী বাহাদুরের ভারতবর্ষস্থ কর্ম্মকারিরা আপন আপন অধীন লোকের প্রতি ব্যবহারত অতিশয় উদার ও উৎসাহযুক্ত ও যাথার্থিক ও অস্বার্থপর ও অনুপরুদ্ধ ইত্যাদি গুণে অন্বিত ইহা নিঃসন্দেহ বটে, এবং এপ্রকার আর সংসার মধ্যে পাওয়া ভার, সে যাহা হউক আমি ইহাঁরদিগের এতাদৃশ সচ্চরিত্র ব্যাখ্যা করিলাম কিন্তু যদি ইহাঁরদিগের বেতন ফৌজদারী মোতালকের নাজীর কিম্বা সদর আমিন বা ঘাটের দারোগা বা নমকের দারোগা অথবা সেরেস্তাদারদিগের বেতনের তুল্য হয় তবে ইহাঁরদিগের এ সকল গুণ স্থায়ী হইবেক এমত ভরসা হয়না, ফলিতার্থ একথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিনা, কারণ ইহাও সম্ভব বটে যে তাঁহারা পূর্ব্বকার কর্ম্মকারিরদিগের

ন্যায় কুমার্গানুগত না হইয়া বরং লঘুবেতনে শুষ্ক কলাই খাইয়া ও তুস্থতির পরিচ্ছদ পরিয়াও কাল যাপন করিলে করিতে ও পারেন, কিন্তু বাস্তবিক আমি এমত বাসনা করিনা যে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে যাহাহউক বিচারসঙ্গত এই যে সমুদায় বাঙ্গালি কর্ম্মকারিরা যাবৎ দুরবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত নাহয় তাবৎ তাহারদিগকে অপবাদ করা সহজেই অনুচিত, বরং যে প্রকার আমারদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা আপনকারদিগের প্রাচীনের দিগের সহিত ব্যবহার করিতেন সেই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ও বাক্যেতেও সেইরূপ করা উচিত, যে "আহা দুঃখীলোক ইহারদিগের জ্ঞান আমারদিগের ন্যায় উজ্জ্বল নহে ইহারদের বিড়ম্বনা বাহুল্য অথচ প্রাপ্তির অল্পতা, কিন্তু ইহাতেও যদি কেহ ভাবেন যে এ প্রকার আচরণ খ্রীষ্টীয়ানেরদিগের অযোগ্য, তবে আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী প্রার্থনা করি যে এতদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান পুরঃসর পরমাপ্যায়িত করেন। যাহা লিখিলাম ইহাতে আমার তাৎপর্য্য এমত নহে যে সর্ব্বসাধারণ বাঙ্গালী আমলারদিগকে নির্ম্মলরূপে প্রকাশ করি ফলিতার্থ কি কারণে তাহারা অন্যের ন্যায় যাথার্থিক নহে ইহাই বিজ্ঞাপন তাৎপর্য্য যেহেতুক অন্যেরা তাহারদিগকে সহজেই কুবাক্য কহিয়া থাকেন।

মলিন কোকিল কহে শুন শিখিবর।
পাইয়া বিচিত্র চিত্র পুচ্ছ মনোহর॥
আমারে বিবর্ণ দেখি না করো অখ্যাতি।
যেহেতু তুমিও পক্ষী নহ অন্য জাতি॥
যদি তব পুচ্ছ মম অঙ্গেতে থাকিত।
এ অঙ্গ তোমার অঙ্গ সমান হইত॥
পাইলে আমার পক্ষ তুমিও কুৎসিত।
অতএব অহঙ্কার তব অনুচিত॥......

( ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬ )

কোম্পানির লবণের মাস্থলের পূর্ব্ব বিবরণ॥—যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায় করণের বর্ত্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এপ্রযুক্ত আমরা আপনারদের সমাচারপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গালাতে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লী হইতে এক ফরমান পাইলেন তদ্দারা কোম্পানির কর্ম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্য স্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাস্থল রহিত হইল। সেই ফরমানে আরো এই নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি

ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অন্য২ কর্ত্তাদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্ব২ লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল।

তাহারদের সকল দ্রব্য সামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাসুল রহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুৎকণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেকটর্স সাহেবেরা বহুকালাবধি আপনারদের ভৃত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে তাঁহারা সেই সকল ব্যবসায় তাঁহারদের হস্ত ছাড়া করণার্থে অনিবার্য্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারী হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ উপকার নিমিত্তে লবণ ও সুপারী ও তামাকু ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায় করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বিলায়তের কর্ত্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপন কর্তৃক স্থাপিত সমাজে যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাসুল সরকারে দেওয়া যাইবে। তিনি আরো বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূল্য লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহা হইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ পাইবেক॥

( ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬ )

কলিকাতার টৌনহালের সমাজ।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের মিয়াদ অতীত হইলে যে২ নিয়মের আবশ্যক বোধ হয় তদ্বিষয়ে পার্লিমেণ্টে এক দরখাস্ত দেওনার্থে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক গত মঙ্গলবারে সমাগত হইয়াছিলেন। তৎকালে সকলের সম্মতিতে নানা প্রকরণ ধার্য্য হইল। সেসকল পশ্চাৎ পার্লিমেণ্টে প্রেরয়িতব্য দরখাস্তের অন্তর্গত হইল এবং ঐ দরখাস্তে সর্ব্বসাধারণ লোকের স্বাক্ষর হওনার্থে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে রাখা যাইবে।

ঐ সভায় পরামর্শ সিদ্ধ দ্বিতীয় কথা এই যে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডদেশে যে বাণিজ্য চলিতেছে তাহার বাহুল্য হইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের উপরে যে অধিক মাসুল ধার্য্য আছে এবং ইংলণ্ডীয়েরা ভারতবর্ষের কৃষিকর্ম্মে আপনারদের

নৈপুণ্য ও ধন সংযোগ করিতে যে প্রতিবন্ধক আছে এই উভয় কারণে উভয় দেশের মধ্যে চলিত বাণিজ্যের বৃদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে। কিন্তু এই সমাজে সমাগত লোকেরদের এই ভরসা আছে যে পার্লিমেণ্টে সুবিবেচনা পূর্ব্বক সে ব্যাঘাত দূর করিয়া উভয় দেশের মঙ্গল জনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন।

পরামর্শ সিদ্ধ তৃতীয় বাক্য এই যে ভারতবর্ষ হইতে যে জিনিস রফ্‌ত হয় তাহা প্রস্তুত করণে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর আপনার রাজস্বোৎপন্ন টাকা যে ব্যয় করেন ইহাতে ভিন্ন২ মহাজনেরদের উদ্যোগের ব্যাঘাত হইতেছে এবং দেশের অমঙ্গল এবং কোম্পানি বাহাদুরের ও ক্ষতি হইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত কোম্পানি এতদ্দেশের বাণিজ্য ব্যাপারে নিবৃত্ত না হন সেপর্য্যন্ত এব্যাঘাতের কিছু প্রতিকার হইবে না।...

পরামর্শসিদ্ধ ষষ্ঠ কথা এই যে এদেশে ইউরোপীয় লোকেরদের প্রতি গবরণমেণ্ট যে করুণা ও বিবেচনা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে সমাজে সমাগত লোকেরদের তুষ্টি আছে বিশেষতঃ কাওয়ার বৃক্ষের আবাদ করণার্থে ইউরোপীয় লোকেরদিগকে ১৮২৪ সালে আপন২ নামে ভূমি দখল করণের বিষয়ে যে অনুমতি প্রদান হইয়া ছিল তাহার বিধি বিস্তারকরণেতে সকল লোকেই বিশেষরূপে আপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। বর্ত্তমান গবরণমেণ্টের সদ্বিবেচনা ও সুস্বভাবের বিষয়ে সমাজে সমাগত কোনব্যক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই তথাপি তাঁহারদের ইহা বাঞ্ছনীয় যে বাদশাহের সমস্ত প্রজা এদেশে আপনারদিগকে সংস্থাপন করিতে এবং যথার্থ ব্যবস্থার অধীনে এদেশে বাস করিতে পার্লিমেণ্টের হুকুমের দ্বারা অনুমতি পান।

পরামর্শসিদ্ধ সপ্তম বাক্য এই যে ইংলণ্ডদেশের বাদশাহের অন্য২ চাকলার উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে যে মাসুল ধার্য্য আছে এদেশ হইতে অধিক মাসুল ভারতবর্ষের উৎপন্ন-দ্রব্যের উপরে লওয়া অযথার্থ এবং তাহাতে ভারতবর্ষের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

পরামর্শসিদ্ধ অষ্টম বাক্য এই যে যেসকল আইনে ইংলণ্ডদেশের কর্ম্মকারক সাহেব-দিগের অনুমতির অপেক্ষা থাকে তাহার মুসাবিদা প্রথমতঃ এদেশে প্রকাশ হয় কারণ যে সেই আইনের বিরুদ্ধ তাঁহারা যাঁহারা আইন জারী হওনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে আপনার-দের আপত্তি জানাইতে পারেন।

পরামর্শসিদ্ধ নবম কথা এই যে এই সকল পরামর্শের কথা লইয়া পার্লিমেণ্টে দেওনার্থ এক দরখাস্ত প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে সকলের স্বাক্ষর হওনার্থে এক্সচেঞ্জঘরে রাখা যায়।

অপর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও আঠার জন সাহেব লোক সেই দরখাস্ত প্রস্তুত করিতে সম্মতি পাইলেন ও কিঞ্চিৎ কাল পরে ঐ সভায় তাহা আনিলেন ও তাহা মঞ্জুর হইল॥ সং সং

( ২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আষাঢ় ১২৩৬ )

জেনরলব্যাঙ্ক।—আমারদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত মতে গত সোমবার এক্সচেঞ্জ ঘরে এই ব্যাঙ্কের কর্ম্ম নির্ব্বাহকের নিয়োগ নিমিত্ত একসভা হইয়াছিল তথায় তাবৎ অংশি এবং অপরাপর ধনি মানি গুণি প্রভৃতি বহুবিধ লোক আগমন করিয়াছিলেন, এই সভায় শ্রীযুত জান স্মীথ সাহেব সভাপতি হইয়া প্রথমতঃ কর্ম্মকারিরদিগের নাম নির্দ্দেশ উদ্দেশে অংশিগণ কর্ত্তৃক বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কের উর্দ্ধ সংখ্যা ১৫ অংশ লইয়াছেন তিনি ৪ বোট বিতরণে শক্ত হইবেন এবং ৬ অংশে ৩ বোট ও ৩ অংশে ২ বোট ও একাংশে এক বোট দিতে পারিবেন তদনন্তর এই বোটের সংখ্যাকর্ত্তার ঐ পূর্ব্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরের প্রকাশ স্থান হইতে স্বতন্ত্র এক স্থানে প্রস্থান করিয়া সংখ্যায় নিযুক্ত হইলেন এখানে সভা স্থানে সভাপতি প্রভৃতি এতদ্বিষয়ে স্বস্ব অভিপ্রায় ব্যাখ্যায় প্রবর্ত্ত হইলেন ফলিতার্থ ত্রষ্টী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করণ প্রযুক্ত কোন বিশেষ বিবাদ শুনা যায় নাই কিন্তু কোষাধ্যক্ষের পক্ষে অনেক গোলোযোগ হইয়াছিল যেহেতু শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার তৎকর্ম্মাভিলাষী ছিলেন তজ্জন্য অংশি সমূহের মধ্যে দুই দল হইয়াছিল সে যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বোটের সংখ্যাকারিরা নিভৃত স্থান হইতে প্রকাশ স্থানে দীপ্তমান হওনে সে সন্দেহ এককালে লোপ হইল অর্থাৎ তাঁহারা কহিলেন যে ঠাকুর বাবুর পক্ষে অংশিদিগের সম্মতিপত্র গণনায় প্রায় সপ্ততি সংখ্যা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত হইয়াছে এমতে সেই পক্ষের সম্মতি পত্রানুসারে এই নীচের লিখিত কএক জনের পশ্চাদুক্ত কএক কর্ম্মে নিয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে বিশেষতো রমার কটাক্ষ রমানাথেই হইল, আশুতোষ আপন নামের যোগার্থানুসারে অমাত্যের কথায় আশু সম্মত হইয়া একর্ম্মের প্রয়াসী হইয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্ম না হওয়াতেও তাঁহার আশুতোষ হইল।

নামের বিবরণ।

ত্রষ্টী অর্থাৎ বিশ্বস্ত।—শ্রীযুত কম্পটন সাহেব ও শ্রীযুত ডিকিন সাহেব এবং শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র রায়।

ডাইরেকটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ।—শ্রীযুত জান পামর, মেং গার্ডন, মেং স্মীত, মেং বাইড, মেং ব্রেকন, মেং কলেন, মেং স্মীতসন, মেং বুরুস, মেং ডোগেল, মেং মলর, মেং এপ্‌ক্যার, মেং সর্টণ, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস।

সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক।—শ্রীযুত হরি সাহেব।

ত্রেজুরার অর্থাৎ খাজাঞ্চি।—শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর।

পরন্তু গত বৃহস্পতি বারে পুনর্ব্বার ঐ পূর্ব্বোক্ত অধ্যক্ষগণের এক সভা হইয়া

কোষাধ্যক্ষের মাসিক ৫০০ তঙ্কা বেতন নিরূপণ হইয়াছে এবং তৎকর্ম্মের নিমিত্তে ৪০০০০০ চারিলক্ষ তঙ্কার বোধ দিতে হইবেক তাহার অর্দ্ধেক কোম্পানির কাগজে অথবা ঐ ব্যাঙ্কের অংশ এবং অপরার্দ্ধের জন্য কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রতিভূ দেওনের কল্প স্থির হইয়াছে। অপর শ্রুত যে শ্রীযুত হরি সাহেবের সেক্রেটরীকর্ম্ম স্বীকারে বিকার জন্মিয়াছে এ প্রযুক্ত শ্রীযুত কারসাহেব ও শ্রীযুত গাডার্ড সাহেব তৎ পদাভিষিক্ত হওনে উদ্যুক্ত আছেন, পুনশ্চ ঐ রূপ সভায় অংশিরদের সম্মতির দ্বারা নিযুক্ত হইলে সমাচার প্রচার করা যাইবেক। ফলিতার্থ এ প্রকার সভা করিয়া উভয় পক্ষীয় লোক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা কর্ম্মার্থিকে কোন কর্ম্মে নিয়োগ করণের প্রথা পূর্ব্বে কস্মিনকালে এ প্রদেশে ছিলনা অতএব অস্মদ্দেশে এই এক নূতন সৃষ্টির দৃষ্টি হইল॥

( ৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬ )

জেনরল ব্যাঙ্ক॥—গত ৩ জুন তারিখে এই ব্যাঙ্কের শেষ সভা পূর্ব্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরে হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হরি সাহেবের পরিবর্ত্তে শ্রীযুত কার সাহেব সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫ জন ডাইরেক্টরের আনুষঙ্গিক আর পাঁচ জন ডাইরেক্টর অর্থাৎ কার্য্যাধ্যক্ষ নিরূপণার্থে অনেক বাদানুবাদ হইয়া অবশেষে বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্রের সংখ্যাতিশয্য দ্বারা দুই জন বাঙ্গালী ও তিনজন য়োরোপীয় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন॥

( ২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ )

নবীন নিয়ম॥—জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি গ্রাম সকলে কয়েক বার ডাকাইতির ঘটনা হইবাতে তন্নিবারণার্থে তত্রস্থ শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা কর্ত্তৃক নানাবিধ সদুপায় সাধন সত্বেও দুর্ব্বৃত্তেরা অত্যাচার ক্ষান্ত নাহইবাতে সম্প্রতি তিনি এই এক নবীন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে তাঁহার বশীভূত স্থান সকলে দশ দশ গ্রামে এক এক ফাঁড়িদার নিযুক্ত হইবেক আর ঐ দশগ্রামের প্রত্যেক কর্ম্মচারী ও গ্রাম্য প্রহরীরদের নিকট হইতে এইমত অঙ্গীকৃত পত্র লওয়া যাইবেক যে তাহারা পরস্পর প্রত্যেক গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেক।

( ৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ )

ভ্রাতৃভাগের ব্যবস্থা।—"শ্রীযুত মাকনাটন সাহেবের হিন্দুলা অর্থাৎ ব্যবস্থা সংগ্রহহইতে সংগৃহীত"—হিন্দুরদিগের পৈত্রিক ধনবিভাগের ব্যবস্থার মধ্যে এক ব্যবস্থা দৃষ্টি মাত্রেই আপাততঃ অন্যায় ও অসঙ্গত বোধহয় তাহা এই যে অকৃতি সহোদরকৃতি সহোদরের শ্রমার্জ্জিত ধনের অংশী হয়েন যেমন অকর্ম্মণ্য মধুমক্ষিকা সঞ্চয়ি মধু মক্ষিকার সহিত চাকে থাকিয়া ফাকে ফাকে অংশভাক হয় কিন্তু হিন্দুরদিগের সংসারনির্ব্বাহের বিশেষ ধারা ধরিয়া বিবেচনা করিলে এ ধারাবাহিক

ধারা ন্যায়তোযুক্তিতঃ সুধারা ব্যতীত কুধারাবধারিত নহে যেহেতু বিশিষ্ট হিন্দুর-দিগের প্রথা এই যে আত্মপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে অনেককে নিযুক্ত নাকরিয়া ধনোপার্জ্জনোদ্দেশে বিদেশে যাইতে পারেননা এবং একর্ম্মের ভার সচরাচর সহোদরেই হইয়া থাকে সেই সহোদর সুতরাং স্বীয় বিষয় কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া ঐ সংসারেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকেন অপর সহোদর বিদেশে থাকিয়া বিষয় কর্ম্ম করিয়া প্রায় অনেক ধনোপার্জ্জন করেন এমতে যে সহোদর সংসারে থাকেন তিনি পরিবার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অপারক হওয়াতে দুঃখ ও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়-না অতএব তাঁহার সহোদরের উপার্জ্জিত ধনে তাঁহাকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার হয় যেহেতু ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ঐ সঞ্চয়কারি ভ্রাতারদিগের মধ্যে একজন ঐ কর্ম্মে নাথাকিলে তাঁহারা কদাচ ধনোপায়ের উপায় করিতে পারিতেননা। এতাবতা ঐ ধনোপার্জ্জনে ঐ অকৃতি ভ্রাতারও সহায়তা প্রতীতা হইতেছে। অধিকন্তু ইহা প্রামাণ্য বটে যে ঐ অকৃতী ভ্রাতা যদ্যাপি কোন বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন তবে তিনি ও ঐরূপ ধনসঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেন আর উপার্জ্জন করণার্থে যথায় পৈত্রিক ধনের কিঞ্চিৎ ও ব্যবহার হয় সেস্থলে যদিস্যাৎ সাংসারিক ব্যাপারে অকৃতিভ্রাতা নিযুক্তও নাথাকেন তথাপি তিনি অংশ পাইয়া থাকেন এব্যবস্থাও যুক্তি সিদ্ধ বটে। অপর পৈত্রিকধন কিঞ্চিৎ লইয়া তদ্দ্বারা যে সহোদর ধনলাভ করিয়াছেন তাহার ন্যায় যে সহোদরেরা সেই ধন নালইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহারদিগের লাভ নাহইয়া থাকে এতাবতা কথন এমত নিশ্চয় করা যায়না যে সেব্যক্তি পৈতৃকধন ব্যবহার করিলে তাহার লাভ হইতনা। বরং সিদ্ধান্ত এই যে সেই পূর্ব্বধন অপর ধনোপার্জ্জনের মূলীভূত কারণ এবং কি পরিমিত ধনব্যবহারে পৈতৃক ধনোপঘাত সপ্রমাণ হয় বা নাহয় তাহার নিরূপণ করা অসাধ্য ॥

( ১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬ )

ডালি দেওনের নিষেধ কল্পনা ॥—জনরব হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় লোকের নিকট হইতে কোম্পানি বাহাদুরের রাজকীয় ও যুদ্ধ সম্পর্কীয় কার্য্য সম্পাদক সাহেব লোকের ফল মূল আমিষ্যাদি ঘটিত ডালি অর্থাৎ উপঢৌকন গ্রহণ করণে নিষেধ কল্পনা হইতেছে কিন্তু এরূপ উপঢৌকন দেওয়ার তাৎপর্য্য কেবল সাহেব লোকের সম্বর্দ্ধনা করা মাত্র নতুবা ফল মূলে তাঁহারদের কি ফলোদয় কিন্তু গ্রহণ না করিলে প্রেরকের অপমান সম্ভব অতএব এই বহুকাল প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারের কি অত্যাচার বোধ হইয়াছে তাহা অস্মদাদির লঘুবোধের বোধাতীত।

( ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬ )

রাস্থার তদারক।—আমরা জ্ঞাত হইলাম যে শ্রীশ্রীযুত এতন্নগরের রাস্থা সকল তদারক করিতে তাবৎ মাজিস্ত্রেটের উপর আজ্ঞা দিয়াছেন এবং মফস্বলের গ্রামের মধ্যদিয়া যে সকল

রাস্থা গিয়াছে তাহার উত্তমতা করিবার জন্যে জমীদারদিগের সাহায্য করিতে হইবেক কিন্তু কিপ্রকারে জমীদার লোক সাহায্য করিবেন তাহা আমরা জ্ঞাত হই নাই।

( ২৪ অক্টোবর ১৮২৯। ৯ কার্ত্তিক ১২৩৬ )

কলিকাতার পুলিস।— ···কলিকাতার পুলীসের চৌকীদার প্রভৃতির দৌরাত্ম্য ও তজ্জন্য নগর বাসিরদিগের মানের হানি ও মনের গ্লানি ইত্যাদি শ্রীশ্রীযুতের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কোম্পানির কার্য্যসম্পাদক সাহেব লোক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ি ও অন্য২ সাহেব লোক সংশ্লিষ্ট এক কমিটী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে তাঁহারা যথার্থরূপে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল অবগত হইয়া এমত বিহিত বিবেচনা করেন যে পুলীস সম্পর্কীয় দৌরাত্ম্য সম্যক প্রকারে রহিত হয় এবং পুলীসের যথার্থ তাৎপর্য্য দুষ্টের দমন ও প্রজালোকের নিরুপদ্রবে কালযাপন তাহাও সিদ্ধ হয়। সংপ্রতি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে ঐ পূর্ব্বোক্ত কমিটী সাহেবেরা সমর্পিত ভার নির্ব্বাহ করণার্থে বৈঠক করিয়াছেন এই ক্ষণে দৌরাত্ম্যের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া নিতান্ত রূপে তন্নিরাস বিধানে ও পুলীসের ধারার সুধারা করণে যথা সম্ভব অভিনিবেশ করিবেন এবং প্রজালোকের ধন প্রাণের রক্ষা ও আগন্তুক উৎপাতাদি শান্ত্যর্থ পুলীসের আইন সকলেরো পরিবর্ত্তনে প্রয়াস পাইবেন। এবং ঐ কমিটী সাহেবলোকের প্রতি ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে যে প্রজালোকের নিবেদন শ্রবণ করেন ও তাহারদিগের আগামি দুরবস্থার দূরীকরণে উপযুক্ত বিধান করেন। অতএব প্রজাবর্গের মধ্যে যাঁহারা দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্যের কোন বিবরণ প্রচার করণে কিম্বা কোন উত্তম পরামর্শ দানে ইচ্ছুক হয়েন যদ্দারা প্রজালোকের সুখোসিততত্ব ও রাজার ন্যায়ের মহত্ত্ব সম্ভবে তাহা ঐ সাহেবলোকের নিকটে নিবেদন করিবেন। যে সকল বিতথা উপস্থিত ছিল তাহার মুখ্য কারণ পুলীসের এক স্থানে স্থাপনা এবং পুলীসের বহুতর আইন এ প্রকার যে তদ্দারা প্রজালোক ক্লেশের ভাজন অতএব কমিটী সাহেব-লোক এক পুলীসকে তিন স্থানে বিভাগ করিবেন আর যে কোন আইনের ব্যবস্থায় প্রজালোকের দুরবস্থা জন্মায় তাহা এক কালীন করিবেন তদ্বিষয়ে ইহার পরে যে বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইবেক তাহা অপ্রকাশ থাকিবেক না।

( ৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কার্ত্তিক ১২৩৬ )

পুলিসের কমিটী॥—সম্প্রতি পুলিসের কমিটীর বৈঠক নিয়মিত মত প্রতি সপ্তাহে তিনবার হইয়া থাকে কিন্তু এসভা যে অভিপ্রায়ে স্থষ্ট হইয়াছে তাহার কোন কার্য্য এপর্য্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না, দুই জন মাজিস্ত্রেট ঐ সভায় নিযুক্ত আছেন ফলিতার্থ কলিকাতার পুলিসের বিষয়ে যে নানা প্রকার দোষোল্লাস সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল তদ্বিষয়ক কোন বিশেষ বৃত্তান্ত অদ্যাপি ব্যক্ত হইল না। ইহার কারণ কি কিছুই বোধ হয়না কিয়ৎ কাল হইল মাজিস্ত্রেটেরদিগের অমনোযোগ ও পুলিসের চৌকিদারের-

দিগের দৌরাত্ম্য বিষয়ক অপবাদে সম্বাদপত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল এক্ষণে সকলের দরখাস্ত শুনিবার জন্য এবং সমুদায় দুঃখ নিবারণ কারণ যখন কমিটী বসিল তখন সকলেই নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন এক জনও জনপদের হিতার্থে এমত সাহসিক দেখা যায় না যে পূর্ব্বে সমাচারপত্রে যেসকল বিশেষ বিঘ্নঘটিত সম্বাদের আন্দোলন হইয়াছিল তাহার কোন প্রসঙ্গ করেন।

এই কমিটীতে আসিতে কাহারো ভয়ের বিষয় নাই কমিটীর সম্পাদক সকলে কাহাকেও ভয় দেখাইবেন না যদি কেহ এমত সন্দেহ করেন সে মিথ্যা কারণ তাঁহারা গবরণমেণ্টের অতি কোমল স্বভাব ও বিচার প্রভাবেই নিযুক্ত হইয়াছেন।...

( ২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬ )

কীর্ত্তি র্যস্য সজীবতি।—লক্ষ্ণৌ নিবাসি শ্রীলশ্রীযুত নওয়াব মুস্তেজমদ্দৌলা মিহিন্দি আলি খান বাহাদুর যিনি দশ বৎসরাবধি ফতেগড় মোকামে অবস্থিতি করিয়া আছেন তিনি গত গবর্ণর জেনেরল লার্ড মায়রা সাহেবের আমলে শাহজাহানপুরের খনৌত নদীর উপর সেতু বন্ধনার্থে ১৮০০০০ টাকা বন্ধান করিয়া দিয়াছিলেন ঐ পুল উর্দ্ধেতে ১৮০০ ফুট পরিমিত যাহা ছয় বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে কালে দ্বিতীয় গবর্ণর-জেনেরল লার্ড এমহর্ষ্ট সাহেব পশ্চিমাঞ্চলে শুভগমন করিয়াছিলেন তখন ঐ বৃহদ্ব্যাপার দেখিয়া পরম হর্ষিত হইয়াছিলেন কোম্পানির অধিকারে এতাদৃশ উপকারে উপকারি দেখিয়া লার্ড মায়রা সাহেব পরমাহ্লাদ ও ধন্যবাদ সূচক এক প্রশংসাপত্র ঐ নওয়াব বাহাদুরকে লিখিয়াছিলেন। সংপ্রতি ঐ পূর্ব্বোক্ত নওয়াব বাহাদুর পুনর্ব্বার ঐ প্রকার চমৎকার সাহস ও দানশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীযুত কাপ্তেন ফুলটন সাহেবের প্রার্থনাতে ফতেগড় মোকামে দুইটা পুল এবং শ্রীযুত নুনহেম সাহেবের নিবেদন করাতে ময়িন পুরের পথে তিনটা পুল বান্ধাইয়া দিয়াছেন ঐ স্থানে বর্ষাকালে অনেকানেক লোক জলে মগ্ন হইত এবং পথিকের পথ রোধ হইত। এতদিন খোদাগঞ্জ ও জালালা-বাদ অঞ্চলে আর তিনটা পুল বান্ধাইতেছেন তন্মধ্যে জালালাবাদের দুই পুল যে স্থানে হইতেছে সে স্থানেও বর্ষাকালে ঐ রূপ দুরবস্থা এবং খোদাগঞ্জের নীচে কালীনদীর উপরে যে এক পুল বান্ধা যাইতেছে তথায় পূর্ব্ব কালে সরকারের প্রধান২ লোক পুল-বন্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু জলের প্রবাহ হেতু তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় নাই সংপ্রতি সেই কালীনদীর পুল প্রস্তুত হইয়াছে অপর ফতেগড়ে ও কালীনদীর তীরে নানামৌঘাটে ও কানপুরের নদীতীরে ও শাহজাহানপুরে খনৌত নদীর ধারে ও জালালাবাদে পথিকলোকের বাসোপযুক্ত বিস্তারিত ইষ্টক নির্ম্মিত এক একটা সরাই প্রস্তুত করাইতেছেন এই বিখ্যাত পুণ্য বস্ত দাস্ত নওয়াব বাহাদুর যে রূপ নিস্বার্থে কেবল পরার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা বিতরণ পূর্ব্বক লোকোপকার ও সরকারের

অধিকারের অধিক শোভার বিস্তার করিতেছেন এই দৃষ্টান্তে অন্য২ বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান লোক যদি এতাদৃশ সৎ প্রবৃত্তিতে প্রবর্ত্ত হয়েন…… ।

## ধর্ম্ম

( ১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৬ )

শারদীয় মহোৎসব ॥—এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে শারদীয়মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের আলয়েই জগদীশরীর পূজা হয় সকলে স্বস্বমতে ও বিভবানুসারে নানোপচারে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন কেহবা ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য না করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ-যজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পূজা সাঙ্গ করেন কেহবা মহাঘটা পূর্ব্বক ঝাড় লণ্টন বাদ্য নাচ কাচের আধিক্য পূর্ব্বক প্রকৃত কার্য্য পূজা সংক্ষেপেই সারেন কেহবা উভয়েই সমান আয়োজন করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবনমধ্যে কিরূপ করেন তাহা দুর্গাই জানেন কিন্তু বর্হিদ্বারে সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়দ্ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাঙ্ক্ষি লোকেরদিগকে ভবন প্রবেশে নিরাশ করেন কিন্তু দ্বারের সম্মুখবর্ত্তি পথহইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্ত্তে গাত্রে বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন বোধহয় তদ্‌গৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ভগবতীর সন্তোষের মূল কারণজ্ঞান করেন সে যাহাহউক এবৎসর ৪।৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল বিশেষত ৺মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুইবাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্রীযুত গবরণর জেনেরল লার্ড বেণ্টিঙ্ক-বাহাদুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোক আগমন করিয়াছিলেন পরে দুইদণ্ডপর্য্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণকরত অবস্থিতি করিয়া প্রীত হইয়া গমন করিলেন। ইংরেজ লোকের গতিবিধি ঐ রাজার দুই বাটী ও ৺ রাজা রামচাঁদের বাটী ও ৺ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বাটী এই তিন বাটীতে প্রায় ছিল অন্যত্র অত্যল্প। বিশেষত সিংহ দেওয়ানের বাটীতে পূজার চিহ্ন যোড়াসাঁকোর চতুরস্র পথে এক গেট নির্ম্মিত হইয়া তদবধি বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে আলোক হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা ঐ বাটীর পূজার বার্ত্তা জানেন না তাঁহারাও ঐ গেট অবলোকন করিয়া সমারোহ দর্শনেচ্ছুক হইয়া ঐ অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন আপামর সাধারণ কোন লোকের বারণ ছিলনা উপরে নীচে যাঁহার যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিষ্ট হইয়া নৃত্য গীতাদি স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই।… —কস্যচিৎ দর্শকস্য।

## বিবিধ

( ৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ )

নূতন ডাকঘর ॥—গত ২৩ মে তারিখে রোজারি ও কোম্পানি কলিকাতায় এক আনা-মাসুলের ডাকঘরস্থাপনের বিষয়ে আপন সকল কথা প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তাঁহারা কলিকাতার মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানে চিঠী বাঁটিয়া দিবেন একভরি ওজন পর্য্যন্ত এক আনা মাসুল লাগিবে এবং এক অবধি দুইভরি পর্য্যন্ত দুই আনা এবং দিনের মধ্যে তাঁহারা

তিনবার চিঠী পাঠাইয়া দিবেন প্রথম বণ্টন প্রাতঃকালে নয়ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় বণ্টন দুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে তৃতীয় বণ্টন অপরাহ্নের পাঁচঘণ্টার সময়ে হইবেক ঐ সাহেব লোকেরা কেবল কলিকাতার মধ্যেই চিঠী প্রেরণ করিতে কল্প করিয়াছেন তাহা নহে কিন্তু কলিকাতার আশপাশ স্থানে যথা উত্তরদিগে চিৎপুর কাশীপুর প্রভৃতি চাণক পর্য্যন্ত। পূর্ব্বদিগে দম্‌দমা ও নীলগঞ্জ পর্য্যন্ত। দক্ষিণদিগে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর ও ভবানীপুর পর্য্যন্ত পশ্চিমদিগে হাবড়া সালিকা শিবপুর পর্য্যন্ত। কলিকাতার মধ্যে দিনে তিনবার তাঁহারা চিঠী প্রেরণ করিবেন এবং দম্‌দমা প্রভৃতি স্থানে দিনে দুইবার, এই রীতির আরম্ভ গত ২ জুন সোমবারাবধি হইয়াছে ॥

( ১২ সেপ্টম্বর ১৮২৯। ২৮ ভাদ্র ১২৩৬ )

সভা।—কলিকাতা লেটরেরি সোসাইটী নামক বিদ্যা বিষয়ক সভা গত বৃহস্পতিবার রজনীতে নিয়মিত স্থানে বসিয়াছিল এদিবসে সভাপতি ও তদ্ভিন্ন দশজন সভ্য সভায় শুভাগমন করিয়া ছিলেন এই সভায় প্রথমতঃ প্রস্তাব হইল যে পূর্ব্বে প্রতিমাসে একজন সভ্য কোন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন এক্ষণে সভ্যদের সংখ্যার বৃদ্ধিহেতু দুই জন সভ্য এক বিষয় পৃথক২ রূপে ব্যাখ্যা করিবেন যদি সেই ব্যাখ্যাতে কোন সভ্য কোন কটাক্ষ করিতে বাসনা করেন তাহাতেও ক্ষমতাবান হইতে পারেন ইত্যাদি আরও কএক নূতন নিয়ম স্থাপনের উক্তি হইল পরে এক জন বিজ্ঞ সভ্য তাঁহার প্রতি ভারার্পিত মতে হিন্দু ও মোসলমান এবং ইংরাজের রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হওনের বিবরণ ব্যাখ্যা করিলেন অপরঞ্চ কৌমূদী পত্র প্রকাশকের এক পত্র সভাতে উপস্থিত হইল তাহাতে প্রকাশক এই যাচ্ঞা করিয়া ছিলেন যে পূর্ব্বে এক বিজ্ঞ সভ্য কর্তৃক এই ভারতবর্ষের সীমা প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা হইয়াছিল তাহা কৌমুদীতে প্রকাশ করেন তদ্বিষয়ে আদেশ হইল যে প্রকাশের প্রার্থনা পত্র বিহিত অনুমতি প্রদান জন্য ইস্‌টণ্ডিং কমিটীতে অর্পণ করা যায়।

( ১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ )

টেলীগ্রাফ॥—শ্রুত যে কলিকাতা অবধি সাগর পর্য্যন্ত টেলীগ্রাফ অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র বিশেষের উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করণের নিমিত্তে গবরণমেণ্টের অভিপ্রায় হইয়াছে তাহাতে বহুপকার স্বীকারপূর্ব্বক এতন্নগরস্থ ইংরেজ-সওদাগর প্রভৃতি চাঁদা করিয়া প্রতি মাসে সহস্র মুদ্রা দেওনে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের শ্রেণী প্রস্তুতা হইলে অনুমান যে সাগর হইতে প্রতিদিন উর্দ্ধ সংখ্যা ছয়বার সমাচার পাওয়া যাইতে পারিবেক অর্থাৎ সে স্থানে কোন জাহাজ পৌঁছিলে কএক পলের মধ্যে জাহাজের নাম ও তাহাতে যে কেহ আরোহণ করিয়া থাকেন তাঁহারদের নাম বিশেষতঃ বিলাতের ও অন্য২ স্থানের কোন বিশেষ সমাচারের স্থূল বৃত্তান্ত অনায়াসে পাওয়া যাইবেক……।

# সূচীপত্র